২৩
তাফহীমুস্‌সুন্নাহ সিরিজ
ফাযায়েলে রহমাতুললিল আলামীন
মূলঃ
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী
ভাষান্তরঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ
প্রকাশনায়ঃ
মাকতাবা বাইতুস্‌সালাম
রিয়াদ

23
تفهيم السنة
فضائل
رحمة للعالمين
(باللغة البنغالية)
تاليف:
محمد اقبال كيلانى
ترجمه:
عبد الله الهادى محمد يوسف
مكتبة بيت السلام
الرياض

তাফহীমুস্‌সুন্নাহ্‌ সিরিজ -২৩

ফাযায়েলে রহমাতুললিল আলামীন

মূলঃ
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

ভাষান্তরঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

প্রকাশনায়ঃ
মাকতাবা বাইতুস্‌সালাম
রিয়াদ, সৌদী আরব

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

كيلاني ، محمد اقبال
فضائل رحمة للعالمين. / محمد اقبال كيلاني .- الرياض ، ١٤٣٤هـ

٢٩٦ ص ؛ ..سم.- (تفهيم السنة ؛ ٢٣)

ردمك: ٥-٣٧٢٧-٠١-٦٠٣-٩٧٨
(النص باللغة البنغالية)

١- الفضائل الاسلامية أ.العنوان ب.السلسلة

ديوي ٢١٢,٢ ١٤٣٤/١١٠٨٨

رقم الإيداع: ١٤٣٤/١١٠٨٨
ردمك: ٥-٣٧٢٧-٠١-٦٠٣-٩٧٨

تقسيم كنندة

مكتبة بيت السلام

صندوق البريد: -16737 الرياض:-11474 سعودي عرب

فون: 4381122 فاكس : 4385991
4381155

موبائل: 0542666646-0505440147

تفهيم السنة -২৩

فضائل رحمة للعالمين

(باللغة البنغالية)

تأليف: محمد اقبال كيلانى

ترجمة: عبد الله الهادى محمد يوسف

مكتبة بيت السلام - الرياض

সূচিপত্র			
ক্রমিক	বিষয়	موضوع	পৃষ্ঠা নং

كلمة المترجم

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র জন্য যুগে যুগে মানুষের হেদায়েতের জন্য অসংখ্য আম্বীয়া (আঃ)গণকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, আর তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন আমাদের নবী মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে
অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক ঐ মহামানবের প্রতি যিনি বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরিত হয়েছেন রহমত স্বরূপ।
পৃথিবীতে মানুষ জীবন যাপন এবং চলাফেরার ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা লাভের জন্য সঠিক দিক নিদের্শনা লাভকরা অত্যন্ত জরুরী, কেননা সঠিক দিক নিদের্শনা নাপেলে কোন মানুষের পক্ষেই এই পৃথিবীতে সফলতা এবং পরকালে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। আবার এই দিক নিদের্শনা দাতাও যদি নির্ভুল উৎস থেকে স্বচ্ছ জ্ঞানের অধিকারী নাহয় তাহলে সেও মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারবে না। আর এই নির্ভুল দিক নিদের্শনা দেয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র মনোনীত নবীগণের পক্ষেই সম্ভব,কারণ তাঁরা নিজের মস্তিষ্কপ্রসুত কোন কথা তাদের উম্মতদেরকে বলেন না, বরং তাঁরা আল্লাহ্‌র বাণী মানুষের মাঝে প্রচার করেন, তাই তাদের কাছ থেকেই মানবতা তাদের সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারে। আমাদের নবী মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নবুয়তী জীবনে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথেই মানুষকে দিক নিদের্শনা দিয়েগেছেন। আর সেই দিক নিদের্শনাসমূহের মধ্য থেকে কিছু সুন্দর সুন্দর দিক নিদের্শনা তুলে ধরেছেন উর্দূভাষী সুলিখক জনাব ইকবাল কীলানী সাহেব তাঁর "ফাযায়েল রহমাতুললিল আলামীন" নামক গ্রন্থে, যা একজন মানুষের জন্য সঠিক পথের সন্ধান লাভে খুবই সহযোগী ।
এই গ্রন্থটি অনুবাদের দায়িত্ব আমি গোনাহগারের উপর অর্পিত হলে, আমার কাঁচা হাত হওয়া সত্বেও আমি তা অনুবাদে আগ্রহী হই এই আশায় যে, এগ্রন্থ পাঠে বাংলাভাষী মানুষ তাদের ইহকাল এবং পরকালের সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে, আর এই উসীলায় মহান আল্লাহ্‌ এ গোনাহগারের প্রতি সদয় হয়ে তাকে ক্ষমা করবেন।

পরিশেষে সুহৃদয় পাঠকবর্গের প্রতি এ আবেদন থাকল যে, এ গ্রন্থ পাঠান্তে কোন ভুল-ভ্রান্তি তাদের দৃষ্টিগোচর হলে আর তারা তা আমাকে অবগত করালে আমি পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের জন্য চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্ ।

ফকীর ইলা আফভী রাব্বিহিঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু.ইউসুফ
রিয়াদ,সাউদী আরব।
পি.ও. বক্স-৭৮৯৭(৮২০)
রিয়াদ-১১১৫৯।
কে.এস.এ.
মোবাইল-০৫০৪১৭৮৬৪৪।
৩১/৩/২০১৩ইং।

ভূমিকা

আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঃ আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হবঃ

- প্রশংসা এবং গুণগান ঐ সত্বার জন্য যিনি বড়ত্ব, গৌরব এবং সম্মানের দিক থেকে একক, যিনি সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ, যার কোন শরীক নেই।
- প্রশংসা ও গুণগান ঐ সত্বার জন্য যিনি পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু, যিনি মানুষের দোষত্রুটি গোপনকারী এবং ক্ষমাকারী, যিনি প্রশংসিত এবং সম্মানিত, যিনি চিরঞ্জীব এবং সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী, যিনি মহা আরশের মালিক, যার কোন অংশীদার নেই।
- প্রশংসা ও গুণগান ঐ সত্বার জন্য যিনি জগৎসমূহের সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী, জগৎসমূহের সবকিছুর লালনপালনকারী, যিনি জগৎসমূহের সবকিছুকে আলোকিতকারী, যার কোন শরীক নেই।
- আর ... দরূদ এবং সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি যিনি সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।
- দরূদ এবং সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি যিনি পাপিদের জন্য সুপারিশকারী এবং রহমাতুললিল আলামীন হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।
- দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি যিনি সেস্নহশীল ও করুণাময়, দয়ালু হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।
- দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তার প্রতি যিনি সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরিত হয়েছেন।
- দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি যিনি নবীগণের সর্দার হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।
- দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি যিনি হাউজ কাউসারের পানি পানকরানোর দায়িত্ব পাবেন এবং হাশরের মাঠে অবস্থানকারীদের জন্য সুপারিশ করবেন।
- দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি যিনি প্রশংসার পতাকার অধিকারী এবং মাকাম মাহমুদ(প্রশংসিত স্থানে) আসীন হবেন।

কিন্তু...
মক্কার সর্দারগণ এক আজব কথা বলে দিল যে,
"এতো মিথ্যুক, যাদুকর, পাগল, কবি, গণক"
... পরিশেষে তারা নিশ্চিহ্ন হয়েগেল যেন কখনো তারা ছিলই না।
আর বিপরীতে ইসলামের নবীর আদর্শ টিকে থাকল।
আজও সেই আদর্শ বিদ্যমান আছে যা ১৪শতবছর অতিক্রম করে এসেছে।

- মানুষ উন্নতীর অসংখ্য স্তর অতিক্রম করেছে।
- সংস্কৃতির অসংখ্য স্তর অতিক্রম করেছে।
- জ্ঞান বিজ্ঞানে সাত সমুদ্র অতিক্রম করেছে।
- মানবাধিকারের পতাকা উড্ডিন করেছে।
- মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ধ্বনী উঁচু করেছে।
- চিন্তার স্বাধীনতার বিপ্লব ঘটিয়েছে।

কিন্তু... যিনি বিশ্ববাসীর প্রতি রহমত হিসেবে এসেছিলেন তার ব্যাপারে চিন্তা করুন, তাঁর আদর্শ যেমন ছিল তেমনই আছে।

এখন প্রাচ্যের গুরুগণ এক আজব কথা বলতে শুরু করেছেঃ

"সেতো হত্যাকারী ছিল, জঙ্গিবাদী ছিল, কট্টোর পন্থী ছিল, অজ্ঞ ছিল, প্রবৃত্তির অনুসারী ছিল।"

ঐ সত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ!

- মক্কার সর্দারগণও ধোঁকার মধ্যে ছিল, আর পাশ্চাত্যবাসীরাও ধোঁকার মধ্যে আছে, মক্কাবাসীরা যেভাবে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে এমনিভাবে পাশ্চাত্যবাসীরাও লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হবে।

আর...

ইসলাম এবং ইসলামের নবীর বাণী সমুন্নত থাকবে।

- কা'বা ঘরের রবের কসম! নিকটতম ভবিষ্যতের সর্বময় ঘোষণা শুধু একটিই, আর তাহলঃ

﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

অর্থঃ"আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালা-২১)

এই সর্বময় ঘোষণাকে পরিবর্তন করা এতটাই অসম্ভব যেমন আগামী দিনের সূর্যোদয়কে ফিরানো অসম্ভব।

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يارحم الراحمين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين اما بعد:

নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) চরিত্রের অসংখ্য দিক রয়েছে, আর আদম সন্তানের হেদায়েত এবং প্রথ প্রদর্শনের দিক থেকে তাঁর চরিত্রের প্রতিটি দিকই একটি থেকে অপরটি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের নিকট দাওয়াত এবং তাবলীগের দিক থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) চরিত্রের সবচেয়ে মূল্যবান দিক হল তিনি তাঁর উম্মতের জন্য রহমত হিসেবে আগমন করা। নবুয়তের আগেও তিনি মানুষের জন্য রহমত ছিলেন, মক্কায় 'সত্যবাদী' এবং 'বিশ্বস্ত' হিসেবে পরিচিতি লাভকরা একথার অকাট্য প্রমাণ। সর্বপ্রথম ওহী আসার পর যখন তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে আসছিলেন তখন খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে শান্তনা দিতে গিয়ে বলেছিলেনঃ আপনাকে আল্লাহ্ কখনো অপমানিত করবেন না, কেননা আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, বিপদ গ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন, নিরুপায়ের উপায় হন, মেহমানদারী করেন, প্রত্যেক হকদারের হক তাকে বুঝিয়েদেন। খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহার) এই সাক্ষীও এইকথা প্রমাণ করে যে নবুয়ত লাভের আগেও তিনি মানুষের জন্য রহমত ছিলেন।

নবুয়ত লাভের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য যে ধৈর্য, ক্ষমা, দয়া প্রকাশের উদাহরণ স্থাপন করেছেন তা তাঁর চরিত্রের এমন এক পর্যায় যে তাঁর মর্যাদা এবং সম্মানের কথা অনুভব করা কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়।

চিন্তা করুন যে চল্লিশ বছর পর আল্লাহ্ তাঁকে নবুয়তের জন্য চয়ন করেছেন, এটা বয়সের এমন এক পর্যায় যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার মান ও মর্যাদার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী বলার পর যখন তাঁকে লোকেরা মিথ্যুক, পাগল, কবি, গণক, যাদুকর বলছিল তখন তাঁর হৃদয়ের অবস্থা কেমন ছিল? কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী তিনি ঐসমস্ত গালি গালাজ এবং অপবাদের প্রতি উত্তরে কখনো একটি শব্দও মুখ দিয়ে বের করেননি। তিন বছর পর্যন্ত গোপনভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রকাশ্য দাওয়াতের ঘোষণা দিলেন, তখন তিনি সমস্ত আরব গোত্রসমূহকে একত্রিত করে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করলেন, তাঁর চাচা আবুলাহাব তাঁকে চরমভাবে অবমাননা করল এবং এই বলে ধমকাল যে" তোমার হাত ধ্বংস হোক এজন্যই কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় চাচার এই আচরণে নিশ্চুপ থাকলেন আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোরআ'ন কারীমে তার উত্তর দেয়া হল

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾

অর্থঃ"আবুলাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে"।

উমাইয়্যা বিন খালাফ তাঁকে দেখা মাত্রই গালি গালাজ করতে লাগত, অপবাদ দিত, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি উত্তরে সবসময়ই পরিপূর্ণ ভাবে চুপ থাকতেন, শেষে কোরআ'ন মাজীদে এর উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছেঃ

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾

অর্থঃ "প্রত্যেক পশ্চাতে এবং সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ"। (সূরা হুমাযা-১)

আবুজাহাল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হারাম শরীফে কঠোরভাবে ধমকাল, গালি গালাজ করল, অপমান করল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন প্রতিবাদ নাকরে চুপ থাকলেন, হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন এই ঘটনা শুনল তখন স্বীয় ভাতিজাকে অপমান করাকে সহ্য করতে নাপেরে আবুজাহালকে সমুচিত জওয়াব দিলেন।

উবাই বিন খালাফ একদা পরিত্যক্ত হাড্ডি নিয়ে এসে তা টুকর টুকর করে বিদ্রুপাত্তকভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে দাঁড়াল কিন্তু তিনি কোন প্রকার প্রতিবাদ নাকরে চুপ থাকলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছেলে আবদুল্লাহ্ মৃত্যুবরণ করার পর আবু লাহাব, আস বিন ওয়ায়েল, ও কাব বিন আবু মুয়ীত, আবু জাহাল তারা সকলে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নির্বংশ বলে কটাক্ষ করতে লাগল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কোন প্রতি উত্তর না করলেও আল্লাহ্ তা'লা কোরআ'ন মাজীদে তার প্রতি উত্তর দিয়েছেন এভাবেঃ

﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾

অর্থঃ"যে আপনার শত্রু, সে-ইতো লেজকাটা, নির্বংশ"। (সূরা কাওসার-৩)

আমি এখনে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ধৈর্য এবং ক্ষমা প্রদর্শনের কিছু উদাহরণ পেশ করলাম মাত্র, অন্যথায় বাস্তবতা হল এইযে, দীর্ঘ ১৩ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গালি গালাজ করা , তাঁর সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা, তাঁকে অপবাদ দেয়া, তাঁর উপর ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করা, তাঁকে অপমান করা, তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখা, তাঁর দাওয়াতকে কিস্সা কাহিনী হিসেবে চিহ্নিত করা, দাওয়াত দেয়ার সময় তাঁর পিছু নেয়া, তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা, তাঁকে পথভ্রষ্ট এবং বে-দ্বীন বলে আখ্যায়িত করা, তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করা, লোকদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা, তাঁকে হত্যা করার হুমকী দেয়া, ইত্যাদি নিত্যদিনের ব্যাপার ছিল। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষ থেকে এই সমস্ত অন্যায় অপরাধের বিরুদ্ধে এক মাত্র চুপ থাকা ব্যতীত আর কোন প্রতিবাদ ছিল না।

ইতিহাসের পাতায় যেমন কাফেরদের জুলুম অত্যাচারের নথী সংরক্ষিত আছে এমনিভাবে সেখানে এই বিস্ময়কর বাস্তবতাও সংরক্ষিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই সমস্ত অত্যাচারে ব্যথীত হয়ে তাঁর এই অসন্তুষ্টির কথা তিনি কত বার ব্যক্ত করেছেন এবং কোন ভাষায় করেছেন। ১৩ বছরের মাক্কী জীবনে মাত্র তিন-চার স্থান এমন

পাওয়া যায় যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কার কাফেরদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেছেন, বাস্তবতা হল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অসন্তুষ্টি প্রকাশও ছিল তাঁর উন্নত চরিত্রের ভদ্রতাসুলভ আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ।

প্রথম ঘটনাটি এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিবেশীদের মধ্যে আবু লাহাব, ওকবা বিন আবু মরীত, আদী বিন হামরা এবং ইবনু সদা হুযালীর মত নেতৃস্থানীয় কাফেররা বসবাস করত, যারা রাত দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘরের সামনে দুর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করে তাঁকে কষ্ট দিত, আর যখন তিনি বেশি পেরেশান হয়ে যেতেন তখন দেয়াল বা ঘরের দরজায় উঠে এতটুকু বলতেন যে, হে আবদে মানাফের বংশধররা প্রতিবেশীর প্রতি এটা কেমন আচরণ? এই ছিল তাদের এধরণের খারাপ আচরণের প্রতিবাদের ভাষা।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এই যে, মসজিদে হারামে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায আদায় করছিলেন, কাফের সরদাররা নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সেজদায় গেলেন তখন তাঁর পিঠের উপর উটের নাড়ি ভুরি চাপিয়ে দিল, আর নিজেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অট্ট হাসি হাসতে লাগল, যখন ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঘটনাটি জানতে পারলেন তখন তিনি এসে তা তাঁর পিঠ থেকে সরালেন, আর সমস্ত কাফের নেতারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করতে লাগল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের এই আচরণের প্রতি উত্তরে তিন বার বললেনঃ হে আল্লাহ্ তুমি কোরাইশদেরকে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দাও। এই ছিল কোরাইশদের জুলম এবং অত্যাচারের প্রতি উত্তর।

তৃতীয় ঘটনাটি এই যে, একবার ত্বাওয়াফ করার সময় মোশরেকরা তাঁকে অপবাদ, ধমক দিতে লাগল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেনঃ আমি তোমাদের নিকট কোরবানীর বিধান নিয়ে এসেছি, এতে কাফেররা চুপ হয়েগেল।

আরো একটি ঘটনা হল এই যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কঠোরভাবে অবমাননা করা হল, আবুলাহাবের ছেলে ওতবা একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলতে লাগল ঃ যে

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾

অর্থঃ" নক্ষত্রের কসম,যখন অস্তমিত হয়। (সূরা নাজম-১)

আমি এই আয়াত অস্বীকার করছি, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জামা ছিড়ে দিল এবং তাঁর চেহারায় থুথু দেয়ার চেষ্টা করল, যার প্রতি উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহ্ তাঁর কুকুরসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি কুকুর তোমার উপর চড়িয়ে দিক।

জুলম,অত্যাচার, নির্যাতন, নিপিড়নে জরজরিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দীর্ঘ তের বছরের মাক্কী জীবনে তাঁর মুখ দিয়ে বের হয়ে আসা এটাই ছিল

সবচেয়ে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ, যা আমরা ইতিহাসের পাতায় পেয়ে থাকি। যেখানে তিনি কাউকে না গালি দিয়েছেন না অপবাদ, না কারো সাথে খারাপ আচরণ করেছেন না কারো সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ, কারো সাথে ঝগড়া ঝাটিতেও লিপ্ত হন নাই, আবার কারো সাথে বিতর্ক করেছেন, বরং অত্যন্ত ভদ্রভাষায় বিষয়টিকে আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিয়েছেন, বাস্তবতা হল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জিবনী গবেষণা করলে একথা মেনে নেয়া ব্যতীত আর কোন উপায় থাকবে না যে, তিনি তাঁর চরিত্র এবং কর্মকান্ডের দিক থেকে সম্পূর্ণ ঐরকমই ছিলেন যেমন আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেনঃ

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

অর্থঃ"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।(সূরা কালাম-৪)

চরিত্রের মাধুর্যতার এমন এক পর্যায়ে তিনি ছিলেন যেখানে পৃথিবীর আর কারো পক্ষেই পৌঁছা সম্ভব নয়।

ধৈর্য এবং ক্ষমার এই ভদ্র আচরণ থেকেও আরো এক ধাপ আগের কথা হল এই যে যারা রাত-দিন ব্যাপী তাঁকে নির্যাতন নিপিড়ন করত, তাঁকে মিথ্যুক এবং পাগল বলত, তাঁর সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত, তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য নিত্যনতুন চক্রান্ত করত, তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের জন্য মক্কায় থাকা দূরহ করে দিল, এই জালেম এবং শত্রুদের জন্য রাতে একাএকী আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করত, হে আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েত দাও, আর এই বিষয়ে সবসময় চিন্তিত থাকত যে, তারা কেন ঈমান আনছে না, শেষে আল্লাহ্ তা'লা কোরআ'ন কারীমে এরশাদ করলেনঃ

﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾

অর্থঃ"যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি ঈমান না আনে তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবতঃ আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন"। (সূরা কাহ্ফ-৬)

বিশ্ববাসীর প্রতি রহমতের দূতের দুশ্চিন্তাকে দূর করার জন্য সূরা শুআরায়ও এই আয়াত দ্বিতীয় বার বর্ণিত হলঃ

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

অর্থঃ"তারা বিশ্বাস করেনা বলে আপনি হয়ত মর্ম ব্যথায় আত্মঘাতি হবেন"। (সূরা শুআরা-৩)

একদিকে ঈমান প্রত্যাখানকারীদের এই জুলম, অপর দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রাণ নির্গত হওয়ার মত এই দুশ্চিন্তা, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনীর এমন এক বিস্ময়কর দিক যা বুঝতে মানবিক জ্ঞান অপারাগ, আর তায়েফের ঘটনা তো আরো বেদনা দায়ক, যেখানে পাহাড়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেশ্তা জিবরীল (আঃ) এর সাথে উপস্থিত হয়ে আবেদন করল যে, আমি তাদেরকে দুই পাহাড়ের মাঝে ফেলে এখনই শেষ করে দিব? বিশ্ববাসীর প্রতি রহমত স্বরূপ প্রেরিত, করুণাময়, দয়ালু সায়্যেদুল মুরসালীন, অত্যন্ত ধৈর্য এবং দৃঢ়তা নিয়ে বললেনঃ না না,আমি আশা

করছি যে, আল্লাহ্ তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।
নিজের শত্রুদের জন্য দয়া এবং করুনার এই মনভাব এবং এই চিত্র! মানব ইতিহাসের কোথাওকি এর কোন দৃষ্টান্ত আছে?
বদরের যুদ্ধের পর ওমাইর ইবনে ওহাব, সাফওয়ান ইবনে ওমাইয়্যা তারা উভয়ে কা'বার হাতীমে বসে নিজেদের লাঞ্ছনা এবং অবমাননার কথা স্মরণ করে কাঁদছিল, ওমাইর ইবনে ওহাব বললঃ আল্লাহ্র কসম! যদি আমি ঋণ গ্রস্ত নাহতাম এবং আমার পরে আমার স্ত্রী সন্তানদের শেষ হয়ে যাওয়ার আশন্কা নাথাকত, তাহলে আমি মদীনায় গিয়ে মোহাম্মদকে হত্যা করতাম। সাফওয়ান বললঃ তোমার ঋণ এবং স্ত্রী সন্তানদের কে দেখাশুনার দায়িত্ব আমি নিলাম, তুমি তাঁকে হত্যা কর। উভয়ের মাঝে সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হল, ওমাইর ইবনে ওহাব রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার জন্য বিষাক্ত তরবারী নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হল, ঐ মূহর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাকেরামগণের সাথে মসজিদে নবুবীতে ছিলেন, সাহাবাকেরামগণ পরিস্থিতি অনুভব করতে পেরে ওমাইর বিন ওহাবকে বন্দী করল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)দেখতে পেয়ে বললেনঃ তাকে ছেড়ে দাও আমার নিকট আসতে দাও। তিনি ওমাইরকে জিজ্ঞেস করলেন কেন এসেছ? সে বললঃ আমার ছেলে বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে এসেছে তাকে মুক্ত করার জন্য এসেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাহলে এই তরবারী কেন সাথে এনেছ? এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওমাইর এবং সাফওয়ানের মাঝে কা'বার হাতীমে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেকথা প্রকাশ করলে ওমাইর তা স্বীকার করে বললঃ আল্লাহ্ কি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে এই কথা জানিয়ে দিয়েছে? আর সাথে সাথেই কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েগেল, যে ব্যক্তি তাঁকে হত্যা করার জন্য এসেছিল, তার ব্যাপারে বিশ্ববাসীর প্রতি রহমতের নবী কোন কথা তঁকে জিজ্ঞেস করলেন না বরং সাহাবা কেরামগণকে নিদের্শ দিলেন যে তোমাদের ভাইকে কোরআ'ন শিক্ষা দাও এবং তার বন্দী ছেলেকে মুক্ত করে দাও।
উহুদের যুদ্ধের দিন মুশরেকরা যেকোন উপায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করতে চেয়েছিল, একপর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট মাত্র দু'জন সাহাবী ছিলেন, আর তারা হলঃ ত্বালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ এবং সা'দ বিন আবি ওক্কাস, (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা), মুশরেকরা এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর আক্রমণ করল, এক মুশরেক ওতবা বিন আবি ওক্কাস রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাথর নিক্ষেপ করল যার ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাটিতে পড়ে গেলেন এবং তাঁর একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল, তাঁর ঠোটও যখম হয়েগেল, আরো কয়েকজন মুশরেক সামনে এসে তাঁর কপাল যখম করে দিল, তৃতীয় আরেক জন মুশরেক এসে তাঁর কাঁধের উপর আক্রমণ করল, ফলে তাঁর চোখের নিচে আঘাত লাগল, চোখের সামনে তাঁর শরীরের যখমসমূহ থেকে রক্ত ঝরছে দেখে মানবিক হৃদয় ব্যাথাতুর হল এবং বললেনঃ ঐ

জাতির উপর আল্লাহ্র কঠোর শাস্তি আসুক যারা তাদের নবীকে রক্তাক্ত করেছে, আবার এর পরে পরেই উম্মতের প্রতি সদয় হলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহ্ তুমি আমার এই জাতিকে হেদায়েত দাও তারা বুঝতে পারে নাই।

ইয়ামামার শাসক সুমামা বিন আস্সাল কয়েকজন সাহাবীকে হত্যা করেছিল, এরপর পরিবর্তিত রূপ নিয়ে মুসাইলামা কাজ্জাব এর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার জন্য, বের হয়ে ছিল, সে সাহাবা কেরামগণের হাতে বন্দী হয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে মসজিদে নবুবীর খুঁটির সাথে বেধে রাখলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন আমার ব্যাপারে তোমার কি ধারণা? সে বলতে লাগলঃ আমি আপনার ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখি যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তাহলে একজন খুনী এবং পাপিকে হত্যা করলেন, আর যদি মুক্ত করে দেন তাহলে আমাকে সম্মানী ব্যক্তিকে সম্মান দাতা হিসেবে পাবেন, আর যদি মুক্তি পণ চান তাহলে যা চাইবেন তাই দিব। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুপ থাকলেন এবং এরপরের দিন ও একই কথাবার্তা হল, তিনি আবারো চুপ থাকলেন, তৃতীয় দিন আবারো একই কথা বার্তা হল, রহমতের নবী সাহাবাকেরামগণকে নির্দেশ দিলেন যে তাকে আযাদ করে দাও, তার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না এবং যেসমস্ত সাহাবাগণকে হত্যা করেছে তাদের ব্যাপারেও কিছু বললেন না, কোন জামানতও চাইলেন না, কোন আঙ্গিকারও নিলেন না শুধু অনুগ্রহ পরায়ন হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সুমামা মসজিদ নবুবীর পার্শ্বে একটি খেজুরের বাগানে গেল এবং গোসল করে এসে ইসলামে দিক্ষীত হল।

কা'ব বিন যুহাইর আরবদের বড় কবিদের একজন ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বদনাম করত, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অবমাননার দায়ে তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু সে পালিয়ে গিয়েছিল, তার ভাই বুযাইর বিন যুহাইর তাকে চিঠি লিখল যে, যেব্যক্তি তাওবা করে তাকে রহমতের নবী ক্ষমা করে দেন, যদি জীবনের নিরাপত্বা চাও তাহলে দ্রুত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হও। চিন্তা ভাবনা করার পর কা'ব বিন যুহাইর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, রাতের মধ্যেই মদীনায় পৌছে গেল, তার পরিচিত এক আনসারীর বাড়িতে রাত্রি যাপন করল, সকালে ঐ আনসারীর সাথে মসজিদে চলে গেল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পেছনে নামায আদায় করল, নামায শেষ করে আনসারী কা'বকে ইশারা করল আর কা'ব উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে বসল, তাঁর হাতে হাত রাখল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বকে চিনতেন না, কা'ব বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'ব তাওবা করে মুসলমান হয়ে গেছে, এখন আপনার নিকট নিরাপত্তা কামনা করছে, অনুমতি পেলে তাকে আপনার নিকট উপস্থিত করব? আপনি কি তার ইসলাম গ্রহণকে মেনে নিবেন? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দিধায় বললেনঃ হাঁ,

কা'ব বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমিই কা'ব, একথা শুনামাত্র এক আনসারী কা'বকে হত্যা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুমতি চাইল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ না এখন সে তাওবা করে নিয়েছে।

ইকরেমা বিন আবু জাহালও ঐ লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদের রক্তকে হালাল করে দিয়েছিলেন, ইকরেমার স্ত্রী উম্মু হাকীম বিনতে হারেস রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েগেল এবং তার স্বামীর জন্য নিরাপত্বা চাইল, রহমতের নবী তাকে নিরাপত্বা দিলেন, ইকরেমা তার স্ত্রীর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শত্রু ছিল, মক্কা বিজয়ের পর জানের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, ওমাইর বিন ওহাব রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট সাফওয়ানের ব্যাপারে নিরাপত্বা চাইল, তখন রহমতের নবী তাকেও নিরাপত্বা দিল, সাফওয়ান ওমাইরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হল এবং বললঃ ওমাইর বলছে আপনি আমাকে নিরাপত্বা দিয়েছেন? রহমতের নবী বললেনঃ হাঁ, ওমাইর সত্য বলেছে, তখন সাফওয়ানও মুসলমান হয়ে গেল।

উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রিয় চাচা হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে নির্মমভাবে শহীদকারী ওহশীও মক্কা বিজয়ের পর অন্যন্য শত্রুদের ন্যায় পালিয়ে গিয়ে ত্বায়েফে আশ্রয় নিয়েছিল, কেউ তাকে বললঃ যেব্যক্তি কালেমা পড়ে তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হত্যা করেন না, ওহশী ভয়ে ভয়ে মদীনায় গিয়ে পৌঁছল এবং হঠাৎ করে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে গিয়ে উঁচু কণ্ঠে কালেমা পাঠ করে নিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি ওহশী? সে বললঃ হাঁ, আমি ওহশী। তিনি বললেনঃ আমার নিকট বস এবং আমাকে বল যে কিভাবে তুমি আমার চাচাকে হত্যা করেছিলে? ওহশী ঘটনা বর্ণনা করল, তিনি বললেনঃ ঠিক আছে তোমার ইসলাম গ্রহণ মেনে নিলাম, তবে তুমি আমার সামনে আসবে না।

হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নাক, কান কেটে এবং কলিজা বের করে চিবিয়ে ভক্ষণকারীনি হিন্দ বিনতু উতবা ও মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন করল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা হয়েছে তা ক্ষমা করে দিন, আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমাকরুন, রহমতের নবী তাকেও ক্ষমা করে দিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দু'জন মুশরেককে হত্যা করতে চেয়েছিল, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) বোন উম্মু হানী তাদেরকে নিরাপত্বা দিল এবং রুমের দরজা বন্দ করে দিল,

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসলেন, উম্মু হানী বললঃ আমি দু'জন লোককে নিরাপত্বা দিয়েছি, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি যাদেরকে নিরাপত্বা দিয়েছ, তাদেরকে আমিও নিরাপত্বা দিলাম, এরফলে এই উভয় মুশরেক তাদের জীবনের নিরাপত্বা পেয়ে গেল, মক্কা বিজয় মূলত কোন শহর বা রাষ্ট্র বিজয়ের যুদ্ধ ছিল না, বরং তাছিল হৃদয় জয়ের যুদ্ধ, যেখানে তিনি সমস্ত ছোট বড় আসমীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা রাখা সত্বেও এই বলে সকলকে ক্ষমা করে দিলেন ।

اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

অর্থঃ"যাও তোমরা সবাই মুক্ত" ।

সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করলেন যে, যেব্যক্তি অস্ত্র ফেলে দিবে তাকে হত্যা করবে না, যে ব্যক্তি মসজিদ হারামে চলে যাবে তাকেও হত্যা করবে না, যে ব্যক্তি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে তাকেও হত্যা করবে না, যেব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে চলে যাবে তাকেও হত্যা করা যাবে না, যেব্যক্তি হাকীম বিন হিযামের ঘরে চলে যাবে তাকেও হত্যা করা যাবে না।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বা ঘরের তাওয়াফ করছিলেন, ফুযালা বিন ওমাইর তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু সাহস করতে পারে নাই, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ডেকে এনে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, প্রতিশোধ নেয়া এবং আইন অনুযায়ী বিচার করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্বেও তার প্রতিশোধ নিলেন না, ফুযালা বিন ওমাইর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ক্ষমাপ্রদর্শনের এই দৃশ্য দেখে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে কালেমা পড়ে ইসলামে প্রবেশ করলেন।

আবদুল্লাহ্ বিন আবু সুরহ কে হত্যাকরাকেও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৈধ করেছিলেন, কিন্তু ওসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পক্ষ থেকে ক্ষমা চাইলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকেও ক্ষমা করে দিলেন এবং সেও মুসলমান হয়ে গেল।

মাক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার কা'বা ঘরের চাবির দায়িত্ব প্রাপ্ত ওসমান বিন তালহার নিকট চাবি চাইলেন, কিন্তু সে চাবি দিতে অস্বীকার করল, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওসমান বিন তালহার কাছ থেকে চাবি নিলেন এবং কা'বা ঘরের ভিতরে সংরক্ষিত মূর্তিসমূহ বের করে দিলেন, এরপর ওখানে নামায আদায় করলেন, বের হয়ে আসলে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাইতুল্লাহ্র চাবি আমাকে দিন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ওসমান বিন তালহা কোথায়? সে আসল, তিনি বললেনঃ হে ওসমান তোমার চাবি তুমি গ্রহণ কর, আজকের এই দিন ওয়াদা পূরণের দিন, শেষে সে মুসলমান হয়ে গেল।

হুনাইনের যুদ্ধের দিন ছয় হাজার মুশরেক বন্দী হয়ে আসল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে শুধু বিনা মুক্তি পণেই মুক্তি দিলেন না বরং প্রত্যেক বন্দীকে একটি করে চাদরও উপহার হিসেবে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র জীবনীর উল্লেখিত ঘটনাবলী থেকে দু'টি বিষয় দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট হয়ঃ

বাস্তবেই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলের জন্য রহমত ছিলেন, যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেনঃ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

অর্থঃ"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি"। (সূরা আম্বীয়া-১০৭)

বাস্তবে তিনি এরূপই ছিলেন।

২য়ঃ এই প্রচারণা একেবারেই বাতেল এবং ভুল যে ইসলাম তরবারীর মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে, বাস্তবতা হল ইসলাম শুধু তার উন্নত এবং মূল্যবান শিক্ষার মাধ্যমেই বিস্তার লাভ করেছে।

পরিশেষে উপরোক্ত ফলাফলের আলোকে আমরা আমাদের পাঠকদের দৃষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের প্রতি ফেরাতে চাই, আর তাহল এই যে, এটি একটি জানা বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশায় শুধু দশ বিশটি নয় বরং অসংখ্য উদাহরণ স্থাপন করেছেন যেখানে তিনি তার ঘোর শত্রুদেরকে সহজেই ক্ষমা করে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর ২৩বছরের নবুয়তী জিবনীতেই নয় বরং ৬৩বছরের জীবনকে বিশ্লেষণ করলেও এমন একটি ঘটনা পাওয়া যাবে না যে, তিনি কারো উপর অবিচার বা অন্যায় করেছেন. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছেন, বা হত্যা করিয়েছেন, কাউকে গালি দিয়েছেন, কাউকে কটাক্ষ করেছেন, এমনকি কাউকে কোন ধমক দিয়েছেন, কারো সাথে অসৎ আচরণ করেছেন বা কাউকে বিদ্রুপ করেছেন। প্রশ্ন হল তাহলে এমন কি কারণ আছে যে, আজ সমগ্র পৃথিবীর অমুসলিমদের কাছে এই আওয়াজ ভেসে বেড়াচ্ছে যে, ইসলামের নবী হত্যাকারী, সন্ত্রাসী ছিল, অথচ তাঁর পবিত্র জীবনী আজ সমস্ত মানুষের নিকট একটি উন্মুক্ত গ্রন্থের ন্যায় পরিষ্কার?

আমার সল্পজ্ঞান তো একথাই বলে যে, তার কারণ হল গোড়ামী, বিরোধীতা, যা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগেও ছিল, আর অমুসলিম এবং শিক্ষিত লোকদের একটি বড় দল গোড়ামীর কারণে নিজেদের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করত এবং এব্যাপারে প্রচার প্রপাগান্ডা করত, তাই তার কোন সমাধান না ঐযুগে ছিল না আজ আছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরুদ্ধে এধরণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারীরা মোটেও তাঁর জীবনী অধ্যায়ন করেনি। তাদের এই সিদ্ধান্তের কারণ হল মোস্তাশরেক (যেসমস্ত প্রাচ্যবাসী অমুসলিম ইসলাম নিয়ে পড়াশুনা করে) তাদের মিথ্যা প্রচারণা। যদি অমুসলিমরা সৎ নিয়তে ইসলাম নিয়ে পড়াশুনা করে তাহলে

তাদের অধিকাংশ সহজেই ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মোটেও দিধা সংকোচ করবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগের কত উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে যে, কাফেরদের প্রচারণায় প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছে তখন তারা তাঁর সুন্দর আচরণে মুগ্ধ নাহয়ে থাকতে পারে নাই এবং সাথে সাথেই তারা ঈমান এনেছে। এটাই কি বস্তবতা নয় যে, ৯/১১ ঘটনার পর মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জানা এবং ইসলাম গ্রহণ করার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে?
আমাদের এই অবস্থান যদি সঠিক হয় তাহলে আমাদের এই অলসতা এবং গাফলতি স্বীকার করা উচিত যে ইসলামের নবীর পবিত্র জীবনীর প্রচার এবং প্রকাশের যে কাজ প্রাচ্যে হওয়া দরকার ছিল তাহয় নাই, যার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া সময়ের দাবী। আলেম ওলামা এবং কল্যাণকামীদের উপর এদায়িত্ব বর্তায়, যে, প্রাচ্যে বিদ্ধমান সমস্ত ভাষায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনী সংক্রান্ত ছোট বড় গ্রন্থ সমূহ অনুবাদ করিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার এবং প্রসার করা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্তমান অবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনী ব্যাপকভাবে প্রচার করা বিশেষ ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ্ ।
রহমাতুল লিল আলামীন এবং প্রাচ্যের কু হাওয়াঃ
বলা হয়ে থাকে যে, ১৪শত বছরের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মানুষ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে, মানুষ পৃথিবীর বাহিরে চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহে পদার্পন করেছে, বর্তমান যুগের মানুষ অতীত যুগের তুলনায় অনেক আধুনিক, মানবতা বোধ, মুক্ত চিন্তা, বাক স্বাধীনতার উন্নতির এযুগের সবচেয়ে বড় উপহার, কিন্তু দুঃখের বিষয় হল দ্বীন এবং ঈমানের বিষয়ে এই উন্নত যুগের সভ্য মানবতা এত কট্টর বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, আজও সে ঐ স্থানেই আছে যেখানে ১৪শত বছর পূর্বে ছিল। ইসলামের নবীর সাথে শত্রুতা , ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার আগ্রহ আজও মুশরেক এবং কাফেরদের মাঝে বিদ্ধমান যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর যুগে ছিল। তার কিছু উদাহরণ দ্রঃ
ইসলামের শত্রু ডেনমার্কের প্রধান মন্ত্রীর স্ত্রী (ডেনমার্কের রাণী) তার জীবনী লিখেছে যা ২০০৫ইং প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে সে ইসলামের নবী সম্পর্কে বিদ্রুপ করতে গিয়ে বলেছে,"ইসলাম হত্যা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী একটি মতবাদ, (নাউজু বিল্লাহ) যা এমন এক ব্যভিচার, হত্যা, যুদ্ধ, পাগল নবীর পাগলামীর কথার অনুসরণ করে যে, সন্ত্রাসীকে প্রভূ বানিয়ে নিয়েছে, যার নাম আল্লাহ্, তার গ্রন্থে এই রাণী তার দেশের সাধারণ জনগণকে এবিষয়ে আহ্বান জানিয়েছে যে, আসুন ইসলামের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের বিরোধীতা স্পষ্ট করে প্রকাশ করি" ।[১]

১ -মাজাল্লাহ্ দাওয়া,লাহোর,সফর ১৪২৭হিঃ পৃ ঃ ১৭-১৮।

২-সেপ্টেম্বর ২০০৫ইং ডেনমার্কের ইহুদী সংবাদ পত্র,"ইউলান্ড পোষ্টন" রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে চরম বেয়াদবী এবং অবমাননামূলক কার্টুন ছেপেছে, একটি কার্টুনে ইসলামের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাগড়ীতে বোমা বাধা দেখানো হয়েছে আর অপর একটিতে অস্ত্রসহ পুরুষদের ভিড়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখানো হয়েছে, অপর আরেকটি কার্টুনে তাঁকে খচ্চরের উপর বোমা সহ দেখানো হয়েছে আর নিচে লিখা হয়েছে "সন্ত্রাসী" । সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এই কার্টুনের প্রচন্ড নিন্দা সত্বেও ডেনমার্কের কার্টুনিষ্ট কার্ট ওয়েষ্টার গার্জ বলেছে তার এই চিত্র অংকনে কোন লজ্জাবোধ নেই কেননা ইসলাম সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্র বিন্দু, আর আমি আমার এই অনুভূতিকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছি, ডেনমার্কের ইসলামের শত্রু প্রধান মন্ত্রীও বলেছে যে তার দেশ কোন অপরাধ করে নাই তাই সে কখনো ক্ষমা চাইবে না ।[১]

৩ - ডেনমার্কের পরে নরওয়ে, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, পোর্তোগাল,স্পেন এবং সুইজারলেন্ডের সংবাদপত্রসমূহও একের পর এক এই কার্টুন ছেপেছে।[২] পশ্চিমাদেশ সমূহের কম পক্ষে ৭৫টি সংবাদ পত্র এই মূর্তি ছেপেছে এবং ২০০টেলিভিশন সেন্টার তা প্রচার করেছে।

৪- মুসলিম জাতির সর্বাত্বক প্রতিবাদের পর বার্সেলেজে ইউরোপীয় ইউনীয়নসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমূহের তৃতীয় উচ্চ পরিষদের বৈঠক হয় যেখানে বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা মুসলিম জাতির নিকট ক্ষমাপ্রার্থনার দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে ।[৩]

৫- আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ মুসলমানদের প্রতিবাদকে অগ্রায্য করে অবমাননামূলক কার্টুনের ব্যাপারে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর সাথে এক টেলিফোন আলাপে একাত্বতা প্রকাশ করে ।[৪]

৬-বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও অবমাননামূলক কার্টুনের ব্যাপারে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে তার সাথে একত্বতা ঘোষণা করেন ।[৫]

৭-ইতালীর মন্ত্রী রাবোর্টকালাপোরোলী অবমাননামূলক কার্টুন এর বিষয়টি ব্যাপকতা লাভ করায় সে গৌরব বোধ করেছে।[৬]

৮- ২০০৫ইং সেপ্টেম্বর এর পর ২০০৬ইং এর শুরুতে ডেনমার্কের সংবাদ পত্রসমূহ দ্বিতীয়বার অবমাননামূলক কার্টুন প্রকাশ করে, যেখনে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত গৌরবের সাথে এই বক্তব্য পেশ করে যে, আমিসহ ডেনমার্কের বহু লোক এই কার্টুনসমূহকে, কোন আক্রোশাত্মক বলে মনে করে না, যদি মুসলমানরা এটাকে

---

১ - মাজাল্লাহ্ দাওয়া,লাহোর,সফর ১৪২৭হিঃ পৃ ঃ ১৭-১৮ ।
২ - হাফতা রোযা তাকভীর,করাচী,৮মার্চ ২০০৬ইং ।
৩ - হাফতা রোযা তাকভীর,করাচী,১৫ফেব্রুয়ারী ২০০৬ইং ।
৪ - হাফতা রোযা তাকভীর,করাচী,৮মার্চ ২০০৬ইং ।
৫ - হাফতা রোযা গাজওয়া,লাহোর,২৪ফেব্রুয়ারী ২০০৬ইং ।
৬ - হাফতা রোযা তাকভীর,করাচী,৮মার্চ ২০০৬ইং ।

আক্রোশাত্বক বলে মনে করে তাহলে এর অর্থ এই নয় যে, আমরা তাদের নিকট নতী স্বীকার করব।[১]

৯- কামাল আতাতুর্কের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আর, এম,সি, আরমষ্ট্রং এই বক্তব্য দিয়েছে যে, ইসলাম কি? একটি চরিত্রহীনের তৈরী করা মতবাদ, যা অনুন্নত মরুবাসীদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে কিন্তু উন্নতী প্রিয় রাষ্ট্রসমূহে এই দর্শন বেকার।[২]

১০-নাসারাদের আন্তর্জাতিক পথ প্রদর্শক রূমের পাপা বানী ডাক্ট ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৬ইং জার্মানের এক ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের সাথে তার এক ইবলিসী বক্তব্যে বলেছে,"ইসলামী শিক্ষায় জিহাদের কল্পনা আল্লাহ্ ভিরুতা বিরোধী, ইসলাম তরবারী এবং আক্রোশের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে, মুসলমানদের এই অন্ধকার থেকে বের হওয়া উচিত, আমাকে দেখাও যে, মোহাম্মদ কোন নুতন কথা বলেছে, তার দিক নিদের্শনায় শুধু খারাপ কথা এবং অমানবিক কথাবার্তাই পাওয়াযায়।[৩]

১১- অক্টবর ২০০২ইং নাইজেরিয়ার সরকার তার দেশে বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগীতার অনুমতি দিলে ওখানকার আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন মুসলমানরা কঠোর প্রতিবাদ জানায়, একারণে স্থানীয় একটি নাসারা পত্রিকা "This Day" আজুমা ডেনিল নামী এক সাংবাদিক মুসলমানদের প্রতিবাদকে শুধু ঠাট্টাই করেনি বরং বিদ্রুপ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে এতদূর বলেছে যে, যদি ইসলামের নবী এই প্রতিযোগীতায় অংশ নিত তাহলে এই প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারীনি নারীদের মধ্য থেকে কোন একজন কে বিয়ে করে ফেলত।[৪]

১২- আমেরিকার নিউজার্সি শহরের মেয়র রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বিদ্রুপ করতে গিয়ে বলেছেঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হত্যাকারী, আর কোরআ'ন হত্যা এবং অশান্তি ছড়ানো শিখায়।[৫]

১৩-হলেন্ডে 'মোহাম্মদ' শব্দটি হত্যাকারীর ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়।[৬]

১৪-আমেরিকার পাদ্রী জেরীফাল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে বেয়াদবী করতে গিয়ে এই বিদ্রুপ করেছে যে, আমার মনে হয় মোহাম্মদ সন্ত্রাসী ছিল, আমি মুসলমানদের লিখা অনেক কিছু পড়েছি, সে সম্পূর্ণ রূপে একজন কট্টর পন্থী এবং যুদ্ধবাজ লোকছিল, আমার মতে ঈসা ভালবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং মূসা (আঃ) ও এরূপই ছিল কিন্তু মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পূর্ণ এর বিপরিত।

---

১ - রোযনামা ইসলাম,লাহোর ১ম সেপ্টেম্বর২০০৬ইং।

২ -নেসাবী সালিবিয়িয়ীন,মারঈয়াম খানসা হান্নাদ লিখিত পৃঃ৩১।

৩ -হাফতা রোযা আল ইতেসাম,লাহোর,১৩-১৯ অক্টবর,২০০৬ইং।

৪ -হাফতা রোযা আল এতেসাম,লাহোর১৩-১৯ অক্টবর ২০০৬ইং।

৫ -হাফতা রোযা জরবে মোমেন,লাহোর২৫-৩১ জুলাই২০০৩ইং।

৬ -হাফতা রোযা গাজওয়া, লাহোর১৮-২৪ জুলাই২০০৫ইং।

১৫-নবী সম্পর্কে ইহুদী নাসারাদের এই বিদ্রুপ ছড়ানো এটা মোটেও নুতন কিছু নয়, বরং একটি ধারাবাহিকতা যা গত ১৪শত বছর থেকে চলে আসছে, ইউরোপেও একটি দেশে ২৬৪ বছর মুসলমানরা শাসন করেছে এবং নাসারা নাগরিকদের সাথে ভাল আচরণ করেছে, কিন্তু যখন নাসারাদের সরকার গঠন হল তখন সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াতকে আইন করে বন্ধ করে দেয়া হল, মুসলমানদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্রিয় দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করা হল, তাদের জমি জামা ছিনিয়ে নিল, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিল, আযান এবং জুমার নামাযের ব্যাপারে বাধ্যবাদকতা জারি করা হল, সাথে সাথে এই নিদের্শ দেয়া হল যে, প্রতিটি অনুষ্ঠানে যেন মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গালিগালাজ করা হয়।[১]
১৬-'তারিখ আদব আরাবীর' লিখক নিকলসন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তার গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে ইবলিসী কথাবার্তা বর্ণনা করেছে, যেমনঃ মোহাম্মদ মূর্তি পুজারী ছিল, সে কবি বলে নিজেকে অস্বীকার করেছে কিন্তু এটা শুধু একটা বাহানা ছিল মাত্র। বরং সে কবিই ছিল, মোহাম্মদের কোরআ'ন অস্পষ্ট, বাইবেলের তুলনায় খুবই নিম্ন মানের, মোহাম্মদের কল্পিত জান্নাত এবং জাহান্নামে আত্মিক কোন কিছু নেই, তার জান্নাত বিলাসীতার এক আলিশান বাগান, যেখানে মোত্তাকীরা শীতল ছায়াতলে আরাম করবে, মদ পান করবে, হুরদের সাথে আনন্দ করবে, এই জান্নরাতের উদ্দেশ্য হল শ্রোতাদেরকে একথা বুঝানো যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর সে মদ থেকে বঞ্চিত হবে না বরং এটাই সে জান্নাতে পাবে, মোহাম্মদ জান্নাতের কল্পনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবদের মদের আড্ডা থেকে গ্রহণ করেছে, জান্নাতের এই বিলাসী কল্পনা মোহাম্মদের ব্যক্তিগত কর্মকান্ড থেকেও স্পষ্ট হয়।[২]
১৭- ১৯৪২ইং ইন্ডিয়ায় এক হিন্দু নবুয়তের সম্মানকে অবমাননা করতে গিয়ে অত্যন্ত বেদনাদায়ক গ্রন্থ 'রঙ্গিলা রাসূল' লিখেছিল, ভারতের মুসলমানরা যখন এই বেদনাদায়ক গ্রন্থের প্রকাশ বন্ধ করতে প্রতিবাদ জানাল তখন ভারতের কট্টর পন্থী হিন্দু সংবাদ পত্র রঙ্গিলা রাসূলের লিখকের সমর্থনে উঠে পড়ে দাঁড়াল, দিল্লির প্রসিদ্ধ দৈনিক পরতাপে সম্পাদকিয়তে লিখা হল যে আমরা দাবীকরে বলছি যে, এই গ্রন্থের ভাষা এবং বর্ণনা ভঙ্গি এত সুন্দর যে, কোন মধ্যমপন্থী এব্যাপারে কোন অভিযোগ তুলতে পারে না।[৩]
১৮- যে ভাবে আজ পাশ্চাত্যের উন্নত জাতিরা অবমাননামূলক মূতির ব্যাপারে প্রমাণ দাঁড় করিয়েছে এমনিভাবে আজ থেকে ৮০ বছর পূর্বে হিন্দুরাও এ হৃদয় বিদারক গ্রন্থের ব্যাপারে এধরণেরই যুক্তি পেশ করেছিল, একজন কট্টর পন্থী হিন্দু রঙ্গিলা রাসূলের সমর্থনে লিখেছে যে, যদি বুদ্ধ, ঈসা, নানক এবং দিয়ানাদ এর উপর কটূক্তি করা যায় তাহলে কি কারণ আছে যে, মোহাম্মদের ব্যাপারে কোন হিন্দু বা আর্য কোন বে-আদবীমূলক চিন্তা মনে আনতে পারবে না? হাঁ তারা এ মৌলবাদীতা নিয়ে লড়াই করবে যে

১ -ইউরোপ পর ইসলাম কি ইহসান,ডাক্তার গোলাম জিলানী লিখিত পৃষ্ঠ৮৯।
২ -রোয নামা পরতাপ,২৬জুন১৯২৪ইং,মোকাদ্দেসে রাসূল পৃঃ৩৪ থেকে সংগৃহিত।
৩ - রোযনামা পরতাপ,দিল্লি,১২ জুলাই ১৯২৪ইং, মোকাদ্দাস রাসূল পৃঃ৩৪ থেকে সঙগৃহিত।

মোহাম্মদের জীবনী দোষক্রটির উর্ধ্বে, মুসলমানদের কোন অধিকার নেই যে, যখন কোন অমুসলিম এ বিষয়ে কলম ধরলে তারা তার বিরোদ্ধাচারণ করবে।[১]
রিসালতের অবমাননার জন্য আজ যেমন সমগ্র বিশ্বের কাফেররা একাকার হয়ে গেছে ঠিক এমনিভাবে ঐ সময়ে ভারতের হিন্দুরাও এক প্লাটফর্মে চলে এসে ছিল।
১৯- কয়েক বছর পূর্বে ইহুদী এবং হিন্দুদের এক যৌথ সংগঠন ইন্টারনেটে কোরআ'ন, সর্বশেষ সত্যগ্রন্থ এ শিরুনামে কোরআ'নের উপর কিছু বিরোপ মন্তব্য করেছে, এর পর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারে কিছু অবমাননামূলক এবং নিকৃষ্ট ভাষা ব্যবহার করেছে। যেমন লিখেছে যে, কোরআ'ন মাজীদে আল্লাহ্র ব্যাপারে কোথাও 'আমি' সর্বনাম আবার কোথাও 'আমরা' সর্বনাম ব্যবহার হয়েছে, সর্বনামের ব্যবহারের এ পার্থক্য প্রমাণ করে যে মোহাম্মদ শয়তানী উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইহুদী, খৃষ্টান ও হিন্দু মতবাদের পবিত্র কিতাবসমূহের বিষয়সমূহকে চক্রান্ত করে পরিবর্তন করে কোরআ'ন হিসেবে পেশ করেছে। [২]
২১- অন্য এক স্থানে লক্ষ্য করা গেছে যে, কোরআ'নের বর্ণনার ভিন্নতা একথা প্রমাণ করে যে এটাকে কোন পাগল কুপ্রবঞ্চনা প্রাপ্ত এবং দাগাবাজ ব্যক্তি বিন্যস্ত করেছে বা কোন অন্যমনস্ক ব্যক্তি তা বিন্যস্ত করেছে।[৩]
উল্লেখিত বাস্তবতাসমূহ একথা স্পষ্ট করে প্রমাণ করে যে ইসলামের নবী মোহাম্মদের ব্যাপারে বে-য়াদবী এবং কটূক্তি করা কোন একক ব্যক্তির চিন্তা চেতনা নয়, বরং প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সমস্ত কাফেরদের সম্মিলিত চিন্তা চেতনা, আর এ বেয়াদবীর ঝড় নুতন কিছুও নয় বরং গত চৌদ্দশত বছরের ধারাবাহিকতা।
পাতলা, শর্ট আর নেকটাই ব্যবহার করে চলা ফিরা কারী বুশ,ব্লেয়ার, রিচার্ড, শেরোন,পুটিন ইত্যাদি মূলত আবুজাহাল,আবুলাহাব, উতবা বিন আবু মুয়িত, ওকবা বিন রাবিয়া, উমাইয়া বিন খালাফ, নযর বিন হারেস, হুই বিন আখতাবের ধারাবাহিকতা ব্যতীত আরকি?

১ - রোযনামা প্রতাপ,দিল্লি,১২ জুলাই ১৯২৪ইং। মোকাদ্দাসে রাসূল দ্রঃ।
২ - http:/ www.flex.com/- jai/scityamevajavate/Koran.htn
৩ -http:// www.flex.com/-jai/scityamevajayate/koran.htn

ইসলাম বিরোধীতার মূল কারণ কি?

নবুয়তী যুগের প্রতি একবার দৃষ্টি দিলে একথা কখনো দেখা যায় নাই যে, তাওহীদের দাওয়াত এত সহজ, নিষ্কন্টক, হৃদয় স্পর্শকারী দাওয়াত যা যেকোন নিরপেক্ষ মনকে খুব সহজে জয় করতে পারে। সর্বোপরি কোরআ'ন মাজীদের বর্ণনা ভঙ্গি এত সুমধুর এবং হৃদয়গ্রাহী যে এর মাঝে মানুষের মন মানুষিকতাকে আকৃষ্ট করার সীমাহীন শক্তি রয়েছে। মাক্কী জীবনে মুশরেকদের বর্ণনাতীত যুলুমের কারণে ইসলাম গ্রহণ করা যেন মৃত্যুর দাওয়াত দেয়ার মত ছিল। কিন্তু এর পরও যে ব্যক্তি একবার তাওহীদ বুঝেছে এবং কোরআ'ন মাজীদের আয়াত শুনেছে, সে সর্বপ্রকার ভীতি উপেক্ষা করে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে।

মক্কার মুশরেকদের বিরোধিতা, বিদ্রোপ,অবর্ণনীয় শারীরিক ও মানুষিক শাস্তির পরও কোন কিছুই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বাধা দিতে পারে নাই। অবশ্য মুশরেকদের এযুলুমের এ প্রতিক্রিয়া অবশ্যই ছিল যে, লোকদের ইসলাম গ্রহণের পরিমাণ কম ছিল, কিন্তু হুদাবিয়ার চুক্তিতে যখন একথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছিল যে, যে ব্যক্তি বা বংশ মুসলমানদের সাথে সাক্ষাত করতে চায় তাদের কোন বাধা নেই, তখন এই চুক্তির পর লোকদের মুসলমান হওয়ার পরিমান বিস্ময়কর ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে এবং পরে মানুষের ইসলাম গ্রহণের পরিমান নিচের পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা যাবে।

মদীনায় হিযরত করার পূর্বে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০।[১]

নবুয়তের ১১তম বছরে মদীনার মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৬ জন।

১ম বাইয়াতে আকাবা (নবুয়তের ১২তম বছরে) মদীনার মুসলমানদের সংখ্যা ছিল১২ জন।

২য় বাইয়াতে আকাবর সময়(নবুয়তের ১৩তম)বছরে মদীনার মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৭২ জন।

বদরের যুদ্ধের সময় (২য় হিযরীতে) ইসলামী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন।

উহুদের যুদ্ধর সময় ইসলামী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ৭০০।[২]

আহযাবের যুদ্ধে (৫ হিযরীতে)ইসলামী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ১০০০হাজার।

---

১ - মদীনায় হিযরতের পূর্বে মুসলমানরা দ্বিতীয়বার হাবাশায় হিযরত করেছে, প্রথম বার ১৬ জন, এর মধ্যে ১২ জন পুরুষ এবং ৪ জন নারী। দ্বিতীয় বার ১০১ জন এর মধ্যে ৮২ জন পুরুষ এবং ১৯ জন নারী। যার সর্বমোট পরিমাণ ১১৭ জন। অধিকাংশের ধারণা মোতাবেক মোটামুটি এ পরিমাণ মুসলমান তখন মক্কায় অবশিষ্ট ছিল। এরই ভিত্তিতে আমরা হিযরতের পূর্বে মক্কায় মুসলমানদের সংখ্যা ৩০০ লিখেছি। কাজী মোহাম্মদ সুলাইমান মানসুর পূরী (রাঃ) হিযরতের পূর্বে মুসলমানদের সংখ্যা লিখেছে কয়েক শ, আর নায়ীম সিদ্দীকি লিখেছে ৩০০ এর কম হবে না। (এব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)।

২- মদীনা থেকে১০০০ ইসলামী সৈন্য বের হয়ে ছিল, কিন্তু 'শওত' নামক স্থান থেকে মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ্ বিন উবাই তার ৩০০ সাথী সহ ফিরে চলে আসে।

হুদায়বিয়ার যুদ্ধে (৬ হিযরীতে)ইসলামী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ১৪০০।
খাইবারের যুদ্ধে ইসলামী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ১০০।
মক্কা বিজয়ের সময় ইসলামী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ১০,০০০।
তাবুকের যুদ্ধে ইসলামী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ৩০,০০০।
বিদায় হজ্বের সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১,২৪,০০০।
চিন্তা করুন হুদায়বিয়ার সন্ধির আগে ১৯ বছরে মুসলমানদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ১৪০০ পর্যন্ত, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মাত্র চার বছরে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪০০ থেকে এক লক্ষ চব্বিশ হাজারে, যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে ইসলামকে স্বাধীনভাবে প্রচার হতে দিলে এ দ্বীন অল্প সময়ে অধিকাংশ মানুষের দ্বীনে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।
উমর বিন আবদুল আযীযের শাসনামলে বিভিন্ন এলাকা বিজয় করার চেয়ে ইসলাম প্রচারের বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল, যার ফল এ দাঁড়িয়ে ছিল যে, তাঁর দেশে পরাধীন লোকেরা এত পরিমাণে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে যে, কর আদায়ের পরিমাণ কমতে শুরু করল, সরকারী কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে আমীরুল মুমেনীনের নিকট অভিযোগ করার দরকার পড়ল, ফলে আমীরুল মুমেনীন উত্তরে বললেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পথ পদর্শক রূপে প্রেরিত হয়েছেন, কর আদায়কারী রূপে নয়। আমি চাই যে সমস্ত পরাধীন লোক মুসলমান হয়ে যায়, আর আমরা সকলের সেবাকারী হয়ে যাব , নিজ হাতে উপার্জন করব এবং খাব।[১]
এ হল ঐ ভয় যা কাফেররা সর্বকালেই পেয়ে আসছিল, আজও কাফেরদের ইসলাম বিরোধী পরিকল্পনা শেষ হবে না, তারা যে ধারা চালু করে রেখেছে এর একটি কারণ হল এই যে, কাফেররা শুধু প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে ইসলাম বিস্তার হওয়াকেই দেখছে না বরং তাদের স্বদেশে ইসলামী আন্দোলনসমূহ এত দ্রুত বিস্তার লাভ করছে যেন তাদের বুকের ওপর সাপ খেলছে, নিচে তার কিছু বাস্তব চিত্র দেখুন।
১ - বৃটেনের দৈনিক সান্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী বিবিসির এক সাবেক ডাইরেক্টর জেনারেল লর্ড বোর্ট এর ছেলে গত সপ্তাহে নিজে মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে, তার ইসলামী নাম ইয়াহইয়া বোর্ট, সে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পি, এইচ, ডি, করেছে, সে প্রথমবারের মত বৃটেনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে এ পরিসংখ্যান দিয়েছে যে, বৃটেনের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গসহ ১৪ হাজারের চেয়ে বেশি শ্বেত বর্ণের ইংরেজ খৃষ্টান মুসলমান হয়েছে, সান্ডে টাইমজের রিপোর্ট অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী হারবর্ট স্কুয়ুথার নাতী ইমা ক্লার্ক সহ বড় বড় জমিদার এবং বৃটেনের ইষ্টাবলিষ্টমেন্টদের সিনয়র কর্মকর্তাদের সন্তান এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বর্গের সন্তানরা অন্তর্ভুক্ত। রিপোর্টে বলা হয়েছে ইংরেজদের অধিকাংশ লোক একজন নৌমুসলিম বৃটিশ এম্বেসীর কর্মকর্তা চার্লেস লিগটিনের ইসলামী প্রবন্ধে আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হয়েছে।

১ - শাহ মঈনুদ্দীন আহমদ লিখিত তারিখে ইসলাম খঃ২, পৃ-২৩৬।

বৃটিশ মুসলিম কাউন্সিল বৃটেনের সাবেক স্বাস্থ মন্ত্রী ফ্রেন্‌ক ডুবসনের মুসলমান ছেলে আহমদ ডুবকে সংগঠনের কাউন্সিল কমিটির অন্তর্ভুক্ত করেছে,
এদিকে ইমা ক্লার্ক সরী কাউন্টী নামক শহরে একটি মসজিদের পাশে একটি বাগান তৈরী করেছে যেখানে মুসলমানদের মিটিং হবে, বৃটেনে ইসলাম গ্রহণ বৃদ্ধির ফলে বৃটেনের রাণী বেকেনগঘাম পেলেসের মুসলমান কর্মচারীদের জন্য একটি নুতন নিয়ম চালু করেছে যে জুমার নামাযের সময় সেখানে কর্ম বিরতি থাকবে।[১]
২ - জিদ্দা থেকে প্রকাশিত হজ্জ ও ওমরা নামক মেগাজিনর রিপোর্ট অনুযায়ী বৃটেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর জেনারেল ডঃ মোহাম্মদ মানাযের আহসান এক সাক্ষাৎকারে বলেছেনঃ ১১ সেপ্টেম্বরের পরে বৃটেনে কোরআ'ন মজীদের বিক্রী ৭গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ইসলাম গ্রহণের পরিমাণ ৫-১০ % বৃদ্ধি পেয়েছে।
১১ই সেপ্টেম্বরের পরে এবং আগে নুতন মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ৩০০০ (তিন হাজারের মত) যার মধ্যে প্রায় ৩০% উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখে। নুতন মুসলমানদের মধ্যে নারীদের পরিমাণ ছেলেদের দ্বিগুণ। আর আমেরিকায় এ পরিমাণ এক থেকে চার পারসেন্ট। দ্বিমাসিক বৃটেন পত্রিকা ইমেল এর সম্পাদক সারা জোজেফ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২০ইং সাল নাগাদ বাস্তবেই বৃটেনের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় মাযহাব হবে ইসলাম।[২]
৩- আমেরিকান এক প্রসিদ্ধ পত্রিকার গবেষণামূলক রিপোর্ট অনুযায়ী ১১ সেপ্টেম্বরের পরে ইসলামের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তৎপরতার ফলে ইউরোপিয় বাসিন্দাদের নিকট ইসলাম সম্পর্কে জানার ব্যাপারে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে । অভিজ্ঞদের ধারণা যে প্রতিবছর কয়েক হাজার নারী পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করে।[৩]
৪-"দ্যা নিউজ" ২৩ জানুয়ারী ২০০৬ইং এর রিপোর্ট অনুযায়ী ফ্রান্সে প্রতি বছর হাজার হাজার লোক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলমান হচ্ছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা প্রকাশ করতে পারে না, কেননা তারা ভয় করে যে লোকেরা তাদেরকে কট্টর পন্থী হিসেবে মনে করবে, বা তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে মনে করা হবে, একারণেই ফ্রান্সের ফুটবল টিমের সুপার ষ্টার নেকোলিস ইসকা চার বছর পর নিজে মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।[৪]
করেছে।[৪]
৫- বর্তমানে আমেরিকায় নৌমুসলমানদের সংখ্যা এক কুটির মত, প্রতি বছর প্রায় ২০ হাজার লোক মুসলমান হচ্ছে।[৫]

---

১ - হাফতারোযা তাকবীর,করাচী,১৪ মার্চ ২০০৪ইং।
২ - হাফতারোযা তাকবীর,করাচী,১১ আগষ্ট ২০০৪ইং।
৩ -মাজাল্লা দাওয়া লাহোর,মহাররম,১৪২৭হিঃ।
৪ - মাজাল্লা দাওয়া লাহোর,মহাররম,১৪২৭হিঃ।
৫ - নাওয়ায়ে ওয়াক্ত,করাচি, ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ইং।

৬- ফ্রান্সের সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নেকোলেস সার্কোজি আমেরিকান একটি সপ্তাহিকি দ্যা ইকোনোমিস্ট এ সাক্ষাৎকারে বলেছেনঃ আমি একথা পছন্দ করি আর না করি কিন্তু বাস্ত বতা হল ফ্রান্সে খৃষ্টানদের পরে ইসলাম সবচেয়ে বড় ধর্মীয় দল।[১]
উল্লেখ্য এমূহর্তে ফ্রান্সে চার হাজার মসজিদ রয়েছে।
৭- আলজেরিয়ার সংসদ সদস্য হাসান আরবেতী যে বাদানুবাদের পর গোয়ান্তানামু থেকে ১৮ জন বন্দীকে মুক্ত করেছে, সে কায়রোতে এক সেমিনারে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছে আমেরিকার কলনৃক গোয়ান্তানামুতে বন্দী মুজাহিদদের দাওয়াতে বেশ কিছু কমান্ডার ইসলাম গ্রহণ করেছে, যারা মুজাহিদদের হেফাযতের দায়িত্বে আছে।[২]
৮- ইসলামী স্কলার ডাঃ জাকের নায়েক রিয়াদের বাদশাহ ফাহাদ কালচারাল সেন্টারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমসমূহ ইসলামের যত বেশি দুর্নাম করছে এবং ইসলামকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে ইসলাম তত বেশি বিস্তার লাভ করছে। ১১ সেপ্টেম্বর হামলার পর ইসলাম গ্রহণের সংখ্যা ২৩৫শেতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩]
৯- আমেরিকার হুয়াই ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডঃ ওয়াসিম সিদ্দীকি লাহোরে একটি সেমিনারে আলোচনা করতে গিয়ে বর্ণনা করেন যে আমেরিকায় ৯/১১ পর যত ইসলামী গ্রন্থ প্রকশিত হয়েছে ইতিপূর্বে কখনো তা চোখে পড়ে নাই।[৪]
১০- ডাচ ইসলামিক সেন্টারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত তিন বছরে ইসলাম গ্রহণ কারীদের সংখ্যা ১০গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, নিউনহিচ কলেজ কেমব্রিজ এর ৩০ গ্রাজুয়েট লিউসী বাসমাল খারাপ নিয়ত নিয়ে ইসলাম চর্চা করতে শুরু করে কিন্তু শেষে সে মুসলমান হয়ে যায়।[৫]
১১- ইনিসটিটিউট অফ ইসলামিক ওকাইউযান জার্মানীর পরিচালক সেলিম আবদুল্লাহ একটি জার্মানী সংবাদ পত্রে সাক্ষাতকার দিতে গিয়ে বলেনঃ এবছর ২০০৫ইং সালে জার্মানীতে ১০০০লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ৬০% মহিলা, যাদের অধিকাংশই ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীধারী।[৬]
১২- ডেনমার্কের প্রসিদ্ধ ইসলামিক রিচার্স স্কলার ইউরজান হাক লিউমুনস বলেনঃ গত বছর সেপ্টেম্বর ২০০৫ ইং ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডার পর ডেনমার্কে কোরআ'ন মাজীদের গবেষণা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, ডেনিস বাসীদের অধিকাংশই ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, একটি স্থানীয় পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী এক মাসে ডেনিস ভাষায় অনুবাদ কৃত পাঁচ হাজার কোরআ'ন বিক্রী হয়েছে।[৭]

---

১ -তরজমানুল কোরআ'ন, জুলাই,২০০৭ইং।
২ -হাফতারোযা গাজওয়া লাহোর ৩-১০ অক্টবর ২০০৩।
৩ - -হাফতারোযা গাজওয়া লাহোর ২৯ অক্টবর-৪ নভেম্বর ২০০৪ইং।
৪ - উর্দু ডাইজেস্ট,মার্চ ২০০৬ইং।
৫ -সে রোযা দাওয়াত,দিল্লি,১০ এপ্রিল২০০৪ইং।
৬ -হাফতারোযা গাযওয়া লাহোর,২৩-২৯ ডিসেম্বর ২০০৫ইং।
৭ - উর্দু নিউজ, ২২ ডিসেম্বর ২০০৬ইং।

১৩- সেন্টার ফর ষ্ট্রেজিটিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ষ্টাডিজ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ইউরোপের ৪৫ কোটি অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা দুই কুটি, গত দশ বছরে মুসলমানদের সংখ্যা দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ইউরোপের দেশগুলোতে প্রতি বছর নুতন দশ লাখ আশ্রয়গ্রহণকারী আসে, অনুমান করা হচ্ছে ২০৫০ইং সাল পর্যন্ত প্রতি পাঁচ জনে একজন করে মুসলমান থাকবে।[১]

উল্লেখ্য তুর্কী গত অর্ধশতাব্দী থেকে ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ইউরোপে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ভয়ে খৃষ্টানরা কোনভাবেই সাত কোটি মুসলমানকে ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত করতে প্রস্তুত নয়।

১৪- ইতালীর লেখিকা মারিয়ানা ফালালি মুসলমানদের সংখ্যার বৃদ্ধি দেখে তার অস্থিরতার কথা এভাবে প্রকাশ করেছে "যে মুসলমানদের প্রজনন বৃদ্ধির[২] ফলে ইউরোপের মুসলমান এলাকাসমূহে পরিবর্তন আসছে।[১]

---

১ - হাফতা রোযা গাযওয়া লাহোর, ২৯ জুলাই থেকে ১৪ আগষ্ট ২০০৫ইং।

২ -মুসলমানদের প্রজনন বৃদ্ধি এবং এর বিপরীতে অমুসলিমদের প্রজননে জোরপূবর্ক নিয়ন্ত্রন এটি তাদের দ্বীতিয় ভয়, যা অমুসলিম পন্ডিতদের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, মূলত অশ্লীলতা প্রিয় এবং উন্মুক্ত যৌনচারের যে ধ্বংসাত্বক পথে পাশ্চাত্য সমাজ দীর্ঘকাল থেকে চলে এসেছে আজ তার ভয়ানক ফল উনুক্ত তালোয়ার হয়ে সমগ্র পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থাকে গ্রাস করেছে, পাশ্চাত্যের অবাধ যৌনাচার শুধু পাশ্চাত্যের পারিবারিক নিয়মকেই ধ্বংস করে নাই বরং প্রজননেও এত পরিমাণ নিয়ন্ত্রন করেছে যে, আজ সমগ্র ইউরোপ মুসলমানদের জন্মহার বৃদ্ধিতে লজ্জাবোদ করছে।

১৯৯২ইং-১৯৯৬ইং রিপাল কার পার্টির এক অনুষ্ঠানে একটি গ্রন্থ (এ্যবব উবধঃয ড়ভ এ্যবব ডবংঃ) পাশ্চাত্যের মৃত্যু , লিখেছে সেখানের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সমগ্র পাশ্চাত্যকে ধ্বংস দেখানো হয়েছে, নিচে ঐ পরিসংখ্যান পেশ করা হলঃ

ক) জার্মানীতে গত দশ বছরে জন্মের হার যত দ্রুত কমছে যদি তা স্থায়ী হয় তাহলে ২০৫০দুই কোটি ৩০লক্ষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে, জার্মনীদের বর্তমান সংখ্যা ৮ কোটি, যা কমে পাঁচ কোটি ৭০ লাখে পরিণত হবে।

খ) ইতালীর লোক সংখ্যা ৫ কোটি ৮০ লক্ষ, জন্ম নিয়ন্ত্রনের কারণে ২০৫০ পর্যন্ত এ পরিমাণ দাঁড়াবে ৪ কোটি ১০ লক্ষে, আরো কিছু জেনারেশন অতিবাহিত হওয়ার পর ইতালি লোক শূণ্য হয়ে যাবে।

গ) রাসিয়ায় মৃত্যুর তুলনায় জন্মের হার ৭০%, এ অনুপাতে ২০৫০ পর্যন্ত রাসিয়ার জন সংখ্যা ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ থেকে কমে ১১ কোটি ৪০ লক্ষে নেমে আসবে।

ঘ) বৃটেনে ১৯২৪ ইং থেকে জন্মের হার কমে আসছে, বর্তমানে বৃটেনে জন্মের হার ১.৬৬,

২১ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ইংরেজরা নিজেদের দেশে নিজেরা কম সংখ্যক হবে, উল্লেখ্য বর্তামনে সেখানে বিভিন্ন ভাষার লোকের পরিমান ৪০%।

ঙ) স্পেনে জন্মের হার সবচেয়ে কম. ১৯৫০ ইং স্পেনের জনসংখ্যা মরোক্কর তিনগুণ বেশি ছিল,২০৫০ইং মরোক্কর জনসংখ্যা স্পেনের তিন গুণ বেশি হয়ে যাবে,স্পেন এবং মরোক্কর মাঝে শুধু জাবাল ত্বারেকে আড় রয়েছে, মুসলিমদেশ মরোক্কর লোক সংখ্যার পরিমান এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে জানিনা কখন স্পেনকে তাদের গোলাম করে নিবে

চ) ১৯৬০ইং আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং ইউরোপের মোট জনসংখ্যা ছিল ৭৫ কোটি, তখন পৃথিবীর লোক সংখ্যা ছিল ৩শ কোটি, বর্তমানে ২০০০ইং পৃথিবীর লোক সংখ্যা ৩শ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬শ কোটি, কিন্তু ইউরোপের লোক সংখ্যা আজও ঐ পরিমাণেই আছে, যেন তাদের জন্মের হার

১৫- বৃটেনের এক মহিলা সাংবাদিকার ইসলাম গ্রহণে সমগ্র ইউরোপের মরণ জ্বালা শুরু করেছে, রেডলী তার এক সাক্ষাৎকারে বলেছেনঃ যদিও ৯/১১ দ্বারা মুসলমানদেরকে নিস্পেশনের উদ্দেশ্য একটি লাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তবুও এতে একটি বিস্ময়কর বিষয় হল এই যে, আমার মত সল্প জ্ঞানীরা ইসলাম সম্পর্কে আরো জানার উদ্দেশ্যে কোরআ'ন এবং অন্যান্য ইসলামী লিখনী অধ্যায়ন শুরু করেছে, আর এর ফল এ দাঁড়িয়েছে যে, বর্তমানে পৃথিবীতে ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। স্বয়ং বৃটেনে ১১ সেপ্টম্বরের পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ১৪ হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে, আবার অনেক মুসলমান এঘটনার প্রেক্ষিতে নিজের ঈমানকে নুতন করে শক্তিশালী করছে।[২]

১৬- ২০০৪ইং সউদী সরকার লন্ডেনে সবচেয়ে বড় ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ করেছে।[৩]

পাশ্চাত্যের উঁচু পর্যায়ে ইসলামের বিস্তার লাভের কথ এ সংবাদ থেকে অনুমান করা যায় যে, বর্তমানে একজন নৌমুসলিম আমেরিকান কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে, যে বাইবেলের পরিবর্তে কোরআ'ন মাজীদ স্পর্শ করে শপথ করার এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়েছে, ফ্রান্স এই প্রথমবারের ন্যায় একজন মুসলিম নারীকে কেবিনেটে অন্তর্ভুক্ত করেছে।[৪]

বাস্তবাতা হল এই যে আজ ইউরোপ ও আমেরিকায় এমন কোন বড় শহর নেই যেখানে কোন মসজিদ বা ইসলামিক সেন্টার নেই, বা ইসলামের দাওয়াতের কাজ চলছেনা। আমেরিকা এবং ইউরোপে দ্রুত ইসলামের বিস্তার লাভ এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখে কাফেরদের আরামের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। এটাই হল কাফেরদের ইসলামের সাথে দুশমনির মূল কারণ, যাকে তারা কখনো সন্ত্রাস বাদ, কখনো মৌলবাদ, কখনো কট্টর পন্থী, কখনো বিশ্ব শান্তির শ্লোগানে তা দমন করতে চায়। আর একথার বহিঃপ্রকাশে আমেরিকা বা ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা কখনো কৃপনাতা করে নাই।

সুইজার লেন্ডের এক সংসদ সদস্য আর রুখ সুলার ইসলামী শরীয়তকে অত্যন্ত ভয়নাক হিসেবে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ ইসলাম শুধু একটি মতবাদই নয় বরং একটি জীবন

পরিপূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে আছে, যার অর্থ দাঁড়ায় যে ইউরোপীয় বংশধারা যা ১৯৬০ ইং পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ ছিল তা ২০০০ইং সালে ৬ষ্টাংশে পৌঁছে গেছে, ২০৫০ইং সাল নাগাদ তা দশমাংশে পৌঁছে যাবে।

এ পরিসংখ্যান পেশ করার পর লিখক বলেছেন পৃথিবীর ২০টি দেশে জন্মের হার সবচেয়ে কম, এ ২০টি দেশের মধ্যে ১৮টি ইউরোপে, যদি ইউরোপ জন্মের হারের ব্যাপাবে ব্যবস্থা গ্রহন না করে তাহলে ভবিষ্যতে ইউরোপের নুতন প্রজন্ম একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। (তরজমানুল কোরআ'ন লাহোর,আগষ্ট ২০০৭ইং)

বাস্তবতা হল এই যে, মানব রচিত সমস্ত বিধি বিধান এক এক করে নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে, যদি সত্যিকার অর্থে পৃথিবীর মানুষ মানব সভ্যতাকে নিরাপদে রাখতে চায় তাহলে তাকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ইসলামকেই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিতে হবে এতদ্ব্যতীত আর কোন রাস্তা নেই।

১ - হাফতা রোজা গাযওয়া,লাহোর,২৯ জুলাই-১৪ আগষ্ট ২০০৫ইং।

২ - মাহনামা তরজমানুল কোরআন,লাহোর, জুলাই ২০০৪ইং।

৩ -হাফতারোযা তাকবীর করাচী,১১আগষ্ট ২০০৪ইং।

৪ - নাওয়ায়ে ওয়াক্ত, করাচী,২১ মে, ২০০৭।

দর্শন, যার নিজস্ব কানুন আছে, যাকে শরীয়ত বলা হয়। এটা অত্যন্ত বিপদজন বিষয় যা দমন করা উচিত, একাজ যদি রাজনীতিবিধরা না করে তাহলে সাধারণ জনতা করবে, আমাদের মসজিদের সাথে কোন দুশমনি নেই, কিন্তু মসজিদে মীনার দেয়া কোন ভাবেই সহ্য করা হবে না, কেননা এটি একটি রাজনৈতিক শক্তির নিদর্শন, আর ইউরোপে অন্য কোন রাজনৈতিক শক্তির উৎপত্তি হোক আর তা উত্তর উত্তর শক্তিশালী হোক তা মোটেও মেনে নেয়া হবে না। সোলর আদালতে এক জন দরখাস্ত দিয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে সুইজারলেন্ডে আইন করে মীনারা তৈরী করা বন্ধ করে দেয়া হোক।[১]
ওয়াশিংটন টাইমস এর এক এডিটর টনি বেনকলি তার গ্রন্থ "আমরা কি সংস্কৃতিক যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারব?" ইসলাম কে আমেরিকা এবং ইউরোপের জন্য অত্যান্ত ভয়ানক বলে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেঃ ইউরোপে মুসলমানদেরকে এতটা ভয়ানাক যতটা চল্লিশের দশকে নাযি(হিটলারের) দলের প্রতি ছিল। কিন্তু আমরা ইউরোপকে নির্মূল করার কোন ভয়ানক সাহস দেখাতে পারব না, তবে সেখানে ইসলামী জনগোষ্ঠির বৃদ্ধি আমাদের জন্য ঐরকম ভয়নাক যেমন মুসলিম সন্ত্রাসীদের প্রতি আমাদের ভীতি রয়েছে।
ইউরোপবাসীদের একথা অনুভত হতে শুরু করেছে যে ইউরোপীয়দের জন্মহারে কমতি আর মুসলমানদের জন্মহার বৃদ্ধির ফল এ শতাব্দীর শেষে ইউরোপে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ইতির ভয় রয়েছে।[২]
এহল দিনের আলোর ন্যায় বাস্তবতা, হায় প্রিয় জন্মভূমির (লিখকের) সরকার এবং জাগ্রত চিন্তার অধিকারীগণ যদি এ বাস্তবতা অনুভব করতে পারত?
নেকাব পরিহিত আমেরিকা এবং ইউরোপের আরেক কান্ডঃ
রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সাথে বেয়াদবী করে শয়তানী মূর্তি তৈরীর পর শুধু ডেনমার্কের অভিশপ্ত কার্টুনিষ্ট কার্ট ওয়েস্টার গারয স্পষ্ট করে বলেছে যে, এ কার্টুন আঁকাতে তার মোটেও লজ্জাবোধ হচ্ছেনা এজন্য যে, ইসলাম সন্ত্রাসবাদের মূল কেন্দ্র, আর সে তার এ অনুভুতিকে কার্টুনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে মাত্র। এমনকি ডেনমার্কের অভিশপ্ত প্রধানমন্ত্রী বার বার বলেছে যে, তার দেশ কোন অন্যায় করে নাই, অতএব সে কখনো ক্ষমা চাইবে না।[৩]
এর পর থেকে কাফের বিশ্ব এক এক করে এ বক্তব্যই দিয়েছে যে, এটা শুধু লেখার স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ যেখানে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। ডেনিস প্রধানমন্ত্রী আন্দার ফোগ রাসমুন সাংবাদিকদেরকে বলেছে যে ডেনিস সরকার এ ঘটনার কারণে ক্ষমা চাইতে পারবে না এজন্য যে, তা বাক স্বাধীনতার বিরোধী।

---

১ তরজমানুল কোরআ'ন, লাহোর, ডি সেম্বর,২০০৭ইং।
২ - হাফতা রোজা তাকভীর করাচী,২৫ জানুয়ারী,২০০৬ইং।
৩ - হাফতা রোজা তাকভীর করাচী,৮ মার্চ,২০০৬ইং।

এর প্রতিবাদে মুসলিম বিশ্বের ডেনিস পণ্য বয়কটের প্রতিউত্তরে ঐ প্রধানমন্ত্রী বলেছেঃ বাক স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ সংরক্ষণ ব্যবসায়ীক লাভের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যবসায়ী লাভের চেয়ে বাক স্বাধীনতা সংরক্ষণের গুরত্বই বেশি।[১]

ডেনিস প্রধানমন্ত্রীর তার ভূমিকা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে এতটা দৃঢ়তা ছিল যে, ১১টি মুসলিমদেশের রাষ্ট্রদূতগণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে সে এ সুযোগ দেয় নাই।

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বুশ এবং বৃটেন প্রধান মন্ত্রী টনিব্লের টেলিফোনে ডেনিস প্রধানমন্ত্রীকে তার এ ভূমিকাকে সমর্থন জানিয়ে তাকে স্বাগতম জানিয়েছে।

ইউরোপের ৭৫ টি সংবাদপত্র এবং ২০০ টি,ভি চ্যেনেল বার বার এ কার্টুনসমূহের প্রচার করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘোষণা করেছে যে, যদি ডেনমার্কে আক্রমন করা হয় তাহলে তা সমগ্র ইউরোপে আক্রমন করা বলে বিবেচনা করা হবে। এভাবে আমেরিকা এবং সমগ্র ইউরোপ এ নিকৃষ্ট মর্মান্তিক কান্ডকে সমস্বরে সত্য সঠিক বলে সিলমোহর লাগাল।

প্রশ্ন হল এইযে, আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের নিকট বাস্তবেই কি লিখার স্বাধীনতা আছে না এটা শুধু ইসলামের প্রতি সক্রতাকে ঢাকার অপচেষ্টা মাত্র? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য নিম্নোক্ত বাস্তবতাসমূহ বিশ্লেষণে অবশ্যই উপকৃত হওয়া যাবে।

১) ২০০৪ইং ডেনমার্কের দৈনিক (মেলেন্ড জিপোস্টন) কে কার্টুনিষ্ট ক্রিস্টোফার যেলার ঈসা (আঃ)এর ব্যাপারে কার্টুন অংকনের জন্য দেয়া হয়েছিল, কিন্তু পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এবলে কার্টুন ছাপা থেকে অপারগতা প্রকাশ করেছে যে, এ কার্টুনের মাধ্যমে খৃষ্টানদের অনুভুতিতে আঘাত আসার সম্ভাবনা আছে।

২) ১৯৯৬ইং বৃটেন সেন্সার বোর্ড এমন একটি ফ্লিম রিলিজ করতে অপারগতা প্রকাশ করেছে যেখানে ঈসা (আঃ) এর অবমাননাকর বিষয় ছিল, সেন্সার বোর্ডের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বৃটেনের উচ্চ আদালত হাউজ অফ লার্ডজে আপিল করা হলে, জজ তার সিদ্ধান্তে লিখেছে যে, ঈসা (আঃ) কে অবমাননা করা বৃটেন আইনের জন্য ক্ষতিকর। এ সিদ্ধান্তকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের উচ্চ আদালতে চেলেন্‌জ করা হল, কিন্তু ওখানেও এবলে ঐ সিদ্ধান্তকে ঠিক রাখা হল যে,ঈসা (আঃ) এর অবমাননা আইনের আলোকে মানবাধিকার সংরক্ষণ বিরোধী।

উল্লেখ্যঃবৃটেন আইন অনুযায়ী ঈসা(আঃ) কে অবমাননা করলে তার শাস্তি মৃত্যু দন্ড। আর এ শাস্তিকে বিশ্ব আদালত ইনসাফের ভিত্তিতে গ্রহণ করে।

৩) ইউরোপের দেশসমূহে ইহুদীদের অপরাধের ক্ষেত্রে ব্যাপক হত্যার ব্যাপারে নিজস্ব ইতিহাস বিরোধী কোন কথা লিখা আইনত অপরাধ, যাতে করে ইহুদীদের অনুভুতিতে আঘাত না লাগে। নিহত ইহুদীর সংখ্যা ৫০ লাখের কম লিখলে শাস্তি হিসেবে ২০ বছর জেল হবে।

---

১ - হাফতা রোজা তাকভীর করাচী,১৫ ফেব্রুয়ারী,২০০৬ইং।

৪) ১৯৮৯ইং বৃটিশ সেন্সার বোর্ড একটি ছবি শুধু এজন্য মুক্তির অনুমতি দেয় নাই যে, এতে চার্চের অপমানকর বিষয় রয়েছে, যাতে নাসারাদের অনুভূতিতে আঘাত আসার সম্ভবনা রয়েছে।

৫) গত দিনগুলোতে ইংলেন্ডের একটি জিউরী পেনেল লন্ডনের মেয়র কেন লিউনকিসটনকে শুধু এ একারণে বরখাস্ত করা হয়েছে যে, সে একজন ইহুদী সাংবাদিককে 'নাযিগার্ড' বলে তাকে অবমাননা করেছে, জিউরী পেনেলের চেয়ারমেন ডাইউড লিইউরক বলেন মেয়রকে শুধু এ জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে যে, সে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চায় নাই, লন্ডন জিউএস ফোরাম এ রায়কে শুধু স্বাগতমই জানাইনি বরং এ দাবীও জানিয়েছে যে ভবিষ্যতে মেয়রকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে লন্ডনে বসবাসকারী ইহুদীদের সম্মান নিশ্চিত হয়।[১]

৬) ইসরাঈল লেবাননের উপর হামলা করার পর আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিজা রাইস মধ্য প্রাচ্য সফর করে এ মন্তব্য করেছে যে এখন নুতন মধ্যপ্রাচ্য জন্ম নিচ্ছে। এঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি ফিলিস্তিনি সংবাদ মাধ্যম কন্ডোলিজা রাইসের একটি কার্টুন ছাপে যাতে তাকে এমনভাবে গর্ভবতী দেখানো হয়েছে যে, তার পেটে অস্ত্রবোঝাই আর নিচে লিখা হয়েছে নুতন মধ্য প্রাচ্যের জন্ম, একার্টুনের কারণে আমেরিকার বৈদেশিক কোর্টের মুখপাত্র অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলেছে এটা আক্রমনাত্মক আচরণ।[২]

৭) সিঙ্গাপুরের এক বে-কার ব্যক্তি ঐ দেশের প্রধানমন্ত্রী লে লোন্‌গ এবং তার পিতা লেকোয়ানের অবমাননাকর কার্টুন ছাপে, আর এ অপরাধে তাকে গ্রেফ্‌তার করা হয়, আদালতে তার অপরাধ প্রমাণিত হলে তাকে দু'হাজার সিঙ্গাপুরী ডলার জরিমানা এবং তিন বছরের জেল ও ৩থেকে আটটি বেত্রাঘাত শাস্তি দেয়া যেতে পারে বলে সাব্যস্ত হয়েছে।[৩]

৮) আমেরিকার সংবাদ সংস্থা সি, এন, এন, তাদের এক প্রগ্রামে উসামা বিন লাদেনের ছবির নিচে 'উসামা কোথায়' এ শিরুনামের পরিবর্তে ভুল করে লিখেছে 'ওবামা কোথায়' এ প্রগ্রামের ব্যবস্থাপক ভলুফ বলটযায সাথে সাথে এ ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছে এবং বলেছে যে, আমি আজই আমেরিকী সিনেটর ওবামাকে ফোন করে তার কাছে নিজে ক্ষমা প্রার্থনা করব।[৪]

৯) কানাডার প্রধানমন্ত্রী পাল মার্টেন সরকারীদলের এক মহিলা সদস্য, কেরোলীন পেরশনকে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বুশের কুশপুত্তলিকার উপর নৃত্ত করা এবং তা পদদলিত করার কারণে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করে দেয়, কেরোলীন বুশের অবমাননার জন্য টি,ভিতে একটি কৌতকমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা করেছিল।[৫]

---

১ - হাফতারোযা তাকবীর,করাচী,১৫ ফেব্রুয়ারী২০০৬ইং।
২ - উর্দূ নিইজ,২৬ ফেব্রুয়ারী,২০০৬ইং।
৩ - হাফ্‌তারোযা গাজওয়া,১১-১৭ আগস্ট ২০০৬ইং।
৪ -রোজনামা উর্দূ নিউজ,১৩ আগষ্ট,২০০৬ইং।
৫ -রোজনামা উর্দূ নিউজ,জিদ্দা,২২ ডিসেম্বর,২০০৬ইং।

১০) আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্টের স্ত্রী হিলারী ক্লিন্টন তার এক বক্তব্যের কারণে ভারতের নিকট ক্ষমা চেয়েছিল, বক্তব্যটি ছিল এই যে, মোহনদাস করম গান্ধী একটি পেট্রল পাম্পে কাজ করত, হিলারী ক্লিন্টন ক্ষমা চাইতে গিয়ে বলেছে যে, আমি ঐ কথাটি ঠাট্টারছলে বলেছিলাম অন্যথায় আমি গান্ধিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বড় পথপ্রদর্শক হিসেবে জানি।[১]

১১) বৃটিশ সংবাদপত্র ডেলী টেলিগ্রাফ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের বিরুদ্ধে ৯ নভেম্বর ২০০৭ইং সম্পাদকীয়তে রূঢ় ভাষা ব্যবহারের কারণে ক্ষমা চেয়েছে অথচ পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে সংবাদপত্রের নিকট ক্ষমা দাবী করে নাই।[২]

উপরোক্ত বাস্তব বিষয়সমূহ থেকে আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের বিপরীত মূখী দুটি চিত্র স্পষ্ট হয়ঃ

১মঃ একদিকে পাশ্চাত্যবাসীদের লিখা এবং চিন্তার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তারা এতটা নিয়মতান্ত্রিকতার পাবন্দ যে কোন ব্যক্তির সাধারণ কোন বেয়াদবী বা অবমাননাকেও অপরাধ মনে করা হয়, এমন কি যদি কখনো ভুলক্রমে এধরনের কোন কিছু হয়ে যায় তাহলে দ্রুত ক্ষমা চাওয়ার ক্ষেত্রে তারা মোটেও কোন দিধা সংকোচ বোধ করে না। যদি উচ্চ পদস্থ কোন ব্যক্তি তার পদাধিকারের কারণে স্বীয় ভুলের জন্য ক্ষমা না চায় তাহলে তারা তাকে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রেও কোন চিন্তা করে না। পাশ্চাত্যদের এ আচরণ কতইনা সুন্দর এবং ঈর্ষনীয়! এ দিক থেকে বাস্তবেই তারা মানবাধিকার এবং ব্যক্তির প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।

নিয়মতান্ত্রিকতার পাবন্দ পাশ্চাত্যবাসীদের চরিত্রের আরেকটি দৃশ্য হল এই যে, যখনই তাদের সামনে ইসলাম এবং ইসলামের নবীর কোন বিষয় আসে তখন তাদের চোখে রক্ত চলে আসে, মুখ দিয়ে ফেনা ফোটতে থাকে, চেহারা লাল হয়ে যায়, হুশ জ্ঞান ঠিক থাকে না,পশুত্ব এবং অজ্ঞতা তাদের উপর বিজয়ী হয়ে যায়, সমস্ত নিয়মতান্ত্রিকতা ,মাধুর্যতা শেষ হয়ে যায় আর শুধু একটি নিয়মতান্ত্রিকতাই থেকে যায়, আর তাহল যে আমাদের সার্বিক স্বাধীনতা রয়েছে ইসলামের নবীকে গালী দেয়ার জন্য, আমাদের স্বাধীনতা রয়েছে ইসলামের নবীর প্রতি অপবাদ দেয়ার জন্য, আমাদের স্বাধীনতা আছে ইসলামের নবীর সাথে বেয়াদবী করার, আর এ স্বাধীনতা আমাদের সমস্ত জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে, আমরা সর্বাত্তকভাবে এ স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করব।

আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যবাসীদের এদৃশ্য কতইনা ঘৃণিত এবং নিকৃষ্ট ! এদিক থেকে আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যবাসীরা পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিচু এবং লাঞ্ছিত বলে মনে হয়।

﴿كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾

অর্থঃ" চতুশ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং তারা এরচেয়েও নিকৃষ্ট।

---

১ -হাফতারোযা গাযওয়া,২৭ নভেম্বর-২ ডিসেম্বর২০০৪ইং।

২ - উর্দুনিউজ জিদ্দা,৮ জানুয়ারী২০০৪ইং।

পাশ্চাত্যবাসীদের এ দ্বিতীয় ভূমিকাটি আজ দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট, স্বাধীনতার বুলি শুধু ধোঁকা এবং চক্রান্ত মাত্র।

মূল বিষয় হল ইসলাম এবং ইসলামের নবীর প্রতি শত্রুতা, যা তাদের রগ ও রক্তে এমনভাবে মিশে আছে যেমন তাদের পূর্বপুরুষদের রগে এবং রক্তে মিশে ছিল। হায় আমাদের দেশের পরিচালকরাও যদি এ বাস্তবতা অনুভব করেত পারত!

অমুসলিমদের ইসলামের নবীর কৃতিত্বের সাক্ষ্যঃ

নবুয়তলাভের পূর্বে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) চরিত্র সর্বদিক থেকে প্রশ্নাতীত ছিল, তাঁর সত্যবাদীতা, ভদ্রতা, ধার্মীকতা, আমানতদারী, সকলের নিকট গ্রহণীয় ছিল,কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণের সময় যখন তাঁর বয়স ৩৫ বছর ছিল তখন মক্কার সমস্ত কোরাইশ নেতৃবিন্দ তাঁর ফায়সালা মেনে নেয়ার ব্যাপারে একমত হওয়া একথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, সমস্ত বড় বড় নেতাদের নিকট তাঁর বুদ্ধিমত্ত্বা, সজাগদৃষ্টি, ধার্মীকতার ব্যাপারে পরিপূর্ণ আস্থা ছিল, তাই হাজর আসওয়াদের ব্যাপারে তিনি যে ফায়সালা দিলেন তা শুধু সমস্ত নেতাগণ বিনা বাক্য ব্যায়ে মেনেই নেয় নাই বরং তাঁর বুদ্ধিমত্বার ভূয়শী প্রশংসাও করেছিল।

নবুয়ত লাভের পরও কোরইশরা তাঁর ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, সত্যবাদীতা, ধার্মীকতা এবং বড় মানুষিকতাকে তারা ঐভাবেই সমর্থন করে আসছিল যেমন নবুয়তের পূর্বেও করতে ছিল, এটাইকি বাস্তবতা নয় যে, হিযরতের আগেও তাঁর নিকট মক্কার কাফেরদের আমানত সংরক্ষিতছিল? যা ফেরত দেয়ার জন্য তিনি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুকে) রেখে এসেছিলেন?!

শিআব আবুতালেবে (বয়কট অবস্থায়) বয়কট সংক্রান্ত লিখিত দলীল ছিড়ার আগে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় চাচা আবুতালেবকে বলেছিলেন, "যে বয়কট সংক্রান্ত লিখিত দলীলে 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' ব্যতীত সমস্ত লিখনী নষ্ট হয়ে গেছে, আবু তালেব কোরাইশ সর্দারদেরকে একথাই বলল, আর সাথে সাথে একথাও বললঃযে আমার ভাতিজা কখনো মিথ্যা কথা বলে না এবং সে যা বলে সবসময়ই তা সত্য হয়"।

আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কায়সার এবং হিরাকেলের সামনে বিশাল দরবারে এ সাক্ষ্য দিয়ে ছিল যে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিথ্যা বলে না, ওয়াদা ভঙ্গ করে না, সত্যবাদীতা, পরহেযগারীতা এবং পবিত্রতার নির্দেশ দেয়।

খন্দকের যুদ্ধের সময় ইহুদী সর্দার হুই বিন আখতাব বানী কোরাইজার সর্দার কা'ব বিন আসাদ কোরাযীর নিকট আসল যেন তাকে কোরাইশদের সাথে ওয়াদা ভংঙ্গ করার জন্য, প্রেরণা যোগায়, কা'ব বিন আসাদ হুই কে বললঃ তোমরা আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও, আল্লাহ্র কসম আমি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সত্যবাদীতা এবং ওয়াদা পালনকারী ব্যতীত আর কিছু দেখি নাই।[১]

---

১ - উল্লেখ্যঃ হুই বিন আখতাব সব সময় ওয়াদা ভঙ্গের ব্যাপারে কা'বকে প্রেরণা দিতে দিতে শেষে তাকে ওয়াদা ভঙ্গ করানোর ব্যাপারে সফল হয়েছিল।

তিনি কাবীলা আমের বিন সা'সা কে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য গেলে তাঁর দক্ষ পরিচালনার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে এক ব্যক্তি বুহাইরা ফারেস একথা বলে ফেললঃ যে আল্লাহ্‌র কসম আমি যদি কোরাইশদের এ যুবককে সাথে নিয়ে নেই তাহলে সমগ্র আরবকে কাবু করে ফেলব"।

ওতবা বিন রাবিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা আলোচনা করতে আসল, তিনি তার কথা মনযোগ দিয়ে শুনলেন, এর পর তার সামনে সূরা হা-মীম সাজদা তেলওয়াত করলেন, ওতবা তা মনযোগ দিয়ে শুনতে থাকল, আর ফিরে গিয়ে কোরাইশ সর্দারদের নিকট তার প্রতিক্রিয়া এভাবে ব্যক্ত করল যে, আল্লাহ্‌র কসম মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবি নয়, গণক নয়, তাঁর দাওয়াতের ফলে একটি বিরাট যুদ্ধের সৃষ্টি হবে, যদি এ ব্যক্তি নিহত হয় তাহলে তোমাদের উদ্দেশ্য অন্যদের মাধ্যমে হাসিল হবে, আর যদি সে বিজয়ী হয় তাহলে তার রাজত্ব তোমাদের রাজত্ব হবে।

নবুয়ত লাভের পূর্বে আবুলাহাব রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভদ্রতা, উত্তম চরিত্র এবং তাঁর বড় বড় কর্মের বিষয়ে এত আকৃষ্ট ছিল যে নিজের দু'ছেলে ওতবা এবং ওতাইবাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দু'মেয়ে রুকাইয়া এবং উম্মুকুলসুমের সাথে বিয়ে দিয়ে ছিল, কিন্তু তখনো তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই।

ওরওয়া বিন মাসউদ সাকাফী হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মক্কার কোরাইশদের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে বৈঠক করল, সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নেতৃত্ব এবং পরিচালনায় এতটা মুগ্ধ হল যে সে কোরাইশ সর্দারদের নিকট ফেরত গিয়ে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বললঃ আল্লাহ্‌র কসম আমি কিসরা ও কাইসারের বাদশাদেরকে দেখেছি, কিন্তু কোন বাদশাহ্‌কে এমন দেখি নাই যে তার অনুসারীরা নিজেদের নেতাকে এত সম্মান দেয় যতটা সম্মান দেয় মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসারীরা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে।

কোরাইশ নেতারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিশাল কর্মকান্ডে, পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বে, তাঁর বুদ্ধিমত্বা ও সুচিন্তায় এত আকৃষ্ট ছিল যে, এক বৈঠকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকৃষ্ট দুশমন ওলীদ বিন মুগীরা সবার সামনে স্বীকার করল যে,আল্লাহ্‌র কসম মোহাম্মদ কবি নয়, যাদুকর নয়, গণক নয়, পাগলও নয়, বরং তাঁর কথাবার্তা অত্যন্ত সুমিষ্টি এবং হৃদয়স্পর্শী।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সর্বাধিক কষ্টদাতা কোরাইশ সর্দার নযর বিন হারেস এক স্থানে কোরাইশ নেতাদেরকে সম্বোধন করে বললঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন যুবক ছিল তখন সে তোমাদের প্রত্যেকের নিকট প্রিয় ব্যক্তি ছিল, সর্বাধিক সত্যবাদী ছিল, সর্বাধিক আমানতদার ছিল, এর পরে যখন সে তোমাদের নিকট এক নুতন দ্বীন নিয়ে আসল তখন তোমরা বলতে লাগলে যে, সে যাদুকর, আল্লাহ্র কসম সে যাদুকর নয়, তোমরা বল সে গণক আল্লাহ্র কসম সে গণক নয়, তোমরা বল সে পাগল, আল্লাহ্র কসম সে পাগল নয়, হে কোরাইশরা তোমাদের সামনে এক বিশাল সমস্যা আসছে তোমরা তা প্রতিকারের কোন রাস্তা খুঁজ।

ইসলামের বড় শত্রু আবুজাহালকে কোন কোরাইশ নেতা জিজ্ঞেস করল তুমি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সত্যবাদী মনে কর না মিথ্যুক? আবু জাহাল উত্তরে বললঃ আল্লাহ্র কসম! মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পূর্ণ সত্যবাদী। আজ পর্যন্ত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখদিয়ে মিথ্যা বের হয়নাই। কিন্তু আমাকে বল যদি নেতৃত্ব, সেকায়া(হাজীদেরকে পানি পান করানো) কা'বা ঘরের সংরক্ষণের দায়িত্ব, নবুয়ত, এসবই যদি কুসাই বংশে চলে যায় তাহলে কোরইশদের নিকট কি থাকবে?

বাস্তবতা হল এইযে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যক্তিগত জীবনের প্রশংসনীয় গুণাবলী, মর্যাদা, ধার্মীকতা, আমানতদারী, সত্যবাদীতা, পরিচালনা, বুদ্ধিমত্বা কে সমস্ত কাফেররা ভাল গুণ হিসেবেই দেখেছে, এমনকি মক্কার মোশরেকরা তাঁর দক্ষ পরিচালনাকে এভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে যে, তারা তাঁকে ঐ জাহেলি যুগের নিয়ম মেনে তাদের নেতৃত্ব দিলে তারা তাঁর ঐ নেতৃত্বকেও মানতে রাজি ছিল, কিন্তু মূল বিষয়তো ছিল যে তাঁর নবুয়তকে মেনে নেয়া, যা তারা কোনভাবেই মানতে প্রস্তুত ছিল না।

প্রশ্ন হল এইযে, নবুয়তকে অস্বীকার করে তাঁকে সত্যবাদী এবং বিশ্বাসী বললেও কাফেরদের ইসলামের প্রতি শত্রুতার কি কোন কমতি ছিল? মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী বলে আক্ষায়িতকারী এলোকেরা... আবু জাহাল, আবুলাহাব, উতবা, নযর বিন হারেস, তাদের মৃত্যু পর্যন্ত তারা কি তাঁকে হত্যা করার জন্য চক্রান্ত করে নাই? হুবহু এ অবস্থা আজকের কাফেরদেরও, সমস্ত অমুসলিম, বুদ্ধিজীবিদের মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংস্কারক, সবচেয়ে সত্যবাদী, সবচেয়ে বড় পরিচালক, এক বিশাল নেতা ইত্যাদি বলার ক্ষেত্রে তাদের মোটেও কোন দ্বিধানেই, কিন্তু যখনই তাঁর নবুয়তকে মেনে নেয়ার বিষয় আসবে তখনই বুদ্ধিজীবিরা শুধু পিছনেই ফিরে যাবে না বরং ঐ সমস্ত কথাই বলতে থাকবে যা তাদের পূর্বপুরুষরা বলেছিল।

প্রশ্নহল এই যে, ডাঃ ডি রাইট যদি বাস্তবেই মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীনকে ভূ-খন্ডের জন্য রহমত বলে মানত তাহলে সে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনিত দ্বীনের প্রতি ঈমান কেন আনল না?

মাইকেল হার্ট পৃথিবীর শ্রেষ্ট মানবদের মধ্যে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ট বলে বিশ্বাস করত তাহলে তাঁর শ্রেষ্টত্বের প্রতি কেন ঈমান আনল না?

যদি গিবন সত্যিই বিশ্বাস করত যে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনিত দ্বীন সর্ব প্রকার সন্দেহ মুক্ত, তাহলে সে এ দ্বীনের প্রতি কেন ঈমান আনল না?

প্রফেসর হোগ যদি বাস্তবেই এ বিশ্বাস করত যে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনিত শিক্ষার মত অন্য আর কোন মতবাদে এমন শিক্ষা নেই তাহলে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ শিক্ষার প্রতি সে কেন ঈমান আনল না?

বাস্তবতা হল এইযে, উন্নতীর এযুগের জ্ঞানদিপ্ত কাফেররাও তাদের পূর্বপুরুষদের মতবাদের উপর অটল থাকার ব্যাপারে ঐ হটধর্মির উপর আছে যে হটধর্মির উপর নবীযুগের কাফেররা ছিল। তাদের কর্মপদ্ধতি এবং ওদের কর্মপদ্ধতির মধ্যে বিন্দুপরিমাণেও কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু দুঃখ্যের বিষয় হল এইযে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগের মুসলমান এবং অমুসলিমদের এ কৃতিত্বের স্বীকৃতিতে তারা মোটেও আনন্দিত ছিল না বরং মন থেকে তাদেরকে তারা ইসলামের দুশমন হিসেবেই দেখত এবং তাদের সাথে ইসলাম ও দুশমনের আচরণই তারা করত, অথচ আমাদের যুগের মুসলমানরা কাফেরদের এ কৃতিত্বের স্বীকৃতিতে এতটা আনন্দিত যে এসমস্ত স্বীকৃতির কথা তারা গৌরবের সাথে আলোচনা করে এবং এটাকে নিজের জন্য সম্মানকর কিছু মনে করে।

চিন্তা করুন, বাস্তবেই কি আবুজাহাল, আবুলাহাব, উতবা বিন রাবীয়া, নযর বিন হারেস, তাদের রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি ইসলামের দৃষ্টিকে কোনভাবেই কি প্রশংসার দাবী রাখে? যদি নাই থাকে তাহলে ডাঃ ডি রাইট, মাইকেল হার্ট, গিবন, প্রফেসর হুগ এবং অন্যান্য অমুসলিমদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি কোন দিক থেকে প্রশংসনীয়?

অমুসলিমদের এ কৃতিত্বের স্বীকৃতি আরো একদিক থেকে চিন্তার বিষয়ঃ

লর্ড উইলিয়ম মিয়র এক দিকে লিখে যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্রতা এবং উত্তম চরিত্রের স্বীকৃতি দেই, তাঁর আনিত শিক্ষাব্যবস্থাকে অজ্ঞতা দূরকারী ব্যবস্থা হিসেবে দেখি, আর অন্যদিকে এ দাবী জানাচ্ছি যে, দু'টি জিনিস মানবতার দুশমন, "মোহাম্মদের কোরআ'ন এবং তার তালওয়ার"। এখন বলুন তার এ স্বীকৃতি মোহাম্মদের প্রশংসামূলক না মুসলমানদের জন্য ধোঁকা মূলক?

থামস কারলাইল একদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সত্যবাদীতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত বলে মনে করে, তিনি আরবদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার ক্ষেত্রে বিরাট বিপ্লব সাধন করেছেন বলে মনে করে, অন্য দিকে কোরআ'ন মাজীদকে একটি ধারাবাহিকতা হীন গ্রন্থ এবং পাগলামীর একটি বড় বৃক্ষ বলে মনে করে, তাহলে এটাকি প্রশংসনীয় স্বীকৃতি?

ডাবলিউ মান্টসমারী ওয়াড একদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এভাবে প্রশংসা করেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন সফল নেতা ছিল, তাঁর এসফলতা তাঁর আকীদা (বিশ্বাসের) সঠিকতারই উজ্জল দৃষ্টান্ত, অন্য দিকে সে বলে মাক্কী জীবন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যর্থতার যুগ, সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মক্কা থেকে হিযরত করাকে "পলায়ন" করা নামে আখ্যায়িত করে, মদীনার জীবনকে সে পার্থিব নেতা হিসেবে সফল নেতা বলে বিশ্বাস করে কিন্তু নবী হিসেবে সফল বলে মনে করে না। এ নীতিকে কি প্রশংসনীয় স্বীকৃতি বলা যাবে?

বাস্তবতা হল এই যে, অমুসলিম বুদ্ধিজীবি এবং মোস্তাশরেক(যারা মুসলমান নয় কিন্তু ইসলাম চর্চা করে) এটা তাদের একান্তই একটি চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র যে একদিকে তারা ইসলামের নবী সম্পর্কে স্বীকৃতিমূলক কিছু কথা বলে নিজে কট্টর পন্থীনয় বলে প্রতিক্রিয়া পেশ করে থাকে, অবার অন্য দিকে ইসলাম বা ইসলামের নবী বিরুধী চিন্ত াভাবনা নিজের মনের গোপন হিংসা বা দুশমনীর এমন মনকাড়া এবং চিত্তাকর্ষক মনভাব প্রকাশ করে যা শুনে পাঠকের মনে রেখাপাত না করে উপায় নেই।

অমুসলিমদের এ কৃতিত্বের স্বীকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ্র বিশ্লেষণের চেয়ে ভাল বিশ্লেষণ কে করতে পারবে, আল্লাহ্র বাণীঃ

﴿فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ﴾

অর্থঃ"তারা শুধু তোমাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেনা, বরং পাপিষ্ঠ যালিমরা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকেও অস্বীকার করছে"। (সূরা আনআ'ম-৩৩)

আজ পাশ্চাত্যে ইসলামের নবীর ব্যাপারে যে বিরুধিতা এবং গোড়ামী চলছে এর বীজ বপন যদি ঐসমস্ত অমুসলিম বুদ্ধিজীবিরা না করে থাকে তাহলে তা কাদের করা?
তাদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান হল এই যে, যেসমস্ত বুদ্ধিজীবিদের নিকট বাস্তবেই মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন সত্যবাদী এবং মহামানব তাহলে তাদের উচিত তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনা, আর তারা যদি ঈমান না আনে তাহলে তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দুশমন। দু'টি রাস্তা, তবে এদু'টির মধ্যে এক সাথে যে কোন একটিকেই গ্রহণ করতে হবে উভয়কে নয়। **"Friend or foe"**
হয় বন্ধু নাহয় শত্রু।

ইসলামের নবী এবং একাধিক বিয়ে প্রথাঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমনের পূর্বে আরব সমাজে অনেক কুপ্রথা বিদ্ধমান ছিল, তার মধ্যে একটি ছিল একজন পুরুষ এক সাথে ৮জন, ১০জন, ১২জন মহিলাকে বিয়ে করত, একাধিক বিয়ের কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না, ইসলাম এই কুপ্রথাকে রহিত করে শুধু চারটি বিয়েকে বৈধ করেছে, আর এ চারকেও ন্যায়পরায়নতা রক্ষা সাপেক্ষে বৈধ করেছে। আর এই নির্দেশ দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়নতা রক্ষা করতে পারবে না তার জন্য একটিই যথেষ্ট, চারটি বিয়ের অনুমতি দিতে গিয়ে সেখানে অনেক কল্যাণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

১) যদি কোন ব্যক্তি যৌনচাহিদার দিক থেকে বাস্তবেই দ্বিতীয়, তৃতীয়, এমনকি চতুর্থ স্ত্রীর ক্ষমতা রাখে তাহলে তাকে ইসলাম চার বিয়ের অনুমতি দিয়ে সমাজে অশ্লীলতা এবং বে-হায়াপনা বিস্তার করা থেকে সংরক্ষণ করেছে।

২) যদি কোন স্ত্রীর স্থায়ী কোন রোগ থাকে, কিন্তু স্বামী তাকে রাখতে চায় তহলে তাকে ত্বালাক না দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দিয়ে ইসলাম স্বয়ং ঐ অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি বিশাল অনুগ্রহ করেছে।

৩) যদি কোন স্ত্রীর গর্ভে সন্তান নাহয় তাহলে তার উপস্থিতিতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্ত্রীর সাথে বিয়ের অনুমতি দিয়ে ইসলাম শুধু সন্তানহীন নারীদের ভবিষ্যতই সংরক্ষণ করে নাই বরং সামাজিক দিক থেকে তাকে সম্মান এবং শান্তিতে জীবন যাপনেরও সুযোগ করে দিয়েছে।

৪) যে সমাজে যুগ যুগ ধরে অসংখ্য বিয়ে প্রথা ছিল, ঐ সমাজে শুধু একটি বিয়ের বিধান প্রবর্তন করলে নিঃসন্দেহে তা ইসলামের জন্য কল্যাণকর ছিলনা এবং তা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াত।

একাধিক বিয়ের এ বিধান সমস্ত উম্মতের জন্য সমান, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যেভাবে আল্লাহ্ আরো কিছু বিধি বিধানের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের উর্ধ্বে রেখেছেন এখানেও কিছু বিশেষ কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।[১] তাই তার জীবিতাবস্থায় নিম্নোক্ত নারীদের সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছে।

---

১ - তাহাজ্জদ নামায রাসূলের জন্য ফরয ছিল যা উম্মতের জন্য নফল। সাদকা রাসূল এবং তাঁর পরিবারের জন্য হারাম অথচ উম্মতের জন্য তা হালাল। রাসূলের জন্য আহলে কিতাবদের সাথে বিয়ে হারাম অথচ উম্মতের জন্য তা হালাল। রাসূলের রেখে যাওয়া সম্পদ উত্তরসূরীদের মাঝে বন্টন অবৈধ অথচ সমস্ত উম্মতের সম্পদ তাদের উত্তর সূরীদের মাঝে বন্টন করা বৈধ। রাসূলের জন্য স্বীয় স্ত্রীগণের মাঝে ন্যায়পরায়নতা রক্ষা করা জরুরী ছিলনা কিন্তু উম্মতের মধ্যে কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মাঝে ন্যায়পরায়নতা রক্ষাকরা জরুরী। রাসূলের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণকে অন্য কেউ বিয়ে করা বৈধ নয় অথচ উম্মতের জন্য এ বিধান নেই।

১) খাদিজা বিনতু খুআইলেদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সে বিধবা ছিল, বিয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বয়স ছিল ২৫ বছর, আর খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহার) বয়সছিল ৪০ বছর, তাঁর সন্তানদের মধ্যে শুধু ইবরাহিম ব্যতীত বাকী সমস্ত সন্তান(কাসেম, আবদুল্লাহ্, তয়্যেব, ত্বাহের, যায়নাব, উম্মু কুলসুম, ফাতেমা), খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর গর্ভের, খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, সেসময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বয়স ছিল ৫০ বছর, খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর দাফন হয়েছে মক্কার মোয়াল্লা নামক কবরস্থানে ।

২) সাওদা বিনতু যামআ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর মৃত্যুর পর তিনি নবুয়তের দশম বছরে দ্বিতীয় বিয়ে করেন সাওদা বিনতু যামআর সাথে, সাওদাও বিধবা ছিল, বিয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বয়স ছিল ৫০ বছর, আর সাওদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বয়সও ছিল ৫০ বছর, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর পর ৭২ বছর বয়সে এন্তেকাল করেন। তাকে মদীনার কবরস্থান বাকীউল গারকাদে দাফন করা হয়েছে।

৩) আয়শা সিদ্দিকা বিনতু আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঃ নবুয়তের ১১তম বছরে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তৃতীয় বিয়ে আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে হয়, ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ৫১ বছর, আর আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বয়সছিল ৬ বছর, বাসর হয়েছে আরো তিন বছর পর মদীনায়, বাসরের সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৪, আর আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বয়স ছিল নয়,[১]

আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ৬৬ বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সংস্পর্শ পেয়েছেন ৯ বছর, তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ই কুমারী ছিলেন, আর অন্য সমস্তস্ত্রীগণ বিধাব ছিল, আর যায়নাব বিনতু জাহাস ছিল ত্বালাক প্রাপ্তা, আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর গর্ভে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন সন্তান ছিল না।

---

১ -১৯৩৯ ইং মে আমেরিকার একটি পত্রিকা পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ করে এখবর প্রকাশ করেছে যে, ১৪ মে ১৯৩৯ ইং ৬ বছর(৫ বছর ৭ মাস ২১ দিন) বয়সের মেয়ে সন্তান প্রসব করেছে, বিস্তারিত জানার জন্য http://www.snopes.com/pragnent/medina.asp দ্রঃ|

প্রশ্ন হল পৃথিবীর সবচেয়ে শীতল আবহাওয়ার দেশে যদি একজন মেয়ে ৬ বছর বয়সে প্রাপ্ত বয়সক হয়ে সন্তান প্রসব করতে পারে তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে গরম দেশে হিজাজ(মক্কা মদীনা) ৯ বছর বয়সে আয়শা সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বিয়ে নিয়ে কেন প্রশ্ন উঠে? বাস্তবতা হল এইযে, আয়শা(রাযিয়াল্লাহু আনহা)এর ব্যাপারে অমুসলিমদের ইসলামের নবীর উপর আক্রমণ করা উদ্দেশ্য আর তা ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার কারণে বাস্তবতার আলোকে নয়।

৪) হাফসা বিনতু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চতুর্থ বিয়ে হয় তৃতীয় হিজরীতে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কন্যা হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে, বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৫, আর হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বয়সছিল ২২ বছর।

৫) যায়নাব বিনতু খুযাইমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পঞ্চম বিয়ে যায়নাব বিনতু খুযাইমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে চতুর্থ হিজরীতে সংঘঠিত হয়েছে, বিয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বয়স ছিল ৫৫ বছর, আর যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বয়সছিল৩০ বছর, তিনি বিয়ের পর মাত্র আট মাস বেঁচে ছিলেন।

৬) উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ৬ষ্ঠ বিয়ে, উম্মুসালামার সাথে ৪ হিযরীতে অনুষ্ঠিত হয়, বিয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বয়স ছিল ৫৬ বছর, আর উম্মু সালামার বয়স ছিল ২৬ বছর, উম্মুসালামা ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৭) যায়নাব বিনতু জাহাস (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সপ্তম বিয়ে যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে ৫ম হিযরীতে অনুষ্ঠিত হয়, সেসময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বয়সছিল ৩৬ বছর, যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ৫২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৮) জুআইরিয়া বিনতু হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ৮ষ্টম বিয়ে ৫ হিজরীতে জুআইরিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে অনুষ্ঠিত হয়, সেসময় তাঁর বয়স ছিল ৫৭ বছর, আর জুআইরিয়া(রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বয়সছিল ২০ বছর, জুআইরিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৯) উম্মু হাবীবা রামলা বিনতু আবু সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবম বিয়ে উম্মু হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে ৭ম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হয়, বিয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বয়স ছিল ৫৮ বছর, আর উম্মু হাবীবার বয়সছিল ৩৬ বছর, তিনি ৭৩ বছর বয়সে ইন্তে কাল করেন।

১০) সাফিয়া বিনতু হুই বিন আখতাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ১০ম বিয়ে, ৭ম হিজরীতে সাফিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে অনুষ্ঠিত হয়, ঐ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বয়স ছিল ৫৯ বছর, আর সাফিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বয়সছিল ১৭ বছর, তিনি ৬০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

১১) মাইমুনা বিনতু হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ১১তম বিয়ে মাইমুনা বিনতু হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে অনুষ্ঠিত হয়, ঐ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বয়স ছিল ৫৯ বছর, আর মাইমুনা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বয়সছিল ৩৬ বছর, তিনি ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ১২ তম বিয়ে হয় আসমা বিনতু জুনের সাথে, কিন্তু সে সহবাসের পূর্বে তাঁর নিকট থেকে ত্বালাক দাবী করে, তখন তিনি তাকে ত্বালাক দিয়ে দেন, (বোখারী কিতাবুত্বালাক)।

তাঁর ১৩তম বিয়েও অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তবে ঐ স্ত্রীর নাম আমার স্মরণে নেই, কিন্তু সহবাস হয় নাই,[১] এভাবে বাস্তবে তাঁর বিয়ে করা স্ত্রী ছিল১১ জন।

ক্রীতদাসীঃ

১) রাইহানা বিনতু সামঊন (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ঃ ৫ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাইহানাকে স্বীয় অধীনস্ত করেন।

২) মারিয়া কিবতীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ঃ ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মারিয়া কিবতীয়াকে স্বীয় অধীনস্ত করেন। তার গর্ভে ইবরাহিম জন্ম গ্রহণ করেন।

৩) জামিলা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ঃ কোন যুদ্ধে বন্দী হয়ে এসেছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তাকে স্বীয় অধীনস্ত করেন।[২]

৪) নাম জানানেইঃ যাইনাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য হেবা (দান) করে ছিল।

উল্লেখিত বিস্তারিত আলোচনার আলোকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ১১ জন বিবাহিত স্ত্রী এবং চার জন ক্রীতদাসী তাঁর অধীনস্ত ছিল।

অমুসলিম পন্ডিতগণের মধ্য থেক অধিকাংশরাই একাধিক বিয়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে, হৃদয় বিদারক আক্রমণ চালিয়েছে, যার সারর্মমহল এইযে, খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহার) মৃত্যুর সময় তাঁর বয়সছিল ৫০ বছর, ৫০ থেকে নিয়ে ৬৩ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ১১ টি বিয়ে করেছেন, আবার ক্রীতদাসীরাও ছিল, অর্থাৎ ১৩ বছরে তাঁর অধীনে প্রায় ১৩ বা ১৫ জন স্ত্রী ছিল। (তাদের দৃষ্টিতে) যার অর্থ দাঁড়ায় যে তিনি জীবন ব্যাপী যৌনতা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। নবুয়ত আর ওহীকে তিনি শুধুমাত্র ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ছেন।

---

১ -আর রাহিকুম মাখতুম পৃঃ৭৫২।

২ - আর রাহিকুম মাখতুম পৃৎ৭৫৩।

১৯২৪ইং একজন হিন্দু প্রকাশক রাজপাল একাধিক বিয়ে প্রসঙ্গে অত্যন্ত হৃদয় বিদারক এক বই লিখে, যার নাম দেয়া হয়েছিল 'রঙ্গিলা রাসূল', ঐ শয়তানী গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি নিচে পেশ করা হলঃ

১) একাধিক বিয়ে কারীরা দেখ পয়গাম্বরের জীবন থেকে শিক্ষা নিবে, এত বড় মাপের লোকেরা তাদের ভুল কর্মের খারাপ পরিণতি থেকে সতর্ক থাকে নাই, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ভুল থেকে নিজেদেরকে নিজেরা কিভাবে সংরক্ষিত বলে মনে কর, ঘর নষ্ট হয়েছে, মোহাম্মদের দ্বীন বরবাদ হয়েছে, কেন? সে বৃদ্ধ বয়সে যুবতীদেরকে বিয়ে করেছিল বলে।

২) মোহাম্মদকে এমন কি নাম দিব যার ফলে তার জীবনের বাস্তব চিত্র চোখে ফুটে উঠবে, যখন সে ৫০বছর বয়সী ছিল তখন খাদীজা ইন্তেকাল করেছে, আর যখন সে ৬২ বছর বয়সে উপনীত হয়েছে তখন নিজে ইন্তেকাল করেছে, এই বার বছরের জীবনে দশটি বিয়ে করেছে অর্থাৎঃ প্রতি শোয়া বছরে একটি করে বিয়ে করেছে, এমতাবস্থায় যদি আলোচিত 'রঙ্গিলা রাসূলকে' নারী পাগল না বলি তাহলে উপযুক্ত নাম করণ করা হবে না। নারী পাগল বললে মোহাম্মদকে, তার মন, তার অন্তরের উপযুক্ত নাম করণ করা হবে।[১]

৩) খাদিজার ঘটনা বর্তমান বিশ্বে নারীদেরকে তাদের যৌবনের স্বাদ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করেছে। পৃথিবীর নারীদেও কথা ভুলেগিয়ে হুরদের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।[২]

৪) আয়শা তার খেলনা সামগ্রী সাথে নিয়ে এসেছিল, ৫৩ বছর বয়সী বরও কখনো কখনো এ নাবালেগ মাসুম বাচ্চার খেলা ধূলায় অংশ গ্রহণ করত, ৫৩ বছর বয়সী বৃদ্ধ বাচ্চাদের সাথে তাদের খেলা ধূলায় অংশ গ্রহণ করা দোষনীয় নয় তবে তা অন্য কোনভাবে হওয়া উচিত স্বামী হিসেবে নয়।[৩]

৫) ইফকের ঘটনায় (আয়শা রাযিয়াল্লাহু আনহার গলার হার হারানোর ঘটনা) মালাউন লিখকের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

সূরা নূরে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের চিন্তা ও রাগের কথা এখনো লিপিবদ্ধ আছে, অশ্লীল ভাষীদের ভাষা তাদের মুখে জারি করে দেয়া হয়েছে, এখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যে, তার (মোহাম্মদের) স্ত্রীগণকে বুঝানো, কেননা তালী দু'হাতের মাধ্যেমে বাজে, আর তাদের এ কর্মকেও আল্লাহ্ কবুল করেছেন এবং সূরা আহযাব অবতীর্ণ করেছেন, শেষে মোহাম্মদ

---

১ - মোকাদ্দাস রাসূল, মাওলানা সানাউল্লাহ্ অমৃতসূরী লিখিত পৃঃ১১৭।

২ - সূত্র মাওলানা শাহ সানাউল্লহ অমৃতসরী লিখিত মোকাদ্দাস রাসূল পৃঃ৬১।

৩ - সূত্র মাওলানা শাহ সানাউল্লহ অমৃতসরী লিখিত মোকাদ্দাস রাসূল পৃঃ৬৩।

তার স্ত্রীদেরকে ধমক এবং সতর্ক করা স্বামী-স্ত্রীর আদবের খেলাফ ছিল, আল্লাহ্ স্বামী স্ত্রী উভয়ের অভিভাবক, তাকে মাঝে রেখে যা খুশি তা বলিয়ে নিয়েছে।[১]

৬) যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বিয়ের ব্যাপারে বিষাক্ত লিখনীতে মালাউন লিখক লিখেছেঃ যায়নাবকে দেখার পর মোহাম্মদ মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার চিন্তা করেছিল, অন্যথায় তার মনে যায়নাবের প্রেমের আগুন জ্বলছিল, বার বার ফুলে উঠছিল, ওহী আসা মাত্রই মোহাম্মদ যায়নাবকে প্রস্তাব পাঠাল যে, পরমাত্মা তোমাকে আমার সাথে মিলিয়ে দিয়েছে, অতএব বিয়েরও কোন প্রয়োজন নেই, যেখানে আল্লাহ্ মনের সাথে মনের মিল করে দিয়েছেন সেখানে কাজী, বিয়ের অনুষ্ঠান ইত্যাদি বাধা হওয়া এ পবিত্র বন্ধনের বিপরীত নয় তো কি? সর্ব সাধারণের সন্দেহ দূর করা দরকার ছিল তাই বলে দিল যে আল্লাহ্ বিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন আর জিবরীল এর সাক্ষী, এ দু' শর্ত ব্যতীত বিয়ের আর শর্তই বা কি? রঙ্গিলা রাসূলের এ রং অত্যন্ত আশ্চার্য জনক।[২]

৭) সাফিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বিয়ের ব্যাপারে এ মালাউন লিখক এ অপপ্রচার চালিয়েছে যে, খাইবারও ইহুদীদের একটি আবাসস্থল ছিল, সেখানে মোহাম্মদ আক্রমণ চালিয়ে বিজয় করেছে, ওখানকার সর্দার কেনআন মৃত্যুবরণ করেছে, তার স্ত্রী বন্দী হয়েছে, মোহাম্মদ তার সাথেও বিয়ের আগ্রহ প্রকাশ করল, সে তাতে রাজি হল, এখন মদীনায় ফিরে আসার সুযোগ কোথায়? মাটি স্তুপ করে ঘর বানিয়ে সেখানে দস্তর খানা বিছানো হল তাতে খেজুর, মাখন, দইয়ের দাওয়াতের ব্যবস্থা করা হল, নুতন বর কনেকে বরণ করা হল, মোহাম্মদ তাকে নিয়ে বাসর করল, রক্ষীরা সতর্কতার জন্য রাসূলের বাসস্থান পাহাড়া দিল, এ আশংকায় নাজানি অমুসলিম নারী তার স্বামী হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করে? কিন্তু এ সর্তকতা অপ্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে।[৩]

একাধিক বিয়ের ব্যাপারে পাশ্চাত্য বাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর যত অভিযোগ এনেছে এসবগুলোর সারঅংশ এরচেয়ে বেশি কিছু কি যা 'রঙ্গিলা রাসূলের' লিখক তার গ্রন্থে লিখেছে?

মূল বিষয় হল এই যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনীর উপর যে মোশরেকেই কটূক্তি করতে চেয়েছে সে তাঁর ৬৩ বছরের পবিত্র জীবনীতে একাধিক বিয়ে ব্যতীত আর কোন ত্রুটিই খুঁজে পায় নাই, অথচ একাধিক বিয়ের ব্যাপারের তাঁর উপর যত অভিযোগ আনা হয়েছ সবই তাঁর উপর অন্ধ শত্রুতা ও হিংসা এবং গোড়ামীর বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

---

১ -সূত্র- মোকাদ্দাস রাসূল,মাওলানা সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী লিখিত পৃঃ ৭৫।
২ - সূত্র- মোকাদ্দাস রাসূল,মাওলানা সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী লিখিত পৃঃ ৯৬।
৩ - সূত্র- মোকাদ্দাস রাসূল,মাওলানা সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী লিখিত পৃঃ ১০৪।

চিন্তাকরুন!

১) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিচ্ছন্ন জীবনীর ২৫ বছর অর্থাৎ পূর্ণ যৌবনকাল অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং কোন প্রকার কালিমা মুক্ত, যে বয়সে বড় বড় সংস্কারকদের আচলে কোন না কোন স্পট লেগে যেত, ঐ বয়সে তাঁর আচল খুবই নিখুত রয়েছে।

২) ২৫ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম বিয়ে ৪০ বছরের বিধাব নারী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে বিয়ে করেন, এর পর আরো ২৫ বছর বর্ণনাতীত শান্তি, আনন্দ এবং দৃষ্টান্ত মূলক দাম্পত্যজীবন যাপন করেছেন।

৩) খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৫০ বছর বয়স্কা বিধবা নারী সাওদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বিয়ের জন্য বাছাই করেন, অথচ তখন ছিল ঐ যুগ যখন মক্কার কোরাইশরা এ প্রস্তাব পেশ করেছিল যে তুমি যদি কোন সুন্দরী নারীকে বিয়ে করতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে মক্কার সবচেয়ে সুন্দরী নারীর সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করব, এশর্তে যে তুমি তোমার এ নুতন ধর্মের প্রচারণা বন্ধ করে দিবে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোরাইশদের এ প্রস্তাব বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছেন, যে ব্যক্তি তার জীবনের ৫০বছর এতটা লজ্জাবোধ এবং সম্ভ্রম নিয়ে অতিবাহিত করেছেন যাতে করে বন্ধু শত্রু কেউ কোন কটূক্তি করতে না পারে, ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে কোন বিবেকবান ব্যক্তি এ চিন্তা করতে পারে যে, বার্ধক্যে পদার্পনের পর হঠাৎ করে তাঁর মধ্যে যৌন কামনা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে এর ফলে সে পরাভুত হয়ে একের পর এক বিয়ে করে চলছে?

৪) মক্কা এবং মদীনার যুগে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যতগুলো বিয়ে করেছেন তার সবই বিধবা অথবা তালক প্রাপ্তা নারী ছিল, একমাত্র আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ব্যতীত, যদিও মক্কায় অবস্থানকালেও কুমারী ও সুন্দরী নারীদের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়ে ছিল, বলা যেতে পারে যে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য এবং মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিন্তু মদীনার জীবনে ওরওয়া বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) বক্তব্য অনুযায়ী বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণ তাঁকে এত সম্মান ও মর্যাদা দিত যে কিসরা ও কায়সারদের কেও এত সম্মান দিতে দেখা যায়নি। যদি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো থুথু ফেলতেন তাহলে তা কারো না কারো হাতে পড়ত এবং সে তা তার শরীরে মাখত, যখন তিনি কোন হুকুম করতেন তখন সবাই তা পালন করার জন্য দৌড়িয়ে আসত, যখন তিনি ওজু করতেন তখন তাঁর ওজুর পরে বেঁচে যাওয়া পানি নেয়ার জন্য তাদের মধ্যে প্রতিযোগীতা লেগে যেত, যখন তিনি কোন কথা বলতেন তখন সবার কণ্ঠ বন্ধ থাকত, চিন্তার বিষয় হল এইযে, নেতা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথীরা

নিজেদের জান, মাল, বসত ভিটা সবকিছু নিজের নেতার নির্দেশে ত্যাগ করাকে তারা নিজেদের ইহকাল ও পরকালের জন্য সুভাগ্যবলে মনে করত, এমন ব্যক্তির জন্য মদীনার জীবনে কুমারী, সুন্দরী কোন নারী হাসিল করা কি কোন কঠিন বিষয় ছিল? মোটেও নয়, কিন্তু প্রশ্ন হল যদি তিনি যৌন কামনার তাড়নায় পড়ে এ বিয়েগুলো করে থাকেন তাহলে বিধবা এবং তালাক প্রাপ্তা নারীদেরকে কেন করলেন?

৫) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাওয়াতকে প্রতিহত এবং খতম করার জন্য মক্কা ও মদীনার জীবনে উভয় স্থানেই মোশরেক এবং মুনাফেকরা সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে ছিল, এমনকি মদীনার জীবনে মোনাফিকরা আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যাদুকর, পাগল, গণক, কবি ইত্যাদি অপবাদ দেয়া হয়ে ছিল, কিন্তু কি কারণ যে না মক্কার জীবনে না মদীনার জীবনে কোন দুশমন তাকে যৌনতার কোন অপবাদ দেয় নাই?

বাস্তব ঘটানাবলী পরিষ্কারভাবে একথা প্রমাণ করছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ৬৩ বছরের জীবন এত নিখুত এবং লাজুক প্রকৃতির ছিল যে, সাহাবাগণের ভাষায় তিনি কুমারী নারীদের চেয়েও অধিক লাজুক ছিলেন, কিন্তু দুঃখ্য জনক হল এইযে, এ উন্নতী এবং ভদ্রতার যুগে ইসলাম এবং ইসলামের নবীর শত্রুরা এতটা অন্ধ হয়ে গেছে যে, কোন বিষয়কে তারা গুরুত্বের সাথে বিবেচনার জন্য মোটেও প্রস্তুত নয়।

এখন আসুন একটু ভিন্ন দৃষ্টি ঐসমস্ত কল্যাণকর দিকগুলোর প্রতি নিক্ষেপ করি, যার বিবেচনায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বার্ধক্যে উপনিত হওয়ার পরও তার সাধারণ জীবন যাপনের পরেও ৯ জন স্ত্রীর সাথে সংসার করার ভার কেন ভাল মনে করলেনঃ

১) আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে বিয়ের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত সাহাবীগণ(আবুবকর ওমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর সাথে স্বীয় সম্পর্ককে সুদৃঢ় করলেন, অপর দিকে ওসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে একের পর এক তাঁর দু'মেয়ে রুকাইয়্যা এবং উম্মু কুলসুম(রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বিয়ে দিলেন এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বিয়ে দিয়ে এ চার জন অগ্রবর্তী এবং জ্ঞানী ও একনিষ্ঠ সাহাবীগণের সাথে স্বীয় সম্পর্ককে তিনি মজবুত করলেন, এমনকি তাঁর মৃত্যুর পর এ চারজন সাহাবী একের পর এক যেভাবে সুদৃঢ় মনভাব নিয়ে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ধরে রেখেছিল তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না, সময়ের আবর্তনে

প্রমাণিত হয়েছে যে, এচারজন সম্মানিত সাহাবীর সাথে তাঁর এ সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন ইসলামের অগ্রযাত্রার জন্য অত্যন্ত জরুরী ছিল।

২) শশুর জামাই সম্পর্ক সর্বকালেই একটি সম্মানজনক সম্পর্ক ছিল, শশুর জামায়ের সাথে শত্রুতা থাকা, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, সর্বকালেই দোষনীয় এবং নিন্দনীয় বিষয় ছিল, তাই উম্মু হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বিনতে আবু সুফিয়ান(রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে বিয়ের পর কোরাইশদের সিপাহ সালার আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে আসার সাহস করতে পারে নাই, এরপর যখন মক্কা বিজয় হয়ে গেল এবং সে নিজেও মুসলমান হয়ে গেল তখন উম্মু সালামা বিনতু আবু উমাইয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মাখজুম বংশের সাথে সম্পর্ক রাখত, যা আবু জাহাল এবং খালেদ বিন ওলিদের বংশ ছিল, আবু জাহাল মৃত্যু পর্যন্ত কাফের ছিল, কিন্তু এ বিয়ের পর খালেদ বিন ওলীদের মাঝে ঐ মনভাব ছিলনা যা বিয়ের পূর্বে ছিল, পরিশেষে সেও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, সাফিয়া বিনতু হুই বিন আখতাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইহুদী বংশ বনি নাযিরের সর্দারের মেয়ে ছিল, এ বিয়ের পর বনি নাযির আগের ন্যায় শত্রুতা করতে পারে নাই, এমনিভাবে জুআইরিয়া বিনতু হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহা)ও ইহুদী বংশ বনি মোস্তালেকের সর্দার হারেসের মেয়ে ছিল, এ বংশ খুবই খারাপ আচরণ এবং বিরোধীতা করত, কিন্তু জুআইরিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে বিয়ের পর এ বংশ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মোকাবেলায় আসতে পারে নাই।

৩) যায়নাব বিনতু জাহাস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিয়ে কিছু জাহেলি প্রথাকে নিধন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে, যায়নাবের প্রথম বিয়ে যায়েদ বিন হারেসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে হয়ে ছিল, যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পালক পুত্র ছিল, আরবদের নিকট পালক পুত্রদের ঐ অধিকার ছিল যা নিজের সন্তানদের ছিল, যায়নাব এবং যায়েদ পরস্পরের মাঝে মিল হচ্ছিল না, আর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) না চাওয়া সত্ত্বেও তাদের মাঝে তালাক হয়ে গেল, তাই জাহেলী প্রথাকে রহিত করার জন্য আল্লাহ্ তাঁকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বিয়ে করেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চাওয়া বা না চাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না।[১]

৪) ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ কারী নারী ও পুরুষদের শিক্ষা দিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল পুরুষদের শিক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই যথেষ্ট ছিলেন কিন্তু নারীদেও জন্য নারী শিক্ষিকা হওয়া জরুরী ছিল, আর নারীও এমন

---

১ -বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আহযাব ৩৭ নং আয়াত দ্রঃ।

দরকার ছিল যাদের তাঁর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক আছে, যাতে করে তারা নারী বিষয়ক বিধানাবলী তাঁর নিকট থেকে জেনে নারীদেরকে শিক্ষা দিতে পারে। এ সেবা আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছাড়া হাফসা, উম্মু সালামা অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন, এ ছিল ঐ দ্বীনি এবং রাজনৈতিক কল্যাণকর দিক যে কারণে আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিয়ের সাধারণ নিয়ম থেকে এ বলে ভিন্ন স্তরে রেখেছেন"

﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

অর্থঃ "এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য অন্য মুমিনদের জন্য নয়"। (সূরা আহযাব-৫০) ঈমানদারদের জন্য তো আল্লাহ্র এ বাণীই সমস্ত অপবাদসমূহ দূর করার জন্য যথেষ্ট এবং স্পষ্ট, এর ফলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে, অথচ কাফের এবং মোশরেকদের জন্য আল্লাহ্ একাধিক বিয়েকে ফেতনা এবং পরীক্ষা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, যা তাদের পথভ্রষ্টতা এবং কুফরীকে বৃদ্ধি করে, আর এটাই আল্লাহ্র বিধান, যার বর্ণনা কোরআ'নের বিভিন্ন স্থানে এসেছে,

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

অর্থঃ" অতএব যারা ঈমানদার এ সূরা তাদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে, বস্তুতঃ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এটি তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ বৃদ্ধি করেছে, আর তারা কাফের অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করল"। (সূরা তাওবা-১২৪-১২৫)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) হত্যা করার ষড়যন্ত্রঃ

এতে কোন সন্দেহ নাই যে প্রথম দিন থেকেই ইসলাম এবং ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে শত্রুতা তোমাদের শিরা উপশিরায় চেপে বসেছে, আর তোমরা এ শত্রুতার হক আদায়ের ব্যাপারে কখনো কোন ত্রুটি কর নাই, ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দেয়ার জন্য প্রথম দিন থেকেই তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তোমাদের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ইসলামের নবীকে হত্যা করা, তাই ইসলামের দাওয়াত শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই তোমরা তোমাদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চেষ্টা শুরু করে দিয়েছ।

১ম বারঃ

মক্কার হারামে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গলায় চাদর বেঁধে তাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিলা,[১] কিন্তু তোমাদের এ কুচক্রান্তে তোমরা সফল হতে পার নাই, তাই তোমরা তাঁকে হত্যা করার সাহস পাওনাই।

দ্বিতীয় বারঃ

তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার আরো একটি চক্রান্ত করে ছিলে আর তাছিল এইযে, সেজদারত অবস্থায় তাঁর মাথায় পাথর মেরে তাঁকে হত্যা করা,[২] কিন্তু এবারও তোমরা তোমাদের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পার নাই।

তৃতীয় বারঃ

ইসলামের নবীকে হত্যা করার জন্য তোমরা তোমাদের এক বিশ্বস্ত বীরকে উন্মুক্ত তরবারী দিয়ে পাঠিয়েছিলা, কিন্তু তোমাদের কপাল, সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা না করে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে গেছে।[৩] আর তোমরা তোমাদের দুর্ভাগ্যের প্রতি আহাজারী করতে থাকলে।

চতুর্থ বারঃ

তোমরা ইসলামের নবীকে হত্যা করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত চেষ্টা পরিহার করে সম্মিলিত চেষ্টা করতে লাগলে, ইসলামের নবী এবং তাঁর সাথীদের উপর নিকৃষ্টতম অর্থনৈতিক এবং সামাজিক আবোরধ আরোপ করলে। যাতে করে ইসলামের নবীকে হত্যা করার জন্য যেন

---

১ - ওকবা বিন আবু মুয়িত এ চেষ্টা করেছিল , সে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে।

২ - আবু জাহাল এ চেষ্টা করে ছিল।

৩ - উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) চেষ্টা।

তোমাদের নিকট হস্তান্তর করা হয়।[১] এচেষ্টাও তোমাদের ব্যর্থতা এবং তোমাদের দুর্বলতা তোমাদের দুর্ভাগ্যের শিলমোহর এঁটে দিল।

পঞ্চম বারঃ

তোমরা আবু তালেবকে স্পষ্ট করে বলেছ "মানুষের পরিবর্তে মানুষ" লেন দেন করে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিতে চেয়ে ছিলা যাতে তাঁকে হত্যা করতে পার, কিন্তু বিফলতার গ্লানী এ পর্বেও তোমাদেরকে বরণ করে নিতে হয়েছিল।[২]

ষষ্ঠ বারঃ

তোমরা ইসলামের নবীকে হত্যা করার জন্য এমন পরিকল্পিত ব্যবস্থা নিয়েছিলা যে, তাতে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল, তোমাদের পারদর্শী বীরেরা উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে তাঁর ঘর ঘেরাও করে নিয়ে ছিল,[৩] কিন্তু ভাগ্যিস তোমাদের কু পরিকল্পনা এখানেও সফলাতার মুখ দেখতে পায় নাই। ইসলামের নবী বেঁচে গেলেন আর তোমরা মাথায় হাত দিলে।

সপ্তম বারঃ

নিজের বাড়ী ঘর ছাড়া সত্বেও তোমরা ইসলামের নবীর পিছু ছাড় নাই, এমনকি তাকে জীবিত অথবা মৃত গ্রেফ্তার করার জন্য সাওর গুহা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলা, কিন্তু গৌরব ও অহংকারে লালিত গর্দান তোমাদের সফলতার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যদি তোমরা তোমাদের পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে তাহলে তোমাদের দুশমনরা ওখানেই ছিল, তাদেরকে হত্যা করে তোমরা চিরদিনের জন্য আত্ম তৃপ্তিলাভ করতে পারতে, কিন্তু এ আত্ম তৃপ্তি তোমাদের ভাগ্যে আগে থেকে লিখাছিল না তাই এবারও তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পার নাই।

অষ্টম বারঃ

বদরের যুদ্ধে লজ্জাস্কর পরাজয়ের পর তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তোমরা ইসলামের নবীকে হত্যা করার জন্য তোমাদের এক দূতকে মদীনায় পাঠিয়ে ছিলে, কিন্তু তোমাদের

---

১ - শিআব আবুত্বালেব বন্দী।

২ - মক্কার কোরাইশরা আবুতালেবের নিকট আম্মারা বিন ওলিদের বিনিময়ে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিতে চেয়েছিল, যা আবু তালেব অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে।

৩ - হিযরতের ঘটানার প্রতি ইংঙ্গিত।

ঐ দূত ইসলামের নবীকে দেখা মাত্র তাঁর হাতে হাত রেখে মুসলমান হয়ে গিয়ে তোমাদের অন্তর জ্বালাকে আরো বৃদ্ধি করেছে।[১]

নবম বারঃ

তোমরা ঘরের ছাদ থেকে পাথর নিক্ষেপ করে ইসলামের নবীকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে ছিলে কিন্তু তোমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার আগেই মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওখান থেকে বের হয়ে গিয়ে ছিলেন, আর তোমারা তোমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য মাথায় হাত রাখলে।[২]

দশম বারঃ

ইসলামের নবীকে হত্যা করার জন্য তোমরা আবার তোমাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করেছ, তোমাদের দুর্ভাগ্য যে সে বন্দী হয়ে ইসলামের নবীর কাছে এসেছে, এবং তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়ে নিজেই মুসলমান হয়ে গেছে[৩] , তোমাদের কুকর্ম এবং অসৎ উদ্দেশ্যের উপর আরেকবার সীল পড়ল।

এগার তম বারঃ

তোমাদের বুদ্ধি তোমাদেরকে প্রেরণা যোগাল যে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিষ মেশানো খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে হত্যা করতে কিন্তু এতেও তোমরা বিফল হলে।[৪]

বার তম বারঃ

সফরের অবস্থায় অতর্কিত আক্রমনের মাধ্যমে ইসলমের নবীকে হত্যা করার পরিকল্পনা করলে কিন্তু এটাও তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণে সফল হয় নাই।[৫]

---

১ -ওমাইর বিন ওহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার জন্য এসে নিজেই মুসলমান হয়ে গিয়ে ছিল।

২ -বনী নাযিরের কাছ থেকে খুনের বিনিময় চাইতে গেলে তারা এ পরিকল্পনা করেছিল।

৩ -সুমামা বিন আস্‌সালের ঘটনা।

৪ -খাইবারের বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিষ মেশানো বকরী খাওয়ানোর প্রতি ইঙ্গিত।

৫ - যাতুর রেকা যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এঘটনা ঘটেছিল।

তের তম বারঃ

তোমরা ইসলামের নবীকে হত্যা করার জন্য তোমাদের একান্ত বন্ধু বাদশাহ খসরু পারভেজকে চয়ন করেছিলে, কিন্তু অভিশপ্ত পারভেজ তার পরিকল্পিত হাত্যার কাজ শুরু করার আগেই নিজে মৃত্যুবরণ করে, আর তোমাদের উপর সেই দুর্ভাগ্য নেমে আসল।

চৌদ্দতম বারঃ

তামরা ইসলামের নবীকে একজন দক্ষ যাদুকরের মাধ্যমে হত্যা করার পরিকল্পনা করছিলে, এ পরিকল্পনায়ও তোমাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয়েছিল।

১৫ তম বারঃ

ত্বাওয়াফরত অবস্থায় তোমরা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করতে চেয়ে ছিলা কিন্তু এতেও তোমরা সফল হতে পার নাই।[১]

১৬ তম বারঃ

তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তোমরা ইসলামের নবীকে হত্যা করতে চেয়েছিলে কিন্তু তোমাদের দুর্ভাগ্য এখানেও তোমাদের জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৭ তম বারঃ

তোমরা ইসলামের নবীর জীবনের শেষ দিন গুলোতে ধোঁকার মাধ্যমে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে কিন্তু এ পরিকল্পনাও পূর্বের পরিকল্পনাসমূহের ন্যায় ব্যর্থ হয়েছে।[২]
নবুয়তের যুগ শেষ হওয়া মাত্রই তোমরা নুতন পদ্ধতিতে এবং ভিন্ন উপয়ে ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য কাজ শুরু করেছ, গত ১৪শত বছর ধরে এমন কোন দিন অতিবাহিত হয় নাই যে, তোমরা ইসলামের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত বা ইবলিসী চাল চাল নাই, ইসলামের বিরুদ্ধে তোমাদের সবচেয়ে বেশি আক্রমানাত্মক চাল হল ইসলামের মধ্যে লোভ ও স্বার্থ দেখিয়ে, ভয় এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে গাদ্দারদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে তাদেরকে তোমাদের নিজেদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করা। এ ইবলিসী চালের মাধ্যমে তোমরা নিঃসন্দেহে ইতিহাসের অনেক কর্ম সম্পাদন করেছ, মিসর, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া, ইন্দোনেসিয়া, সুদান, ইরান,

---

১ - মক্কা বিজয়ের পর ফুজালা বিন ওমাইর রাসূল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করতে চেয়ে ছিল কিন্তু সাহস পায় নাই।

২ -আমের বিন সা'সা, এরিদ বিন কাইস, খালেদ বিন জা'ফর এবং জাব্বার বিন আসলাম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ধোঁকার মাধ্যমে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করেছিল,কিন্তু তারা তাঁকে হত্যা করার সাহস পায় নাই।

ইরাক, তুর্কী আফগানিস্তান, পাকিস্তান সহ পৃথিবীতে এমন কোন মুসলিম দেশ আছে যেখানে তোমরা তোমাদের এ হাতিয়ার ব্যবহার কর নাই ? তোমাদের এ চক্রান্তমূলক, শত্রুতামূলক এবং ঘৃণিত কর্ম ও পরিকল্পনার ফলে বাস্তবেই সমস্ত মুসলিম অধ্যুসিত এলাকাসমূহ রক্তে রঞ্জিত, সমস্যায় এবং বিপদাপদে র্জজরিত, এরচেয়েও ভয়ানক যে ওখানে বিভিন্ন দল ও উপদলে তারা বিভক্ত হয়ে আছে।

কিছুদিন আগে সন্ত্রাসবাদের নামে, তোমরা চক্রান্ত ও ধোঁকার উপর ভিত্তি করে যে সংস্কার সাধন করেছ তা বাস্তবেই মানব ইতিহাসে এক অপূর্ব উপায় যা তোমাদের হাতে এমন এক যাদু করে দিয়েছে যা দিয়ে তোমরা পৃথিবীর যেখানে খুশি সেখানে যত খুশি তত মুসলমানের রক্তপাত করতে পারছ। তোমরা তোমাদের এ বুদ্ধিমত্বার গর্বে ভবিষ্যতে তোমাদের কামিয়াবীর দাবী করছ, কিন্তু তোমরা কি গত ১৪শত বছর অতীতের মুসলমানদের ইতিহাসের বাস্তবতা নিয়ে এক বার ভেবে দেখেছ? যদি তোমাদের চক্রান্ত, ধোঁকা ও কুপরিকল্পনার অবসরে একটু সময় হয় তাহলে ইতিহাসের এ অপ্রত্যাখ্যাত দিকটি নিয়েও এক বার ভেবে দেখ যে একটি সময় ছিল যখন ইসলাম নামক এই বৃক্ষের পরিচর্যাকারী মাত্র দু'ব্যক্তি ছিল আর এর মোকাবেলায় তোমাদের ছিল শক্তিসালী এক বাহিনী।[১]

ইসলামকে পৃথিবী থেকে মুছে দেয়ার জন্য তখন উপযুক্ত সময় ছিল, কিন্তু তোমাদের দুর্ভাগ্য যে তোমরা তা করতে পার নাই, তোমাদের চোখের সামনে দু' ব্যক্তি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে তিন জন হয়ে গেল, (যুবায়ের বিন আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুসলমান হল), এর পর তিন থেকে চার হয়ে গেল (ওসমান বিন আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুসলমান হল, এর পর চার থেকে পাঁচ হল (আবদুল্লাহ্ বিন আওফ(রাযিয়াল্লাহু আনহু)মুসলমান হল, এর পর পাঁচ থেকে ছয় হল, (তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুসলমান হল, এর পর ছয় থেকে সাত হল, সা'দ বিন আবু ওক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুসলমান হল, এ সাত জনের অস্ত্র এবং কোন মালামাল বিহীন দলের মোকাবেলায় তোমাদের ছিল রাষ্ট্রীয় র্দুদমনীয় শক্তি।

তখন তোমরা খুব সহজভাবে হাতে গণা লোকদেরকে খতম করে দিতে পারতে, কিন্তু বিফলতা ও উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়া তোমাদেরকে পেয়ে বসেছিল, তাই তোমরা তোমাদের সর্বপ্রকার ক্ষমতা থাকা সত্বেও লক্ষ্যস্থলে পৌছতে পার নাই, এর পর যখন মুসলমানদের সংখ্যা ৭০ বা ৮০তে পৌছল তখন তোমাদের জাহেলিয়্যাতের আগুন জ্বলে উঠল, তোমরা ইসলামের নবীর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের প্রতি দুঃখ র্দুদশার পাহাড় চাপিয়ে দিলে, পশুত্ব এবং জ্ঞানহীনতার এমন এমন দৃষ্টান্ত কায়েম করলে যার ফলে

১ - রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকত, আর যায়েদ বিন হারেসা কাজের লোক ছিল, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অল্প বয়সী লোক ছিল, এ তিন ব্যক্তি কাফেরদের মোকাবেলায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সাহায্য করার ব্যাপারে বড় শক্তি রূপে গণ্য হত না।

আকাশ ও যমিন কেপে উঠল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তোমরা মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বাঁধা হতে পার নাই, দেখতে দেখতেই ৭০/৮০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এসংখ্যা শতাধিক হয়ে গেল, এর পর দু'শ , তিনশ হয়ে গেল আর তোমরা তোমাদের সমস্ত ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রীয় বিশাল শক্তি থাকা সত্বেও ইসলামের অগ্রগতি থামাতে পার নাই, ইসলাম তোমাদের জুলম এবং অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ সহ্য করতে লাগল, রক্তাক্ত হতে লাগল, ত্যাগ স্বীকার করতে লাগল, নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে লাগল এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকল, ইসলামের নবীর একদল অকুত ভয়ী সৈনিক, তাদের চলার পথের কোন স্তরেই ভয় ভীতিতে থেমে যায়নি বরং নির্ভয়ে সামনে চলেছে, আর এ দৃশ্য দেখে তোমাদের অন্তর কেঁপে উঠল আর তোমরা প্রকাশ্য যুদ্ধে মুসলমানদেরকে তছনছ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলে। যুদ্ধাস্ত্রসহ একহাজার যুদ্ধা নিয়ে ৩১৩ জন অস্ত্র সস্ত্রহীন মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে, কিন্তু তোমাদের দুর্ভাগ্য এবং বিফলতা তোমাদের উপর চেপে বসেছিল। তোমরা এমন লাঞ্ছনাকর এবং অপমানজনক পরাজয় বরণ করলে যা তোমরা আজও ভুলতে পার নাই।

অপর দিকে ইসলামের কাফেলা এ বিশাল বিজয়ের ফলে নুতন উদ্যমে তাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার জন্য কাজ শুরু করল, যাদেখে তোমাদের প্রতিশোধ পরায়নতা জেগে উঠল, তাই তোমরা দ্বিতীয় বার ৩০০০হাজার সৈন্য নিয়ে ৭০০ মুসলমানের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলে এবং মুসলমানদেরকে খতম করা আর ইসলামের নবীর জীবন নাশ করার চেষ্টায় তোমারা মোটেও ত্রুটি কর নাই। মুসলমানদের সাময়ীক বিপর্যয়ে তোমরা ফুলে উঠছিলে আর মনে করেছিলা যে ভবিষ্যতের জন্য তোমরা মুসলমানদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছ, তারা আর কখনো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না, এ দৃশ্য দেখে তোমরা রাগ ও অহংকারের আগুনে জ্বলছিলে, যে ইসলামের নবীর এদল অত্যন্ত বড় এবং জীবন বাজী রাখার মতদল, নিজেদের চেয়ে বড় এবং শক্তিসালী শত্রুর সাথে লড়াই করে, চোখে চোখ রেখে, নিজেরা মরে এবং মারে, ক্ষত বিক্ষত এবং রক্তে রঞ্জিত হয়েও আবার তারা উঠে দাঁড়ায়, নুতন উদ্যমে এবং নুতন বলে বলিয়ান হয়ে স্বীয় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার জন্য অগ্রসর হয়, তাই তোমরা আরেক বার "হয় আমরা থাকব আর নাহয় তোমরা থাকবে" এ শ্লোগানে মুসলমানদেরকে প্রতিহত করার লোভে ভয় ভীতি ছড়িয়ে বিভিন্ন বংশ কে একত্রিত করে একটি বিরাট ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলা, দশহাজার যুদ্ধা নিয়ে মুসলমানদের উপর চড়াও হলে এর মোকাবেলায় ইসলামের নবীর মাত্র একহাজার জানবাজ মানুষ তোমাদের সমস্ত কুকামনাকে ধূলিষাৎ করে দিয়েছে। আর তোমাদের সমস্ত কামনা বাসনা অপূরণীয়ই থেকে গেল, তোমাদের অনিচ্ছা সত্বেও মুসলমানদের সাথে চুক্তি বদ্ধ হতে বাধ্য হলে, চুক্তির পর ইসলামের নবীর দলে লোক সংখ্যা যে দ্রুতগতীতে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে এতে তোমাদের যেটুকু আশা ছিল তাও ভুল বলে প্রমাণ করল, মাত্র ছয় বছরে মুসলমানদের সংখ্যা দেড় বা দুহাজার থেকে দেড় লক্ষে পৌঁছে গেছে, আর তোমরা ইসলামের নবীর জীবদ্দশায়ই বার বার পরাজিত হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিলে, পরাজয় এবং দুর্ভাগ্য কখনো তোমাদের পিছ ছাড়ে নাই।

গত ১৪শত বছরে পুলের নিচ দিয়ে কত পানি প্রবাহিত হয়েছে তা তোমরা অনুমানও করতে পারবে না, তোমাদের চক্রান্ত ধোঁকাবাজি সত্বেও বিশ্বব্যাপী ইসলামের নবীর উম্মত দিন দিন বেড়েই চলছে, সামান্য আয়তনের মসজিদ, মসজিদ নবুবী থেকে ইসলামের শিক্ষা দিক্ষা, দাওয়াতের শুরু হয়েছিল, সেখান থেকে আজ কোটি কোটি মসজিদ, মাদ্রাসা, ইসলামী সেন্টারের মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাপী এত বিস্তার লাভ করেছে যে, আজ পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে ইসলামের দাওয়াত পৌছে নাই, তোমরা কত বোকা এবং অজ্ঞ যে, ইসলামের প্রতি গোড়ামী এবং হিংসা তোমাদের মাঝে এতটুকু বুঝ শক্তি রাখে নাই যে, মুসলমানদের দলটি শুরুতে যখন মক্কায় হাতে গনা কিছু লোকের মাঝে সীমিত ছিল তখনই তোমরা তার মূলোৎপাটন করতে পার নাই বরং বার বার লাঞ্ছনাময় পরাজয় বরণ করেছ, আর আজ যখন বিশ্ব ব্যাপী বিস্তৃত মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে তখন তোমরা তাদেরকে পৃথিবী থেকে মুছে দিতে চাচ্ছ?
একটু চিন্তা কর! কয়েক বছর পূর্বে সন্ত্রাসবাদের নামে তোমরা ইসলামের রাস্তা বন্ধ করার জন্য যে এক বিশাল নাটক মঞ্চস্ত করেছিলে এর ফল আজ কি দাঁড়িয়েছে?
নিঃসন্দেহে তোমরা অসংখ্য নিরপরাধ মুসলামানের জীবন নাশ করেছ, বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদের ভয় এবং আতন্ক বিস্তার করেছ, সর্বত্র সমস্যা এবং বিপদের পাহাড় কায়েম করেছ কিন্তু এর সাথে সাথে ইতিহাসও নিজে নিজেকে সংশোধন করতে শুরু করেছে, যে ইসলামকে খতম করার জন্য তোমরা নাটক মঞ্চস্ত করেছিলা আজ ঐ ইসলামই বিশ্ববাসীর জানার আগ্রহে পরিণত হয়েছে, যে নবীকে তোমরা অবমাননা এবং বেয়াদবী করার জন্য অসংখ্য বাহানা তৈরী করেছিলে আজ তাঁর নামের চর্চা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, যে কোরআ'নকে তোমরা অবমাননা করতে চেয়েছিলা ঐ কোরআ'ন আজ বিশ্ববাসীর নয়ন মনী এবং তারায় পরিণত হয়েছে, যে মুসলমানদেরকে তোমরা 'সন্ত্রাসী' বলে আখ্যায়িত করে পৃথিবী থেকে তার নাম মুছে দিতে চেয়েছিলে, ঐ মুষ্টিমেয় লোকের দলটি সর্বত্র তোমাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং এখন তোমরা তোমাদের পূর্বসূরীদের ন্যায় লাঞ্ছনা এবং অবমাননার দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছ, যদি তোমরা তোমাদের চোখ দিয়ে ইসলাম বিদ্ধেষিতার পর্দা উঠিয়ে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে চাও তাহলে এখনো করতে পার, গত ১৪শত বছরের ইতিহাস তোমাদের সামনে আছে।

(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ)

অর্থঃ" আমার রাসূল বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে,আর আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী"। (সূরা সাফ্‌ফাত-১৭১-১৭৪)
যদি ইসলাম এবং ইসলামের নবীর প্রতি শত্রুতা এবং গোড়ামী যদি তোমাদেরকে তোমাদের ধারা পরিবর্তনের অনুমতি নাদেয় তাহলে তোমরা মনে রাখ যে শুধু পঞ্চাশ বছরেরই নয় বরং পাঁচশ বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ কর, পৃথিবীর মাত্র পঞ্চাশটিই নয় বরং পাঁচশ দেশ নিয়ে জোট কর আর তোমাদের জোটভুক্তরা সহ তোমরা যদি আকাশের সাথে ঝুলেও যাও তবুও তোমরা ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে খতম করতে পারবে না, আর

না তাদের বৃদ্ধির হারে বাধা দিতে পারবে । লাওহে কালামে প্রথম দিন থেকে একথা লিখে দেয়া হয়েছে যে,

﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

অর্থঃ" আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব, নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর,পরাক্রমশালী" ।(সূরা মুজুদালাহ-২১)

এবিধান পরিবর্তন করার ক্ষামতা কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের সাধ্যাতীত। (যে সত্যের অনুসারী তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

নবীগণ এবং অলৌকিক শক্তিঃ

মোজেজা আরবী শব্দ, যার অর্থহল এই যে, এমন কাজ যা করতে সমস্ত মানুষ অপারগ, কিন্তু তা আল্লাহ্ তাঁর কোন নবীর মাধ্যমে অলৌকিকভাবে তা প্রকাশ করেন। কোরআ'ন মাজীদে আল্লাহ্ তাঁর নবীগণের বহু মোজেজা(অলৌকিক ক্ষমাতার) কথা বর্ণনা করেছেন, যেমনঃ সালেহ (আঃ) এর উট পাহাড় থেকে বের হওয়া, ইবরাহিম (আঃ) কে আগুন না জ্বালানো, মূসা (আঃ) এর লাঠি সাপে পরিণত হওয়া, তাঁর হাত আলোকময় সূর্যের ন্যায় আলোকিত হওয়া, সোলাইমান (আঃ) এর জন্য বাতাশ এবং জ্বিন জাতিকে তার নিয়ন্ত্রণে রাখা, ঈসা (আঃ) এর দ্বারা অন্ধকে ভাল করা, মৃতকে জীবিত করা, এগুলো বিভিন্ন ধরণের মোজেজা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) মোজেজার সংখ্যা প্রায় সমস্ত নবীগণের মো'জেজার চেয়ে অধিক, যার বিস্তারিত বর্ণনা এ গ্রন্থের "তাঁর মোজেজাসমূহ" অধ্যায়ে আসবে, তার মধ্যে কিছু মো'জেজা নিম্নরূপঃ কোরআ'ন মাজীদ কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকা, চাঁদ দ্বি-খন্ডিত হওয়া, মক্কার পাথর তাঁকে সালাম করা, হিযরতের সময় সুরাকা বিন মালেকের ঘোড়া মাটিতে ধ্বসে যাওয়া, উম্মু মা'বাদের অসুস্থ, দুর্বল, অল্প দুধদানকারী বকরীরর অধিক পরিমাণে দুধ দেয়া, উহুদ পাহাড় তাঁর মায়ের আঘাতে অনড় হওয়া, বদরের যুদ্ধের সময় কাঠ লোহার তরবারীতে পরিণত হওয়া, দশজনের খাবার হাজার জনের জন্য যথেষ্ট হওয়া, প্রায় একলিটার পানি ১৫শত লোকের জন্য যথেষ্ট হওয়া, দু'টি বৃক্ষ এগিয়ে এসে তাঁর পায়খানা পেসাব করার সময় তাঁকে পর্দা করে থাকা এর পর আবার নিজ নিজ স্থানে ফিরে যাওয়া। বৃক্ষ তাঁর সাথে কথা বলা। অল্প কিছু খেজুর অনেক খেজুরে পরিণত হওয়া, বাবলা গাছের কালেমা শাহাদাত পড়া, খেজুর গাছের বাকল বৃক্ষ থেকে পড়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে কালেমা শাহাদাত পাঠ করা এবং আবার নিজ স্থানে চলে যাওয়া, ভেড়া তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে সাক্ষী দেয়া, খাবার গ্রহণের সময় খাবার থেকে তাসবীহ্ পাঠের আওয়াজ আসা। উট তার মালিকের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট অভিযোগ করা, খেজুর গাছ তাঁর পরশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কান্নাকাটি করা, রাতের একাংশে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফর করা, আবার মসজিদে আকসা থেকে উর্ধ্ব আকাশে আরোহণ করা এরপর আবার মক্কায় ফিরে আসা। মক্কার কাফেরদের বাইতুল মাকদেস সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা এবং তাঁর সঠিক উত্তর দেয়া, এসবই তাঁর অলৌকিক শক্তির অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সমস্ত মো'জেজা

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, শুধু দু'টি মোজেজা আছে যা কোরআ'নে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১) চাঁদ দ্বি-খন্ডিত হওয়া।

২) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) রাতের একাংশে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফর করা।

এটাতো স্পষ্ট যে, মোজেজা একটি অস্বাভাবিক এবং মানুষের চিন্তার বহির্ভুত বিষয়, তাই যারা যুক্তির পূজারী তারা প্রতিটি মো'জেজার কোন না কোন ব্যাখ্যা দিয়ে, মো'জেজাকে অস্বীকার করেছে, নিঃসন্দেহে হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন যেন তারা সঠিক বিষয়টি বুঝে নিতে পারে। কিন্তু আমাদেরকে এ বাস্তবতা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে, আল্লাহ্ মানুষকে অসীম জ্ঞান দেন নাই, বরং অত্যন্ত সীমিত জ্ঞান দিয়েছেন।

আল্লাহ্র বাণীঃ" তোমাদেরকে খুবই সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে' (বানী ইসরাঈল-৮৫)। তাই হেদায়েত লাভের ক্ষেত্রে জ্ঞানের ভূমিকা অধের্ক বা তারো কম, পরিপূর্ণ হেদায়েতের জন্য দরকার ওহীর জ্ঞান (কোরআ'ন ও হাদীস), অতএব যে ব্যক্তি ওহীর জ্ঞান ব্যতীত অন্য জ্ঞান কাজে লাগাতে চাইবে সে নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবে, আর যে ব্যক্তি ওহীর (কোরআ'ন ও হাদীসের) জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়ে জ্ঞানকে কাজে লাগাবে সে নিঃসন্দেহে হেদায়েত লাভ করবে।

মানব জ্ঞান বলে যা দেখা যায়না তা অস্বীকার কর, তাই মানুষ আল্লহ্র অস্তীত্বকে অস্বীকার করছে, অথচ ওহীর জ্ঞান বলছে যে স্বীয় সত্বা এবং গুণাবলী নিয়ে বিদ্যমান আছেন। অতএব সঠিক কথা তাই যা ওহীর জ্ঞান বলে।

জ্ঞান মানুষকে বলেঃমৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু ওহীর জ্ঞান বলে ঃ মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া সন্দেহাতীত। অতএব সঠিক আকীদা (বিশ্বাস) তাই যা ওহীর জ্ঞান (কোরআ'ন ও হাদীস) বলে। আর আমাদের আকীদা (বিশ্বাস) এটাই যে হেদায়েতের জন্য মাপকাঠি কোরআ'ন ও হাদীস, জ্ঞান নয়।

আমাদের দেশে (লিখকের) কিছু বুদ্ধিজীবি কোরআ'ন ও হাদীসের মাঝে পার্থক্য করতে গিয়ে কোরআ'নকে হেদায়েতের মাধ্যম করেছে কিন্তু হাদীসের অকাট্যতাকে অস্বীকার করেছে, এ ভ্রান্তিকে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে একটি স্থায়ী বিষয়ে পরিণত কারার জন্য পাশ্চাত্য সভ্যাতা ও অর্থনৈতিক উন্নতির কঠোর পুজারী স্যার সায়্যেদ আহমদ খাঁন (১৮১৭-

১৮৯৮ইং) স্যার, যিনি নেচারিয়ত (বুদ্ধির পুজার) ভিত্তিতে কোরআ'নের তাফসীর লিখেছেন, যেখানে শুধু মো'জেজাকেই অস্বীকার করা হয়নাই বরং জান্নাত জাহান্নামের অস্ত ীত্ব, ফেরেশ্তা, জ্বীনের অস্তীত্ব, কবরের আযাব, কিয়ামতের আলামত, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া, ভূ-প্রাণীর আগমন, ঈসা (আঃ) এর আগমনও অস্বীকার করেছে, এর পর ঐ চিন্তার কেন্দ্র থেকে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী জন্মগ্রহণ করেছে, যে খতমে নবুয়ত (নবুয়তের দরজা বন্ধ) বা ঈসা (আঃ) এর আগমন সংক্রান্ত হাদীসসমূহকে অস্বীকার করা এবং তার যুক্তি ও নিজস্ব চিন্তার আলোকে তার ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে কোন চিন্তা আসে নাই যার ফলে সে নিজেই নবুয়তের দাবী করেছিল, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৪০-১৯০৮ইং) নিয়াজ ফতেহ পুরী (১৮৭৭-১৯৬৬) মোহাম্মদ আসলাম জিরাজপুরী (১৮৯৯ইং) হাদীস অস্বীকারের ফেতনাকে উৎসাহিত করেছে, তাদের পরে গোলাম আহমদ পারভেজ (১৯০৩-১৯৮৫ইং)এ আন্দোলনের বাহক হয়েছিল, সে কোরআ'ন ও হাদীসের পরিবর্তে যুক্তিকে হেদায়েতের মাপকাঠি নির্ধারণ করেতে গিয়ে এ ফতোয়া দিয়েছে যে," যতদূর লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ কোরআ'নে তার সীমারেখা বর্ণনা করেছে আর অন্যান্য শাখা প্রশাখা বিষয়ক বিস্তারিত বিষয়সমূহ মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।[১]

অন্যত্র লিখেছে"আল্লাহ্ এবং রাসূল বলতে বুঝায় ইসলামী নিয়ম নীতি কেন্দ্র যেখান থেকে কোরআনী বিধান কার্যকর হয়।[২]

চিন্তা করুন! ইসলামী বিধি-বিধানকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের হাত থেকে বের করে বর্তমান সরকারদের হাতে দেয়ার পর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে এক বা দুই ওয়াক্ত নামায পড়া, ৩০ দিন রোযারাখার পরিবর্তে দুই বা তিন দিন রোযা রাখা, যাকাতের নেসাব কম বেশি করা, হজ্ব ও কোরবানীর পরিবর্তে পয়শা অন্য উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা, হত্যার বদলে হত্যার আইন পরিবর্তন করা, দন্ডবিধি আইন সংস্কার করা, নারী পুরুষের সমান অধিকার দেয়া, নারী পুরুষের সম্মিলিত অনুষ্ঠান করা, নারীকে তালাক এবং গর্ভপাতের অধিকার দেয়া, পুরুষদেরকে সমকামিতার অধিকার দেয়া, সুধকে বৈধ করা, গান বাজনাকে প্রাণের খোরাক করা, মেরাথন রিসকে হজ্বের সাথে তুলনা করা, নরীদেরকে

---

১ -গোলাম আহমদ পারভেজ লিখিত মাকাম সুন্নাত,পৃ-৬২।

২ - গোলম আহমদ পারভেজ লিখিত মে'রাজ ইনসানিয়ত পৃ-৩১৮।

পুরষদের নামাযের ইমামতির সুযোগ দেয়া, পর্দা ও দাড়িকে বর্বরতা মনে করার ক্ষেত্রে সরকার কি বাধা দিতে পারবে?

বর্তমান সরকারকে 'রিসালাত ও ওলুহিয়্যাতের এ ক্ষমতা দেয়ার ক্ষেত্রে হাদীস অস্বীকারকারী সমস্ত সরকাররা আনন্দের সাথে তা নেতৃত্ব দিচ্ছে, বর্তমান আলোকিত চিন্তার অধিকারী এবং নিরপেক্ষতা পছন্দকারী সরকারের সময়ে এ চিন্তাধারা ইমাম জাভেদ গামেদী, যার ব্যাপারে বর্তমান আলোকিত চিন্তার সরকার এমনভাবে অনুগ্রহ পরায়ন যেমন পারভেজ সাহেবের প্রতি আইউব সরকার অনুগ্রহ পরায়ন ছিল।

মোজেজা অস্বীকার করার ফেতনাতো হাদীস অস্বীকার করার ফেতনার একটি অংশ মাত্র, যদি বাস্তবতা এ হয় যে হাদীস অস্বীকার করার মূল পরিপূর্ণরূপে ইসলামের ভিত্তিকে ধ্বংস করার বড় ফেতনা, তাহলে তা প্রতিরোধ করার চিন্তা সমস্ত অনুভূতিশীল মুসলমানদেরই করতে হবে।

****

রহমাতুললিল আলামীনের ফযিলত এমন একটি বিষয় যা অত্যন্ত ব্যাপক, তার প্রতিটি দিক এত বিশাল এবং ফযিলত পূর্ণ যে এর পরিপূর্ণ বর্ণনা করে শেষ করা কোন মনুষের সাধ্যে নেই, আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের) চরিত্র সমগ্র কোরআ'নের একটি বাস্তব দৃশ্য"।

কোরআ'ন মাজীদের তাফসীর লিখা যেমন কেয়ামত পর্যন্ত শেষ হবে না, এমনিভাবে নবীর পবিত্র জীবনী লিখাও কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হবে না, গত ১৪শত বছর থেকে লিখকরা লিখে চলছে, কিয়ামত পর্যন্ত তারা লিখতে থাকবে, কিন্তু এরপরও এবিষয়টি অপূর্ণই থেকে যাবে। আমি এ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের) পবিত্র জীবনীর দু'টি দিক আলোচনা করার জন্য আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা চালিয়েছি।

প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম) ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে কাফের ও মোশরেকদের হাতে কিভাবে কষ্ট ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, ক্ষামাশীল ছিলেন, তা শুধু মুসলমানদের বেলায়ই নয় বরং অন্যদের ক্ষেত্রেও, শুধু মানুষের জন্যই নয় বরং পশুপাখীর জন্যও এমনকি জড়দের জন্যও, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের) জীবনীর এ দু'টি দিক আলোচনা করার উদ্দেশ্য হল এইঃ

ঈমানদারদের এ অনুভূতি জাগ্রত হবে যে ইসলামকে আগত প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম) কত কষ্ট করেছেন, এমনকি তিনি তাঁর উম্মতদের জন্য কত দয়ালু এবং হিতাকাংখী ছিলেন, এ অনুভূতি নিঃসন্দেহে মুমেন ব্যক্তির অন্তরে এ মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি ভালবাসা এবং আকীদা (বিশ্বাস) কে শক্তিশালী করবে। এমন ভালবাসা এবং বিশ্বাস সৃষ্টি করবে যা পৃথিবীতে আর অন্য কোন মানুষের সাথে হতে পারে না। না পিতা-মাতার সাথে না স্ত্রী সন্তানের সাথে, এদু'টি কথা একজন অমুসলিম পাঠককেও চিন্তা করতে বাধ্য করবে যে ঐ ব্যক্তি যে, নিজের উম্মতের কল্যাণের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেছে, ঐ ব্যক্তিত্ব যে অমুসলিমদের জন্যও তেমন দয়ালু এবং হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল যেমন ছিল মুসলমানদের জন্য, তাহলে এ মহামানব কি করে হত্যাকারী এবং সন্ত্রাসী হতে পারে?

এ গ্রন্থ পাঠে যদি শুধু একজন লোকেরই আমল সংশোধন হয় তাহলে এটা আমার জন্য বড় সুভাগ্য হবে।

রহমাতুললিল আলামীন এ বিষয়টি ততক্ষণ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায় যতক্ষণ তা স্পষ্ট না হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের) প্রতি ঈমান আনার পর একজন মুসলমানের উপর কি কি ফরয হয় এবং কি দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়? বা অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের) প্রতি একজন মুসলমানের কি কি হক রয়েছে যা তাকে পালন করতে হবে, যেমন তাঁর অনুসরণ এবং অনুকরণের দাবী কি? তাঁর প্রতি আদব এবং সম্মান কি ধরণের হওয়া উচিত? তাঁর প্রতি

ভালবাসা এবং বিশ্বাস কি ধরণের হওয়া উচিত? তাঁর সম্মান রক্ষা করা কিভাবে হবে? তাঁকে অবমাননাকারীদের সাথে সম্পর্ক কি হওয়া উচিত?
প্রথমে তো এধারণা ছিল যে, এবিষয় গুলোকেও এ গ্রন্থে পেশ করা হবে কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব এবং গ্রন্থের কলেবরের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিষয়টির জন্য ভিন্ন আরেকটি গ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যার নাম হবে 'হুকুকুন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম)'। যা মূলত 'ফাযায়েল রহমাতুললিল আলামীন'এরই আরেক খন্ড হবে ইনশাআল্লাহ্।
'ফাযায়েল রহমাতুললিল আলামীন' প্রকাশিত হওয়ায় আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, এজন্য যে সমস্ত ভাল কাজ তাঁর তাউফিক এবং দয়ায়ই পূর্ণতা লাভ করে, অন্যথায় তা অপূর্ণই থেকে যায়।
এগ্রন্থের সমস্ত ভাল দিকগুলো আল্লাহ্র দয়া, করুনা ও অনুগ্রহের ফল, আর সমস্ত ভুল ভ্রান্তি আমার মনের কুপ্রবঞ্চনা এবং শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে, এজন্য আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি, আর আমি আল্লাহ্র দয়ায় আশা করি তিনি আমাকে স্বীয় ক্ষমা থেকে বঞ্চিত করবেন না। (আমি আমার প্রভূকে ডেকে কখনো বিফল মনোরথ হইনি)। (সূরা মারইয়াম-৪)
এ গ্রন্থের প্রস্তুতি, প্রকাশনা, প্রচারে অংশগ্রহণকারী সমস্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি বর্গের নিকট আমি কৃতজ্ঞ থাকব, বিশেষ করে আলেম ওলামাগণ যারা আমাকে তদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন।
শেষে আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আবেদন করছি তিনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে তাফহিমুস্সুন্নাহ' সিরিজকে আমার জন্য আমার বাপদাদার জন্য, আমার উস্ত াদগণের জন্য,আমার পরিবার পরিজনদের জন্য, আমার আত্মীয় স্বজনদের জন্য , আমার বন্ধুবান্দবের জন্য সাদাকা জারিয়া হিসেবে কবুল করেন। কিয়ামতের দিন দয়ার নবীর সুপারিশ এবং দয়ালু ও করুনাময় আল্লাহ্র ক্ষমার কারণ করে এবং আমাদের সকলকে তাঁর অপরিসীম দয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন। জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচান এবং জান্নাতুল ফেরদাউসের নে'মতের মাধ্যমে পুরস্কৃত করেন। আমীন!
আল্লাহ আমাদের নবী মোহাম্মদ, তাঁর পরিবার, তাঁর সমস্তসাহাবীগণের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ করেন।

اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم انك حمید مجید.

اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلی آل ابرهیم انك حمید مجید.

মোহাম্মদ ইকবাল কিলানী
১৭ জুমাদস সানী১৪২৮হিঃ
২জুলাই২০০৭ইং
রিয়াদ,সউদী আরব

কোরইশ বংশ

(১) ফিহর (ফিহরের উপাধি কোরাইশ)[১]

(২) গালেব

(৩) লুয়ী

(৪)কা'ব - আদী (ওমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর) বংশধর।

(৫)(ক) মুর্‌রা- মাখযুম, খালেদ বিন ওলীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবু জাহালের বংশ।

(খ)তাইম-আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) বংশধর।

(৬)কিলাব- যাহরা (রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) মা আমিনা, আবদুর রহমান বিন আউফ এবং সা'দ বিন আবু ওক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) বংশধর।

(৭) কুসাই-(ক)- আবদুল উয্যা(খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা), ওরাকা বিন নাওফাল এবং যুবাইর বিন আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) বংশধর।

(খ)আবদুদ্দার (কা'বার চাবির দায়িত্বশীল) ওসমান বিন তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) বংশধর।

(৮) আবদু মানাফ (ক) মোত্তালেব (ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ্র) বংশধর।

(খ) আবদু শামস, উমাইয়্যা (ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর) বংশধর। উমাইয়্যা বংশের ধারা।

(৯)হাশেম [২]

(১০) আবদুল মোত্তালেব[৩] (তার বার জন)ছেলে ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্যঃ

(১) যোবাইর- আবদুল্লাহ।

(২)আব্বাস- (ফযল, আবদুল্লাহ্, ওবাইদুল্লাহ্, মা'বাদ, কসুম, কাসীর, তামাম, আবদুর রহমান) (আব্বাসীয়া খেলাফতের ধারা)

(৩) আবুলাহাব-(ওতবা, ওতাইবা, ওকবা, মোআ'ত্তেব)

---

১ - আরবী ভাষায় কোরাইশ বলা হয় সমুদ্রের ওহিল মাছকে যা সমুদ্রের সবচেয়ে বড় প্রাণী হিসেবে পরিচিত।

২ - আরবী ভাষায় হাশেম বলাহয় খন্ড বিখন্ড করাকে, একসময়ে মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তখন হাশেম ব্যবসার কাজে সিরিয়ায় গিয়েছিল, আসার সময় তার উট রুটি ও আটা দিয়ে ভরপুর করে নিয়ে এসেছিল, মক্কায় পৌঁছার পর সমস্ত লোকদেরকে দাওয়াত করল, সেখানে রুটি টুকরা টুকরা করে ঝোল এবং মাংস দিয়ে পরিবেশন করা হল। তার আসল নাম ছিল ওমর।

৩ - আবদুল মোত্তালেব যখন জন্মগ্রহণ করল তখন অলৌকিকভাবে তার মাথার চুল সাদাছিল, তাই তার নাম শাইবা (বৃদ্ধ) রাখা হল, কিন্তু স্বীয় দাদার ভাই মোত্তালেবের সাথে সম্পর্ক থাকায় আবদুল মোত্তালেব নামেই প্রশিদ্ধ হয়ে যায়। আবদুল মোত্তালেবের নেতৃত্ব চলা কালেই হস্তিবাহিনীর ঘটনা ঘটে, জুরহুম বংশ যমযম বন্ধ করে দিয়ে ছিল আর আবদুল মোত্তালেব তা আবার খুঁজে বের করেছে, আবদুল মোত্তালেবই রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) নাম 'মোহাম্মদ' রেখেছে এবং আট বছর পর্যন্ত তাঁকে লালন পালন করেছে।

(৪)আবদুল্লাহ-(কাসেম,আবদুল্লাহ, ইবরাহিম)
(৫)আবুতালেব-(তালেব,আকীল, জা'ফর, আলী)
(৬) হামযা -(আম্মারা, ইয়ালা)
(৭) হারেস-(নাওফাল,রাবীয়া, আবুসুফিয়ান,মুগীরা)

(১১) আবদুল্লাহ
(১২) মোহাম্মদ

ولادته (صلى الله عليه وسلم) السعيدة

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শুভ জন্মঃ

মাসআলা-১ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শুভ জন্ম হস্তিবাহিনীর আক্রমণের বছর, রাবিউল আউয়্যাল মাসে সোম বারে হয়েছেঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى الله عنهما) قَالَ وُلِدَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) عَامَ الْفِيْلِ (رواه الحاكم)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হস্তিবাহিনীর আক্রমণের বছর জন্ম গ্রহণ করেছেন"। (হাকেম)[১]

নোটঃহস্তিবাহিনীর আক্রমণের বছর বলতে বুঝানো হয় ঐ বছর যে বছর আবরাহা তার হস্তিবাহিনী নিয়ে বাইতুল্লাহ্ আক্রমণ করতে চায়, কিন্তু শেষে সে নিজেই ধ্বংস হয়েছে। বলাহয়ে থাকে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এঘটনার পঞ্চাশ দিন পর জন্ম গ্রহণ করেছেন। (আল্লাহ্ই এব্যাপারে ভাল জানেন)।

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قَالَ وُلِدَ رَسُوْلُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) يَوْمَ الاثْنَيْنِ فِيْ رَبِيْعِ الأَوَّلِ (رواه ابن عساكر)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রবিউল আউয়্যাল মাসের সোম বার, জন্ম গ্রহণ করেছেন"। (ইবনু আসাকের)[২]

১ -কিতাব তাওয়ারিখিল মোতাকাদ্দমীন মিনাল আম্বীয়া ওয়াল মোরসালীন, বাব ওলিদা ন্নাবীয়ু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাল ফিল।

২ -আল বেদায়া ওয়াননেহায়া,খঃ২,সীরাতুর রাসূল,বাব মাওলেদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

أسمائه (صلى الله عليه وسلم) المباركة

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামসমূহঃ

মাসআলা-২ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাঁচটি নাম রয়েছে মোহাম্মদ, আহমদ,মাহী, হাশের, আকেবঃ

عن جبير بن مطعم (رضى الله عنه) اِنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِيْ الَّذِيْ يُمْحَى بِيَ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِيْ وَاَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِيْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ (رواه مسلم)

অর্থঃ"যুবাইর বিন মোতয়েম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ আমি মোহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি মাহী আমার মাধ্যমে কুফরকে মিটিয়ে দেয়া হয়েছে, আমি হাশের , আমার পরে অন্য লোকদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে, আমি আকেব, আমার পরে আর কোন নবী নেই"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-৩ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অন্যান্য নামসমূহের মধ্যে আছে নবী উর রহমা (রহমতের নবী) নবীউত্তাওবা (তাওবার নবী)ঃ

عن ابى موسى الاشعرى (رضى الله عنه) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) يُسَمِّى لَنَا نَفْسَهُ اَسْمَاءً فَقَالَ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবু মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট তাঁর কয়েকটি নাম উল্লেখ করেছেন, যে আমি মোহাম্মদ, আহমদ, মোকাফ্ফী,(সবার পরে আগমণকারী),হাশের, নবীউত্ তাওবা, যে তাওবার নবী,নবীউর রহমা, (রহমতের নবী)"। (মুসলিম)[২]

মাসআলা-৪ঃ বাশীর এবং নাযীরও তাঁর গুণবাচক নামঃ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾

অর্থঃ"আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি"। (সূরা সাবা-২৮)

মাসআলা-৫ঃ মুয্যাম্মিল এবং মুদ্দাস্সিরও তাঁর নামসমূহের অন্তর্ভুক্তঃ

﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾

অর্থঃ" হে কম্বলাবৃত, রাতে দন্ডয়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে, অর্ধরাত্রি বা তদপেক্ষা কিছু কম, অথবা তদপেক্ষা বেশি, আর কোরআ'ন তেলাওয়াত করুন সুবিন্যস্তভাবে এবং স্পষ্টভাবে"।(সূরা মুয্যাম্মিল-১-৪)

---

১ - কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ফি আসমাইহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

২ - কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ফি আসমাইহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾

অর্থঃ" হে চাদরাবৃত, উঠুন সতর্ক করুন, আপন পালনকর্তার মহাত্ম ঘোষণা করুন"। (সূরা মুদ্দাস্সির-১-৩)

মাসআলা-৬ঃ শাহেদ এবং মুবাশ্শিরও তাঁর নামসমূহের অর্ন্তভুক্তঃ

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾

অর্থঃ"আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি অবস্থা ব্যক্তকারী রূপে, সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শন কারী রূপে" ।(সূরা ফতহ্-৮)

মাসআলা-৭ঃ নাবীউল মালহামাও তাঁর নামসমূহের অন্তর্ভূক্তঃ

عن حذيفة (رضى الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) اَنَا نَبِــيُّ الْمُلْحَمَـــةِ(رواه احمد)

অর্থঃ"হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃআমি যুদ্ধের নবী ।(আহমদ)[১]

মাসআলা-৮ঃ মুতাওয়াক্কেলও তাঁর নামসমূহের অন্তর্ভুক্তঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ৪৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৯ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপাধি ছিল আবুল কাসেমঃ

মাসআলা-১০ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপাধিতে উপাধি রাখা নিষেধঃ

عن انس (رضى الله عنه) قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) فِيْ السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَــا اَبَــا الْقَاسِمُ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) فَقَالَ سَمُّوْا بِاِسْمِيْ وَلاَ تُكَنُّوْا بِكُنْيَتِيْ (رواه البخارى)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাজারে ছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আবুল কাসেম বলে ডাকল, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ দিকে তাকালেন, (তখন সে বলল আমি আপনাকে ডাকি নাই), রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমার নামে তোমরা নাম রাখ, কিন্তু আমার উপাধিতে উপাধি রাখবে না" । (বোখারী)[২]

নোটঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপাধিতে উপাধি রাখা তাঁর জীবিত অবস্থায় নিষেধ ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর ঐ উপাধি রাখা নিষেধ নয়।

***

الوجه الطيب

১ -আলবানী লিখিত সহীহ্ আল জামে আস্সাগীর,হাদীস নং-১৪৮৬।

২ -কিতাবুল মানাকেব, বাব কুনিয়াতুন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্দর চেহারাঃ

মাসআলা-১১ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেহারা চাঁদের চেয়ে অধিক সুন্দর ছিলঃ

عن جابر بن سمرة (رضى الله عنه) قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم) فِيْ لَيْلَةِ اضحيَانِ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَى رَسُوْلِ الله (صلى الله عليه وسلم) وَاِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حُمْرَاءَ فَاِذَا هُوْ عَنْدِيْ اَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ (رواه الترمذى)

অর্থঃ" জাবের বিন সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চাঁদনী রাতে দেখেছি, আমি এক বার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে তাকাচ্ছিলাম আরেকবার চাঁদের দিকে, ঐ সময়ে তিনি একটি লাল চাদর পরিধান করেছিলেন, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেহারা চাঁদের চেয়েও সুন্দর লেগে ছে" ।(তিরমিযী)[১]

عن كعب بن مالك(رضى الله عنه) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ الله (صلى الله عليه وسلم) اِذَا سَــرَّ اِسْــتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَاَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ (رواه البخارى)

অর্থঃ"কা'ব বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন খুশি মনে থাকতেন তখন তাঁর চেহারা চাঁদের ন্যায় চমকাত" ।(বোখারী)[২]

---

১ আলবানী লিখিত মোখতাসার সামায়েল মোহাম্মাদীয়,হাদীস নং-৮ ।

২ -কিতাবুল মানাকেব, বাব সিফাতুন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

يداه (صلى الله عليه وسلم)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হস্ত দ্বয়ঃ

মাসআলা-১২ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হস্তদ্বয় বরফের চেয়ে ঠান্ডা এবং মেশক আম্বরের চেয়ে সুগন্ধিময় ছিলঃ

عن ابى جحيفة (رضى الله عنه) قَالَ اَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِيْ فَإِذَا هِيَ اَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَاَطْيَبُ مِنْ رَائِحَةٍ مِّنَ الْمِسْكِ (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবু যুহাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাত ধরে তা আমার চেহারার উপর রাখলাম, তাঁর হাত আমার নিকট বরফের চেয়ে ঠান্ডা এবং মেশক আম্বরের চেয়েও অধিক সুগন্ধিময় ছিল"। (বোখারী)[১]

***

১ - কিতাবুল মানাকেব, বাব সিফাতুন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

كـــفاه (صلى الله عليه وسلم)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উভয় হাতের পাঞ্জা ঃ

মাসআলা-১৩ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতের পাঞ্জা রেশমের চেয়ে অধিক নরম ছিলঃ

عن انس (رضى الله عنه) قَالَ مَا مَسَسْتُ حَرِيْرًا وَلاَ دِيْبَاجًا اَلْيَنُ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ (صـــلى الله عليـــه وسلم) (رواه البخارى)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতের পাঞ্জার চেয়ে নরম কোন রেশমী কাপড় স্পর্শ করি নাই"। (বোখারী)[১]

***

১ - কিতাবুল মানাকেব, বাব সিফাতুন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

اخمصاه (صلى الله عليه وسلم)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতের তালু

মাসআলা-১৪ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতের তালু মাংসে পরিপূর্ণ ছিলঃ

عن علی (رضی الله عنه) قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) بِالطَّوِيْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ضَخَمُ الرَّأْسِ ضَخَمُ الْكَرَادِيْسِ طَوِيْلُ الْمَسْرُبَةِ لَمْ اَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مَثَاهُ (صلى الله عليه وسلم) (رواه الترمذی)

অর্থঃ"আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুব লম্বাও ছিলেন না আবার একেবারে খাঁটও ছিলেন না, তাঁর হাতের এবং পায়ের তালু মাংসে পরিপূর্ণ ছিল, তাঁর শির ছিল হৃষ্ট পুষ্ট, হাড্ডির জোড়াসমূহ প্রশস্তছিল, বক্ষদেশ থেকে নাভী পর্যন্ত পশমের একটি সরু রেখা প্রলম্বিত ছিল, আমি তাঁর আগে এবং তাঁর পরে আর কাউকে এধরণের দেখি নাই" ।(তিরমিযী)[১]

***

১ -আবওয়াবুল ফাযায়েল,বাব সিফাতুন্নবী। (৩/২৮৮৪)

رأسه(صلى الله عليه وسلم)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শির ঃ

মাসআলা-১৫ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শির ছিল হৃষ্ট পুষ্ট, হাড্ডির জোড়াসমূহ প্রশস্ত ছিলঃ

নোটঃএসংক্রান্ত হাদীসটি ১৪ নং মাসআলা দ্রঃ।

فمه (صلى الله عليه وسلم)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখ

মাসআলা-১৬ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখ গোলাকৃতির ছিলঃ

عن جابر بن سمرة (رضى الله عنه) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) ضَلِيْعَ الْفَـــمِ (رواه الترمذى)

অর্থঃ"জাবের বিন সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখ গোলাকৃতির ছিল" ।(তিরমিযী)[১]

***

১ - আবওয়াবুল ফাযায়েল, বাব মাযায়া ফি খাতামু নাবুয়া(৩/২৮৮৪)

عيناه (صلى الله عليه وسلم)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উভয় চোখঃ

মাসআলা-১৭ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উভয় চোখ ছিল ডাগর ডাগরঃ

عن جابر بن سمرة (رضى الله عنه) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) اَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ (رواه الترمذى)

অর্থঃ" ঃ"জাবের বিন সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উভয় চোখে সাদা এবং লাল রংয়ের মিশ্রণ ছিল" ।(তিরমিযী)[১]

১ - আবওয়াবুল ফাযায়েল, বাব মাযায়া ফি খাতামু নাবুয়া(৩/২৮৮৪)

عقباه (صلى الله عليه وسلم)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পায়ের গোড়ালিঃ

মাসআলা-১৮ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পায়ের গোড়ালিতে মাংস কম ছিল (চিকন ছিল)

عن جابر بن سمرة(رضى الله عنه) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) مَنْهُوْسُ الْعَقِبِ (رواه الترمذى)

অর্থঃ" ঃ"জাবের বিন সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পায়ের গোড়ালি চিকন ছিল" ।(তিরমিযী)[১]

***

১ - কিতাবুল মানাকেব,বাব সিফাতুন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ।

ساقاه (صلى الله عليه وسلم)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পায়ের গোছাঃ

মাসআলা-১৯ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পায়ের গোছা শুভ্র ও উজ্জল ছিলঃ

عن ابى جحيفة (رضى الله عنه)قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ الله (صلى الله عليه وسلم) كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى وَبِيْصِ سَاقَيْهِ (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবু জুহাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাহিরে-বের হলেন আর আমি তাঁর পায়ের গোছার উজ্জল শুভ্রতা দেখছিলাম"। (বোখারী)[১]

১ -আবওয়াবুল ফাযায়েল,বাব মাযায়া ফি খাতামিন্নবুয়া।(৩/২৮৮৪)

ابطاه (صلى الله عليه وسلم)
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বগলঃ

মাসআলা-২০ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বগল শুভ্র ছিলঃ

عن عبد الله بن مالك ابن بجينة الاسدى (رضى الله عنه) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) اَذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى نَرَى اِبْطَيْهِ (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন মালেক বিন বুজাইনা আল আসাদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সেজদা করতেন তখন তাঁর উভয় হাত পেট থেকে পৃথক রাখতেন, ফলে আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেতাম" ।(বোখারী)[১]

***

১ - কিতাবুল মানাকেব, বাব সিফাতুন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

قامته (صلى الله عليه وسلم)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাঁধঃ

মাসআলা-২১ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাঁধ লম্বা ছিলঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৪ নং মাসআলা দ্রঃ।

***

شعره (صلى الله عليه وسلم)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর চুলঃ

মাসআলা-২২ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চুল একেবারে কোকড়ানোও ছিল না আবার একেবারে সোজাও ছিল না বরং এর মাঝা মাঝি ছিলঃ

মাসআলা-২৩ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চুল তাঁর কান এবং কাঁধের মাঝামাঝি ছিলঃ

عن قتادة (رضى الله عنه) قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى الله عنه) كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ الله (صلى الله عليه وسلم)؟ قَالَ كَانَ شَعْرًا رَجُلاً لَيْسَ بَالْجَعْدِ وَلاَ السَّبْطِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ (رواه مسلم)

অর্থঃ" কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চুলের আকৃতি কেমন ছিল? তিনি বললেনঃ তাঁর চুল বেশি কোকড়ানো ছিল না আবার বেশি সোজাও ছিলনা বরং এর মাঝা মাঝি ছিল এবং তা তাঁর কান এবং কাঁধের মাঝা মাঝি এসে পড়ত" ।(মুসলিম)[১]

১ - কিতাবুল মানাকেব, বাব সিফাতু শা'রিনন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ।

মাসআলা-২৪ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাথা এবং দাড়িতে সাদা চুলের সংখ্যা বিশের অধিক ছিল নাঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) قَالَ لَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ (رواه البخارى)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাথা এবং দাড়িতে সাদা চুলের সংখ্যা বিশের অধিক ছিল না" ।(বোখারী)[১]

মাসআলা-২৫ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বুক থেকে নাভী পর্যন্ত চিকন পশম ছিলঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৪ নং মাসআলা দ্রঃ ।

১- কিতাবুল মানাকেব, বাব সিফাতুন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ।

طيب بدنه (صلى الله عليه وسلم)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীরের সুগন্ধিঃ

মাসআলা-২৬ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীরের সুগন্ধি পৃথিবীর সমস্ত সুগন্ধি থেকে উত্তম ছিলঃ

عن انس (رضى الله عنه) قَالَ مَا شَمَمْتَ عَنْبَراً قَطُّ وَلاَ مِسْكاً وَلاَ شَيْئًا اَطْيَبُ مِنْ رِيْحِ رَسُوْلِ الله (صلى الله عليه وسلم) (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীরের সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুগন্ধময় সুগন্ধি কখনো শুঁকি নাই" ।(মুসলিম) [১]

১ - কিতাবুল ফাযায়েল বাব তিইবু রিহিহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

طيب عرقه (صلى الله عليه وسلم)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীরের ঘামের সুঘ্রাণঃ

মাসআলা-২৭ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ঘাম থেকে উত্তম সুঘ্রাণ আসতঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه)قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ، وَجَاءَتْ أُمِّيْ بِقَارُوْرَةٍ، فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيْهَا، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! مَا هٰذَا الَّذِيْ تَصْنَعِيْنَ؟ قَالَتْ: هٰذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِيْ طِيْبِنَا وَهُوَ اَطْيَبُ الطِّيْبِ (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের ঘরে আসলেন এবং দুপরে বিশ্রাম করলেন, তিনি ঘেমে গিয়েছিলেন, তখন আমার মা একটি বোতল নিয়ে এসে তাঁর ঘাম তাতে উঠাতে লাগল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুম থেকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন"হে উম্মু সুলাইম এটা তুমি কি করছ? আমার মা বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার ঘাম উঠাচ্ছি যাতে করে তা আমাদের সুগন্ধির সাথে মেশাতে পারি, কেননা আপনার ঘাম উত্তম সুগন্ধি"। (মুসলিম)[১]

১ - কিতাবুল ফাযায়েল বাব তিইবু ইরকিহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

لونه (صلى الله عليه وسلم)

রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীরের রংঃ

মাসআলা-২৮ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীরের রং অত্যন্ত সুন্দর ছিলঃ

عن الجريرى(رضى الله عنه) عن ابى الطفيل (رضى الله عنه) قُلْتُ لَهُ اَرَأَيْتَ رَسُوْلَ الله (صلى الله عليه وسلم)؟ قَالَ نَعَم! كَانَ اَبْيَضُ مَلِيْحُ الْوَجْهِ (رواه مسلم)

অর্থঃ" জুরাইরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবু তুফাইল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তুমি কি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছ? সে বললঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেহারা শুভ্রকায় লাবণ্যময় ছিল" ।(মুসলিম)[১]

১ -কিতাবুল ফাযায়েল, বাব কানা নাবীয়ু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবইয়াজ মালিহুল অজহ।

علامة النبوة

নবুয়তের মোহরঃ

মাসআলা-২৯ঃ রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উভয় কাঁধের মাঝে পেছনের দিকে কবুতরের ডিমের ন্যায় নবুয়তের মোহর ছিলঃ

عن جابر بن سمرة (رضى الله عنه) قَالَ رَأَيْتُ خَاتَماً فِيْ ظَهْرِ رَسُوْلِ الله (صلى الله عليه وسلم) كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَامٍ (رواه مسلم)

অর্থঃ" জাবের বিন সমুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিঠে নবুয়তের মোহর কবুতরের ডিমের ন্যায় দেখতে পেয়েছি"। (মুসলিম)[১]

---

১ - কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ইসবাতু খাতামিন নবুয়া।

فضائله (صلى الله عليه وسلم) قبل النبوة

নবুয়ত লাভের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মর্যাদাঃ

মাসআলা-৩০ঃ দুধ পানের বয়সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কারণে হালিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে আল্লাহ্ যথেষ্ট বরকত ও কল্যাণ দান করেছেনঃ

عن حليمة بنت الحارث (رضى الله عنها) اُمُّ رَسُوْلِ الله (صلى الله عليه وسلم) السَّعْدِيَّةِ الَّتِيْ اَرْضَعَتْهُ قَالَتْ خَرَجْنَا فِيْ سَنَةٍ شَهْبَاءِ لَمْ تَبْقَ لَنَا شَيءٌ وَمَعِيَ زَوْجِيْ الْحَارِثُ بْنُ عبد العزى ومعنسا شارف لنا والله ان تبضّ علينا بقطرة من لبن ومعى صبى لى ان تنام ليلتنا مع بكائه، مـا فى ثـدى مايعتبه وما فى شارفنا من لبن نغذوه الا انا نرجو، فلما قدمنا مكة لم يبق منا امرأة الا عرض عليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فتاباه، وانما كنا نرجو كرامة رضاعه من والد المولود كان يتيما، فكنا نقول: ما عسى ان تصنع امه؟ حتى لم يبق من صواحبى امرأة الا اخذت صبيا غيرى وكرهت ان ارجع ولم اخذ شيئا وقد اخذت صواحبى، فقلت لزوجى والله لارجعن الى ذالك فلأ خذنّه، قالت فاتيته فاخذته فرجعته الى رحلى فقال زوجى قد اخذتيه؟ فقلت نعم والله ذاك ان لم اجد غيره فقال: قد اصبت فعسى الله ان يجعل فيه خيرا فقالت والله ماهو الا ان جعلته فى حجرى، قالت فاقبل عليه ثدى بما شاء من اللبن، قال فشرب حتى روى و شرب اخوه تعنى ابنها حتى روى وقام زوجى الى شارفنا من الليل فاذا هى حافل فحلبت لنا ما سئّننا فشرب حتى رَوىَ قالت: وشربت حتى رويت فبتنا ليلتنا تلك بخير شباعا رِوَاءً وقد نام صبياتنا قالت يقول ابوه يعنى زوجها والله! يا حليمة ما اراك الا اصبت نسمة مباركة قد نام صبينا وروى قالت ثم خرجنا فوالله لخرجت اتـانى امام الركب قد قطعته حتى ما يبلغونها حتى انهم ليقولون ويحك يا بنت الحارث كفى علينا اليست هذه بأتانِكِ التى خرجت عليها؟ فاقول بلى والله وهى قدامنا، حتى قدمنا منازلنا من حاضرى بنى سعد بن بكر، فقدمنا على اجدب ارض الله، فوالذى نفس حليمة بيده ان كانوا ليسرحون اغنامهم اذا اصبحوا، ويسرح راعى غنمى ،فتروح غنمى بطانا لبنا حفالا، وتروح اغنامهم جياعا هالكة ما بها من لبن، قالت فشربنا ما شئنا من لبن وما فى الحاضر احد يحلب قطرة، ولا يجدها فيقولون

لرعاقم ويلكم الا تسرحون حيث يسرح راعى حليمة؟ فيسرحون فى الشعب الذى يســرح فيــه راعينا وتروح اغنامهم جياعا ما بها من لبن وتروح غنمى حفالا لبنا (رواه ابو يعلى الطبرانى)

অর্থঃ" রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুধ মা হালিমা বিনতুল হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুধ মা হলিমা বিনতু হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ আমি আমার স্বামী হারেস বিন আবদুল উয্যা এর সাথে মক্কা রওয়ানা হলাম, তখন দুর্ভিক্ষের সময় ছিল, আমাদের সাথে পানাহারের জন্য কোন কিছু ছিল না, আমাদের সাথে আমাদের উট ছিল, আল্লাহ্র কসম তাথেকে এক ফোটা দুধও আসত না, আমার সাথে আমার বাচ্চাও ছিল যে ক্ষুধার কারণে এত কাঁদত যে, রাতে আমরা ঘুমাতে পারতাম না। আমার বুকেও দুধ ছিলনা, না আমাদের উটে, যাথেকে আমি বাচ্চাকে দিব, তবে আমাদের কামনায় ছিল একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ, যখন আমরা মক্কায় পৌঁছলাম তখন আমাদের মধ্যে এমন কোন মহিলা ছিল না যার কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পেশ করা হয় নাই, কিন্তু সকলেই তাঁকে নিতে অস্বীকার করল। আমরা বাচ্চার পিতার নিকট তার সন্ত ানকে দুধপান করানোর বিনিময়ে ভাল পারিশ্রমিক কামনা করতাম, আর মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এতীম ছিল তাই আমরা মনে করতাম যে তাঁর মা আমাদেরকে কিই বা দিতে পারবে? আমি ব্যতীত আর কোন মহিলা ছিল না যে কোন বাচ্চা দুধ পান কারানোর জন্য পায় নাই, আর আমিও পছন্দ করছিলাম না যে খালি হাতে ফেরত যাই, তাই আমি আমার স্বামীকে বললামঃ যে আমি এ এতীম বাচ্চাটিকে বাড়িতে নিয়ে যাব এবং তাকে লালন পালন করব, তাই আমি এ বাচ্চাটিকে আমাদের কাফেলায় নিয়ে আসলাম, তখন আমার স্বামী বললঃ নিয়ে এসেছ? আমি বললামঃ হাঁ নিয়ে এসেছি। আল্লাহ্র কসম এটা ব্যতীত আর কোন বাচ্চাই নেই, স্বামী বললঃ চল ভাল করেছ, হতে পারে আল্লাহ্ এতে আমাদেরকে উপকৃত করবেন, হালিমা বলেনঃ আল্লাহ্র কসম! যখনই আমি তাকে আমার কোলে তুলে নিলাম এবং তার মুখে নিজের স্তন দিলাম, তখন তাতে এত দুধ আসল যে সে নিজেও তৃপ্তি সহকারে পান করল এবং তাঁর দুধভাইও (হালিমার আপন ছেলে)। রাতে আমার স্বামী উটের দুধ দোহন করতে উঠল তখন দেখল উটের স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। উট থেকে আমরা যথেষ্ট দুধ পেলাম, যা আমার স্বামী তৃপ্তি সহকারে পান করল, আমিও তৃপ্তিসহকারে পান করলাম, ঐ রাত আমরা অত্যন্ত তৃপ্তি ও ভালভাবে যাপন করলাম, আমাদের বাচ্চাও আরামে ঘুমাল, বাচ্চার পিতা বললঃ আল্লাহ্র কসম! হালিমা তুমি অত্যন্ত বরকতময় সন্তান পেয়েছ, আমাদের বাচ্চারও পেট ভরে গেছে আর সে আরামে ঘুমাচ্ছে, এরপর আমরা ফিরে চললাম,আল্লাহ্র কসম! আমাদের উট সকলের আগে ছিল, অন্য কেউ তার সাথে চলতে পারছিল না, এমনকি লোকেরা বলতে

লাগল, আরে হারেসের মেয়ে আমাদের প্রতি একটু দয়া কর, এটাই কি ঐ উট যাতে আরোহণ করে তোমরা মক্কা এসেছিলে? আমি বলি হাঁ আল্লাহ্র কসম! ঐ উটই এবং আমাদের উট সকলের আগেই চলতে থাকল এমন কি আমরা এভাবেই সা'দ বিন বকর বংশে পৌঁছে গেলাম, আমারা পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বিক্ষময় এলাকায় এসে পৌঁছলাম, ঐ সত্বার কসম যার হাতে হালিমার জীবন, সকালে মানুষের বকরীর পাল চারণ ভূমিতে যেত, আমাদের বকরীও চারণ ভূমিতে নিয়ে যেতাম, আমার বকরী অত্যন্ত তৃপ্তি ও দুধে পরিপূর্ণ হয়ে ফিরে আসত, আর মানুষের বকরী ক্ষুধা এবং দুধ শুণ্য হয়ে ফিরে আসত, আমরা যতটুকু দুধ চাইতাম ততটুকু পান করতাম, অথচ অন্যরা এক ফোটা দুধও পেতনা, মানুষ তাদের রাখালদেরকে বলতঃ বোকার দল তোমরা তোমাদের বকরী ওখানে কেন চড়াওনা যেখানে হালিমার রাখাল বকরী চড়ায়? তখন অন্যান্য রাখালরাও তাদের বকরী ঐ স্থানে চড়াতে লাগল যেখানে আমাদের রাখাল বকরী চড়ায়, এরপরেও তাদের বকরী ক্ষুধা এবং দুধ শুণ্য হয়ে ফিরে আসে। আর আমার বকরী যথেষ্ট দুধে পরিপূর্ণ হয়ে ফিরে আসত"। (আবু ইয়া'লা, তাবারানী)[১]

মাসআলা-৩১ঃ জন্মের চতুর্থ বা পঞ্চম বছরে বনী সা'দ বংশে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রথম বক্ষ বিদির্ণের (বুক অপারেশনের) ঘটনা ঘটেঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله فى طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم اعاده فى مكانه، وجاء الغلمان يســـعون الى امه يعنى ظئره فقالوا ان محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال انس (رضى الله عنه) وقد كنت ارى اثر ذالك المخيط فى صدره (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জিবরীল আসল, তখন তিনি বাচ্চাদের সাথে খেলা ধূলা করছিলেন, জিবরীল তাঁকে ধরে শুয়িয়ে দিল, বুক চিরে তঁর হৃদপিন্ড বের করল, এর পর ওখান থেকে একটি মাংসের টুকরা বের করল এবং বললঃ এ টুকরাটি তোমার মধ্যে শয়তানের ছিল, এর পর হৃদপিন্ডটিকে একটি পাত্রে রেখে জমজমের পানি দিয়ে ধৌত করল এর পর তা যথাস্থানে রেখে তাঁর বুক শেলাই করে দিল, ইতিমধ্যে (অন্যান্য) বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করে তাঁর দুধ মা হালিমা সা'দিয়ার নিকট আসল এবং বললঃ "

১ -মাজমাউযাওয়ায়েদ, আবদুল্লাহ্ আদ দরবেশ বিশ্লেষণ কৃত, খণ্ড৮, হাদীস নং-১৩৮৪০।

মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে হত্যা করা হয়েছে"। লোকেরা দৌড়িয়ে আসল এবং দেখল তিনি সুস্থই আছেন, তবে ভয়ে তাঁর শরীরের রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বুকে শেলাইয়ের দাগ দেখতেছিলাম" ।(মুসলিম)[১]

নোটঃ উল্লেখ্যঃ বুক অপরেশনের ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনে দুবার ঘটেছে, ১ম বার শৈসব কালে আর ২য় বার মে'রাজের আগে। ৩৩৩নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৩২ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুয়ত লাভের আগেও লাত এবং ওজ্জার পুজা করাকে অপছন্দ করতেনঃ

عن عروة بن زبير (رضى الله عنه) قال حدثنى جار لخديجة بنت خويلد (رضى الله عنها) قال سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول لخديجة، اى خديجة! والله لا اعبد اللات ابدا والله لا اعبد العزى ابدا (رواه احمد)

অর্থঃ" উরওয়া বিন যোবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ খাদিজা বিনতু খোইলেদের এক প্রতিবেশি বলেনঃ আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে খাদিজা। আল্লাহ্র কসম! আমি কখনো লাতের পুজা করব না, আল্লাহ্র কসম আমি কখনো উজ্জার পুজা করব না"। (আহমদ)[২]

মাসআলা-৩৩ঃ নবুয়ত লাভের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কাবাসীদের নিকট আল আমীন(বিশ্বস্থ) উপাধিতে ভূষিত ছিলেনঃ

عن على بن ابى طالب (رضى الله عنه) فى بناء الكعبة قال لما راو النبى (صلى الله عليه وسلم) قـــد دخل قالوا قد جاء الامين (رواه الطبرانى)

অর্থঃ" আলী বিন আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কা'বা ঘরের সংস্কারের সময় (হাজরে আসওয়াদ নিয়ে মতবিরোধের সময়) মক্কা বাসীরা যখন পরের দিন সকালে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রবেশ করতে দেখল তখন আনন্দের সাথে তারা বলে উঠল আলআমীন (বিশ্বস্থ) ব্যক্তি এসেছে"। (তাবারানী)[৩]

---

১ -কিতাবুল ঈমান ,বাব আল ইসরা।

২ - মাজমাউযাওয়ায়েদ, আবদুল্লাহ্ আদ দরবেশ বিশ্লেষণ কৃত, খঃ৮, হাদীস নং-১৩৮৬১।

৩ - মাজমাউযাওয়ায়েদ, আবদুল্লাহ্ আদ দরবেশ বিশ্লেষণ কৃত, খঃ৮, হাদীস নং-১৩৮৮০।

মাসআলা -৩৪ঃ সিরিয়া সফরের সময় এক উপত্যকায় পাথর এবং বৃক্ষ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মানে অবনত হয়েছিলঃ

মাসআলা-৩৫ঃ খৃষ্টান পাদ্রী নবুয়তের মোহর দেখে চিনে তাঁকে সায়্যেদুল আলামীন, রহমাতুললিল আলামীন উপাধিতে ভূষিত করেনঃ

عن ابى موسى الاشعرى (رضى الله عنه) قال: خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبى (صلى الله عليه وسلم) فى اشياخ من قريش فلما اشرفوا على الراهب هبطوا، فحلوا رحالهم، فخرج اليهم الراهب، وكانوا قبل ذالك يمرون به فلا يخرجوا اليهم ولا يلتفت، قال فهم يحلون لرحالهم، فجعل يتخللهم الراهب، حتى جاء فاخذ بيد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين، فقال له اشياخ من قريش ما علمك؟ فقال: انكم حين اشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر الا خر ساجدا، ولا يسجدون الا لنبى، وانى اعرفه بخاتم النبوة اسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، ثم لرجع فصنع لهم طعاما، فلما اتاهم به وكان هو فى رعية الابل، فقال ارسلوا اليه فاقبل وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه الى فئ الشجرة، فلما جلس مال فئ الشجرة عليه، فقال انظروا الى فئ الشجرة مال عليه، فقال انشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا ابوطالب فلم يزل يناشده حتى رده ابو طالب (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আবু মূসা আল আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবু তালেব সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও কোরাইশদের বয়োজৈষ্ঠদের সাথী হয়ে আবুতালেবের সাথে বের হলেন, যখন তাদের কাফেলা সিরিয়ার বাসরা নগরীর পাদ্রী বুহাইরার নিকট পৌছঁল তখন তারা তাদের সওয়ারীসমূহকে(বিশ্রামের জন্য) বসাল, ইতি মধ্যে পাদ্রী তাদের কাছে আসল, যে ইতিপূর্বে আর কখনো তাদের নিকট আসে নাই, তখন কাফেলার লোকেরা তাদের সওয়ারী থেকে নিজেদের মালপত্র নামাচ্ছিল, পাদ্রী (যেন) কাউকে খুঁজছিল, সে রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে তাঁর হাত ধরে ফেলল এবং বললঃ এটা সায়্যেদুল আলামীন, এটা রাব্বুল আলামীনের রাসূল, আল্লাহ্ তাকে রহমাতুল লিল আলামীন করে প্রেরণ করবেন। কোরাইশদের বয়োজৈষ্ঠরা পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করল, যে তুমি তা কিকরে বুঝতে পারলে? পাদ্রী উত্তরে বললঃ যখন তোমরা ঐ উপত্যকা থেকে উঠছিলে তখন সমস্ত বৃক্ষ এবং পাথর তাঁর সম্মানে অবনত হচ্ছিল, আর এসমস্ত বৃক্ষ এবং পাথর নবী ব্যতীত অন্য কারো নিকট অবনত হয়না। এতদ্ব্যতীত তাঁর কাঁধের হাড্ডির নিচে আপেলের ন্যায় নবুয়তের মোহর দেখেও আমি তাকে চিনেছি, এরপর ঐ পাদ্রী ফেরত

গেল, কাফেলার লোকদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করল, পাদ্রী খাবার নিয়ে আসল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উট চড়াইতে ছিলেন, পাদ্রী বললঃ তাঁকেও ডাক, তিনি আসলেন তখন একটি বাদল তাঁকে ছায়া করে ছিল, যখন তিনি লোকদের নিকটবর্তী হলেন তখন লোকদেরকে গাছের ছায়ার নিচে পেলেন, যখন তিনি ওখানে উপস্থিত হলেন তখন গাছের ছায়া তাঁর সম্মানে অবনত হল, পাদ্রী বললঃ দেখ এছায়া তাঁর সম্মানে অবনত হয়ে আছে। এরপর পাদ্রী কাফেলার লোকদেরকে বললঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমরা আমাকে বল যে, তোমাদের মধ্যে এ বাচ্চার দায়িত্বশীল কে? কাফেলার লোকেরা বললঃ আবু তালেব, পাদ্রী বার বার আল্লাহ্র কসম করে বলতে থাকল যে তাঁকে মক্কা পাঠিয়ে দাও, (যাতে করে শত্রুরা তাঁকে হত্যা না করে ফেলে)। তখন আবুতালেব তাঁকে ওখান থেকেই মক্কায় ফেরত পাঠালেন"। (তিরমিযী)[১]

মাসআলা-৩৬ঃ নবুয়ত লাভের আগে মক্কার একটি পাথর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সালাম করতঃ

عن جابر بن سمرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انى لاعرف حجـــرا بمكة كان يسلم على قبل ان ابعث انى لاعرفه الآن (رواه مسلم)

অর্থঃ"জাবের বিন সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মক্কার ঐ পাথরটিকে আমি চিনি যা আমাকে নবুয়ত লাভের আগে সালাম করত, আজও আমি ঐ পাথরটিকে চিনি"। (মুসলিম)[২]

মাসআলা-৩৭ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুয়ত লাভের আগেও মানুষের জন্য রহমত সরূপ ছিলেনঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت: فلما دخل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على خديجة (رضى الله عنها) قال (زملونى زملونى) فزملوه حتى ذهب عنه الروع ثم قال لخديجة (رضى الله عنها) (اى خديجة مالى؟ واخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسى قالت له خديجة (رضى الله عنها) كلا ابشر فوالله لايخزيك الله ابدا والله انك لتصل الرحم تصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق (رواه مسلم)

১ - আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মাযায়া ফি বাদইন নবুয়া (৩/২৮৬২)
২ - কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ফযলু নাসাবিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেরা গুহা থেকে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট ফিরে এসে বললেনঃ আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে কম্বল দিয়ে ঢকে দাও, খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভয় দূর হল তখন তিনি খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে খাদীজা আমার কি হয়েছে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে সমস্ত ঘটনা (খুলে) বললেন। এবং বললেনঃ হে খাদীজা আমি নিজের ব্যাপারে ভয় করছি, খাদীজা বললঃ আপনি কিছুতেই ভয় করবেন না, আপনি শান্ত থাকেন, আল্লাহ্র কসম আল্লাহ্ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন, অভাবী এবং গরীবদেরকে সাহায্য করেন, অসহায়দের সহায় হন, মেহমানের সম্মান করেন, কঠিন বিপদের সময় লোকদেরকে সাহায্য করেন"। (মুসলিম)[১]

فضائله (صلى الله عليه وسلم) فى ضوء القرآن

আল কোরআ'নের আলোকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মর্যাদাঃ

মাসআলা- ৩৮ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সমস্ত বিশ্ববাসীর প্রতি রহমত সরূপ পাঠানো হয়েছেঃ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

অর্থঃ"হে নবী আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর প্রতি রহমত সরূপ প্রেরণ করেছি"। (সূরা আম্বীয়া-১০৭)

মাসআলা-৩৯ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান চরিত্রের অধিকারীঃ

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

অর্থঃ" আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী"। (সূরা কালাম-৪)

মাসআলা-৪০ঃ পৃথিবীতে সর্বাধিক চর্চা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিয়েঃ

﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾

অর্থঃ" আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি" ।(সূরা আলম নাশরাহ্-৪)।

মাসআলা-৪১ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় উম্মতের ব্যাপারে সর্বাধিক কল্যাণকামী, সর্বাধিক মমতাময় এবং সর্বাধিক অনুগ্রহ পরায়নঃ

---

১ - কিতাবুল ঈমান,বাব বাদউল ওহী ইলা রাসূলিল্লাহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

﴿لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

অর্থঃ" তোমাদের নিকট এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ, তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমেনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়"। (সূরা তাওবা-১২৮)।

মাসআলা-৪২ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ্র বড় অনুগ্রহঃ

﴿لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ﴾

অর্থঃ" আল্লাহ্ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন, তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ তেলওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের কথা শিক্ষা দেন, বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট"। (সূরা আল ইমরান-১৬৪)।

মসআলা-৪৩ঃ সমস্ত নবীগণের কাছ থেকে আল্লাহ্ এ অঙ্গিকার নিয়েছেন যে তাঁরা যেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকে সাহায্য করেঃ

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

অর্থঃ" আর আল্লাহ্ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যাকিছু তোমাদেরকে দান করেছি, কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রাসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্যবলে দেয়ার জন্য তখন ঐ রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর সাহায্য করবে, তিনি বলেছেন তোমরা কি অঙ্গীকার করেছ এবং এ শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তারা বললঃ আমরা অঙ্গীকার করেছি, তিনি বললেনঃ তাহলে এবার সাক্ষী থাক, আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম। অতঃপর যে ব্যক্তি এ ওয়াদা থেকে ফিরে যাবে সেই হল নাফরমান"।(সূরা আল ইমরান-৮১,৮২)

মাসআলা-৪৪ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমগ্র পৃথিবীর লোকদের প্রতি রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেনঃ

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُـوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾

অর্থঃ" হে মোহাম্মদ বলে দাও হে মানবমন্ডলী আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল! সমস্ত আসমান, যমীন তাঁর রাজত্ব, একমাত্র তিনি ব্যতীত আর সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন"।(সূরা আ'রাফ-১৫৮)

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

অর্থঃ" আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা"। (সূরা সাবা-২৮)

মাসআলা-৪৫ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জ্বিনদের প্রতিও রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেনঃ

﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

অর্থঃ" হে আমাদের সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর"। (সূরা আহক্বাফ-৩১)

মাসআলা-৪৬ঃ আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অসংখ্য নে'মত দান করেছেন যার মধ্যে পরকালের এদু'টি নে'মতও অর্ন্তভুক্ত হাশরের ময়দানে হাউজ কাউসার এবং জান্নাতে কাউসার নামক ঝর্ণাঃ

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾

অর্থঃ" নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি"। (সূরা কাউসার-১)

فضائله (صلى الله عليه وسلم) فى ضوء التوراة

তাওরাতের আলোকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মর্যাদাঃ

মাসআলা-৪৭ঃ তাওরাতে তাঁর নাম মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্ম স্থান মক্কা আর হিযরতের স্থান মদীনা এবং তাঁর রাজত্ব সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বলে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

عن كعب (رضى الله عنه) قال انى اجد فى التوراة مكتوبا محمد رسول الله، لا فظ ولا غلـيظ ولا سخاب فى الاسواق ولا يجزى السيئة بالسيئة ولكن يغفو ويصفح امته الحمادون يحمدون الله فى كل

منزلة ويكبرونه على كل نجد يأتذرون الى انصافهم ويؤضئون اطرافهم صفهم فى الصلاة وصفهم فى القتال سواء، مناديهم ينادى فى جو السماء لهم فى جوف الليل دوى كدوى النحل مولده بمكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام(رواه الدارمى)

অর্থঃ" কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি তাওরাতে লিখিত পেয়েছি, মোহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল, তিনি রূঢ় ও বদ মেজাজী নন, না বাজারে চেচামেচি কারী, না অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে গ্রহণকারী, বরং তিনি তা ক্ষমা ও মার্জনাকারী, তাঁর উম্মতরা অধিক প্রশংসাকারী, সর্বত্র তারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে, উচুঁ স্থানে আরোহণের সময় তারা আল্লাহু আকবার বলবে, তাদের পরনের কাপড় পায়ের গোছা পর্যন্ত থাকবে, তাদের অঙ্গ পতেঙ্গসমূহ অজুর সময় ধৌত করবে, নামায এবং জিহাদের জন্য তারা একইভাবে সাড়িবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। তাদের মোয়াজ্জিন উন্মুক্ত স্থানে আজান দিবে, অর্ধরাতের সময় তাদের জিকিরের আওয়াজ মৌমাছির আওয়াজের ন্যায় শোনা যাবে, তাঁর জন্মস্থান মক্কা, তিনি হিযরত করবেন ত্বাবা (মদীনার অপর নাম) তার শাসনকৃত এলাকা শিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যাবে" ।(দারেমী)[১]

নোটঃ উল্লেখ্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শাসনামলে তাবুক বিজয় হয়েছিল, আর তাবুক সিরিয়ার সীমান্তের এলাকা, তখন সিরিয়া রোমান সরকারের অধিনে ছিল।

মাসআলা-৪৮ঃ তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিছু গুণাবলীর কথাও বর্ণিত হয়েছেঃ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنه) انه سئل عن صفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى التوراة فقال اجل والله انه لموصوف فى التوراة ببعض صفاته فى القرآن (يايها النبى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا)

وحرزا للاميين، انت عبدى ورسولى سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب فى الاسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله ويفتح بها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হলেন, তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিছু গুণাবলী তাওরাতে উল্লেখ হয়েছে যার কথা কোরআ'নেও আছে, আর্থাৎঃ "হে নবী আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি, নিরক্ষরদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী রূপে প্রেরণ করেছি। তুমি আমার বান্দা এবং রাসূল, আমি তোমার নাম রেখেছি

১ - আরনাউত লিখিত শারহুস্‌সুন্না,খঃ১৩, হাদীস নং-৩৬২৮।

মোতাওয়াক্কেল, তুমি রূঢ় নও, তুমি বাজারে চেচামেচি করনা, তুমি অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেওনা, তুমি ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী, আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর রূহ কবজ করবেন না যতক্ষণ না সে পথ ভ্রষ্টদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসবে এবং লোকেরা বলবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এ কালেমার মাধ্যমে সে মানুষের বন্ধ চোখ খুলে দিবে, বধিরের কানেও পৌঁছবে, মনের অন্ধকারকে দূর করে দিবে"। (বোখারী)[১]

১ - কিতাবুল বুয়ু,কারাহিয়াতুস্সাখব ফিল আসওয়াক।

فضائله فى ضوء السنة

হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মর্যাদাঃ

মাসআলা-৪৯ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে উত্তম এবং মর্যাদাবানঃ

عن ابى ذر (ر ضى الله عنه) قال قلنا يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كيف علمت انك نبى؟ قال ما علمت حتى اُعْلِمْتُ ذالك اتانى ملكان ببعض بطحاء مكة فقال احدهما اهو هو؟ قال نعم قال زنه برجل فوزنت برجل فرجحته قال فزنه بعشرة فوزننى بعشرة فوزنتهم ثم قال زنه بمائة فوزننى بمائة فرجحتهم ثم قال زنه بالف فوزننى بالف فرجحتهم فقال احدهما للاخر لو وزنته بامته لرجحها (رواه البزار)

অর্থঃ" আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি কিভাবে জানতে পেরেছেন যে আপনি নবী? তিনি বললেনঃ যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে জানানো হয়নাই ততক্ষণ আমার এব্যাপারে কোন ধারণা ছিলনা, আমি বাত্বহা মক্কার একপাশে ছিলাম, তখন আমার নিকট দু'জন ফেরেশ্তা আসল, তাদের মধ্যে একজন বললঃ এটাই কি ঐ ব্যক্তি? তখন তাদের মধ্য থেকে একজন ফেরেশ্তা বললঃ তাঁকে একজন লোকের সাথে ওজন কর, তখন আমাকে একজন লোকের সাথে ওজন করা হল, তার চেয়ে আমি ভারী হলাম, ফেরেশ্তা বললঃতাঁকে দশজন লোকের সাথে ওজন কর, তখন তারা আমাকে দশজন লোকের সাথে ওজন করল, তখনও আমি তাদের চেয়ে ভারী হলাম, তখন ফেরেশ্তা বললঃ তাকে হাজার লোকের সাথে ওজন কর, তখন আমাকে হাজার লোকের সাথে ওজন করা হল আবারো আমি তাদের চেয়ে ভারী হলাম, তখন তাদের মধ্য থেকে একজন অপর জনকে বললঃ যদি তাকে সমস্ত উম্মতের সাথে ওজন করা হয় তাহলে তাঁর ওজনই বেশি হবে"। (বায্যার)[১]

নোটঃ উম্মতে মোহাম্মদী সমস্ত নবীগণের উম্মতের চেয়ে উত্তম, আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবার চেয়ে উত্তম, তাই তিনি সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে উত্তম এবং মর্যাদাবান।(আল্লাহ্র জন্য সমস্ত প্রশংসা)।

মাসআলা-৫০ঃ ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধরদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবচেয়ে উত্তমঃ

১ - মাজমাউয্যওয়ায়েদ, আবদুল্লাহ্ আদরবেশ বিশ্লেষণ কৃত, খঃ৮, হাদীস নং-১৩৯৩১।

عن واثلة بن الاسقع (رضى الله عنه) يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول ان الله عزوجل اصطفى كنانة من ولد اسماعيل عليه الصلاة والسلام واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفنى من بنى هاشم (رواه مسلم)

অর্থঃ" ওয়াসেলা বিন আসকা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধরদের মধ্য থেকে কেনানাকে বাছাই করেছেন, আর কেনানার মধ্য থেকে কোরাইশ বংশকে বাছাই করেছেন, আর কোরাইশদের মধ্য থেকে হাশেম বংশকে বাছাই করেছেন, আর হাশেম বংশ থেকে আমাকে বাছাই করেছেন" ।(মুসলিম)[১]

মাসআলা-৫১ঃ আদম (আঃ) এর সৃষ্টির আগেই মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুয়তের সিদ্ধান্ত হয়েছেঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال: قالوا يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) متى وجبت لـــك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার নবুয়তের ফায়সালা কখন হয়েছে? তিনি বললেনঃ তখন আদম (আঃ) এর শরীরে রূহ্ দেয়া হয়েছে কিন্তু তখনো শরীর চলাচলের উপযুক্ত হয় নাই" । (তিরমিযী)[২]

মাসআলা-৫২ঃ আদম (আঃ) এর সৃষ্টির আগে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সর্বশেষ নবী হওয়ার সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত ছিলঃ

মাসআলা-৫৩ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সৃষ্টি ইবরাহিম (আঃ) এর দুয়ার ফল সরূপঃ

মাসআলা-৫৪ঃ ঈসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেনঃ

মাসআলা-৫৫ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভূমিষ্ট হওয়ার সময় তাঁর মা তার শরীর থেকে একটি আলো বের হতে দেখেছেন যা সিরিয়ার অঞ্চল পর্যন্ত আলোকিত করে ছিলঃ

عن العرباض بن سارية (رضى الله عنه) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انه قال انى عند الله مكتوب خاتم النبيين وان آدم لمنجدل فى طينته وساخبركم باول امرى دعوة ابى ابراهيم و بشـــارة عيسى و رؤيا امى التى رأت حين وضعتنى وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام(رواه احمد وابن حبان والحاكم)

---

১ - কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ফযলুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ।
২ - আল বাব ফি ফাযলিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ।

অর্থঃ" ইরবায বিন সারিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমার সর্বশেষ নবী হওয়া ঐ সময়ে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে ছিল যখন আদম(আঃ) মাটিতে কাদা অবস্থায় ছিলেন, আমার প্রাথমিক অবস্থার বিষয় হল এই যে, আমি ইবরাহিম (আঃ) এর দুয়ার বরকত এবং ঈসা (আঃ) এর দেয়া সুসংবাদ, আর আমি আমার মায়ের স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা আমার মা আমি ভূমিষ্ট হওয়ার সময় দেখেছিল, যে তার শরীর থেকে একটি আলো বের হল যা সিরিয়ার বালাখানাসমূহকে আলোকিত করেছিল" ।(আহমদ, ইবনু হিব্বান, হাকেম)[১]

নোটঃ ইবরাহিম(আঃ) এর দোয়া সূরা বাকারার ১২৯ নং আয়াতে, আর ঈসা (আঃ) এর সুসংবাদ সূরা সাফ এর ৬ নং আয়াতে ।

মাসআলা-৫৬ঃ অন্যান্য নবীদের তুলনায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিম্নোক্ত ৬টি বৈশিষ্টে মর্যাদা পূর্ণঃ

(১) ব্যাপক অর্থবোধক কথা,(২) শুত্রুরা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত, (৩) গণীমতের মাল হালাল,(৪)সমগ্র পৃথিবী মসজিদ,(৫) সমস্ত সৃষ্টির প্রতি নবী হিসেবে আগমন,(৬) তাঁর মাধ্যমে নবুয়তের দরজা বন্ধ ।

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى المغانم وجعلت لى الارض طهورا مسجدا وارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমাকে (অন্য নবীগণের তুলনায়) ছয়টি বিষয়ে মর্যাদাবান করা হয়েছে, (১) আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক কথা দেয়া হয়েছে, (২)শত্রুকে ভীত সন্ত্রস্ত করার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, (৩)আমার জন্য গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, (৪) সমগ্র পৃথিবী আমার জন্য পবিত্র এবং নামাযের স্থানে পরিণত করা হয়েছে, (৫) আমাকে সমস্ত সৃষ্টি জীবের প্রতি রাসূল করে পাঠানো হয়েছে, (৬) আমার মাধ্যমে নবুয়তের দরজা বন্ধ করা হয়েছে" । (মুসলিম)[২]

নোটঃ ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলতে এমন কথা কে বুঝায় যার মধ্যে শব্দ কম আর অর্থ বেশি, অর্থাৎঃ কোরআ'ন এবং হাদীস ।

শত্রুকে ভীত সন্ত্রস্ত করা সম্পর্কে অন্য হাদীসে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, একমাস দূরত্বের পথে থাকা অবস্থায় শত্রু আমার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে ।(৩) উল্লেখ্যঃ পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য গণীমতের মাল হালাল ছিল না ।

মাসআলা-৫৭ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোরআ'নের একটি বাস্তব নমুনা ছিলেন ঃ

---

১ - আলবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবীহ,খঃ৩, হাদীস নং-৫৭৫৯ ।

২ - কিতাবুল মাসাজিদ,বাব মাওয়াজিউস্সালা ।

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت كان خُلُقُهُ القرآن (رواه مسلم واحمد وابوداود)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চরিত্র ছিল কোরআ'নের বাস্তব নমুনা"। (মুসলিম, আহমদ, আবুদাউদ)[১]

নোটঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চরিত্র কোরআ'নের বাস্তব নমুনা ছিল এর অর্থ হল এই যে, কোরআ'ন মাজীদে যে বিষয়গুলোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার উপর তিনি ছিলেন সর্বাধিক আমলকারী, আর যেসমস্ত বিষয় গুলো থেকে কোরআ'ন নিষেধ করেছে ঐ বিষয়গুলো থেকে সবচেয়ে দূরে ছিলেন তিনি।

মাসআলা-৫৮ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত মানুষের মাঝে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেনঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق (رواه احمد)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রসমূহকে পূর্ণতা দেয়ার জন্য"।(আহমদ)[২]

মাসআলা-৫৯ঃ কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বাধিক আলোকউজ্জল এবং উঁচু মিম্বরে আসীন হবেনঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان لكل نبى يوم القيامة منبرا من نور وانى لعلى اطولها وانورها (رواه ابن حبان)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ প্রত্যেক নবীর জন্যই কিয়ামতের দিন নূরের মিম্বর থাকবে, আর আমি এ মিম্বর সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সর্বোচ্চ মিম্বরে থাকব"।(ইবনু হিব্বান)[৩]

মাসআলা-৬০ঃ কিয়ামতের দিন সমস্ত আদম সন্তানরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নিজেদের সর্দার হিসেবে মেনে নিবে ঃ

মাসআলা-৬১ঃ কিয়ামতের দিন প্রশংসার পতাকা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতে থাকবে আর সমস্ত নবীগণ তাঁর পতাকাতলে থাকবে ঃ

১ - আলবানী লিখিত আল জামে আস্সাগীর, খঃ৪, হাদীস নং-৪৬৯৭।
২ - মাজমাউযাওয়ায়েদ, কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব মাকারিমুল আখলাক,(৮/১৩৬৮৩)।
৩ - আবওয়াব তাফসীরুল কোরআ'ন, বাব ওয়া মিন সূরা বানী ইসরাঈল (৩/২৫১৬)

عن ابى سعيد (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انا سيد ولـــد آدم يــوم القيامة ولا فخر وبيدى لواء الحمد ولا فخر وما من نبى يومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائى و انا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আবুসাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানদের সর্দার হব এতে আমার কোন অহংকার নেই, আমার হাতে প্রশংসার পতাকা থাকবে এতেও আমার কোন অহংকার নেই, আদম (আঃ) সহ সমস্ত নবীগণ আমার পতাকা তলে থাকবে, আর আমি ঐ ব্যক্তি যার কবর সর্বপ্রথম খোলা হবে এতেও আমার কোন অহংকার নেই"। (তিরমিযী)[১]

মাসআলা-৬২ঃ কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত নবীগণের নেতা এবং তাদের জন্য সুপারিশকারী হবেঃ

عن ابى بن كعب (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال اذا كان يوم القيامـــة كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر (رواه الترمذى)

অর্থঃ" উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আমি সমস্ত নবীগণের সর্দার ও তাদের মুখপাত্র হব এবং তাদের সুপারিশকারী হব এতে আমার কোন অহংকার নেই"। (তিরমিযী)[২]

মাসআলা-৬৩ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাউজ থেকে পানি পানকারীদের সংখ্যা সর্বাধিক হবেঃ

عن سمرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان لكل نبى حوضـــا وانهـــم يتباهون ايهم اكثر واردة وانى ارجوا ان اكون اكثرهم واردة (رواه الترمذى)

অর্থঃ"সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই প্রত্যেক নবীর জন্য হাউজ থাকবে এবং তারা গৌরব করবে যে কার হাউজে সর্বাধিক পানি পানকারী আসে তানিয়ে। আর আমি আশা করছি যে আমিই (হব ঐ ব্যক্তি) যার নিকট সর্বাধিক পানি পানকারী আসবে"। (তিরমিযী)[৩]

মাসআলা-৬৪ঃ কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতের সংখ্যা সর্বাধিক হবেঃ

মাসআলা-৬৫ঃ সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতে প্রবেশ করবেনঃ

---

১ - আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মাযায়া ফি ফাযলি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)(৩/২৮৫৯)।

২ - আবওয়াবুল মানাকেব, বাব ফি ফাযলি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

৩ -আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা, বাব মাযায়া ফি সিফাতিল হাউজ (২/১৯৮৮)।

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انا اكثر الانبياء تبعا يوم القيامة وانا اول من يقرع باب الجنة (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীগণের তুলনায় আমার অনুসারী অধিক হবে এবং আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা নক করব" । (মুসলিম)[১]

মাসআলা-৬৬ঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সুপারিশের অনুমতি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাবে এবং সর্বপ্রথম তাঁর সুপারিশই গ্রহণ করা হবেঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انا سيد ولد آدم يوم القيامة واول من شق عنه القبر واول شافع و اول مشفع (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানদের সর্দার হব, আমি সর্বপ্রথম কবর থেকে উঠব, আমি সর্ব প্রথম সুপারিশ করব, আমার সুপারিশ সর্ব প্রথম গ্রহণ হবে" । (মুসলিম)[২]

মাসআলা-৬৭ঃ যদি মূসা (আঃ) ও ফিরে আসেন তাহলে তিনিও মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত হয়েই আসবেন ঃ

عن جابر (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه) وسلم والذى نفسى محمد بيده لو بدالكم موسى فاتبعتموه وتركتمونى لضللتم عن سواء السبيل واوكان حيا وادرك نبوتى لاتبعنى (رواه الدارمى)

অর্থঃ" জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ সত্বার কসম যার হতে আমার প্রাণ! যদি আজ মূসা (আঃ) পুনরায় তোমাদের নিকট আসেন আর তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে তাঁর অনুসরণ করতে শুরু কর তাহলে তোমরা সঠিক পথ থেকে পথ ভ্রষ্ট হবে, যদি মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়তের যুগ পেতেন তাহলে তিনি আমারই অনুসরণ করতেন"। (দারেমী)[৩]

মাসআলা-৬৮ঃ ঈসা (আঃ) কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন তিনি পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত হিসেবে জীবন যাপন করবেনঃ

---

১ - কিতাবুল ঈমান, বাব ফি কউলিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (আনা আওয়্যালুন্নাসে ইয়াসফাউ ফিল জান্না ওয়া আনা)।

২ - কিতাবুল ফাযায়েল, বাব তাফযিল নাবিয়্যিনা আলা জামিইল খালায়েক।

৩ - কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ফাযলুস্‌সাহাবা সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনাহুম।

عن جابر (رضى الله عنه) يقول سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول فينزل عيسى ابـــن مريم يقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض أُمَرَاءَ تَكْرِمَةً الله هذه الامة (رواه مسلم)

অর্থঃ"জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ ঈসা ইবনু মারইয়াম আগমন করবেন, তখন (মসজিদের) ইমাম তাঁকে বলবে আসুন ইমামতি করুন, ঈসা(আঃ) বলবেনঃ না বরং তোমরা নিজেরাই একে অপরের নেতা, আর এটা হবে এউম্মতের জন্য আল্লাহ্র দেয়া মর্যাদার কারণে" ।(মুসলিম)[১]

১ - কিতাবুল ঈমান, বাব ওজুবুল ঈমান বিরিসালাতি নাবিয়্যিনা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইলা জামিয়িন্নাস।

ما لقي من اذى المشركين والمنافقين

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর মোশরেক ও মুনাফেকদের অবিচার ও নির্যাতনের বর্ণনাঃ

মাসআলা-৬৯ঃ প্রকাশ্যে দাওয়াত দানের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চাচা আবু লাহাব এবলে তাঁকে মারত্মকভাবে অপমান করল যে "আল্লাহ যেন তোমার হাত ধ্বংস কওে দেয়ঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) ان النبي(صلى الله عليه وسلم) خرج الى البطحاء فصعد الى الجبل فنادى يا صباحاه فاجتمعت اليه قريش فقال ارايتم ان حدثتكم ان العدو مصبحكم او ممسيكم اكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم قال فاني نذير لكم بين يدى عذاب شديد فقال ابو لهب الهذا جمعتنا؟ تبا لك، فانزل الله عزوجل (تبت يدا ابي لهب وتب) الى آخرها (رواه البخارى)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কার পাথরময় অঞ্চল বাতাহায় আসলেন এবং সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন, উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ করলেন" লোকেরা হুশিয়ার" আওয়াজ শুনে কোরাইশরা একত্রিত হল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ বল যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, শত্রু সকালে বা সন্ধায় তোমাদের উপর আক্রমণ করবে তাহলে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা বললঃ হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাহলে শুনে রাখ আমি তোমাদেরকে আগত কঠিন শাস্তি সম্পর্কে হুশিয়ার করছি, আবু লাহাব বললঃ তোমার হাত ধ্বংস হোক এজন্যই কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? এর পরিপেক্ষিতে আল্লাহ্ সূরা লাহাব অবতীর্ণ করলেন"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-৭০ঃ আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরুদ্ধে সমাজে একথা প্রচার করে বেড়ায় যে এ ব্যক্তি বে-দ্বীন এবং মিথ্যুকঃ

عن ربيعة بن عباد (رضى الله عنه) قال رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الجاهلية في سوق ذى المجاز وهو يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون والناس مجتمعون عليه و وراءه رجل وَضيُ الوجه احول ذو غديرتين يقول انه صَابِئٌ كاذب يتبعه حيث ذهب فسالت عنه فقالوا هذا عمه ابو لهب (رواه احمد)

অর্থঃ" রাবিয়া বিন আবাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি জাহেলিয়্যাতের যুগে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যিল মাজাজ বাজারে দেখেছি, তিনি মানুষকে লক্ষ্য করে বলছেনঃ হে লোকেরা বলঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"

১ - কিতাবুত্তাফসীর, সূরা তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব।

(আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই) তাহলে তোমরা মুক্তি পাবে। লোকেরা তাঁর কথা শুনে সমবেত হয়ে যেত আর তাঁর পেছনে সুন্দর চেহারা ও টেরা চক্ষু বিশিষ্ট এক ব্যক্তি বলছিল সে বে-দ্বীন, সে যাকিছু বলছে সব মিথ্যা, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখনে যেখানে যেতেন সে তাঁর পেছনে পেছনে যেত, আমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম এটা কে? লোকেরা বললঃ এটা তাঁর চাচা আবু লাহাব" ।(আহমদ)[১]

মাসআলা-৭১ঃ ওহীর সাময়িক বিরতী থাকার মেয়াদে আবু লাহাবের স্ত্রী অপবাদ দিচ্ছিল যে তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছেঃ

عن جُنْدَب يقول: اشتكى النبيُّ (صلى الله عليه وسلّم) فلم يَقم ليلة أو ليلتين، فَأَتَتْهُ امرأةٌ فقالت: يا محمد ما أُرَى شيطانَكَ إلا قد تركَك، فأنزل اللّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى: ١ — ٣]. (رواه البخارى)

অর্থঃ"জুন্দুব বিন সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুস্থ ছিলেন, তাই দুই বা তিন দিন তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠতে পারেন নাই, প্রতিবেশী এক মহিলা (আবু লাহাবের স্ত্রী) এসে বলতে লাগল হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার মনে হচ্ছে তোমার শয়তান (জিবরীল) তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। দুই অথবা তিন রাত থেকে সে তোমার কাছে আসছে না, এর পরিপেক্ষিতে আল্লাহ্ সূরা জোহা অবতীর্ণ করলেন (শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি" (বোখারী)[২]

মাসআলা-৭২ঃ আবুলাহাবের স্ত্রী উম্মু জামীল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মারার জন্য ধারালো পাথর নিয়ে এসেছিল কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে হেফাযত করেছেনঃ

عن اسماء بنت ابى بكر (رضى الله عنها) قالت لما نزلت(تبت يدا ابى لهب) اقبلت العوراء ام جميل بنت حرب ولها وَلْوَلَةٌ وفى يدها فهر وهى تقول مذمما ابينا ودينه قلينا وامره عصينا ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) جالس فى المسجد ومعه ابو بكر (رضى الله عنه) فلما راها ابو بكر (رضى الله عنه) قال يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لقد اقبلت وانا اخاف عليك ان تراك فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انها لن ترانى وقرء قرآنا اعتصم به كما قال الله تعالى و(واذا قرأت القرآن... مستورا فاقبلت حتى وقفت على ابى بكر (رضى الله عنه) ولم تر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالت يا ابا بكر (رضى الله عنه) انى اخبرت ان صاحبك هجانى فقال لا ورب هذا البيت ما هجاك فَوَلَّت وهى تقول قد علمت قريش انى ابنة سيدها (رواه ابوحاتم)

---

১ - কিতাবুত্তাফসীর,সূরা তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব।

২ - কিতাবুত তাফসীর, বাব কাউলিহি মা ওয়াদ্দায়াকা রাব্বুকা ওমা কালা।

অর্থঃ" আসমা বিনতু আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন সূরা লাহাব অবতীর্ণ হল, তখন টেরা মহিলা উম্মু জামিল বিনতু হারব তার হাতে মুষ্টিভরা পাথর নিয়ে চিল্লাতে চিল্লাতে আসল এবং বললঃ" আমরা এ নিকৃষ্ট (মোহাম্মদ) কে অস্বীকার করেছি, তার দ্বীন প্রত্যাখ্যান করেছি, তার নির্দেশ অমান্য করেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে মসজিদে হারামে উপস্থিত ছিলেন, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে দেখে বলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সে (আবু লাহাবের স্ত্রী) আসছে, আমার ভয় হচ্ছে যে আপনাকে দেখে কোন খারাপ আচরণ না করে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সে আমাকে কখনো দেখতে পাবে না। এর পর তিনি তার দুর্ব্যবহার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোরআ'ন তেলওয়াত করতে শুরু করলেন, এর পর যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন "হে মোহাম্মদ যখন তুমি কোরআ'ন তেলওয়াত কর তখন আমি তোমার মাঝে এবং পরকালে অবিশ্বাসীদের মাঝে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। (সূরা বানী ইসরাঈল-৪৫)
উম্মু জামিল আসল এবং আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট এসে দাঁড়াল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখতে পেলনা, বলতে লাগল, আবু বকর আমি শুনেছি যে তোমার বন্ধু আমাকে গালিগালাজ করেছে, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ এঘরের রবের কসম। সে তোমাকে গালিগালাজ করে নাই, একথা শুনে উম্মু জামিল এবলে ফিরে চলে গেল কোরাইশরা জানে যে আমি তাদের নেতার মেয়ে" (ইবনু আবু হাতেম)।[১]

নোটঃ উল্লেখ্যঃ ১)আবুলাহাবের স্ত্রীর নাম আরওয়া ছিল, উপনাম ছিল উম্মু জামিল, আবু সুফিয়ন বিন হারবের বোন, হারব বিন উমাইয়্যার মেয়ে।
২)বাযযারের বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ফেরেশ্তা আমার এবং উম্মু জামিলের মাঝে আড় হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, তাই সে আমাকে দেখে নাই। (ইবনু কাসীর)
৩)আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ মোহাম্মদ তোমাকে গালি গালাজ করে নাই এর অর্থ হল এইযে, এ অবমাননা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা করে নাই।

মাসআলা-৭৩ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছেলের মৃত্যুর পর তাঁকে অবমাননার ছলে আস বিন ওয়ায়েল এবং আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে র্নিবংশ বলে ছিলঃ

عن يزيد بن رومان(رضى الله عنه) قال كان العاص بن وائل اذا ذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول دعوه فانه رجل ابتر لا عقب له فاذا هلك انقطع ذكره فانزل الله فى ذلك (ان شانئك هو الابتر)(ذكره ابن كثير)

১ - ইমাম ইবনু কাসীর লিখিত তাফসীর কোরআ'নুল আযীম, তাফসীর তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব।

অর্থঃ"ইয়াযিদ বিন রোমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আস বিন ওয়ায়েল এর নিকট যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারে আলোচনা করা হত তখন সে বলতেনঃতার কথা বাদ দাও, সে নির্বংশ, তার পরে তার, কোন ছেলে সন্তান নেই, তার মৃত্যুর পর তার নাম নেয়ার মত কেউ থাকবে না। এব্যাপারে আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন।" নিশ্চয়ই তোমার দুশমন নির্বংশ"। (ইবনুকাসীর)[১]

عن عطاء رحمه الله قال: حين مات ابن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فـذهب ابـو لهـب الى المشركين فقال بتر محمد الليلة فانزل الله فى ذلك (ان شانئك هو الابتر(ذكره ابن كثير)

অর্থঃ" আতা (রাহিমহুল্লাহ্) থকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছেলে ইন্তেকাল করল তখন আবু লাহাব মোশরেকদের নিকট গিয়ে বললঃ আজ রাতে মোহাম্মদ নির্বংশ হয়ে গেছে, তখন আল্লাহ্ এআয়াত অবতীর্ণ করলেন" নিশ্চয়ই তোমার দুশমনরাই নির্বংশ"। (ইবনু কাসীর)[২]

মাসআলা-৭৪ঃ মসজিদ হারামে উকবা বিন আবু মুয়িত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার চেষ্টা করছিল কিন্তু তখন আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তা প্রতিহত করলেনঃ

عن عروة بن الزبير(رضى الله عنه) قال سألت عبد الله بن عمرو (رضى الله عنه) عن اشد ما صنع المشركون برسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال رأيت عقبة ابن ابى معيط جاء الى النبى (صـلى الله عليه وسلم) وهو يصلى فوضع رداءه فى عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء ابو بكر (رضـى الله عنه) حتى دفعه عنه فقال اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله وقدجاءكم بالبينات مـن ربكـم (رواه البخارى)

অর্থঃ" উরওয়া বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করলাম যে মোশরেকরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সবচেয়ে বেশি কষ্ট কি দিয়েছে? সে বললঃ আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদ হারামে নামায আদায় করছিলেন, এমতাবস্থায় উকবা বিন মুয়িত এসে স্বীয় চাদর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গলায় রেখে জোড়ে টান দিল, ইতি মধ্যে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে আসলেন এবং উকবাকে প্রতিহত করলেন আর বললেনঃ তোমরাকি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ যে বলে আমার রব আল্লাহ্ আর সে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলীলসমূহ নিয়ে এসেছে?" (বোখারী)[৩]

---

১ - তাফসীর ইবনু কাসীর, সূরা আল কাউসার।
২ - তাফসীর ইবনু কাসীর, সূরা আল কাউসার।
৩ - কিতাবুল মানাকেব, বাব মানাকেবুল মোহাজেরীন।

মাসআলা-৭৫ঃ আবু জাহাল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু তার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারে নাইঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال ابو جهل لئن رأيت محمدا (صلى الله عليه وسلم) يصلى عند الكعبة لاطأن على عنقه فبلغ النبى (صلى الله عليه وسلم) فقال لو فعله لاخذته الملائكة تابعة (رواه البخارى)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবু জাহাল বললঃ যদি আমি মোহাম্মদকে কা'বা ঘরের নিকট নামায আদায় করতে দেখি তাহলে তার গর্দান পিষে দিব, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একথা জানতে পেরে বললেনঃ যদি সেতা করত তাহলে ফেরেশ্তা তাকে ধরে টুকরা টুকরা করে ফেলত"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-৭৬ঃ আবু জাহাল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হল কিন্তু বিফল হয়ে ফিরে আসলঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال ابو جهل هل يعفر محمد (صلى الله عليه وسلم) وجهه بين اظهركم قال فقيل نعم فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لاطأن على رقبته او لاعفرن وجهه فى التراب قال فاتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو يصلى زعم ليطاء على رقبته قال فلما فَجِئَهُم منه الا هو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه قال فقيل له مالكم فقال ان بينى وبينه لخندقا من نار وَهَولاً واجنحة فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوا عضوا (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবু জাহাল লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযের সময় স্বীয় মুখ মাটিতে রাখে কি? লোকেরা বললঃ হাঁ। আবু জাহাল বললঃ লাত ও উজ্জার কসম! আমি যদি তাকে এরূপ করতে দেখি তাহলে তার গর্দান পিষে দিব, অথবা তার মুখ মাটির সাথে মিশিয়ে দিব, একদা তিনি নামায আদায় করছিলেন এমতাবস্থায় (আবু জাহাল) তাঁর গর্দান পিষে দেয়ার জন্য সামনে অগ্রসর হল, কিন্তু হঠাৎ পেছনে হটে গেল এবং হাত দিয়ে নিজে নিজেকে বাঁচাতে লাগল, লোকেরা জিজ্ঞেস করল কি হল? আবু জহাল বললঃ আমার এবং মোহাম্মদের মাঝে একটি আগুনের কুয়া ছিল অত্যন্ত ভয়ানক এবং অনেক পাখা বিশিষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সে যদি আমার নিকটবর্তী হত তাহলে ফেরেশ্তা তাকে টুকরা টুকরা করে দিত"। (মুসলিম)[২]

১ - কিতাবুত তাফসীর, বাব কাউলিহি তা'লা লাইনলাম ইয়ানতাহি লানাসফায়াম বিন্নাসিয়াতিন কাযিবাতিন খাতিয়া।

২ - কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব সিফাতুল কিয়ামা ওয়াল জান্না ওয়া ন্নার।

মাসআলা-৭৭ঃ আবু জাহাল নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাথা পাথর দিয়ে গুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রক্ষা করেছেনঃ

عن ابن عباس (رضي الله عنهما) في قصة طويلة ... قال ابو جهل بن هشام يا معشر قريش ان محمدا (صلى الله عليه وسلم) قد ابى الا ماترون من عيب ديننا وشتم اباءنا وتسفيه احلامنا وسب آلهتنا واني عاهد الله لاجلس له غدا بحجر فاذا سجد صلاته فضحت به رأسه فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدالهم فلما اصبح ابو جهل ... اخذ حجرا ثم جلس لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينتظره وغدا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما كان يغدو فقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في انديتهم ينتظرون فلما سجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) احتمل ابوجهل الحجر ثم اقبل نحوه حتى اذا دنا منه رجع منتهيا منتقعا لونه مرغوبا قد يسبب يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده وقامت اليه رجال من قريش فقالوا له مالك يا ابا الحكم؟ فقال قمت اليه لافعل ما قلت لكم البارعة فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الابل والله ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا انيابه لفحل قط فهو يأكلني (رواه البيهقي)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, একটি দীর্ঘ হাদীসে, আবু জাহাল বিন হিশাম বললঃ হে কোরাইশরা তোমরা দেখছ যে মোহাম্মদ আমাদের দ্বীনে কালিমা লেপন করছে, আমাদের বাপ-দাদাদের সাথে বেয়াদবী করছে, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে বোকা বানাচ্ছে, আমাদের মূর্তিসমূহকে গালি গালাজ করা থেকে বিরত থাকছে না। তাই আমি আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করছি যে আগামী দিন আমি একটি পাথর নিয়ে এসে বসে থাকব আর যখন সে নামাযের মধ্যে সেজদায় যাবে তখন তার মাথা ফাটিয়ে দিব, এর পর আবদু মানাফ বংশ যা খুশি তা করুক, সকালে আবু জাহাল একটি পাথর নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমনের অপেক্ষায় বসে থাকল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর অভ্যাস মোতাবেক আসল এবং নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন, মক্কার কোরাইশরাও তাদের নিজ নিজ বৈঠকে বসল, তারা আবু জাহালের কান্ড দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সেজদায় গেলেন তখন আবু জাহাল পাথর নিয়ে সামনে অগ্রসর হল, যখন তাঁর নিকটবর্তী হল তখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পিছু হটল, তার রং পরিবর্তন হয়ে গেল, সে এত ভীত সন্ত্রস্ত ছিল যে, তার উভয় হাত পাথরে লেগেছিল, সে খুব কষ্ট করে পাথর থেকে তার হাত ছাড়িয়ে ছিল, কোরাইশ নেতারা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল আবুল হাকাম তোমার কি হয়েছে? আবু জাহাল বললঃ কালকের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি যখন প্রস্তুত হলাম এবং মোহাম্মদের নিকটবর্তী হলাম তখন আমার এবং তাঁর মাঝে একটি ষাঁড় উট

দাঁড়িয়ে গেল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আজ পর্যন্ত কোন উটের এধরনের মাথা, কাঁধ এবং দাঁত কখনো দেখি নাই, আর তা আমাকে খেতে চাচ্ছিল"। (বাইহাকী)[১]

মাসআলা-৭৮ঃ মক্কার কোরাইশরা ইসলামের দাওয়াতকে প্রতিহত করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবুতালেব উভয়কে হত্যা করার ব্যাপারে প্রকাশ্যে ধমক ঃ

قال محمد بن اسحاق جاءت قريش الى ابى طالب فقالوا: يا ابا طالب ان لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وانا قد استنهيناك من ابن اخيك فلم تنهه عنا وانا والله لا نصبر على هذا من شتم ابائنا وتسفية احلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا او تنازله و اياك فى ذالك حتى يهلك احد الفريقين، بعث الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال له يا ابن اخى ان قومك قد جاءونى فقالوا لى كذا وكذا للذى كانوا قالوا له فابق علىّ وعلى نفسك ولا تحملنى من الامر ما لا اطيق قال فظن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انه قد بدا لعمه فيه بدو وانه خاذله ومسلمه وانه قد ضعف عن نصرته والقيام معه قال، فقال له رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يا عم والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركته قال ثم استعبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فبكى ثم قام فلما ولى ناداه ابو طالب فقال اقبل يا ابن اخى فاقبل عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال اذهب يا ابن اخى فقل ما احببت فوالله لا اسلمتك لشئ ابدا (رواه ابن كثير)

অর্থঃ "ইবনু ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কোরাইশদের একটি প্রতিনিধি দল আবু তালেবের নিকট আসল এবং বললঃ হে আবু তালেব তুমি আমাদের মুরুব্বী এবং আমাদের নিকট সম্মানিত ব্যক্তি, আমরা তোমার নিকট আবেদন করেছিলাম যে তুমি তোমার ভাতিজাকে একাজ থেকে বিরত রাখ, কিন্তু তুমি তা কর নাই, আল্লাহ্‌র কসম! এখন আমরা ধৈর্যধরতে পারব না, মোহাম্মদ আমাদের বাপ-দাদাদেরকে মন্দ বলে, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে বোকামী মনে করে, আমাদের মূর্তিদেরকে কালিমাময় করে, এখন তুমি তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাক, অন্যাথায় তোমার সাথে এবং মোহাম্মদের সাথে আমরা এমন যুদ্ধ শুরু করব যার মাধ্যমে আমাদের এ উভয় পক্ষের কোন এক পক্ষ অবশ্যই শেষ হবে, এর ফলে আবু তালেব মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ডেকে পাঠাল, এবং বললঃ হে আমার ভাতিজা তোমার বংশের লোকেরা আমার নিকট এসেছিল এবং তারা এই এই কথা বলে গেছে, আমার ভাতিজা এখন তুমি তোমার নিজের উপর এবং আমার উপরও অনুগ্রহ কর, আমার উপর এতটা চাপ সৃষ্টি কর না যা আমি সহ্য করতে পারব না। মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চিন্তা করল যে চাচার মনে

১ - আল্‌বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিরাতুর রাসূল, বাবুল আমর বিইবলাগির রিসালা (৩/৪৮)

কোন নুতন চিন্তা এসেছে তাই তিনি আমার দায়ভার এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে এবং আমাকে কাফেরদের নিকট হস্তান্তর করতে চাচ্ছে, অথবা তিনি আমাকে সাহায্য করা এবং আমার দায়ভার নিয়ে থাকতে অপারগ হয়ে গেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ চাচা আল্লাহ্র কসম! যদি তারা আমার এক হাতে সূর্য এবং অপর হাতে চাঁদ এনে দেয় যাতে আমি একাজ থেকে বিরত থাকি তবুও আমি কখনো তা পরিত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ এ দ্বীনকে বিজয় করবেন। একাজ করে করে আমি মৃত্যুবরণ করব, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেল তিনি কাঁদতে লাগলেন, এরপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বের হয়ে আসতে লাগলেন, তখন আবু তালেব পেছন থেকে তাঁকে ডাকল, যখন তিনি ফিরে আসলেন তখন আবু তালেব বললঃ হে আমার ভাতিজা যাও যা খুশী বল আল্লাহ্র কসম! আমি কোনভাবেই তোমার দায়ভার ছাড়ব না"। (ইবনু কাসীর)[১]

মাসআলা-৭৯ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার ব্যাপারে কোরাইশ নেতাদের আবু তালেবের সাথে আরেকবারের কথোপকথনঃ

قال ابن اسحاق ان قريشا حين عرفوا ان ابا طالب قد ابى خذلان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واسلامه واجماعه لفراقهم فى ذالك وعدواته، مشوا اليه بعمارة بن وليد بن المغيرة فقالوا له يا ابا طالب هذا عمارة بن وليد انهد فتى فى قريش واجمله فخذه تلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك؟ واسلم الينا ابن اخيك هذا الذى قد خالف دينك ودين ابائك وفرق جماعة قومك وسفه احلامنـــا فنقتله فانما هو رجل برجل قال والله لبئس ما تسومونى اتعطونى ابنكم اغدوه لكم واعطيكم ابنى فتقتلونه هذا والله مالايكون ابدا (ذكره ابن كثير)

অর্থঃ" ইবনু ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কোরাইশরা এবিষয়ে সুদৃঢ় হল যে, আবু তালেব কোনভাবেই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাদের নিকট হস্তান্তর করবেন না এবং তাঁর দায়িত্বভার পালন করাও ত্যাগ করবে না। বরং আবু তালেব মুশরেকদেরকে পরিত্যাগ করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন তারা আবুতালেবের সাথে তাদের শত্রুতার কথা পরিষ্কার করে বুঝতে পারল, (তাই এক দিন কোরাইশরা) আম্মারা বিন ওলিদ বিন মুগীরা কে সাথে নিয়ে আবু তালেবের নিকট উপস্থিত হল এবং বললঃ আবু তালেব! আম্মারা বিন ওলীদ কোরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, সুন্দর যুবক, তাকে তুমি গ্রহণ কর তুমি তার অভিভাবক হয়ে যাও, তাকে তুমি তোমার ভাতিজা হিসেবে গ্রহণ কর, সে তোমার হয়ে থাকবে, আর তোমার ভাতিজাকে আমাদের নিকট হস্তান্তর কর, যে তোমাকে এবং তোমার বাপ-দাদার দ্বীনের বিরোধীতা করে, তোমার জাতিকে বিভক্ত করেছে, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিকে বোকামী মনে করছে, আমরা তাকে হত্যা করব, আর এটা এক ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির বিনিময় হয়ে যাবে, আবু তালেব বললঃ আল্লাহ্র

১ - আলা বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিরাতুর রাসূল, ফাসল মোফাওয়াযাতু কোরাইশ আবি তালেব(২/৫৩)।

কসম! এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বিনিময় তোমরা আমার নিকট দাবী করছ, কি তোমরা আমাকে তোমাদের ছেলেকে এজন্য দিচ্ছ যে আমি তাকে পানাহার করাব, আর আমার ছেলে তোমাদেরকে দিয়ে দিব যে তোমরা তাকে নিয়ে হত্যা করবে, আল্লাহ্র কসম! এটা কখনো হতে পারে না।" (ইবনু কাসীর)[১]

মাসআলা-৮০ঃ আবু জাহাল সাফা পাহাড়ের নিকটে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনেক গালি গালাজ করল এবং মারাত্মকভাবে অপমান করল কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুপ থাকলেনঃ

قال محمد بن اسحاق حدثني رجل ممن اسلم وكان واعية ان ابا جهل اعترض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عند الصفا فاذاه وشتمه وقال فيه ما يكره من العيب لدينه والتضعيف له فلم يكلمه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فذكر لحمزة بن عبد المطلب فاقبل نحوه حتى اذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجة منها شجة منكرة وقامت رجال من قريش من بنى مخزوم الى حمزة لينصروا اباجهل منه وقالوا مانراك يا حمزة الا قد صبوت قال حمزة ومن يمنعنى وقد استبان لى منه ما اشهد انه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وان الذى يقول حق فوالله لاانزع فامنعونى ان كنتم صادقين (ذكره ابن كثير)

অর্থঃ"মোহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে এঘটনা এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার স্মরণ শক্তিছিল শক্তিশালী, একদা আবু জাহাল সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গালি গালাজ করল, তাঁর মর্যাদা এবং তাঁর আনিত দ্বীনের ব্যাপারে কটূক্তি করল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উত্তরে কিছু বললেন না, এঘটনা হামযা বিন আবদুল মোত্তালেবের নিকট বলা হল, তখন তিনি সোজা আবু জাহালের নিকট আসল, এসে তার মাথার সামনে দাঁড়াল, নিজের ধনুক উচিয়ে তার মাথায় আঘাত করল এতে আবু জাহালের মাথা যখম হয়ে গেল, কোরাইশদের মাখযুম বংশের কিছু যুবক এঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) দিকে রেগে অগ্রসর হচ্ছিল আবু জাহালের সমর্থনে হামযার হাত থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য, তারা বললঃ হে হামযা! আমরা জানি তুমি নুতন দ্বীন গ্রহণ করেছ, হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরে বললঃ যখন আমার নিকট একথা স্পষ্ট যার আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল, আর সে যা কিছু বলে তা সত্য, তাহলে এমন কে আছে যে আমাকে এ দ্বীন গ্রহণ করার ব্যাপারে বাধা দিতে পারে? আল্লাহ্র কসম! আমি একথা থেকে কখনো পিছু হটব না, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে আমাকে বাধা দিয়ে দেখ।" (ইবনু কাসীর)[২]

---

১ - - আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিরাতুর রাসূল, ফাসল মোফাওয়াযাতু কোরাইশ আবি তালেব(৩/৫৩)।

২ - আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, সিরাতুর রাসূল, বাব ইসলাম হামযা বিন আবদুল মোত্তালেব,(৩/৩৮)।

মাসআলা-৮১ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার জন্য আবু জাহাল কোরাইশ নেতাদের মাধ্যমে বানি হাশেমের বয়কটের ব্যাপারে অত্যাচার মূলক সিদ্ধান্ত মঞ্জুর করলঃ

عن موسى بن عقبة (رضى الله عنه) قال ثم ان المشركين اشتدوا على المسلمين كاشد ما كانوا حتى بلغ المسلمين الجهد واشتد عليهم البلاء واجتمعت قريش فى مكرها ان يقتلوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) علانية فلما رأى ابو طالب عمل القوم جمع بنى عبد المطلب وامرهم ان يدخلوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شعبهم ويمنعوه ممن اراد قتله فاجتمعوا على ذالك مسلمهم وكافرهم فمنهم من فعله حمية ومنهم من فعله ايمانا ويقينا فلما عرفت قريش ان القوم قد منعوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واجتمعوا على ذلك اجتمع المشركون من قريش فاجتمعوا امرهم ان لا يجالسوهم ولايبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للقتل، وكتبوا فى مكرهم صحيفة وعهودا و مواثيق لا يقبلوا من بنى هاشم ابدا صلحا ولا تأخذهم به رأفة حتى يسلموه للقتل فلبث بنوا هاشم فى شعبهم يعنى ثلاث سنين واشتد عليهم البلاء والجهد، وقطعوا عنهم الاسواق فلا يتركوا طعاما يقدم مكة ولا بيعا الا بادروهم اليه فاشتروه يريدون بذالك ان يدركوا سفك دم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (رواه فى دلائل النبوة)

অর্থঃ“মূসা বিন উকবা থেকে বর্ণিত, মক্কার মুশরেকরা শেষে মুসলমানদের উপর তাদের সাধ্যানুযায়ী কঠোরতা আরোপ করতে শুরু করল, এতে মুসলমানরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল, তাদের কষ্ট এবং বিপদ আরো বৃদ্ধি পেল, মক্কার কোরাইশরা ও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রকাশ্যে হত্যা করার পরিকল্পনা নিল। যখন আবু তালেব এ অবস্থা পরিলক্ষিত করল তখন আবদুল মোত্তালিব বংশকে একত্রিত করল এবং তাদেরকে নির্দেশ দিল যে, তারা যেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শিআবে আবু তালেবে আশ্রয় দিয়ে তাঁকে হত্যা করা থেকে রক্ষা করে, ফলে সমস্ত মুসলমান এবং কাফের এ বিষয়ে একমত হয়ে গেল, মোত্তালেব বংশের কেউ একাজ তার বংশের সমর্থনের জন্য করেছে আবার কেউ নিজের অন্তর থেকেই করেছে। যখন মক্কার কোরাইশরা জানতে পারল যে, মোত্তালেব বংশও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বাঁচানোর জন্য এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন কোরাইশদের সমস্ত কাফেররা একত্রিত হল এবং নিজেদের মধ্যে তারা এবিষয়ে একমত হল যে, মোত্তালেব বংশের সাথে কেউ চলাফেরা করবে না, ব্যবসা বাণিজ্য করবে না, তাদের ঘরে যাতায়াত করবে না, যতক্ষণ না তারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার জন্য আমাদের নিকট হস্তান্তর করবে। মুশরেকরা লিখিত দলীলও প্রস্তুত করে নিয়েছে যার মধ্যে এ অঙ্গীকার লিখাছিল যে, হাশেম বংশের সাথে কখনো সন্ধির ব্যাপারে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না, না তাদের প্রতি আমরা দয়া পরবস হব, যতক্ষণ না তারা মোহাম্মদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যার উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট হস্তান্তর করবে, হাশেম বংশ শিআব আবু তালেবে তিন বছর পর্যন্ত থাকল, এসময়ে মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে গেল, মক্কার মুশরেকরা মুসলমানদের নিকট খাবার দাবার আসতে দিত না, বিক্রির উদ্দেশ্যে মক্কায় যা কিছু আসত তাও মুসলমানদের জন্য তারা রাখত না, নিজেরা তাড়াতাড়ি করে কিনে নিত, মক্কার মুশরেকরা এসমস্ত নির্যাতন এজন্য করত যাতে করে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করা যায়"।(বাইহাকী, দালায়েলু নবুয়া)[১]

মাসআলা-৮২ঃ তায়েফের তিন জন নেতার নিকট ও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন তিনজনই তাঁর সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করলঃ

মাসআলা-৮৩ঃ তিন নেতার ইঙ্গিতে ওখানকার বখাটে ছেলেরাও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাথর মেরে মেরে রক্তাক্ত করে ফেললঃ

عن محمد بن كعب القرظي (رضى الله عنه) قال لما انتهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الى الطائف عمد الى نفر من ثقيف، وهم يومئذ سادة ثقيف واشرافهم وهم اخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عمير ومسعود بن عمرو بن عمير وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف، وعند احدهم امرأة من قريش من بنى جمع فجلس اليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فدعاهم الى الله وكلمهم بما جائهم له من نصرته على الاسلام، والقيام معه على من خالفه من قومه فقال له احدهم هو يمرط ثياب الكعبة ان كان الله ارسلك وقال الاخر اما وجد الله احدا يرسله غيرك! وقال الثالث والله لا اكلمك ابدا. لئن كنت رسولا من الله كما تقول لانت اعظم خطرا من ان ارد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغى لى ان اكلمك فقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من عندهم وقد يئس من خير ثقيف، وقد قال لهم اذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنى فلم يفعلوا، واغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس، والجؤوه الى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد الى ظل حبلة من عنب، فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران اليه ويريان ما لقى من سفهاء اهل الطائف وقد لقى رسول الله (صلى اله عليه وسلم) المرأة التى من بنى جُمَعَ فقال لها: ماذا لقينا من احمائك؟ فلما اطمأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا ارحم الراحمين، انت رب المستضعفين وانت ربى الى من تكلنى؟ الى بعيد يَتَجَهَّمنى؟ ام الى عدو ملّكته امرى؟ ان لم يكن بك على غضب فلا ابالى ولكن عافيتك هى اوسع لى اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمات، وصلح عليه امر الدنيا والاخرة

১ - দালায়েলুন নবুয়া, সিরাতুর রাসূল, বাব ইসলাম হামযা বিন আবদুল মোত্তালেব(৩/৩৮)।

من ان تنزل بي غضبك او يحل عليَّ سخطك، لك العُتْبيْ حتي ترضي ولا حول ولا قوة الا بـــك؟ قال فلما رأه ابنا ربيعة وعتبة وشيبة وما لقي تحركت له رحمهما فدعو غلاما لهما نصرانيا، يقال له عداس فقالا له خذ قطفا من العنب فضعه فى هذا الطبق ثم اذهب به الى ذالك الرجل فقل له يأكل منه ففعل عداس، ثم اقبل به حتي وضعه بين يدى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم قال له: كل فلما وضع رسول الله (صلي الله عليه وسلم) فيه يده قال بسم الله ثم اكل، فنظر عداس فى وجهه ثم قال والله ان هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومـــن اهل اى البلاد انت يا عداس، وما دينك؟ قال نصراني وانا رجل من اهل نينواى، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من قرية الرجل الصالح يونس بن متي؟ فقال له عداس وما يدريك ما يونس بن متي؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذاك اخي كان نبيا وانا نبي فَاَكَبَّ عـــداس علـــى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقبل رأسه ويديه وقدميه (ذكره فى روض الانف)

অর্থঃ"মোহাম্মদ বিন কা'ব কোরাযী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তায়েফ পৌঁছলেন তখন সাকীফ বংশের তিন জন নেতার নিকট গেলেন, (১)আবদু ইয়া লাইল বিন আমর বিন ওমাইর (২)মাসউদ বিন আমর বিন ওমাইর (৩) হাবীব বিন আমর বিন ওমাইর। তারা তিন জন আপন ভাই ছিল, তাদের মধ্যে এক ভায়ের সাথে কোরাইশ বংশের বনি জুমহ শাখার এক নারীর বিয়ে হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিকট বসলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দ্বীনের দাওয়াত দিলেন, তাদেরকে বললেনঃ যে আমি ইসলামের সাহায্য কামনায় আপনাদের নিকট এসেছি, এবিষয়ে যারা বিরোধীতা করে তাদের ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য চাই, তাদের মধ্য থেকে এক ভাই বললঃ যদি আল্লাহ্ তোমাকে নবী করে থাকে তাহলে আমি কা'বা ঘরের পর্দা ছিড়ে ফেলব তবুও তোমাকে সাহায্য করব না, অপর জন বললঃ নবুয়তের দায়িত্ব দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তোমাকে ব্যতীত আর কাউকে পায় নাই? তৃতীয় জন বললঃ আল্লাহ্র কসম আমিতো তোমার সাথে কখনো কোন কথাই বলব না, যদি তুমি তোমার দাবী অনুযায়ী রাসূল হয়ে থাক তাহলে তোমার কথা প্রতিহত করা আমার জন্য কঠিন বিপদের কারণ হবে, আর যদি তুমি আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাক তাহলে আমি তোমার সাথে কোন কথাই বলতে চাই না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাকীফ বংশের নেতাদের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, অবশ্য তাদেরকে বললেনঃ "তোমরা আমার সাথে যে আচরণ করেছ তা তোমরা গোপন রাখবে" কিন্তু তারা তা মনল না বরং তাদের ক্রীতদাস এবং কর্মচারীদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গালী দিত এবং তালী বাজাত, এমনি মুহূর্তে লোকদের ভীড় হয়ে গেল আর তারা তাঁকে উতবা বিন রাবিয়া এবং সাইবা বিন রাবিয়ার বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল, এর পর সাকীফ বংশের সমস্ত ক্রীতদাসেরা পালিয়ে গেল, তিনি একটি আঙ্গুর বাগানের ছায়ায় পিঠ লাগিয়ে বসে গেলেন, রাবিয়ার

দুই ছেলে উতবা এবং সাইবা এসমস্ত দৃশ্য অবলোকন করছিল এবং তায়েফ বাসীর পক্ষ থেকে যেসমস্ত কষ্ট তিনি ভোগ করছিলেন তাও তারা দেখছিল, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জামু' বংশের এক নারীর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেনঃ দেখ তোমার শশুর পক্ষের লোকেরা আমাদের সাথে কি আচরণ করল? যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শারীরিক অবস্থা কিছুটা উন্নত হল তখন তিনি আল্লাহ্র নিকট এ দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ্ আমি আমার দুর্বলতা, আমার অযোগ্যতা এবং মানুষের নিকট আমার সমাদর না থাকার অভিযোগ আমি তোমার নিকট করছি, হে আরহামুর রাহেমীন তুমিই দুর্বলদের রব, আর তুমিই আমার রব, তুমি আমাকে কাদের নিকট ন্যস্ত করেছ? এমন অপরিচিতদের নিকট যারা আমার সাথে নির্মম আচরণ করছে, বা এমন দুশমনদের নিকট যাদেরকে তুমি আমার উপর কর্তৃত্ব দিয়েছ? যদি তুমি আমার প্রতি রাগান্বিত না হও তাহলে এককষ্টের ব্যাপারে আমার কোন পরওয়া নেই, কিন্তু তোমার ক্ষমা আমার এদুর্বলতার তুলনায় অনেক ব্যাপক, আমি তোমার ঐ আলোক উজ্জ্বল চেহারার (সত্বার) আশ্রয় চাই যার মাধ্যমে অন্ধকার দূরিভূত হয়, যাঁর প্রতি সত্যিকার ঈমান দুনিয়া এবং আখেরাতের সকল বিষয়কে সুন্দরময় করে। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই ঐ বিষয় থেকে যে, আমার উপর যেন তোমার রাগ বা তোমার অসন্তুষ্টি না আসে। আমি শুধু তেমার সন্তুষ্টি কামনা করি যাতে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক। তোমার তাওফিক ব্যতীত ভাল কাজ করার ক্ষমাতা কারো নেই। যখন রাবিয়ার ছেলে উতবা এবং শাইবা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এই অবস্থায় দেখল তখন তাদের মাঝে দয়ার অনুভূতি জাগ্রত হল, তখন তারা তাদের খৃষ্টান কৃতদাস আদ্দাসকে ডাকল এবং বললঃ আঙ্গুরের একটি থোকা নিয়ে প্লেটে রাখ এবং ঐ ব্যক্তিকে খাওয়ার জন্য দিয়ে আস। আদ্দাস আঙ্গুর নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট উপস্থিত হল এবং তাঁর সামনে রাখল, আর বললঃ খাবার গ্রহণ করুন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিসমিল্লাহ্ বলে স্বীয় হাত সামনে বাড়ালেন, আর আঙ্গুর খেতে শুরু করলেন, আদ্দাস গভীরভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেহারার দিকে দেখতে থাকল এর পর বললঃ এ এলাকার লোকেরা তো একথা 'বিসমিল্লাহ্ ' বলে না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদ্দাসকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন এলাকার অধিবাসী এবং তোমার দ্বীন কি? আদ্দাস উত্তরে বললঃ আমি একজন খৃষ্টান এবং নিনোয়ার অধিবাসী। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললঃ তাহলে তুমি কি সৎ লোক ইউনুস বিন মাত্তার এলাকার লোক? আদ্দাস তখন বললঃ ইউনুস বিন মাত্তাকে তুমি কি করে চিনলে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সে আমার ভাই ছিল, সেও নবী ছিল আমিও নবী। একথা শুনে আদ্দাস রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে ঝুকে পড়ল এবং তাঁর হাত, পা চুমাতে লাগল। (ঘটনাটি রাওজুল আনফ নাম গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে)।

মাসআলা-৮৪ঃ হিজরতের পূর্বে মক্কার মুশরেকরা আবু জাহেলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সম্মিলিত ভাবে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

নিয়ে ছিল যাতে করে হাশিম বংশ নিদৃষ্ট কোন বংশের নিকট রক্তপণ দাবী করতে না পারেঃ

واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين

অর্থঃ" আর কাফেররা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য, তখন তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং আল্লাহ্ ও স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বাঁচানোর তদবীর করতে থাকেন, আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বাধিক দৃঢ় তদবীরকারী" । (সূরা আনফাল-৩০)

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال : ان نفرا من قريش من اشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم ابليس فى صورة شيخ جليل فلما راوه قالوا له من انت؟ قال شيخ من اهل نجد، سمعت انكم اجتمعتم فاردت ان احضركم ولن يعدمكم رايي ونصحى. قالوا: اجل ادخل فدخل معهم ، فقال: انظروا فى شأن هذا الرجل ، والله ليوشكن ان يواثبكم فى امركم بامره. فقال قائل منهم : احسبوه و فى وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة انما هو كاحدهم. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدى ، فقال : والله ماهذا لكم برأى والله ليخرجنه ربه من محبسه الى اصحابه فليوشكن ان يثبوا عليه حتى ياخذوه من ايديكم فيمنعوه منكم، فما امن عليكم ان يخرجو كم من بلادكم، حتى يأخذوه من ايديكم فيمنعوه منكم، فما امن عليكم ان يخرجوكم من بلادكم، قالوا صدق الشيخ فانظروا فى غير هذا، قال قائل منهم اخرجوا من بين اظهركم فتستريحوا منه فانه اذا خرج لن يضركم ما صنع واين وقع اذا غاب عنكم اذاه وسترحتم وكان امره فى غيركم فقال الشيخ النجدى: والله ما هذا لكم برأى الم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه، واخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه ثم ليأتين اليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل اشرافكم قالوا: صدق والله ، فانظروا رأيا غير هذا، قال: فقال ابو جهل لعنه الله، و الله لاشيرن عليكم برأى ما اركم ابصرتموه بعد، لا ارى غيره، قالوا: وما هو؟ قال:تاخذون من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهدا، ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فاذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل كلها، فما اظن هذا الحى من بنى هاشم يقوون على حرب قريش كلها.فانهم اذا راو ذالك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا اذاه، قال :فقال الشيخ النجدى: هذا والله هو الرأى، القول ما قال الفتى لا ارى غيره، قال: فتفرقوا على ذالك وهم مجموعون له.فاتى جبريل النبى (صلى الله عليه وسلم) فامره ان لا يبيت فى مضجعه الذى كان يبيت فيه واخبره بمكر القوم فلم يبيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى بيته تلك الليلة واذن الله له عند ذالك بالخروج .(ذكره ابن كثير)

অর্থঃ" ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বিভিন্ন বংশের সর্দারদের মধ্য থেকে কোরাইশদের একটি দল দারুন নাদওয়ায় বৈঠক করার ব্যাপারে পরামর্শ করল, কিন্তু ইবলিস একজন বুযুর্গের ছদ্দবেশে বাধা হয়ে দাঁড়াল, যখন (কোরাইশরা) তাকে দেখল তখন তারা তাকে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি কে? সে বলল: আমি নাজদ এলাকার একজন বুজুর্গ, আমি শুনেছি তোমরা মিটিং করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছ, তাই আমি তোমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছি, যাতে করে তোমরা আমার পরামর্শ এবং অভিমত থেকে বঞ্চিত নাহও। তারা বলল: তাহলে আমাদের সাথে প্রবেশ কর। তখন সে তাদের সাথে প্রবেশ করল, সে বললঃ এ লোকটির ব্যাপারে লক্ষ্য রাখ, আল্লাহ্র কসম আমার ভয় হচ্ছে যে সে তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে যায় কি না। তখন তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললঃ তাকে বন্দী করা উচিত যাতে বন্দী অবস্থায়ই সে ধ্বংস হয়ে যায়, যেভাবে ইতি পূর্বে জুহাইর ও নাবেগা কবিকে ধ্বংস করা হয়েছিল, নিশ্চয়ই সে তাদের মতই একজন, বর্ণনাকারী বলেনঃ তখন আল্লাহ্র দুশমন ইবলিস ,নজদ এলাকার বুজুর্গ চিল্লিয়ে উঠল, অতঃপর বললঃ আল্লাহ্র কসম এটা আমার রায় নয়, আল্লাহ্র কসম! তাঁর প্রভূ তাকে এই বন্ধন থেকে বের করে নিয়ে যাবে আর সে তাঁর সাহাবীদের নিকট পৌঁছে যাবে। আর এই সম্ভবনাও আছে যে, তাঁর সাহাবীরা তাঁকে তোমাদের বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে এবং তোমাদের হাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। আর আমার আশন্কা হচ্ছে যে, এরপর সে তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দিবে। লোকেরা বললঃ নজদ এলাকার বুজর্গ সঠিক কথা বলেছে অতএব তোমরা অন্য কোন পরামর্শ পেশ কর। অপর এক ব্যক্তি বললঃ তাকে আমাদের দেশ থেকে দেশান্তরিত করে দাও, এর পর সে যাকিছু পারে করুক তাকে তোমরা কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর তোমরা আরামে জীবন যাপন করতে থাক, আর সে যখন এখানে থাকবে না তখন তোমরা আরামে জীবন যাপন করতে পরবে, তাঁর সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। নাজদ এলাকার বুজর্গ বললঃ এই পরামর্শও সাঠিক মনে হচ্ছে না, তোমরা কি দেখছ না যে তার কথা কত হৃদয় গ্রাহী, আল্লাহ্র কসম ! যদি তোমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর তাহলে সে সমস্ত আরব বিশ্বকে একাকার করে ফেলবে, এর পর ঐসমস্ত লোকেরা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিবে, আর তোমাদের নেতাদেরকে হত্যা করবে, তারা বললঃ আল্লাহ্র কসম ! এটা বাস্তব সম্মত কথা, অন্য কোন সিদ্ধান্তের কথা চিন্তা কর। আবু জাহাল বলতে লাগল আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদেরকে একটি পরামর্শ দিচ্ছি আমার মতে এরচেয়ে আর কোন ভাল পরামর্শ হতে পারে না। লোকেরা বললঃ সেটা কি? সে বললঃ প্রত্যেক বংশ থেকে একজন করে বীর যুবক বাছাই কর এবং প্রত্যেককে একটি করে ধারাল তরবারী দাও এর পর সবাই মিলে

এক সাথে তার উপর আক্রমণ করবে এবং তাঁকে হত্যা করবে, এভাবে হত্যা করলে তার রক্ত পাতের দায়িত্ব সকল বংশে ছড়িয়ে পড়বে আর আমার মনে হয়না যে বনি হাশেম কোরাইশদের সকল বংশের সাথে যুদ্ধ করার সাহস করবে, বাধ্য হয়ে তাদেরকে রক্তপণ গ্রহণ করতে হবে আর আমরা সবাই রক্ত পণ দিয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করব। এ রায়ের ব্যাপারে নাজদের বুযুর্গ সাথে সাথে বলে উঠল, আল্লাহ্‌র কসম! আমারও এই রায়, আমার মতে এর চেয়ে উত্তম আর কোন রায় হতে পারে না, এ সিদ্ধান্তের উপর ঐক্যমতের পর বৈঠক মূলতবী করা হল। এদিকে জীবরীল (আঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হল এবং কোরাইশ নেতাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁকে অবগত করাল, আর বললঃ যে বিছানায় আপনি রাত্রি যাপন করেন আজ রাতে ঐ বিছানায় রাত্রি যাপন করবেন না, তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ রাত নিজ ঘরে যাপন করলেন না, এর পর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মদীনায় হিযরত করার নিদের্শ দিলেন। (এঘটনাটি ইবনু কাসীর বর্ণনা করেছেন)

মাসআলা-৮৫ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরত করার সময় কাফের নেতারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁদের উভয়কে বা কোন একজনকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় গ্রেপ্তার কারীকে একশত উট পুরস্কার হিসেবে দেয়ার কথা ঘোষণা করলঃ

عن سراقة بن مالك بن جعشم (رضى الله عنه) قال: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون فى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وابى بكر دية كل واحد منهما من قتله او اسره (رواه البخارى)

অর্থঃ" সুরাকা বিন মালেক বিন জু'শাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদের নিকট কোরাইশদের দূত আসল, সে বললঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যাকারী বা তাদেরকে বন্দীকারীকে তাঁদের প্রত্যেকের বিনিময়ে একশত উট পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-৮৬ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে গ্রেপ্তার করার জন্য মক্কার কাফেররা গারে সাউর পর্যন্ত গিয়ে ছিল কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছেঃ

عن ابى بكر الصديق (رضى الله عنه) قال: نظرت الى اقدام المشركين على رءوسنا ونحن فى الغــار فقلت: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لو ان احدهم نظر الى قدميه ابصرنا تحت قدميه فقال (يا ابابكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما) (رواه مسلم)

১ -কিতাবুল মানাকেব, বাব হিজরাতুন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া আসহাবীহি ইলাল মাদীনা।

অর্থঃ" আবুবকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ গারে সাউরে অবস্থান কালে আমি আমাদের মাথার উপর কাফেরদের পা সমূহ দেখতে পেলাম, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)তাদের কেউ যদি তাদের পায়ের দিকে তাকায় তাহলে তারা আমাদেরকে দেখে ফেলবে, তিনি বললেনঃ আবুবকর! এ দু'ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? তাদের সাথে তৃতীয় জন রয়েছেন আর তিনি হলেন আল্লাহ্" ।(মুসলিম)

মাসআলা-৮৭ঃ মদীনায় হিযরত করার পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার জন্য বা মদীনা থেকে বের করার জন্য মক্কার কোরাইশরা আউস ও খাজরায বংশের লোকদেরকে উৎসাহিত করতে লাগলঃ

عن كعب بن مالك (رضي الله عنه) عن رجل من اصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) ان كفار قريش كتبوا الى ابن ابي ومن كان يعبد معه الاوثان من الاوس والخزرج ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر انكم آويتم صاحبنا وانا نقسم بالله لتقاتلنه او لتخرجنـــه او لنسيرن اليكم باجمعنا حتى نقتل مقاتلكم ونستبيح نساءكم (رواه ابوداود)

অর্থঃ " কা'ব বিন মালেক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন তনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিযরত করে যখন মদীনায় গেলেন তখন কোরাইশ কাফেররা এবনে উবাই এবং তার সাথে আউস ও খাযরায বংশের যারা মূর্তি পূজা করত তাদের নিকট লিখল যে, তোমরা আমাদের সাথীকে আশ্রয় দিয়েছ আমরা আল্লাহ্র কসম করে বলছি তোমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করবে নাহয় (মদীনা থেকে) বের করে দিবে, অন্যথায় আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়ে তোমাদের নিকট এসে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এবং তোমাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করব আর তোমাদের নারীদেরকে বন্দী করব। এটা ছিল বদরের যুদ্ধের আগের ঘটনা"। (আবু দাউদ)[১]

মাসআলা-৮৮ঃ মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত গোপন পরিকল্পনা করে ইসলামকে সমূলে উৎপাটন করার ষড়যন্ত্র করছিল যা আল্লাহ্ ব্যর্থ করে দিয়েছেনঃ

عن عائشة (رضي الله عنها) قالت خرجت مع رسول الله (صلى الله عليه وســلم) بعــدما انــزل الحجاب وكنت احمل في هودجي وانزل فيه فسرنا حتى اذا فرغ رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

১ -কিতাবুল খারয ওয়াল ফাই ওয়াল ইমারা, বাব ফি খবরি নাযির ।(২/২৫৯৫)

من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قافلين اذن ليلة بالرحيل فقمت حين اذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأنى اقبلت الى رحلى فلمست صدرى فاذا عقد لى من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدى فحبسنى ابتغاؤه قالت واقبل الرهط الذين كانوا يرحلونى لى فاحتملوا هودجى فرحلوه على بعيرى الذى كنت اركب عليه وهم يحسبون انى فيه .....فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت منزلى غلبتنى عينى فنمت وكان صفوان بن معطل السلمى ثم الذكوانى من وراء الجيش فاصبح عند منزلى فرآى سواد انسان نائم فعرفنى حين رآنى وكان رآنى قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى فخمرت وجهى بجلبابى و الله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى اناخ راحلته فوطى على يدها فقمت اليها فركبتها فنطلق يقود بى الراحلة حتى اتينا الجيش موغرين فى نحر الظهيرة وهم نزول قالت: فهلك من هلك وكان الذى تولى كبر الافك عبد الله بن ابى بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا ......فاخبرتنى بقول اهل الافك قالت فازددت مرضا على مرضى ... فقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من يومه فاستعذر من عبد الله بن ابى وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغنى عنه اذاه فى اهلى؟ والله ما علمت على اهلى الا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا وما يدخل على اهلى الا معى ..... قالت وانزل الله تعالى (ان الذين جاءو بالافك عصبة منكم)
رواه البخارى

অর্থঃ" আয়শা (রযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে বানি মোস্ত ালেকের যুদ্ধে বের হয়েছিলাম, আমাকে একটি পালানে বসিয়ে উটের উপর আরোহণ করানো হত এবং নামানো হত, আমাদের সফর চলছিল এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধের কাজ শেষ করলেন এবং আমরা ফিরতে লাগলাম, যখন আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম তখন এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সেনাদলকে হঠাৎ করে রওয়ানা দেয়ার নির্দেশ দিলেন, যখন সেনাদলকে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন তখন আমি উঠে পায়খানা পেসাবের জন্য দূরে চলে গেলাম, যখন আমি ফিরে আসলাম এবং উটের নিকট আসলাম তখন আমি অনুভব করলাম যে, আমার ইয়ামেন পাথরের তৈরী হারটি ছিড়ে পড়ে গেছে তখন আমি তৎখনাৎ

ফিরে গেলাম এবং আমার হার খুঁজতে লাগলাম, ইতিমধ্যে আমার পালান বহনকারী লোকেরা আসল এবং তা উঠিয়ে দিল তারা ভেবেছিল যে, আমি তাতে আছি, পালান উটের উপর উঠিয়ে উটকে চালাতে লাগল, সেনাদল বের হওয়ার পর আমি আমার হার পেলাম, আমি যখন সেনাদলের নিকট ফেরত আসলাম তখন দেখতে পেলাম যে, সেখানে কোন আহ্বানকারীও নেই আবার কোন উত্তর দাতাও নেই, (অর্থাৎঃ সমস্ত লোক চলে গেছে) এমতাবস্থায় আমি আমার অবস্থান স্থলে থাকার কথাই চিন্তা করলাম আর মনে করলাম যে, যখন তারা আমাকে পালানে পাবে না তখন তারা আবার এখানে ফিরে আসবে, বসে থাকতে থাকতে আমার ঘুম চলে আসল আর আমি শুয়ে পড়লাম,সাফওয়ান বিন মোয়াত্তাল সুলামী যকাওয়ানী (রযিয়াল্লাহু আনহু) সেনাদলের পেছনে থাকত, যখন সে ওখানে পৌঁছল তখন সে দেখল যে ওখানে কোন লোক শুয়ে আছে, আর সে আমাকে দেখামাত্রই চিনে নিল, কেননা সে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে আমাকে দেখেছিল, সে সাথে সাথে ইন্না লিল্লাহ্ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করল, ফলে আমার ঘুম ভেংগে গেল এবং সাথে সাথে আমি আমার চাদর মুখের উপর দিয়ে মুখ ঢেকে দিলাম, আল্লাহ্র কসম আমরা পরস্পরে কোন কথা বলি নাই আর আমি তার কাছ থেকে ইন্না লিল্লাহ্ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন ব্যতীত আর কোন কথা শুনি নাই, সে তার উট থেক নেমে উটকে বসাল, আমি উটের হাতে আমার পা রেখে দাঁড়িয়ে উটের উপর আরোহণ করলাম, আর সে উটের সাথে সাথে পায়ে হেটে চলতে লাগল, এভাবে আমরা সূর্যের প্রচন্ড তাপের সময় সেনাদলের সাথে এসে মিলিত হলাম, তখন সেনাদল বিশ্রাম নিচ্ছিল, এর পর যেসমস্ত লোকেরা আমাকে অপবাদ দিয়ে ধ্বংস হওয়ার ছিল তারা ধ্বংস হল, আর এ অপবাদের প্রধান হোতা ছিল আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালুল, এর পর আমরা মদীনায় পৌঁছলাম মদীনায় আসার পর আমি প্রায় এক মাস যাবৎ অসুস্থ ছিলাম, এর পর উম্মু মিসতাহ অপবাদদাতাদের কথা আমাকে জানাল ঃ যা আমার অসুস্থতাকে আরো বৃদ্ধি করল, (এই পেরেশানীর সময়ে) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করতে লাগলেন, তিনি বললেনঃ হে মুসলমানগণ তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আমাকে এই ব্যক্তির কুকর্ম থেকে রক্ষা করবে! যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আল্লাহ্র কসম আমি আমার স্ত্রীর মাঝে ভাল ও কল্যাণই পেয়েছি, আর যে ব্যক্তির ব্যাপারে লোকেরা অপবাদ দিচ্ছে (সাফওয়ান বিন মোয়াত্তাল) তাকেও আমি ভাল লোক হিসেবেই জানি, সেতো আমার অনপুস্থিতিতে কখনো আমার স্ত্রীর নিকট যায় নাই। আয়শা (রযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ এরপর আল্লাহ্ তা'লা সূরা নূরে এই দশটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন,

অর্থঃ" নিশ্চয়ই যারা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে তারা তোমাদের মধ্যেরই একটি দল"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-৮৯ঃ মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ্ বিন উবাই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অপমান করেছে, আর নিজের সাথীদেরকে নিষেধ করেছে যে তারা যেন তাঁকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগীতা না করেঃ

عن زيد بن ارقم (رضى الله عنه) قال كنت معى عمى فسمعت عبد الله بن ابى ابن سلول يقــول لاتنفقوا على من عند رسول الله(صلى الله عليه وسلم) حتى ينفضوا من حوله ولئن رجعنـــا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل فذكرت ذالك لعمى فذكر عمى لرسول الله (صلى الله عليــه وسلم) فارسل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الى عبد الله بن ابى واصحابه فحلفوا ما قـــالوا فصدقهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكذبنى فاصابنى هم لم يصبنى مثله فجلست فى بيتى فانزل الله عزوجل (اذا جاءك المنافقون...) فارسل الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقرأهـــا على ثم قال ان الله قد صدقك (رواه البخارى)

অর্থঃ"যায়েদ বিন আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আমার চাচা সা'দ বিন উবাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে ছিলাম, আমি আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালুলকে বলতে শুনেছি, যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণের ব্যাপারে টাকা খরচ করবে না, যাতে করে তারা দুর্বল হয়ে যায় এবং একথাও বলেছে যে, আমরা মদীনায় পৌঁছার পর সম্মানিত ব্যক্তিরা লাঞ্ছিত ব্যক্তিদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিবে, আমি একথা আমার চাচাকে বললামঃ তখন আমার চাচা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে একথা জানাল, তখন তিনি আবদুল্লাহ্ বিন উবাই এবং তার সাথীদেরকে ডাকলেন, তখন তারা আল্লাহ্র কসম করে বললঃ যে তারা একথা বলে নাই, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে সত্যবাদী হিসেবে বিশ্বাস করলেন, আর আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করলেন, আমি এতে এত দুঃখ পেলাম যে জীবনে কখনো এত দুঃখ্য পাই নাই, ব্যথীত অবস্থায় ঘরে বসে থাকলাম, তখন আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, (যখন মুনাফেকরা তোমার নিকট আসবে...) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ডাকলেন, আমাকে আয়াত পাঠ করে শুনালেন এবং বললেনঃ আল্লাহ্ তোমার সত্যবাদীতার কথা প্রমাণ করেছেন"। (বোখারী)[২]

১ -কিতাবুল মাগাযী,বাব গাযওয়াতু আনমার।

২ -কিতাবুত্ তাফসীর,ইত্তাখাজু আইমানাহুম জুন্না।

নোটঃ উল্লেখ্যঃ এঘটনাটি বানী কুরাইজার যুদ্ধ থেকে ফেরত আসার সময় সংঘটিত হয়েছে।

মাসআলা-৯০ঃ মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ্ বিন উবাই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে চরম অপমানমূলক কথা বলেছে কিন্তু তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেছেনঃ

عن انس (رضى الله عنه) قال: قيل للنبى (صلى الله عليه وسلم) لو اتيت عبد الله بن بن ابى قال فانطلق اليه وركب حمارا وانطلق المسلمون وهى ارض سبخة فلما اتاه النبى (صلى الله عليه وسلم) قال اليك عنى فوالله لقد آذانى نتن حمارك قال فقال رجل من الانصار والله لحمار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اطيب ريحا منك (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা) কে বলা হল যদি আপনি আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের নিকট যেতেন(হতে পারে আপনি গেলে আল্লাহ্ তাকে হেদায়েত দিবেন) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি গাধার উপর আরোহণ করে তার নিকট গেলেন, রাস্তা ধুলাবালিপূর্ণ ছিল, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট পৌঁছল তখন আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বলতে লাগল, মোহাম্মদ তুমি আমার কাছ থেকে একটু দূরে যাও আল্লাহ্র কসম! তোমার গাধার শরীরের দুর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুপ করে থাকলেন তখন একজন আনসারী সাহাবী উত্তরে বললঃ আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গাধার শরীরের দুর্গন্ধ তোমার সুগন্ধির চেয়ে উত্তম"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-৯১ঃ ইহুদীরা পরামর্শ করল এবং যাদুর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার পরিকল্পনা করল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে হেফাযত করেছেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: قال لى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذات يوم يا عائشة ان الله افتانى فى امر استفتيته فيه اتانى رجلان فجلس احدهما عند رجلى والآخر عند رأسى فقال الذى عند رجلى للذى عند رأسى ما بال الرجل؟ قال مطبوب يعنى مسحورا قال ومن طبه؟ قال لبيد ابن اعصم قال : وفيم؟ قال فى جف طلعة ذكر فى مشط ومشاطة تحت رعوفة فى بئر ذروان

---

১ -কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাব মা লাকান্নাবীয় মিন আযাল মোশরেকীন ওয়াল মুনাফেকীন।

فجاء النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال هذا البئر التى اريتها كان رءوس نخلها رءوس الشـــياطين وكأن ماؤها نقاعة الحناء فامر به النبي (صلى الله عليه وسلم) فاخرج (رواه البخارى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেনঃ আয়শা আমি আল্লাহ্র নিকট যে বিষয়টি জানতে চেয়েছিলাম ঐ বিষয়ে আল্লাহ্ আমাকে অবগত করিয়েছেন, একদা দু'জন ফেরেশ্তা আমার নিকট আসল, একজন আমার পায়ের নিকট বসল আর অপর জন আমার মাথার নিকট, পায়ের নিকট বসা ফেরেশ্তা মাথার নিকট বসা ফেরেশ্তাকে জিজ্ঞেস করল, এ লোকটির কি অবস্থা? মাথার নিকট বসা ফেরেশ্তা উত্তরে বললঃ তাঁকে যাদু করা হয়েছে, পায়ের নিকট বসা ফেরেশ্তা জিজ্ঞেস করল কে যাদু করেছে, মাথার নিকট বসা ফেরেশ্তা বললঃ লাবীদ বিন আ'সাম, (ইহুদী) পায়ের নিকট বসা ফেরেশ্তা আবার জিজ্ঞেস করল যে, কিসের মধ্যে যাদু করেছে? মাথার নিকট বসা ফেরেশ্তা উত্তরে বললঃ চিরুনীর সাথে চুল জড়িয়ে নর খেজুর গাছের পরাগ মাদি খেজুর গাছের খোসায় ভরে যারওয়ান কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রেখেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুয়ার নিকট গেলেন এবং বললেনঃ এটি ঐ কূপ যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল, ওখানকার খেজুর বৃখ্যগুলো এমন ছিল যেমন শয়তানের মাথা, আর কূপের পানি এমন রঙ্গিন ছিল যেন মেহদীর শিরা, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণকে নিদের্শ দিলেন যেন কূপের ভিতরের সবকিছু বের করা হয়, তখন তারা ভিতর থেকে সবকিছু বের করল, (এর পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্থ হয়ে গেলেন"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-৯২ঃ ইহুদীরা বিষ মিশানো বকরী খাওয়ানোর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করা চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সংরক্ষণ করেছেনঃ

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) انه قال: لما فتحت خيبر اهديت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) شاة فيها سم فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (اجمعوا لى من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هل انتم صادقوني عن شئ ان سألتكم عنه فقالوا : نعم فقال هل جعلتم فى هذه الشاة سما فقالوا نعم فقال ما حملكم على ذالك فقالوا: اردنا ان كنت كاذبا نستريح منك وان كنت نبيا لم يضرك (رواه البخارى)

১ -কিতাবুল আদাব,বাব কাওলিল্লাহি তা'লা(ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরু বিল আদলি ওয়ার ইহসান)।

অর্থঃ" আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন খাইবার বিজয় হল তখন খাইবারের অধিবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাদিয়া হিসেবে একটি ভুনা বকরী দিল, যা বিষ মিশানো ছিল, কয়েক লোকমা খাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা খাওয়া থেকে বিরত থাকলেন, আর বললেনঃ এখানে যত ইহুদী আছে সকলকে সমবেত কর, ইহুদীদেরকে ডাকা হল এর পর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ আমি যদি তোমাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করি তাহলে তোমরা কি সঠিক উত্তর দিবে? তারা বললঃ হাঁ, তিনি বললেনঃ তোমরা কি এই বকরীর মাংসে বিষ মিশ্রিত করেছ? ইহুদীরা বললঃ হাঁ, মিশিয়েছি, তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কেন এরূপ করলে? ইহুদীরা উত্তরে বললঃ আমরা এটা এজন্য করেছি যে, যদি আপনি মিথ্যুক হন তাহলে আমরা আপনার কাছ থেকে পরিত্রান পেয়ে যাব আর যদি সত্য নবী হন তাহলে এই বিষ আপনার কোন ক্ষতি করবে না"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-৯৩ঃ ইরানের বাদশাহ খসরু পারভেজ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করা এবং তাঁর ক্ষমতা এবং জাতিকে ধ্বংস করার হুমকি দিলঃ

عن زيد بن ابى حبيب (رضى الله عنه) قال بعث عبد الله بن حذافة بن سهم (رضى الله عنـــه) الى كسرى بن هرمز ملك فارس وكتب معه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله (صـــلى الله عليه وسلم) الى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، وادعوك بدعاء الله فانى انا رسول الله الى الناس كافة لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فان تسلم تسلم وان ابيـــت فـــان اثم المجوس عليك قال: فلما قراه شقه وقال: يكتب الى هذا وهو عبدى؟ قال: ثم كتب كسرى الى بذام وهو نائبه على اليمن ان ابعث الى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك فلياتيانى به... فَخَرَجَـــا حتى قدما على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فكلمه ابا ذويه، فقال شاهنشاه ملـــك الملـــوك كسرى قد كتب الى الملك باذام يامره ان يبعث اليك من ياتيه بك وقد بعثنى اليك لتنطلك معى، فان فعلت كتب لك الى ملك الملوك ينفعك، ويكفه عنك وان ابيت فهو من قد علمـــت، فهـــو مهلكك ومهلك قومك، ومخرب بلادك (ذكره ابن كثير)

অর্থঃ"যায়েদ বিন আবু হাবীব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরানের বাদশাহ কিসরা বিন হুরমুজ

১ কিতাবুত তিব, বাব মা ইয়ায কুরু ফি সাম্মিন নবী।

(খসরু পারভেজের) নিকট আবদুল্লাহ্ বিন হুযাফা সাহমী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে চিঠি দিয়ে পাঠালেন, চিঠিতে লিখেছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম, মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষ থেকে পারশ্যের বাদশা কিসরার নিকট, নিরাপত্তা তার জন্য যে হেদায়েতের অনুসরণ করে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, এই সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, মোহাম্মদ আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করছি, কেননা আমি সমস্ত মানুষের নিকট আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল, যাতে করে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান না আনার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করি, আর কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ্র নিদের্শ সত্য প্রমাণিত হয়, (যে তারা জাহান্নামী হবে)। যদি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে নিরাপত্তা পাবে, আর যদি ঈমান না আন তাহলে সমস্ত অগ্নি পুজকদের পাপের ভাগিও তুমি হবে। খসরু পারভেজ যখন এই চিঠি পাঠ করল তখন সে তা ছিড়ে টুকর টুকর করে দিল এবং বললঃ আমার এক গোলাম এভাবে আমাকে সম্বোধন করছে? এরপর সে ইয়েমেনে তার গভর্নরকে লিখল যে, তোমার দু'জন শক্তিশালী ব্যক্তিকে হেজাজে পাঠাও যাতে করে তারা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গ্রেফতার করে আমার নিকট নিয়ে আসে, তাই দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসল, তাদের একজন আবু জুআই বললঃ বাদশাগণের বাদশা শাহানসাহ! কিসরা ইয়েমেনের বাদশাহ বাজামকে পত্র পাঠিয়েছে যে, তিনি যেন আপনার নিকট লোক পাঠায় যারা আপনাকে নিয়ে গিয়ে শাহানশাহের নিকট উপস্থিত করাবে, তাই ইয়েমেনের বাদশাহ বাজাম আমাদেরকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছে, যেন আপনি আমাদের সাথে যান। যদি আপনি আমাদের সাথে যান তাহলে বাজাম কিসরাকে এমন কথা লিখবে যা আপনার জন্য উপকারী হবে এবং শাহানশাহ কিসরা আপনাকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করবে না, কিন্তু যদি আপনি তা প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে আপনি তো তার ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত আছেনই, সে আপনাকে হত্যা করবে আপনার শক্তি এবং আপনার জাতিকে ধ্বংস করবে"। (ইবনু কাসীর এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন)।[১]

নোটঃ এর পরের ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পারশ্য দূতদেরকে পরের দিন আসার জন্য বললেনঃ দ্বিতীয় দিন যখন তারা উপস্থিত হল তখন তিনি বললেনঃ তোমাদের দেশের বাদশা তার ছেলে শিরওয়ইহির হাতে নিহত হয়েছে, আর এখন সেই বাদশা। তাকে গিয়ে বলঃ আমার দ্বীন এবং আমার রাষ্ট্র ঐ পর্যন্ত পৌঁছে

১ -আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, কিতাব বা'সু রাসূলিল্লাহি ইলা মুলুকিল আফাক, বাব বা'সুহু ইলা কিসরা মালিকু ফারেস (খঃ৪, পৃঃ(৬৬২-৬৬৩) ।

যাবে যেখনে কিসরা আছে বরং এর চেয়েও সামনে ঐ পর্যন্ত এই দ্বীন পৌঁছবে যে সীমানার পর উট এবং ঘোড়ার পা চলতে পারবে না। যদি মুসলমান হয়ে যাও তাহলে তোমাদের অধীনে যা কিছু আছে তা তোমাদেরকে দিয়ে দিব, তোমাকে তোমার জাতির বাদশা করে দিব, পারশ্যের উভয় দূত প্রথমে ইয়েমেনের বাদশা বাজামের নিকট গেল এবং তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বার্তা পৌঁছিয়ে দিল, ইতি মধ্যে ইরান থেকে এই সংবাদ আসল যে, শিরওয়াই তার পিতাকে হত্যা করে নিজেই বাদশা হয়ে গেছে, শিরওয়াইহ বাজামকে এই বার্তাও দিল যে, আমার পিতা যে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্য তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিল পরবর্তী নিদের্শ না দেয়া পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করা থেকে বিরত থাক। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা সত্যে পরিণত হল তখন ইয়েমেনের বাদশা বাজাম এবং তার সাথীরা মুসলমান হয়ে গেল।

***

رحمته بالناس اجمعين

সমগ্র মানবের প্রতি তাঁর দয়া

মাসআলা-৯৪ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য রহমত সরূপঃ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

অর্থঃ"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বীয়া -১০৭)

মাসআলা-৯৫ঃ সমস্ত মানুষের অধিকার সমান সমান, কোন আরবের অনারবের উপর, কোন অনারবের কোন আরবের উপর, কোন শ্বেতাঙ্গের কোন কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন কোন কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্বেতাঙ্গের উপর কোন প্রধান্য নেই, তবে সর্বোত্তম সে যে আল্লাহ্ ভীরুঃ

عن ابي نضرة (رضي الله عنه) حدثني من سمع خطبة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسط ايام التشريق فقال يا ايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاحمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى ، ابلغت؟ قالوا بلغ رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ثم قال اى يوم هذا؟ قالوا يوم حرام ثم قال اى شهر هذا قال ؟ قالوا شهر حرام ثم قال اى بلد هذا؟ قالوا بلد حرام، قال فان الله قد حرم بينكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ابلغت؟ قالوا بلغ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال ليبلغ الشاهد الغائب (رواه احمد)

অর্থঃ" আবু নাযরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আইয়্যামে তাশরিকের মধ্যবর্তী দিনে (১২ যিল হজ্বে) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খুতবা শুনেছে সে আমাকে বলেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হে লোকেরা নিশ্চয় তোমাদের রব একজন, তোমাদের পিতাও একজন, শুন কোন আরাবীর কোন অনারবের উপর কোন মর্যাদা নেই, কোন শ্বেতাঙ্গের কোন কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন মর্যাদা নেই, তবে তাকওয়ার (আল্লাহ্ ভীতির) ভিত্তিতে (একের উপর অপরের মর্যাদা রয়েছে) হে লোকেরা আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র বাণী পৌঁছিয়েছি? সাহাবাগণ বললঃ হাঁ হে আল্লাহ্র রাসূল আপনি আল্লাহ্র বাণী পৌঁছিয়েছেন, এর পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, আজ কোন দিন? তারা বললঃ এটা হারাম (সম্মানিত) দিন, এর পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন এটা কোন মাস? তারা বললঃ এটা হারাম (সম্মানিত) মাস। এর পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন এটা কোন শহর? তারা বললঃ এটা হারাম (সম্মানিত) শহর মক্কা। এর পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের রক্ত, সম্পদ, পরস্পরের উপর হারাম (নিষিদ্ধ) করে দিয়েছেন, যেভাবে তোমাদের এই দিন, এই শহর, এই মাস, হারাম (সম্মানিত) করেছেন। আমি কি আল্লাহ্র বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি? সাহাবাগণ বললঃ হাঁ হে

আল্লাহ্‌র রাসূল আপনি আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এখনে উপস্থিত লোকেরা অনপুস্থিত লোকদের নিকট দ্বীনের বাণী পৌছিয়ে দিবে"। (আহমদ)[১]

মাসআলা-৯৬ঃ সমস্ত মানুষের সম্পদ, জীবন, সম্মান পরস্পরের উপর হারামঃ

عن ابى بكرة (رضى الله عنه) قال ذكر النبى (صلى الله عليه وسلم) قعد على بعسيره وامسك انسان بخطامه او بزمامه، قال اى يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه، قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال فاى شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس بذى الحجة؟ قلنا: بلى قال فان دماءكم واموالكم و اعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিনায় জিলহজ্ব মাসের দশ তারিখে উটের উপর বসে ছিলেন, আর এক ব্যক্তি উটের লাগাম ধরে ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আজ কোন দিন? আমরা চুপ করে থাকলাম এজন্য যে হয়তবা তিনি এদিনটির অন্য কোন নাম দিবেন, এরপর তিনি বললেনঃ এটা কি কোরবানীর দিন নয়? আমরা বললামঃ হাঁ, তিনি আবার বললেনঃ এটা কোন মাস? আমরা চুপ থাকলাম এজন্য যে হতে পারে তিনি মাসের অন্য কোন নাম দিবেন, তিনি বললেনঃ এটা কি যিলহজ্ব মাস নয়? আমরা বললামঃ হাঁ, তিনি বললেনঃ তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান পরস্পরের উপর এমনভাবে মর্যাদা সম্পন্ন যেমন এই দিন, এই মাস এবং এই শহর মর্যাদা সম্পন্ন। যে ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছে সে তা ঐ ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়ে দিবে যে এখানে উপস্থিত নেই। কেননা উপস্থিত ব্যক্তি হতে পারে এই বাণী এমন কোন ব্যক্তির নিকট পৌঁছাবে যে তার চেয়ে অধিক স্মরণ শক্তির অধিকারী"। (বোখারী)[২]

মাসআলা-৯৭ঃ সমস্ত আদম সন্তান এক অতএব কেউ অপরের উপর গৌরব করবে নাঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه)عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال لينتهين اقوام يفتخرون بابائهم الذين ماتوا، انما هم فحم جهنم او ليكونن اهون على الله من الجعل الذى يدهده الخراء بانفه ان الله اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالاباء، انما هو مؤمن تقى او فاجر شقى الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من التراب (رواه الترمذى)

---

১ -ফাতহুল বারী,খঃ১২, পৃঃ-(৩৩৬,-৩৩৭)

২ -কিতাবুল ইলম, বাব কাউলিননাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (রুব্বা মোবাল্লাগি আওআ মিন সামেয়েহি)।

অর্থঃ"আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ লোকেরা তাদের মৃত পিতা-মাতাদের ব্যাপারে গর্ব করা থেকে যেন অবশ্যই বিরত থাকে, কেননা তারা হয় জাহান্নামের কয়লা, অন্যথায় তারা আল্লাহ্‌র নিকট গুবরে পোকা যা পায়খানায় নাক ঢুকিয়ে রাখা দুর্গন্ধময় গুবরে পোকার চেয়েও নিকৃষ্ট, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের কাছ থেকে জাহেলিয়াতের এবং বাপ-দাদার বদনাম দূর করেছেন, এখন মানুষ মোমেন এবং পরহেযগার, অথবা পাপি এবং দুর্ভাগা। স্মরণ রাখ সমস্ত মানুষ আদম শন্তান, আর আদমকে মাটি থেকে তৈরী করা হয়েছে"।(তিরমিযী)[১]

১ -কিতাবুল মানাকেব, বাব ফি ফযলি শাম ওয়াল ইয়ামেন।

رحمته (صلى الله عليه وسلم) بالكفار

কাফেরদের প্রতি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দয়াঃ

মাসআলা-৯৮ঃ সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট কাফেরদের জন্য বদ দোয়া করার জন্য আবেদন করল তিনি বললেনঃ আমি মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করার জন্য প্রেরিত হইনাই বরং আমি মানুষের প্রতি রহমত সরূপ প্রেরিত হয়েছিঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه)قال قيل يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ادع الله على المشركين قال انى لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বলা হল হে আল্লাহ্ রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুশরেকদের জন্য বদ দোয়া করুন, তিনি বললেন আমি অভিসম্পাতকারী রূপে প্রেরিত হই নাই, বরং আমি রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছি"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-৯৯ঃ তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক এবং হৃদয় বিদারক ঘটনায়ও তিনি তাঁর উম্মতের জন্য কল্যাণের দোয়া করেছেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) زوج النبى (صلى الله عليه وسلم) قالت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)! هل آتى عليك يوم كان اشد من يوم احد، فقال لقد لقيت من قومك وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبة اذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبنى الى ما اردت فانطلقت وانا مهموم وجهى فلم استفق الا بقرن الثعالب فرفعت رأسى فاذا انا بسحابة قد اظلتنى فنظرت فاذا فيها جبريل عليه السلام فنادانى فقال ان الله عزوجل قد سمع قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فنادنى ملك الجبال وسلم على ثم قال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك وانا ملك الجبال وقد بعثنى ربك اليك لتأمرنى بامرك فما شئت إن شئت ان اطبقت عليهم لاخشبين فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بل ارجو ان يخرج الله تعالى من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا (رواه مسلم)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি একদা জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার জীবনে উহুদের দিনের চেয়েও কি কষ্ট দায়ক কোন দিন এসেছিল? তিনি বললেনঃ হে আয়শা আমি তোমার জাতির পক্ষ থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছে

১ -কিতাবুল বির ওয়াস সিলা ওয়াল আদাব, বাব ফাযলির রিফক।

আকাবার দিন, ঐ দিন আমি নিজে আবদ ইয়া লাইল বা আবদ কিলালের ছেলেদের নিকট গিয়েছিলাম, কিন্তু তারা আমার ডাকে ইতিবাচক সাড়া দেয় নাই, যখন আমি ফিরে আসলাম তখন আমি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম, কারনে সাআলেব(তায়েফের নিকটবর্তী একটি স্থান) পৌঁছা পর্যন্ত আমার কোন হুশ ছিল না।ওখানে পৌঁছে যখন আমি আমার মাথা উঠালাম তখন দেখতে পেলাম একখন্ড বাদল আমাকে ছায়াদিয়ে রেখেছে। তাতে জিবরীল (আঃ) ছিল সে আমাকে বললঃ আল্লাহ্ তা'লা আপনার কাউমের প্রতি আপনার আহ্বান এবং তাদের উত্তর সবই শুনেছেন এবং আপনার নিকট পাহাড়সমূহের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেশ্তাকে পাঠানো হয়েছে, এখন আপনার যা ইচ্ছা সেই নিদের্শ আপনি তাকে দেন। ইতি মধ্যে পাহাড়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেশ্তা আমাকে সালাম দিল এবং বললঃ হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্ আপনার স্বজাতির কথা শ্রবণ করেছেন, আমি পাহাড়সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশ্তা আপনি আমাকে নিদের্শ দেন, আমি তার উপর আমল করব, আপনার যা ইচ্ছা ঐ নিদের্শ আপনি আমাকে দিন, যদি আপনি চান তাহলে আমি তাদেরকে দুই পাহাড় দিয়ে চাপ দিয়ে পিশে দিব, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ না আমি আশা করছি আল্লাহ্ তাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং কাউকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করবে না"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-১০০ঃ তোফায়েল দাউসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার বংশের লোকদের জন্য বদ দোয়া করার জন্য আবেদন করলে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করলেনঃ

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) قال: قدم الطفيل واصحابه فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان دوسا قد كفرت وابت فادع الله عليها، فقيل: هلكت دوس، فقال اللهم اهد دوسا وائت بهم(رواه مسلم)

অর্থঃ" আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তোফাইল এবং তার সাথীরা আসল অতঃপর বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)দাউস বংশ কুফরী করেছে এবং ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করেছে, অতএব আপনি তাদের জন্য বদ দোয়া করুন, সাহাবাগণ মনে করলেন এবার দাউস বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জন্য এই দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্ তুমি দাউস বংশকে হেদায়েত দাও এবং তাদেরকে আমার নিকট উপস্থিত কর"। (মুসলিম)[২]

১ -কিতাবুল জিহাদ ওয়াসসিয়ার, বাব মালাকানন্নাবীয়ু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিন আযাল মুশরেকীন ওয়াল মুনাফেকীন।

২ -কিতাবুল ফাযায়েল,বাব মিন ফাযায়েল গিফার ওয়া আসলাম ওয়া জুহাইনা ওয়া গাইরিহি।

মাসআলা-১০১ঃ উহুদের মাঠে রক্তাক্ত হয়েও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাফেরদের জন্য কল্যাণকর দোয়া করেছেনঃ

عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) قال: كانى انظر الى رسول الله (صلى الله عليـه وسـلم) يحكى نبيا من الانبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقـومى فـانهم لا يعلمون (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি যেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে দেখছি, তিনি নবীগণের মধ্য থেকে একজন নবীর কথা বর্ণনা করছিলেন যে, তাঁর জাতি তাঁকে যখম করে দিয়েছিল, আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছিলেন, আর দোয়া করছিলেন, হে আমার রব আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন তারা বুঝে না"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-১০২ঃ কাইনুকা বংশ বার বার ওয়াদা ভংঙ্গ করার পর রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে অবরোধ করেন, তাদের উপর বিজয় লাভকরার পর মুনাফেক সর্দারের সুপরিশের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিয়ে ছিলেনঃ

عن عمر بن قتادة (رضى الله عنه) قال: فحاصرهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)حتى نزلـوا على حكمه فقام اليه عبد الله بن ابى ابن سلول حين امكنه الله منهم فقال: يا محمد احسن فى موالى وكانوا حلفاء الخزرج قال: فابطأ عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : يا محمد احسن فى موالى فاعرض عنه قال: فادخل يده فى جيب درع النبى (صلى الله عليه وسلم) فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم)(ارسلنى) وغضب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حـتى راوا لوجهـه ظلال ثم قال ويحك ارسلنى قال: لا والله لاارسلك حتى تحسن فى موالى اربع مائة حاسر وثلاث مائة دارع قد منعونى من الاحمر والاسود تحصدهم فى غداة واحدة انى والله اخشى الدوائر فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هم لك (ذكره ابن كثير)

অর্থঃ" ওমার বিন কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাইনুকা বংশকে অবরোধ করলেন শেষ পর্যন্ত তারা এই শর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আত্মসমর্পন করল যে, তিনি তাদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিবেন তারা তাই মেনে নিবে। যখন মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ কাইনুকা বংশের উপর বিজয় দান করলেন তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল তাঁর নিকট উপস্থিত হল এবং বললঃ হে মোহাম্মদ আমার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধদের সাথে দয়া করুন। কাইনুকা বংশ খজরাজের সাথে সুসম্পর্ক ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

১ - কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাব গযওয়াতু উহুদ।

সাল্লাম) চুপ থাকলেন, আবদুল্লাহ্ বিন উবাই দ্বিতীয় বার বললঃ হে মোহাম্মদ আপনি আমার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন, তৃতীয় বার সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জামার আচল ধরল, তিনি বললেনঃ আমাকে ছেড়ে দাও, তিনি এত রাগান্বিত হলেন যে, সাহাবাগণ তাঁর চেহারায় এর স্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষণ করল। তিনি বললেনঃ আফসোস তোমার প্রতি, তুমি আমার জামা ছাড়, আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বলতে লাগল, আল্লাহ্র কসম যতক্ষণ আপনি আমার সাথে অঙ্গীকারা বদ্ধ লোকদের প্রতি অনুগ্রহ না করবেন ততক্ষণ আমি আপনার জামা ছাড়ব না। চারশত নিরস্ত্র যোদ্ধা, তিনশত বর্ম যা আমাকে লাল এবং কালদের হাত থেকে রক্ষা করেছে তাদেরকে আপনি একমূহুর্তে শেষ করে ফেলবেন? আল্লাহ্র কসম আমি তাদের ব্যাপারে আশন্কা করছি যে তারা প্রতিশোধ নিবে। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ঠিক আছে আমি তোমার প্রতি তাকিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম"। (ইবনু কাসীর ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন)।[১]

নোটঃ উল্লেখ্যঃ মদীনায় ইহুদীদের তিনটি প্রশিদ্ধ বংশ ছিল,(১) কাইনুকা (২) নাযির (৩) কুরাইযা। মদীনায় হিযরত করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদীদের সাথে প্রতিরক্ষা মূলক সন্ধি করলেন ফলে বাস্তবে সেখানে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ইহুদীরা স্বভাবগতভাবে একটি ফিতনাবাজ, হিংসুক, ওয়াদা ভঙ্গকারী জাতি। বদরের যুদ্ধের বিশাল বিজয় যেখানে আরবদের মাঝে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেখানে ইহুদী জাতির অন্তরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ, শত্রুতার আগুন প্রজ্জলিত করেছে। উল্লেখিত তিনটি ইহুদী বংশের মধ্যে কাইনুকা বংশ সবচেয়ে বেশি ফেতনা বাজ এবং ভয়ানক বংশ ছিল, বারংবার তাদের ওয়াদা ভংঙ্গের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে সমবেত করে নিরাপদে থাকার উপদেশ দিলেন, তখন তারা বিদ্রহ এবং শত্রুতার পন্থা অবলম্বন করল, আর কোন প্রকার অঙ্গীকার রক্ষার তোয়াক্কা না করে উত্তর দিল যে, হে মোহাম্মদ ধোঁকার মধ্যে থেকো না, বদরে তোমাদের সাথে যুদ্ধ হয়েছিল কোরাইশদের অপরিপক্ক এবং যুদ্ধ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোকদের সাথে, আমাদের সাথে যুদ্ধ হলে বুঝতে পারবে যে কেমন পারদর্শী লোকদের মোখামুখী হয়েছ, কাইনুকা বংশের এঘোষণা প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা ছিল, তাই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে অবরোধ করলেন এবং মাত্র পনের দিনের মাঝে এই বাহাদুর জাতি নিরস্ত্র হয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদীদেরকে ওয়াদা ভঙ্গের জন্য শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই মুসলমাদের বিপক্ষে ইহুদীদের স্বার্থ রক্ষা করেছে।

---

১ -বেদায়া ওয়ান নেহায়া, বাব খাবরু ইয়াহুদ বানি কাইনুকা ফিল মাদীনা আসসানা সালেসা লিল হিযরা। (৪/৩৭৭)

মাসআলা-১০৩ঃ ইহুদী বংশ নাযির রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার পরিকল্পনা করছিল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে শাস্তি নাদিয়ে অনুগ্রহ পরায়ন হয়ে তাদের দেশান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেনঃ

মাসআলা-১০৪ঃ নাযির বংশের বন্ধু কোরাইযা বংশকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে দিলেনঃ

عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما) قال: حاربت النضير وقريضة فاجلى بنى النضير واقر قريضة ومن عليهم (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নাযির এবং কোরাইযা বংশ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তিনি নাযির বংশকে দেশান্তরিত করেছেন, আর কোরাইযা বংশের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদেরকে সেখানে থাকতে দিয়েছেন"। (বোখারী)[১]

নোটঃ কোরাইযা বংশের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই অনুগ্রহের এই প্রতিদান তারা দিয়েছে যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় প্রকাশ্যে তারা মুসলমানদের সাথে গাদ্দারী করেছে এবং সন্ধি ভঙ্গ করেছে, তাই খন্দকের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোরাইযা বংশের উপর আক্রমণ করেছেন, আর কোরাইযা বংশকে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে সা'দ বিন মোয়াযের ফায়সালা অনুযায়ী শাস্তি দিয়েছেন"।

মাসআল-১০৫ঃ বানী মোস্তালেক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে একজন বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করতে চাইল কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাকে হার মানালেন তখন তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেনঃ

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنه) قال غزونا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قبل نجد، فلما قفل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قفل معه، فادركتهم القائلة فى واد كثير العضاة فنزل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) و تفرق الناس فى العضاة يستظلون بالشجرة ونزل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تحت سمرة فعلق بها سيفه قال جابر (رضى الله عنه) فنمنا نومة فاذا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدعونا فجئناه فاذا عنده اعرابى جالس فقال رسول الله (ان هـذا اخترط سيفى وانا نائم، فاستيقظت وهو فى يده صلتا، فقال لى من يمنعك منى؟قلت الله فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقبه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (رواه البخارى)

---

১ -কিতাবুল মাগাযী, বাব হাদীস বানী নাযির।

অর্থঃ"জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে নজদ শহরের দিকে বের হলাম, সফরের অবস্থায় দুপরে এমন এক জঙ্গলে এসে উপস্থিত হলাম যেখানে কাটা এবং বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি গাছের নিচে গিয়ে বসলেন, আর নিজের তরবারী গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখলেন, সাহাবাগণও ছায়া পাওয়ার খোঁজে বিভিন্ন গাছের নিচে গিয়ে বসলেন, হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমদেরকে ডাকছেন, আমরা উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম যে, একজন বেদুইন তাঁর নিকট বসে আছে, তিনি বললেনঃ আমি শুয়ে ছিলাম এমতাবস্থায় এই লোকটি আমার নিকট আসল, আর আমার তরবারী আমার দিকে তাক করল, আমি জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলাম সে উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে আমার মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে আর বলছেঃ তোমাকে এখন আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? আমি বললামঃ আল্লাহ্ বাঁচাবেন, এরপর সে তরবারী কোষে ঢোকিয়ে দিল আর এখন দেখ সে আমার সামনে বসে আছে। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বেদুইনকে কোন শাস্তি দিলেন না"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-১০৬ঃ হুদায় বিয়ার সন্ধিকে বিফল করার জন্য মক্কার মোশরেকদের মধ্য থেকে আশি জন যুবক রাতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে যুদ্ধের জন্য উস্কানি দিচ্ছিল, তখন মুসলমানরা তাদেরকে গ্রেপ্তার করল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দয়ার বসবতী হয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেনঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) ان ثمانين رجلا من اهل مكة هبطوا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبى (صلى الله عليه وسلم) واصحابه (رضى الله عنهم) فاخذهم سلما فاستحياهم (رواه مسلم)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, মক্কাবাসীদের আশিজন লোক তানঈম পাহাড় থেকে অবতরণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর আক্রমণ করল, তারা চাচ্ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এবং তাঁর সাহাবাগণকে ধোঁকা দিয়ে আক্রমণ করবে, তিনি তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করলেন এবং শেষে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দিলেন"। (মুসলিম)[২]

মাসআলা-১০৭ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বার বার অবমাননা করা সত্ত্বেও তিনি মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ্ বিন উবাইকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেনঃ

عن جابر (رضى الله عنه) كانت الانصار حين قدم النبى (صلى الله عليه وسلم) اكثـر ثم كثـر المهاجرون بعد فقال عبد الله ابن ابى:اوقد فعلوا؟ والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منـها

১ -কিতাবুল মাগাযী, বাব গাযওয়া যাতুর রিকা।
২ -কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাব কাউলিল্লাহি হুয়াল্লাযি কাফ্‌ফা আইদিয়া হুম আনকুম।

الاذل ، فقال عمر ابن الخطاب (رضى الله عنه) دعنى يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اضرب عنق هذا المنافق قال النبى (صلى الله عليه وسلم) دعه لا يتحدث الناس ان محمدا (صلى الله عليه وسلم) يقتل اصحابه (رواه البخارى)

অর্থঃ" জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মদীনায় আসলেন, তখন মোহাজেরগণের তুলনায় আনসারগণের সংখ্যা বেশি ছিল, আস্তে আস্তে মোহাজেরগণের তুলনায় আনসারদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বললঃ মোহাজেররা কি শক্তিশালি হতে লাগল। আল্লাহ্র কসম আমরা যখন মদীনায় পৌঁছব তখন সম্মানি লোকেরা (মুনাফেকরা) লাঞ্ছিত লোকদেরকে (মুমিন) সেখান থেকে বের করে দিবে। একথা শুনে উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে অনুমতি দিন আমি ঐ মুনাফেকের গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে ওমার তাকে থাকতে দাও নাহয় মানুষ বলবে যে, মোহাম্মদ তাঁর সাহাবাগণকে হত্যা করছে"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-১০৮ঃ আজীবন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ্ বিন উবাই মৃত্যুর পর তার ছেলে আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) আবেদনের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় জামা তার কাফনের জন্য দান করে দিলেন এমনকি সত্তর বারের চেয়ে অধিক বার তার জন্য আল্লাহ্র নিকট মাগফিরাত কামনা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেনঃ

عن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال لما توفى عبد الله بن ابى بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله (رضى الله عنه) الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فسأله ان يعطيه قميصه ان يكفن فيه اباه فاعطاه ثم سأله ان يصلى عليه، فقام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليصلى عليه، فقام عمر (رضى الله عنه) فاخذ بثوب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) اتصلى عليه؟ وقد نهاك الله عزوجل ان تصلى عليه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انما خيرنى الله فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفرلهم سبعين مرة، وسازيد على سبعين) قال: انه منافق فصلى عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فانزل الله عزوجل (ولا تصلى على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره) (رواه مسلم)

অর্থঃ"ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালুল মৃত্যু বরণ করল, তখন তার ছেলে আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (সে মুমেন ছিল) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসল এবং তার

১ -কিতাবুত তাফসীর,তাফসীর সূরাতুল মুনাফেকুন, বাব ইয়াকুলুনা লাইন রাজা'না ইলাল মাদীনাতি..।

পিতার কাফনের জন্য তাঁর জামাটি চাইল, তখন তিনি তাকে তাঁর জামাটি দিয়ে দিলেন, এরপর আবেদন করল যে, তিনি যেন তার জানাযার নামায পড়ান, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জানাযার নামায পড়ানোর জন্য উঠে দাঁড়ালেন, তখন ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জামা ধরে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি এই মুনাফেকের জানাযার নামায পড়াবেন? অথচ আল্লাহ্ আপনাকে তার জানাযার নামায পড়াতে নিষেধ করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহ্ আমাকে ইখতেয়ার দিয়েছেন এবং বলেছেনঃ তুমি তার জন্য দোয়া কর আর নাই কর সবই তার জন্য সমান। যদি আপনি এই মুনাফেকের জন্য সত্তর বারও দোয়া করেন তবুও তার ব্যাপারে আপনার দোয়া কবুল করা হবে না। (তিনি বললেনঃ তাহলে)আমি তার জন্য সত্তর বারেরও বেশি দোয়া করব। ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ সেতো মুনাফেক, এরপরও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জানাযা পড়ালেন,আল্লাহ্ তা'লা আয়াত অবতীর্ণ করলেন "আর তাদের মধ্য থেকে (মুনাফেকদের) কারো মৃত্যু হলে তার কখনো (জানাযার) নামায পড়বে না এবং তার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াবে না" ।(সূরা তাওবা-৮৪)। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-১০৯ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নানিয়ে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেনঃ

عن هشام (رضى الله عنه) عن ابيه قال: قال سعد بن عبادة (رضى الله عنه) يوم الفتح يا ابا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة، فقال ابو سفيان يا عباس (رضى الله عنه) حبذا يوم الذمار ثم جائت كتيبة وهى اقل الكتائب فيهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واصحابه (رضى الله عنه) ورأية النبى (صلى الله عليه وسلم) مع الزبير ابن العوام (رضى الله عنه) فلما مر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بابى سفيان قال: الم تعلم ما قال سعد بن عبادة (رضى الله عنه) ؟ قال(ما قال) قال كذا و كذا، فقال كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبــة (رواه البخارى)

অর্থঃ" হিশাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ সা'দ বিন উবাদা মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেনঃ হে আবুসুফিয়ান আজ শত্রুদেরকে শাস্তি দেয়ার দিন, আজ কা'বা ঘরের ভিতরে যুদ্ধ হবে, আবু সুফিয়ান তার সামনে দাঁড়ানো আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললঃ হে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তোমার কল্যাণ হোক, আজ আমাকে রক্ষা করবে, এরপর এমন একটি সেনাদল আসল যা সমস্ত সেনাদলের তুলনায় ছোট ছিল, সেখনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবাগণ ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পতাকা যোবাইর বিন আওয়াম

১ -কিতাব ফাযায়েলুসসাহাবা,বাব মিন ফাযায়েল ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

(রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট ছিল, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল তখন আবুসুফিয়ান বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি কি জানেন যে, সা'দ কি বলেছে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললঃ সা'দ কি বলেছে? আবু সুফিয়ান বললঃ সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই এই কথা বলেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললঃ সা'দ ভুল বলেছে, আজতো আল্লাহ্ তা'লা কা'বা ঘরের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য তাকে গিলাফ দিয়ে আবরিত করা হবে"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-১১০ঃ মক্কায় প্রবেশ করার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ঘোষণা দিলেন যে, তারা নিরাপত্তা পাবে যারা নিজেদের ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকবে এবং অস্ত্র ফেলে দিবেঃ

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) لما دخل مكة قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من دخـــل دارا فهو آمن ومن القى السلاح فهو آمن (رواه ابو داؤد)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,(মক্কা বিজয়ের দিন)মক্কায় প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা দিলেন,যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিতরে থাকবে সে নিরাপত্তা পাবে, যে ব্যক্তি তার অস্ত্র ফেলে দিবে সে নিরাপত্তা পাবে"। (আবুদাউদ)[২]

মাসআলা-১১১ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জানের দুশমন আবু সুফিয়ান বিন হারবের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তার ইসলাম গ্রহণ করাকে মেনে নিলেনঃ

মাসআল-১১২ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু সুফিয়ানের সম্মানের খাতিরে এই ঘোষণাও দিলেন যে, যে ব্যক্তি আবুসুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে তাকেও ক্ষমা করা হবেঃ

মাসআলা-১১৩ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)মসজিদে হারামে প্রবেশকারীদেরকেও ক্ষমা করার ঘোষণা দিলেনঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم)عام الفتح جائه العباس بن عبد المطلب (رضى الله عنه) بابي سفيان بن حرب فاسلم بمر الظهران فقال له العباس (رضـــى الله عنه) يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان ابا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا؟ قال نعم من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ومن اغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهـــو آمن (رواه ابوداؤد)

---

১ - কিতাবুল মাগাযী, বাব আইনা রাকাযা নাবিয়্যু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রায়া ইয়ামুল ফাতহ?

২ - কিতাবু খারায ওয়াল ফাই ওয়াল ইমারা, বাব মাযায়া ফি খাবরি মাক্কা। (খঃ২,পৃঃ ২৬১৩)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) মক্কা বিজয়ের দিন আবু সুফিয়ান বিন হারব কে নিয়ে জাহরান নামক স্থানে এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হল এবং আবু সুফিয়ান বিন হারব ইসলাম গ্রহণ করল, আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু সুফিয়ান মর্যাদাবোধ সম্পন্ন লোক অতএব তাকে সম্মান জনক স্থান দিন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ঠিক আছে, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে, এমনিভাবে যেব্যক্তি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে সেও নিরাপত্তা লাভ করবে। এমনি ভাবে যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে সেও নিরাপত্তা পাবে"। (আবুদাউদ)[১]

মাসআলা-১১৪ঃ মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাবা ঘরে প্রবেশ করার জন্য ওসমান বিন ত্বালহার কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিলেন এবং কা'বা ঘর থেকে বের হওয়ার পর দ্বিতীয়বার চাবি ওসমান বিন ত্বালহাকে দিয়ে দিলেনঃ

قال محمد بن اسحاق ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم)قام على الباب الكعبة فقال يا معشر قريش ما ترون انى فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم طلقاء ثم جلس رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى المسجد فقام اليه على بن ابى طالب (رضى الله عنه) و مفتاح الكعبة فى يده فقال يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اين عثمان بن طلحة؟ فدعى له فقال هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء (ذكره ابن كثير)

অর্থঃ"মোহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে কোরাইশরা আজ আমি তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করব বলে তোমরা মনে কর? তারা বললঃ আমরা তোমার নিকট ভাল কামনা করি কারণ তুমি আমাদের ভাল ভাই এবং ভাল ভায়ের ছেলে, তিনি বললেনঃ তোমরা যাও আজ তোমরা মুক্ত (তোমাদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হল)। এর পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে বসলেন তাঁর নিকট আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিল, আর কা'বা ঘরের চাবি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে ছিল, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবেদন করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন কা'বা ঘরের গিলাফ লাগানো এবং হাজীগণকে পানি পান করানো আমাদের দায়িত্বে দিয়ে দিন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন ওসমান বিন ত্বালহা কোথায় ? ওসমান বিন ত্বালহাকে ডাকা হল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে ওসমান এই নাও কা'বা ঘরের চাবি আজ কল্যাণ এবং ওয়াদা

১ -কিতাবুল খারায ওয়াল ফাই ওয়াল ইমারা, বাব মাযায়া ফি খাবরি মাক্কা (২/২৬১০)

পূরণের দিন। (এই ঘটনাটি ইবনে কাসীর আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন)
নোটঃ উল্লেখ্যঃ মাক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা কা'বা ঘরের ভিতরে নামায আদায়ের আগ্রহ প্রকাশ করে ওসমান বিন ত্বালহার নিকট চাবি চাইলে সে চাবি দিতে অস্বীকার করেছিল।

মাসআলা-১১৫ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সন্ধির অধিন খুযাআ বংশ পুরানো হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য লাইশ বংশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুযাআ বংশকে শুধু হত্যা থেকে নিষেধই করে নাই বরং বিজয় হওয়া সত্বেও নিহতের রক্তপণ আদায় করে মানবাধিকারের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেনঃ

قال ابن اسحاق ان رجلا ... ابن الاثوع قتل رجلا في الجاهلية من خزاعة فلما كان يوم الفتح قتلت خزاعة ابن الاثواع فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يا معشر خزاعة ارفعوا ايديكم عن القتل لقد كثر القتل ان نفع لقد قتلتم رجلا لاديَنَّه (ذكره ابن كثير)

অর্থঃ" ইবনু ইসহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ইবনুল আসুগ নামী এক ব্যক্তি জাহেলিয়াতের যুগে খুযআ বংশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল, মক্কা বিজয়ের দিন খুযআ বংশের লোকেরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ইবনুল আসুগকে হত্যা করল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে খুযআ বংশ রক্তপাত করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখ, যদি রক্ত পাত করা কল্যাণ কর হত তাহলে আজ অনেক রক্তপাত করা যেত, তোমরা যাকে হত্যা করেছ আমি অবশ্যই তার রক্তপণ আদায় করব"। (ইবনু কাসীর)[১]

মাসআলা-১১৬ঃ মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চারজন পুরুষ এবং দুজন নারীকে হত্যার নিদের্শ দিয়েছেন, কিন্তু পুরুষদের মধ্যে দুজনকে হত্যা করা হয়েছিল আর দুজনকে নিরাপত্বা দেয়া হয়েছিল, তারা উভয়ে পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, নারীদের মধ্য থেকে এক জনকে হত্যা করা হয়েছিল আর অপরজনকে নিরাপত্বা দেয়া হয়েছিল সেও পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলঃ

عن سعيد عن ابيه (رضى الله عنه) قال لما كان يوم فتح مكة امن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الناس الا اربعة نفر وامراتين وقال اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة ، عكرمة بن ابى جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن ابى السرح فاما عبد الله بن خطل فادرك وهو متعلق باستار الكعبة فاستبق اليه سعيد بن حريث و عمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا

১ - আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, আস্সানা আস সামেনা লিল হিযরা সিফাতু দুখুলুহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কা (৪/৭০০)

وكان اشب الرجلين فقتله واما مقيس بن صبابة فادركه الناس فى السوق فقتلوه واما عكرمة فركب البحر فاصابتهم عاصف فقال اصحاب السفينة اخلصوا فان الهتكم لاتغنى عنكم شيئا هاهنا فقال عكرمة والله لئن لم ينجنى من البحر الا الاخلاص لا ينجنى فى البر غيره اللهم ان لك على عهدا ان انت عافيتنى مما آنا فيه ان اتى محمدا (صلى الله عليه وسلم) حتى اضع يدى فى يده فلأجدَنَّهُ عفوا كريما فجاء فاسلم واما عبد الله بن ابى السرح فانه اختبأ عند عثمان بن عفان(رضى الله عنه) فلما دعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الناس الى البيعة جاء به حتى اوقفه على النبى (صلى الله عليه وسلم) قال يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) بايع عبد الله قال فرفع رأسه فنظر اليه ثلاثا كل ذالك فبايعه بعد ثلاث ثم اقبل على اصحابه فقال اما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حيث رانى كففت يدى عن بيعته فيقتله فقالوا وما يدرينا يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما فى نفسك هلا اومأت الينا بعينك قال انه لاينبغى لنبى ان يكون له خائنة اعين (رواه النسائى)

অর্থঃ" সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চার জন পুরুষ এবং তিনজন মহিলা ব্যতীত সমস্ত লোকদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে ছিলেন, এই ছয় জনের ব্যাপারে বলেছেনঃ তাদেরকে হত্যা কর যদিও তারা কা'বাঘরের পর্দার সাথে ঝুলে থাকে। (তারা হল) ইকরামা বিন আবু জাহাল, আবদুল্লাহ বিন খাত্তাল, মোকাইস বিন সাবাবা এবং আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবু সুরহ, এদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ বিন খাত্তাল কা'বা ঘরের পর্দা ধরে ঝুলে ছিল, সাঈদ বিন হুরাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) , আম্মার বিন ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে দেখেছিল ফলে তারা তাকে হত্যা করার জন্য দৌড়িয়ে গেল এবং সাঈদ বিন হুরাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), যুবক ছিলেন, তাই সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবদুল্লাহ্ বিন খাত্তালকে হত্যা করল, মোকাইস বিন সাবাবাকে লোকেরা বাজারে দেখতে পেয়ে তাকে হত্যা করল, ইকরেমা পালিয়ে গেল এবং ইয়ামেন যাওয়ার জন্য নৌকায় আরোহণ করেছিল তারা সমুদ্রের ঝড় হাওয়ার কবলে পড়ল মাঝিরা বললঃ এখানে তোমার প্রভূ তোমার কোন কাজে আসবে না, অতএব একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহকে ডাক, ইকরিমা বললঃ আল্লাহ্র কসম! যদি সমুদ্রে এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ বাঁচাতে না পারে তাহলে ডাঙ্গায়ও এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ বাঁচাতে পারবে না। এরপর সে আল্লাহ্র সাথে ওয়াদা করল হে আল্লাহ্ আমি তোমার সাথে ওয়াদা করছি যদি তুমি আমাকে এই ঝড় হাওয়া থেকে রক্ষা কর তাহলে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হব এবং তাঁর হাতে হাত রাখব আর আমি আশা করছি যে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বিশেষ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন, সমুদ্রের ঝড় হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার পর সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হল এবং মুসলমান হয়ে গেল, আবদুল্লাহ্ বিন আবু সুরহ যে উসমান বিন আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর দুধভাই ছিল সে উসমান (রাযিয়াল্লাহু

আনহু) এর নিকট আশ্রয় নিল, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদেরকে ডাকলেন তখন উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত করালেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল আবদুল্লাহ্‌র কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করুন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথা উঠিয়ে তার দিকে তিন বার তাকালেন যেন প্রতি বারই বাইআত নিতে অস্বীকার করছিলেন, এর পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কাছ থেকে বাইআত গ্রহণ করলেন এবং সাহাবাকেরাম গণের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন বুদ্ধিমান লোক ছিল না যে, যখন আমি তার বাইআত গ্রহণ করতে অস্বীকার করছিলাম তখন তোমরা তাকে হত্যা করে ফেলতে? সাহাবাগণ বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনার মনের কথা তো আমাদের জানা ছিল না, আপনি কমপক্ষে আপনার চোখ দিয়ে আমাদেরকে ইশারা করতেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ কোন নবীর জন্য এটা মানানসয়ী নয় যে তাঁর চোখ খিয়ানত করবে"। (নাসায়ী)[১]

নোটঃ (১)ইকরামা বিন আবু জাহাল মক্কা বিজয়ের দিন তার সাথীদের সাথে মিলে ইসলামী সেনাদলের উপর আক্রমন করেছিল, তাই তাকে হত্যা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তার স্বামীর নিরাপত্তার জন্য আবেদন করল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুগ্রহ পরায়ন হয়ে তাকে নিরাপত্তা দিল, (২) আবদুল্লাহ্ বিন খাত্তাল ইসলাম গ্রহণ করার পর মোরতাদ হয়ে গিয়েছিল তাই তাকে হত্যা করা হয়েছিল,(৩) মোকাইস বিন সাবাবাও ইসলাম গ্রহণ করার পর মোরতাদ হয়ে গিয়েছিল, তাই তাকেও হত্যা করা হয়েছিল, আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবু সুরহও মোরতাদ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট তার নিরাপত্বার জন্য আবেদন করল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে নিরাপত্বা দিলেন এবং সে মুসলমান হয়ে গেল। (৫) আবদুল্লাহ্ বিন খাত্তাল এর ক্রীতদাস রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বিরুদ্ধে অপ প্রচার করত, তাই তাকে হত্যা করা হয়েছিল। (৬)আবদুল্লাহ্ বিন খাত্তালের অপর এক ক্রীতদাসের জন্য নিরাপত্বা চাওয়া হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুগ্রহ পরায়ন হয়ে তাকেও নিরাপত্বা দিয়েছিলেন এবং সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

উল্লেখ্যঃ এই ছয়জন ব্যতীত আরো তিন জন ছিল যাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিয়ে ছিলেন, তারা হলঃ(১)হারেস বিন নুফাইল তাকে হত্যা করা হয়েছিল,(২) হিবার বিন আসওয়াদ সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল (৩) সারা সেও মুসলমান হয়ে গিয়েছিল (৪) মূলত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নয়

---

১ - কিতাব তাহরিমুদ্দাম,বাবুল হুকমি ফিল মোরতাদ (৩/৩৭৯১)

জনকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যাদের মধ্যে মাত্র চারজনকে হত্যা করা হয়েছিল আর বাকী পাঁচ জনকে অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল।

মাসআলা-১১৭ঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইকরামা বিন আবু জাহালকে হত্যা করার নিদের্শ দিয়েছিলেন কিন্তু তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তার স্বামীর নিরাপত্বার জন্য আবেদন করল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার অতীতের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাকে নিরাপত্তা দিলেনঃ

عن عبد الله بن زبير (رضى الله عنه) قال لما كان يوم فتح مكة هرب عكرمة بن ابي جهل وكانت امراته ام حكيم بنت الحارث بن هشام امراة عاقلة اسلمت ثم سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الامان لزوجها فامرها برده فخرجت في طلبه وقالت له جئتك من عند اوصل الناس وابر الناس وخير الناس وقد استأمنت لك فامنك فرجع معها (رواه الحاكم)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন জুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন ইকরিমা বিন আবুজাহাল পালিয়ে গিয়ে ছিল, আর তার স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতে হারেস বিন হিশাম বুদ্ধিমতি রমণী ছিল, সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে গেল এবং তার স্বামীর জন্য নিরাপত্তা চাইল, এরপর সে তার স্বামীকে খুঁজে বের করল এবং তাকে বললঃ আমি সর্বাধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী, সর্বাধিক ভালকাজ সম্পাদনকারী, এবং সবচেয়ে ভাল লোকের নিকট থেকে এসেছি, আমি তাঁর নিকট তোমার নিরাপত্বা চেয়েছি, তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, তখন ইকরিমা তার স্ত্রীর সাথে ফিরে আসল"। (হাকেম)[১]

মাসআলা-১১৮ঃ হামযা (রাযিয়াল্লাহুআনহু)কে মুসলা (নাক,কান) কর্তনকারী এবং তার কলিজা চিবিয়ে ভক্ষণকারী হিন্দা বিনতে ওতবা মক্কা বিজয়ের পর উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তার ইসলাম গ্রহণ করাকে মেনে নিলেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت جائت هند بنت عتبة فقالت: يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما كان على ظهر الارض من اهل خباء احب الى ان يذلوا من اهل خبائك ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل خباء احب الى ان يعزوا من اهل خبائك (رواه البخارى)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হিন্দা বিন্ত ওতবা এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) পৃথিবীতে আমার নিকট কোন ব্যক্তির লাঞ্ছিত বা অপমানিত হওয়া এতটা পছন্দনীয় ছিল না যতটা পছন্দনীয় ছিল আপনার সাহাবাগণের লাঞ্ছিত বা অপমানিত হওয়া, কিন্তু আজ

১ -কিতাবব মারেফাতুসসাহাবা,যিকরু মানাকেব ইকরেমা বিন আবু জাহাল।

(ইসলাম গ্রহণের পর) পৃথিবীতে আমার নিকট কোন ব্যক্তি সম্মানিত হওয়া এতটা পছন্দনীয় নয় যতটা আপনার সাহাবাগণের সম্মানিত হওয়া পছন্দনীয়"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-১১৯ঃ সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং তার ইসলাম গ্রহণ করাকে মেনে নিয়েছেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها)قالت خرج صفوان بن امية يريد جدة ليركب منها الى اليمن فقـــال عمير بن وهب (رضى الله عنه) يا نبى الله (صلى الله عليه وسلم) ان صفوان ابن امية سيد قومه وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه فى البحر فامنه يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال هو امـــن فقال يا رسول الله فاعطنى آية يعرف بها امانك، فاعطاه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عمامته التى دخل فيها مكة فخرج بها عمير حتى ادركه وهو يريد ان يركب فى البحر فقال يا صفوان فداك ابى وامى افضل الناس وابرالناس واحلم الناس وخير الناس ابن عمك عزه عزك وشرفه شـــرفك وملكه ملكك؟ قال انى اخاف على نفسى قال: هو احلم من ذالك واكرم فرجع معه حتى وقـــف على رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فقال صفوان: ان هذا يزعم انك قد امنتنى ؟ قال صدق قال فاجعلنى بالخيار فيه شهرين؟ قال انت بالخيار اربعة اشهر (ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية).

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা জিদ্দা যাওয়ার জন্য মক্কা থেকে বের হয়েছিল, যাতে করে ওখান থেকে নৌকায় চড়ে ইয়ামেন চলে যেতে পারে। ওমাইর বিন ওহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললঃহে আল্লাহ্র রাসূল সাফওয়ার বিন উমাইয়্যা তার বংশের সর্দার, সে আপনার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এবং নিজেকে নিজে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারতে পারে। হে আল্লাহ্র রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন, আপনি তাকে নিরাপত্বা দিন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাকে নিরাপত্বা দেয়া হল, ওমাইর বিন ওহাব বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে কোন একটি আলামত দিন যাদিয়ে সাফওয়ান বুঝতে পারবে যে, আপনি তাকে নিরাপত্বা দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় প্রবেশের সময় যে পাগড়ী পরিধান করেছিলেন তা তাকে দিয়ে দিলেন, ওমাইর বিন ওহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাগড়ি নিয়ে সাফওয়ানের খুঁজে বের হল পরিশেষে সাফওয়ানকে খুঁজে পেল, সে নৌকায় আরোহণ করছিল, ওমাইর বললঃ সাফওয়ান আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সৎকর্ম পরায়ন, লোকদের মধ্যে

১ - কিতাবুল মানাকেব,বাব যিকরু হিন্দা বিন্ত ওতবা।

সবচেয়ে ধৈর্যশীল এবং তোমার চাচাতো ভাই, তাঁর সম্মান তোমার সম্মান, তাঁর আনন্দ তোমার আনন্দ, তাঁর বাদশাহী তোমার বাদশাহী, সাফওয়ান বলতে লাগলঃ আমার নিজের জীবনের ব্যাপারে ভয় হচ্ছে, ওমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ সে এই সমস্ত বিষয়ের অনেক উর্ধ্বে এবং অনেক সম্মানের অধিকারী, তখন সাফওয়ান ওমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে ফিরে আসল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসল এবং বললঃ ওমাইর বলছে আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হাঁ সে সত্য বলেছে, সাফওয়ান বললঃ ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে আমাকে দুইমাস সুযোগ দিন, যেন আমি চিন্তা ভাবনা করতে পারি, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমাকে চার মাসের সুযোগ দেয়া হল"। (ইবনু কাসীর ,আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া)[১]

নোটঃ উল্লেখ্যঃ চতুর্থ হিযরীতে আযল এবং কারা নামক স্থানের মুনাফেকরা ইসলাম প্রচারের অভিনয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট দশ জন লোক চাইল, যাদেরকে নিয়ে গিয়ে তারা ধোঁকা দিয়ে হত্যা করেছে, এদের মধ্যে মাত্র দুজন সাহাবী বেঁচে গিয়েছিল, তাদের এক জন খোবাইব বিন আদী এবং যায়েদ বিন দুসানা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এ উভয় সাহাবী বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিল, বদরের যুদ্ধে নিহত লোকদের ওয়ারিশরা তাদের নিহত লোকদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাদেরকে কিনে নিল, খোবাইব বিন আদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে সুলাফা বিনতে সা'দ ক্রয় করল যে, যার দুই ছেলে বদরের যুদ্ধে নিহত হয়ে ছিল, আর যায়েদ বিন দুসানা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ক্রয় করেছিল, যার পিতা উমাইয়্যা বিন খালাফ এবং একভাই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তারা এই উভয়কে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে শহিদ করেছিল, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু উমাইর বিন ওহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সুপারিশের ভিত্তিতে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়ে ছিলেন।

মাসআলা-১২০ঃ মক্কা বিজয়ের দিন ফুযালা বিন ওমাইর ত্বাওয়াফ করার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকেও ক্ষমা করে দিলেন এবং সে মুসলমান হয়ে গেলঃ

قال ابن هشام ان فضالة بن عمير اراد قتل النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو يطوف بالبيت عــام الفتح فلما دنا منه قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) افضالة؟ قال نعم! فضالة يا رسول الله قال ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال لا شيء كنت اذكر الله ؟ قال: فضحك النبي (صـــلى الله عليـــه

১ - আস্‌সানা আস্‌সামেনা লিল হিযরা সিফাত দুখুলুহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)মাক্কা।

وسلم) ثم قال استغفر الله ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شئ احب الى منه (اورده فى السيرة النبوية)

অর্থঃ" ইবনু হিশাম থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন ত্বাওয়াফ করার সময় ফুযালা বিন উমাইর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকটবর্তী হল, তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি ফুযালা? সে বললঃ হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ফুযালা, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন তুমি মনে মনে কি পরিকল্পনা করছ? সে বললঃ কিছু না, আমি আল্লাহ্র যিকির করছি, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসলেন অতপর বললেনঃ আস্তাগফিরুল্লাহ্ এর পর তিনি স্বীয় হাত তার বুকে রাখলেন, যার ফলে ফুযালার অন্তর শান্ত হয়ে গেল, ফুযালা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেনঃ আল্লাহ্র কসম! আমার বুক থেকে তাঁর হাত উঠানোর আগেই পৃথিবীতে তিনি আমার নিকট সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হয়ে গেলেন"। (ইবনু হিশাম এই ঘটনাটি সিরাতুন্নাবী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন)[১]

মাসআলা-১২১ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হওয়া সুমামা বিন আস্সাল কে গ্রেফতার করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে শাস্তি নাদিয়ে অনুগ্রহ পরায়ন হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে ছিলেনঃ

عن ابي هريرة (رضي الله عنه) قال: بعث النبي (صلى الله عليه وسلم) خيلا قبل نجد فجائت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن اثال فربطوه بسارية من سوارى المسجد، فخرج اليه النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندى خير يا محمد ان تقتلنى تقتل ذادم وان تنعم تنعم على شاكر وان كنت تريد المال فسل منه ما شئت فترك حتى كان الغد ثم قال له: ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك: ان تنعم تنعم على شاكر فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندى ما قلت لك فقال: اطلقوا ثمامة فانطلق الى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يا محمد، والله ما كان على الارض وجه ابغض الى من وجهك، فقد اصبح وجهك احب الوجوه الى والله ما كان من دين ابغض الى من دينك فاصبح دينك احب الدين الى والله ما كان من بلد ابغض الى من بلدك، فاصبح بلدك احب البلاد الى، وان خيلك اخذتنى وانا اريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وامره ان يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت قال لا والله ولكن اسلمت مع محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي (صلى الله عليه وسلم) (رواه البخارى).

---

১ - ৪/২৬১।

অর্থঃ" আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাজদের দিকে কিছু অশ্বারোহী প্রেরণ করলেন, তারা হানীফা বংশের এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসল, যার নামছিল সুমামা বিন আস্‌সাল, তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট আসল এবং জিজ্ঞেস করল হে সুমামা তোমার ধারণা কি? সে বললঃ আমার ধারণা ভাল যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তাহলে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করলেন যে হত্যাকারী, আর যদি আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে ছেড়ে দেন তাহলে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব, আর যদি আপনি সম্পদ চান তাহলে কত চান বলুন, একথা শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে তার অবস্থা মত ছেড়ে দিলেন, পরের দিন এসে আবার জিজ্ঞেস করলেন যে, হে সুমামা তোমার কি ধারণা? সে বললঃ আমার ধারণা তাই যা আমি গতকাল ব্যক্ত করেছি, যে যদি আপনি অনুগ্রহ করেন তাহলে একজন অনুগ্রহ পরায়নের প্রতি অনুগ্রহ করলেন, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ঐভাবে থাকতে দিলেন, এর পর তৃতীয় দিন জিজ্ঞেস করলেন হে সুমামা তোমার ধারণা কি? সে বললঃ ঐটাই যা আমি পূর্বে ব্যক্ত করেছি, এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণকে হুকুম করলেন যে, তাকে মুক্ত করে দাও, তখন তাকে মুক্ত করে দেয়া হল, সে তখন মসজিদের নিকটবর্তী একটা পুকুরে গিয়ে সেখানে গোসল করে মসজিদে এসে বললঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই, আর নিশ্চয় মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল, হে মোহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র কসম করে বলছি আমার নিকট পৃথিবীতে আপনার চেয়ে অপছন্দনীয় কোন ব্যক্তি ছিল না, আর এখন আমার নিকট আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় আর কোন কিছু নেই। আল্লাহ্র কসম! আমার নিকট আপনার দ্বীনের চেয়ে অপছন্দনীয় আর কোন দ্বীন ছিল না, আর এখন আপনার দ্বীন আমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয়। আল্লাহ্র কসম! আমার নিকট আপনার শহরের চেয়ে অপছন্দীয় আর কোন শহর ছিল না, আর এখন আমার নিকট আপনার শহরের চেয়ে পছন্দনীয় আর কোন শহর নেই। আপনার অশ্বারোহীরা আমাকে ঐসময় গ্রেফ্তার করেছে যখন আমি ওমরা করার নিয়ত নিয়ে বের হয়ে ছিলাম, এখন আপনি আমাকে কি নিদের্শ দিচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে মোবারকবাদ জানালেন এবং তাকে ওমরা করার নিদের্শ দিলেন। এরপর যখন সে ওমরা করার জন্য মক্কায় গেল তখন কেউ তাকে বলেছিল যে, তুমি বে-দ্বীন হয়ে গেছ, সে বললঃ না বরং আমি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতে মুসলমান হয়ে গেছি, আল্লাহ্র কসম! এখন মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট ইয়ামামা (ইয়ামেন) থেকে একটি গন্দমের দানাও আসবে না" ।(বোখারী)[১]

১ -কিতাবুল মাগাযী, বাব ওফদ বানী হানীফা।

মাসআলা-১২২ঃ তাঁর প্রিয় চাচা হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যাকারীকেও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্ষমা করে দিয়েছেনঃ

عن وحشي (رضى الله عنه) قال اذا افتتح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مكة هربت الى الطائف فمكث بها فلما خرج وفد الطائف الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليسلموا تعيّتْ على المذاهب فقلت الحق بالشام او باليمن او ببعض البلاد واني لفى ذالك من همى اذ قال لى رجل: ويحك انه والله لايقتل احدا من الناس دخل فى دينه وشهد شهادة الحق قال: فلما قال لى ذالك خرجت حتى قدمت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المدينة فلم يرعه الاّ بى قائما على رأسه اشهد شهادة الحق فلما رانى قال لى اوحشى انت؟ قلت: نعم يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال اقعد فحدثنى كيف قتلت حمزة؟ قال: فحدثته فلما فرغت من حديثى قال ويحك غيب عنى وجهك فلا ارينك قال: فكنت اتنكب برسول الله (صلى الله عليه وسلم) حيث كان لئلا يرانى حتى قبضه الله عزوجل (اورده فى البداية)

অর্থঃ "ওহশী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয় করলেন তখন আমি আত্ম রক্ষার জন্য তায়েফে পালিয়ে গেলাম এবং ওখানেই জীবন যাপন করতে লাগলাম, কিন্তু যখন তায়েফের একটি দল ইসলাম গ্রহণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হল তখন আমার আর কোন আশ্রয়স্থল ছিল না, আর আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, শাম, ইয়ামেন বা অন্য কোন দেশে পালিয়ে যাব, আমি এই ভাবনার মধ্যে ছিলাম এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আমাকে বললঃ আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন ব্যক্তিকে হত্যা করেন না যে ইসলাম গ্রহণ করে এবং কালেমা শাহাদাত পাঠ করে। একথা শোনামাত্র আমি বের হয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং মদীনায় গিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলাম, আমি তাঁকে বুঝতে নাদিয়ে তাঁর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং উচ্চ কণ্ঠে কালেমা শাহাদাত পাঠ করলাম, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি ওহশী? আমি বললামঃ হ্যাঁ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি ওহশী, তিনি বললেনঃ বস এবং আমাকে বল যে তুমি আমার চাচা হামযাকে কিভাবে হত্যা করেছ? ওহশী বললঃ আমি তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা খুলে বললামঃ এরপর আমি যখন আমার কথা শেষ করলাম তখন তিনি বললেনঃ তোমার অকল্যাণ হোক তুমি আমার সামনে আসবে না যেন আমি তোমাকে না দেখতে পাই। ওহশী বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখানে যেতেন আমি তাঁর পেছনে বসতাম যেন তিনি আমাকে

দেখতে না পান, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এরূপই করেছি"। (আল বেদায়া গ্রন্থে এই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে)[১]

মাসআলা-১২৩ঃ ওমাইর বিন ওহাব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মদীনায় আসল আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে হাতের নাগালে পেয়েও তাকে ক্ষমা করে দিলেন ফলে ওমাইর বিন ওহাব মুসলমান হয়ে গেলঃ

عن عروة بن الزبير (رضى الله عنه) قال: جلس عمير بن وهب الجمعي مع صفوان بن امية بعد مصاب اهل بدر من قريش فى الحجر يسير وكان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش وممن كان يؤذى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واصحابه وكان ابنه وهب ابن عمير فى اسارى بدر فذكر اصحاب القليب ومصابهم فقال صفوان: والله ان فى العيش بعدهم خيرا، قال عمير: صدقت والله اما والله لولا دين على ليس له عندى قضا وعيال اخشى عليهم الضيعة بعدى لركبت الى محمد (صلى الله عليه وسلم) حتى اقتله فان لى قبلهم علة ابنى اسير فى ايديهم ، قال: فاغتنمهم صفوان، فقال على دينك، انا اقضيه عنك، وعيالك مع عيالى اواسيهم مابقوا لايسعنى شئ ويعجز عنهم فقال له عمير: فاكتم شأنى وشأنك قال افعل ثم امر عمير بسيفه فشُحِذَ له وسُمَّ، ثم انطلق حتى قدم المدينة، فبينا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) فى نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما اكرامهم الله به وما اواهم من عدوهم اذ نظر عمر الى عمير بن وهب حين اناخ على باب المسجد متوحشا السيف، فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء الا لشر ثم دخل عمر (رضى الله عنه) على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال يا نبى الله (صلى الله عليه وسلم) هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوحشا سيفه قال فادخله على قال فاقبل عمر (رضى الله عنه) حتى اخذ بحمالة سيفه فى عنقه فلببه بها وقال لرجال ممن كانوا معه من الانصار: ادخلوا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث، فانه غير مامون، ثم دخل به على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فلما راه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعمر (رضى الله عنه) اخذ بحمالة سيفه فى عنقه قال ارسله يا عمر اذن ياعمير فدنا٥٥٥ قال فما جاءبك ياعمير؟ قال: جئت لهذا الاسير الذى فى ايديكم فاحسنو فيه قال فما بال السيف فى عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف واغنت عنا شيئا؟ قال اصدقنى مالذى جئت له؟ قال ما جئت الا لذالك، قال بل قعدت انت و صفوان بن امية فى الحجر ، فذكرتما اصحاب القليب من قريش ثم قلت: لولا دين على وعيال عندى لخرجت حتى اقتل محمدا فتحمل لك صفوان بدينك على ان تقتلنى له، الله حائل بينك وبين ذالك، قال عمير: اشهد انك رسول الله قد كنا يارسول

১ - খঃ৪,পৃঃ ৩৯৩ দারুল মারেফা বাইরুত থেকে প্রকাশিত।

الله (صلى الله عليه وسلم) نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء، وما يتزل عليك من الوحي وهذا امر لم يحضره الا انا وصفوان، فوا لله اني لاعلم ما اتاك به الا الله فالحمد لله الــذى هــداني للاسلام، وساقني هذا المساق، ثم شهد شهادة الحق، فقال فالحمد لله الذى هدانى للاسلام ، وساقني هذا المساق، ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقهوا اخاكم في دينه واقرءوه القــرآن، واطلقوا له اسيره ففعلوا (اورده ابن هشام)

অর্থঃ" ওরওয়া বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, ওমাইর বিন ওহাব এবং সাফওয়ান বিন ওমাইয়্যা উভয়ে মিলে হাতীমে বসে বদরের যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষতের কথা স্মরণ করছিল,ওমাইর বিন ওহাব মক্কার শয়তানদের নেতা ছিল, আর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথীদেরকে কষ্টদাতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার ছেলে ওহাব বিন ওমাইর বদরের যুদ্ধে বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, ওমাইর বিন ওহাব কূপে নিক্ষিপ্ত লাশদের কথা স্মরণ করছিল তখন সাফওয়ান বললঃ আল্লাহ্‌র কসম! ঐ নেতাদের মৃত্যুর পর জীবিত থাকার মধ্যে কোন আরাম নেই। ওমাইর বললঃ আল্লাহ্‌র কসম! তোমার কথা একেবারেই সত্য। আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমার এমন ঋণ না থাকতো যা আদায় করার মত আমার নিকট কিছু নেই, আর পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব না থকতো যাদের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আমি আশন্‌কা করছি তাহলে আমি গিয়ে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করে দিতাম, আর আমার ওখানে যাওয়ার যুক্তি সঙ্গত কারণও আছে যে আমার ছেলে তাঁর নিকট বন্দী হয়ে আছে। সাফওয়ান তার পরিস্থিতিকে সূবর্ণ সুযোগ মনে করে বললঃ তোমার ঋণ আমি পরিশোধ করব, আর তোমার ছেলেমেয়েরা আমার ছেলে মেয়েদের সাথে থাকবে, যতদিন তারা বেঁচে থাকবে ততদিন আমি তাদের দেখাশোনা করব, এমন হবেনা যে আমার নিকট কিছু আছে অথচ তোমার বাচ্চারা তা থেকে বঞ্চিত, ওমাইর বললঃ তাহলে এই কথাগুলো গোপন রাখ, সাফওয়ান বললঃ তাই হবে। ওমাইর হত্যা করার উদ্দেশ্যে স্বীয় তরবারী শাণিত করল এবং তাতে বিষ মাখাল এর পর মদীনাভিমূখে রওয়ানা হল, যখন সে মদীনায় পৌঁছল তখন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুসলমানদের মাঝে বসে বসে বদরের যুদ্ধের কথা স্মরণ করছিল, যে ঐ যুদ্ধে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ সম্মানিত করেছেন এবং দুশমনদের লাঞ্ছনা থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করেছেন, এমতাবস্থায় হঠাৎ ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) দৃষ্টি ওমাইর বিন ওহাবের প্রতি পড়ল যে তার উট মসজিদের দরজার সামনে বসাচ্ছিল আর তরবারি তার গলায় ঝুলছিল, ওমর (রাযিয়াল্লিাহু আনহু) বললঃ এই কুকুর আল্লাহ্‌র দুশমন আল্লাহ্‌র কসম! ওমাইর বিন ওহাব কোন অসৎ উদ্দেশ্যে এসেছে, ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আল্লাহ্‌র দুশমন ওমাইর বিন ওহাব গলায় তরবারী ঝুলিয়ে আসছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাকে আমার নিকট নিয়ে আস, ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সামনে অগ্রসর হয়ে তার গলায় ঝুলানো তরবারী হাতে নিয়ে নিল

এবং তার বর্ম ধরে টানল, আর তার সাথী আনসারীকে বললঃ যাও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সংরক্ষণ কর এবং এই খবীসের ব্যাপারে সতর্ক থাক, সে বিপদজনক, এরপর ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট গেল, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখলেন যে ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুও) ওমাইরের তরবারী এবং বর্ম টেনে ধরে রেখেছে তখন বললেনঃ ওমর তুমি তাকে ছেড়ে দাও, এর পর ওমাইরকে বললেনঃ হে ওমাইর আমার নিকটে আস, সে তাঁর নিকটে আসল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন ওমাইর বলঃ কি ইচ্ছা নিয়ে এসেছ? ওমাইর বললঃআমার বন্দীকে নিতে এসেছি, তার ব্যাপারে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি বললেনঃ তাহলে তোমার গলায় যে তরবারী ঝুলছে এটা কেন? ওমাইর বললঃ আল্লাহ্ এই তরবারীর অকল্যাণ করুন এটা আমার কি কাজে আসবে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সত্য করে বল কি ইচ্ছা নিয়ে এসেছ? ওমাইর বললঃ এই উদ্দেশ্যেই এসেছি যা আমি বলেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি আর সাফওয়ান হাতীমে বসে বদরের কূপে নিক্ষিপ্ত নিহতদের ব্যাপারে কান্নাকাটি করছিলে না? এর পর তোমরা একথা বল নাই যে, যদি আমার ঋণ না থাকত আর আমার উপর যদি পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব না থাকত তাহলে আমি গিয়ে মোহাম্মদকে কতল করতাম? এরপর যখন সাফওয়ান তোমার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিল এবং সন্তানদের লালন পালনের দায়িত্ব নিল তখন তুমি আমাকে হত্যা করতে আস নি? স্মরণ রাখ আমার এবং তোমার মাঝে আল্লাহ্ আছেন। এরপর ওমাইর বললঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহ্র রাসূল, হে আল্লাহ্র রাসূল আপনি যে আমাদেরকে ঐশী সংবাদ দিতেন এবং আপনার ওপর যে অহী অবতীর্ণ হত আমরা তা মিথ্যায় প্রতিপন্ন করতাম, কিন্তু এই বিষয়টিতো এমন যে আমি আর সাফওয়ান ব্যতীত ওখানে আর কেউ ছিল না, আল্লাহ্র কসম! এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ আপনাকে এই সংবাদ দেয় নাই, অতএব আল্লাহ্র প্রশংসা যিনি আমাকে হেদায়েত দিয়েছেন এবং এখানে নিয়ে এসেছেন, এরপর সে সত্য কালেমার সাক্ষী দিল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবা কেরামগণকে বললঃ তোমাদের ভাইকে দ্বীন বুঝাও, তাকে কোরআ'ন শিক্ষা দাও এবং তার বন্দীকে ছেড়ে দাও। সাহাবা কেরামগণ তাঁর নির্দেশ পালন করলেন"। (ইবনে হিশাম)[১]

মাসআলা-১২৪ঃ আরবের প্রশিদ্ধ কবি কা'ব বিন যুহাইর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বদনাম রটাত, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'ব বিন যুহাইরকেও হত্যার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকেও ক্ষমা করে দিলেনঃ

১ - আসসিরা আননবুবিয়া, খঃ২, পৃঃ৩৯০, দারুল কুতুব আরাবী থেকে প্রকাশিত, বাইরুত।

عن محمد بن اسحاق قال لما قدم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الى المدينة منصرفة من الطائف كتب بجبير بن زهير (رضى الله عنه) الى اخيه كعب بن زهير ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قتل رجلا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه وانه بقى من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيرة بن ابى وهب قد هربوا فى كل وجه فان كانت لك فى نفسك حاجة ففر الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فانه لايقتل احدا جاءه تائبا، وان انت لم تفعل فانج ولانجا لك، فلما بلغ كعبا الكتاب، ضاقت به الارض واشفق على نفسه وارجف به من كان حاضره من عدوه قالوا: هو مقتول فلما لم يجد شيئا بدا التى يمتدح فيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بذكر خوفه و ارجاف الوشاة به، ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة فغدا به الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين صلى الصبح، وصلى مع الناس ثم اشار له الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقال: هذا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقم اليه فاستأمنه، انه قام الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى وضع يده فى يده وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لايعرفه، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)ان كعب بن زهير جاء ليستأمن منك تائبا مسلما فهل انت قابل منه ان انا جئتك به؟قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نعم فقال: يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) انا كعب بن زهير، وثب رجل من الانصار فقال يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دعنى عدو الله! اضرب عنقه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دعه عنك فانه قد جاء تائبا نازعا رواه الطبرانى)

অর্থঃ" মোহাম্মদ বিন ইসহাক থেকে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তায়েফের যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফিরলেন তখন বুজাইর বিন যুহাইর (রাযিয়াল্লাহ্ আনহু)তার ভাই কা'ব বিন যুহাইরের নিকট পত্র লিখল যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় এমন লোকদেরকে হত্যা করেছেন যারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করত এবং তাঁকে কষ্ট দিত। কোরাইশদের অন্যান্য কবিগণ যেমনঃ যাবআরী এবং হাবিরা বিন আবি ওহাব তারা এদিক সেদিক পালিয়ে গিয়েছে, অতএব যদি তুমি তোমার জীবন বাঁচাতে চাও তাহলে তুমি পালিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হও , কেননা যে ব্যক্তি তাওবা করে তাঁর নিকট উপস্থিত হয় তিনি তাকে হত্যা করার নিদের্শ দেন না। আর তুমি যদি তা না করতে চাও তাহলে যেখানে খুশী সেখানে পালিয়ে যাও। কিন্তু সমস্যা হল যখন কা'ব বিন যুহাইরের নিকট এই চিঠি পৌছল তখন তার নিকট পৃথিবীটা সংকীর্ণ মনে হল,আর জীবনের ভয় ঢুকে গেল। আর তার বন্ধুরা তাকে একথা বলে তার ভয় আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছিল যে, এখন তো তুমি নিহত হবে। যখন কা'ব কোন রাস্তা দেখছিল না তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভয়ে তাঁর প্রশংসায় কবিতা লিখতে শুরু করল, পরিশেষে সে ঘর থেকে বের হয়ে মদীনায় পৌছল এবং জুহাইনা বংশের তার

এক পরিচিত লোকের নিকট এসে উপস্থিত হল। সকালে কা'ব তার মেজবানের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হল, লোকদের সাথে নামায আদায় করল, নামায শেষ করার পর কা'বের মেজবান তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললঃ এই হল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট যাও এবং নিরাপত্তা চাও। কা'ব উঠে গিয়ে নিজের হাত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতে রাখল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বকে চিনতেন না, কা'ব বলতে লাগল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি কা'ব তাওবাকারী এবং মুসলমান হয়ে আপনার খেদমতে উপস্থিত হয় তাহলে কি আপনি তাকে মুসলমান হিসেবে মেনে নিবেন? আর যদি আমি তাকে আমার সাথে নিয়ে আসি তাহলে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হাঁ। কা'ব বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি কা'ব বিন যুহাইর, একথা শুনে আনসারদের মধ্য থেকে এক লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা আল্লাহ্র দুশমন আমাকে অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ রাখ সে তাওবা করে এবং অতীতের কথা পরিহার করে এসেছে"। (ত্বাবারানী)[1]

মাসআলা-১২৫ঃ মক্কা বিজয়ের দিন দু'জন মুজরেমকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হত্যা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাদের বোন উম্মু হানী তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে দিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এই দুই মুজরেমকেও ক্ষমা করে দিলেনঃ

عن ام هانى (رضى الله عنها) قالت لما نزل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باعلى مكة فــر الى رجلان فدخل عليّ على بن ابى طالب (رضى الله عنه) اخى فقال: والله لاقتلنهما فاغلقت عليهما باب بيتى ثم جئت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو باعلى مكة فقال مرحبا واهلا يا ام هانى ما جاء بك؟ فاخبرته خبر الرجلين وخبر على، فقال قد اجزنا من اجزت وآمنا من آمنــت فــلا يقتلهما(رواه ابن هشام)

অর্থঃ" উম্মু হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কার উঁচু স্থানে আগমন করলেন তখন দুজন লোক পালিয়ে পালিয়ে আমার ঘরে আসল, আমার ভাই আলী বিন আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহুও) তাদের পেছনে ছিল, তারা বলতে লাগলঃ যে আল্লাহ্র কসম আমি এই দুই মুশরেককে হত্যা করব, আমি ঐ দুই ব্যক্তিকে ঘরের একটি রুমে বন্দী করে রাখলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলাম যেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবস্থান করতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে দেখে বললেনঃ উম্মু হানী স্বাগতম, মারহাবা কিভাবে এসেছ? আমি তাঁকে দু'জন লোকের কথা বললামঃ এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) তাদেরকে হত্যা

---

১ -মাজমাউয যাওয়ায়েদ,কিতাবুল মানাকেব, বাব মাযায়া ফি কা'ব বিন যুহাইর(৯/৬৫৪)

করার উদ্দেশ্যের কথাও বললাম, তিনি বললেনঃ যাদেরকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ তাদেরকে আমিও আশ্রয় দিলাম, আর যাদেরকে তুমি নিরাপত্তা দিয়েছ তাদেরকে আমিও নিরাপত্তা দিলাম, আলীকে বলে দাও সেযেন তাদেরকে হত্যা না করে"। (ইবনু হিশাম)[১]

মাসআলা-১২৬ঃ হুনাইনের যুদ্ধের সমস্ত বন্দীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুগ্রহ পরায়ন হয়ে ছেড়ে দিলেন তাদের কারো কাছ থেকে পয়শা নিলেন না, কাউকে শাস্তি দিলেন না এবং কাউকে হত্যাও করলেন নাঃ

عن المسور بن مخرمة (رضى الله عنه) قال ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قام حين جائه وفد هوازن مسلمين فسالوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) معىً من ترون وَاَحَبُّ الحديث الىَّ اصدقه فاختاروا احدى الطائفتين اما السبى واما المال؟ قالوا فانا نختار سبينا فقام رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فى المسلمين فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فان اخوانكم قد جاءونا تائبين وانى قد رايت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب ذالك فليفعل ومن احب منكم ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يفئ الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذالك يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (رواه البخارى)

অর্থঃ" মিসওয়ার বিন মাখরামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হুনাইনের যুদ্ধের পর যখন হাওয়াযিন বংশের একটি দল মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট তারা আবেদন করল যেন তাদের সম্পদ এবং বন্দী তাদের নিকট ফেরত দেয়া হয়, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বক্তব্য পেশ করলেন, আমার সাথে মুসলমানদের যেদলটি উপস্থিত আছে তাদেরকে তোমরা দেখছ, আর আমি সত্য কথা খুবই পছন্দ করি, তোমরা দুটি বিষয়ের মধ্যে যেকোন একটি গ্রহণ কর, হয় তোমরা তোমাদের সম্পদ ফেরত নাও অথবা বন্দী, তারা বললঃ আমরা আমাদের বন্দীদেরকে ফেরত নিব। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)সাহাবা কেরামগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন, সর্বপ্রথম আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন, এমন প্রশংসা যার তিনি উপযুক্ত, এরপর বললেনঃ তোমাদের ভায়েরা তাওবা করে আমাদের নিকট এসেছে, এমুহূর্তে আমি উপযুক্ত মনে করছি যে তাদের বন্দীদেরকে তাদের নিকট ফেরত দেব, অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যে তার পছন্দ হয় সে আমার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, আর তোমাদের মধ্যে যে তার অংশ পেতে চায় তাকে আমরা আজকের পর সর্বপ্রথম যে গণীমতের মাল আমাদের নিকট আসবে তাথেকে তাকে তার পাওনা বুঝিয়ে দিব, অতএব আমার ওয়াদা মোতাবেক সেও তার বন্দী ফেরত দিবে, সাহাবা কেরামগণ বললঃ আমরা আপনার সিদ্ধান্ত আনন্দের সাথে মেনে নিলাম"। (বোখারী)[২]

---

১ -৪/২৫৭

২ -কিতাবুল মাগাযী, বাব কাউলিল্লাহি তা'লা (ওয়াইয়ামা হুনাইন ইয আ'জাবাত কুম)।

رحمته (صلى الله عليه وسلم) بالمؤمنين

মোমেনগণের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দয়া

মাসআলা-১২৭ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাধ্যাতীত ভাবে কষ্ট করে ইবাদত করতে লোকদেরকে নিষেধ করেছেনঃ

عن انس (رضى الله عنه) قال دخل رسول الله(صلى الله عليه وسلم) المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب (رضى الله عنها) تصلى فاذا كسلت او فترت امسكت به فقال حلوه ليصل احدكم نشاطه فاذا كسل او فتر قعد (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে মসজিদের খুঁটির সাথে রশি ঝুলছে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন এটা কি? সাহাবাগণ বললঃএটা যায়নাব বেধেছে যেন নামায আদায়ের সময় যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে বা দুর্বল হয়ে যাবে তখন এই রশি ধরে নামায আদায় করবে, তিনি বললেনঃ এই রশি খুলে ফেল তোমাদের উচিত যতক্ষণ তোমাদের শরীর সুস্থ্ সতেজ থাকবে ততক্ষণ নামায আদায় করা, আর যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে বা দুর্বল হয়ে যাবে তখন আরাম করা" । (মুসলিম)[১]

عن ابن عباس(رضى الله عنهما) قال بينا النبى(صلى الله عليه وسلم) يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه (رواه البخارى)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল তিনি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন তখন সাহাবাগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)বললঃ তার নাম আবু ইসরাঈল, আর সে মানত করেছিল যে, সে সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকবে বসবে না, কখনো ছায়ার নিচে যাবে না এবং কোন কথা বলবে না এবং রোযা রাখবে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাকে বল সেযেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে এবং বসে, আর রোযা পূর্ণ করে" । (বোখারী)[২]

মাসআলা-১২৮ঃ রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুধু তিন দিন জামাতের সাথে তারাবীর নামায আদায় করেছেন যেন তা উম্মতের উপর ফরয না হয়ে যায়ঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة او الرابعة فلم يخرج اليهم

---

১ - কিতাব সালাতুল মুসাফিরীন, বাব ফাযিলাতুল আমাল আদ্দায়েম ।

২ -কিতাবুল ঈমান, বাব আন্ নাযর ফিমা লা ইয়ামলিকু ।

رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فلما اصبح قال قد رأيت الذى صنعتم فلم يمنعنى من الخروج اليكم الا انى خشيت ان يفرض عليكم قال وذالك فى رمضان (رواه مسلم)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে এক রাতে (তারাবীর)নামায পড়ালেন তখন তাঁর সাথে কিছু লোক ছিল, দ্বিতীয় দিন লোক আরো বৃদ্ধি পেল এরপর তৃতীয় এবং চতুর্থ রাতে লোক সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেল কিন্তু সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর বের হলেন না, এরপর যখন সকাল হল তখন তিনি বললেনঃ আমি তোমাদের অপেক্ষার ধরণ দেখছিলাম কিন্তু এই ভয়ে আমি এসে নামায পড়ালাম না যে যাতে তা তোমাদের উপর ফরয না হয়ে যায়"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-১২৯ঃ উম্মতের সুবিধার জন্য সফর অবস্থায় নামায কসর করার এবং দু'ওয়াক্তের নামায এক সাথে আদায়ের অনুমতি দিয়েছেনঃ

عن ابن عمر (رضى الله عنهما) يقول صحبت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فكان لايزيد فى السفر على ركعتين (رواه البخارى)

অর্থঃ" ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম তিনি সফরে দু'রাকাতের অধিক নামায আদায় করতেন না"। (বোখারী)[২]

عن انس بن مالك(رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يجمع بين هاتين الصلاتين فى السفر يعنى المغرب والعشاء (رواه البخارى)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরের অবস্থায় এই দুই ওয়াক্ত নামায জমা করে আদায় করতেন অর্থাৎঃ মাগরীব এবং এশা। (বোখারী)[৩]

নোটঃ বোখারীর অন্য বর্ণনায় জোহর এবং আসরের নামায জমা করে আদায় করার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

মাসআলা-১৩০ঃ উম্মতের সুবিধার্থে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরের অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করার অনুমতিও দিয়েছেনঃ

عن حمزة بن عمرو الاسلمى (رضى الله عنه) قال للنبى (صلى الله عليه وسلم)ااصوم فى السفر؟ فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر (رواه البخارى)

অর্থঃ" হামযা বিন আমর আল আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হল আমি কি সফরের অবস্থায়

---

১ -সহীহ মুসলিম, কিতাব সালাতুল মুসাফেরীন, বাব আত্ তারগীব ফি কিয়াম রামাযান।

২ - আবওয়াব তাকসীরুস্ সালাত, বাব মান লাম ইয়াতাত্বায়া ফিস্সাফারি দুবুরাস্সালাতি ওয়া কাবলাহা।

৩ - আবওয়াব তাকসীরস্সালা, বাব হাল ইয়ুআজ্জিনু আও ইয়ু কিমু ইযা জামায়া বাইনাল মাগরীবি ওয়াল ইশা।

রোযা রাখব? তিনি বললেনঃ যদি তুমি চাও তাহলে রোযা রাখ আর তুমি চাইলে রোযা ভঙ্গ কর"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-১৩১ঃ উম্মতের সুবিধার্থে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোরআ'ন সাত ক্বেরাতে (সাত রকমের আরবী ভাষায়) তেলওয়াতের অনুমতি পেয়েছেনঃ

عن ابي بن كعب (رضى الله عنه) ان النبي(صلى الله عليه وسلم) كان عنده اضاة بني غفار قال قال فاتاه جبريل فقال: ان الله يأمرك ان تُقْرِءَ امتك القرأن على حرف فقال اسال الله معافته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذالك ثم اتاه الثانية فقال ان الله يامر ان تقرء امتك القرآن على حرفين فقال اسال الله معافاته ومغفرته وان امتي لاتطيق ذالك ثم جائه الثالثة فقال: ان الله يامرك ان تقرء امتك القرآن على ثلاثة احرف فقال اسال الله معافاته ومغفرته وان امتي لاتطيق ذالك ثم جائه الرابعة فقال: ان الله عزوجل يأمرك ان تقرأ امتك القرآن على سبعة احرف فايما حرف قرء وا عليه فقد اصابوا (رواه مسلم)

অর্থঃ" উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গিফার বংশে ছিলেন ইতিমধ্যে জিবরীল (আঃ) আসল এবং বললঃ যে আল্লাহ্ আপনাকে নিদের্শ দিচ্ছেন যে আপনি আপনার উম্মতকে একটি আঞ্চলিক ভাষায় কোরআ'ন শিক্ষা দিন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি কারণ আমার উম্মত তা করার ক্ষমতা রাখে না। জিবরীল (আঃ) দ্বিতীয় বার আসল এবং বললঃ আল্লাহ্ আপনাকে নিদের্শ দিচ্ছেন যে আপনি আপনার উম্মতকে দু'টি আঞ্চলিক ভাষায় কোরআ'ন শিক্ষা দিন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি কারণ আমার উম্মত তা করার ক্ষমতা রাখে না। এরপর জিবরীল তৃতীয় বার আসল এবং বললঃ আল্লাহ্ আপনাকে নিদের্শ দিচ্ছেন যে আপনি আপনার উম্মতকে তিনটি আঞ্চলিক ভাষায় কোরআ'ন শিক্ষা দিন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি কারণ আমার উম্মত তা করার ক্ষমতা রাখে না। এরপর জিবরীল চতুর্থ বার আসল এবং বললঃ আল্লাহ্ আপনাকে নিদের্শ দিচ্ছেন যে আপনি আপনার উম্মতকে সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় কোরআ'ন শিক্ষা দিন, এর মধ্য থেকে যে আঞ্চলিক ভাষাই মানুষ কোরআ'ন তেলাওয়াত করবে তা সঠিক বলে গণ্য হবে। (মুসলিম)[২]

মাসআলা-১৩২ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় উম্মতকে পানি না পাওয়া অবস্থায় মাটি দ্বারা তায়াম্মুমের মাধ্যমে গোসল বা অযুর কাজ সম্পন্ন করার নিদের্শ দিয়েছেন যদিও তা কয়েক বছর যাবতই হোক না কেনঃ

---

১ -বাবুস্ সাওম ফিস্ সফর ওয়াল ইফতার।

২ -কিতাব ফযায়েলুল কোরআ'ন, বাব বায়ান আন্নাল কোরআ'ন উনযিলা আলা সাবআতি আহরুফ।

عن ابى ذر (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال ان الصعيد الطيـــب طهـــور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذالك خير (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই পবিত্র মাটি মুসলমানকে পবিত্রকারী, যদিও সে দশ বছর পর্যন্ত পানি না পায়, আর যখনই পানি পাবে তখনই তা শরীরে ব্যবহার করে (গোসল বা অযু) করবে, কেননা এটাই উত্তম"। (তিরমিযী)[১]

মাসআলা-১৩৩ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতের সুবিধার্থে প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করার নিদের্শ দেন নাইঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لو لا ان اشق على امتى او على الناس لامرهم بالسواك مع كل صلاة (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যদি আমি আমার উম্মতের জন্য বা মানুষের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহ্লে প্রত্যেক নামাযের সময় তাদেরকে মেসওয়াক করার জন্য নিদের্শ দিতাম"। (বোখারী)[২]

মাসআলা-১৩৪ঃ ঈমানদারদের সুবিধার্থে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এশার নামায তার মূল সময়ের আগে আদায় করার অনুমতি দিয়েছেনঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لو لا ان اشق على امتى لامرهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث اليل او نصفه (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে নিদের্শ দিতাম যেন তারা এশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত দেরী করে আদায় করে"। (তিরমিযী)[৩]

মাসআলা-১৩৫ঃ ঈমানদারদের সুবিধার্থে মে'রাজের সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র নিকট বার বার আবেদন করে নামায ৫০ ওয়াক্ত থেকে ৫ ওয়াক্ত কমিয়ে এনেছেনঃ

নোটঃএসংক্রান্ত হাদীসটি ৩৪০ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-১৩৬ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈমানদারদেরকে ক্ষমা করার জন্য রাতভর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেনঃ

১ -আবওয়াবুত ত্বাহারা, বাব আত্তায়াম্মুম লিল জুনবি ইযা লামইয়াযিদ আল মায়া(১/১০৭)

২ - কিতাবুল জুমুয়া,বাব আসসিওয়াক ইয়ামুল জুমুয়া।

৩ -আবওয়াবুস সালা, বাব মাযায়া ফি তাখিরিস্ সালাতিল ইশা(১/১৪৭)।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهما) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) تلا قـــول الله عزوجل فى ابراهيم (رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم) وقال عيس(ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم) فرفع يديه وقال (اللهم امتى امتى) وبكى فقال الله عزوجل يا جبريل اذهب الى محمد وربك اعلم فاسأله ما يبكيك؟ فاتاه جبريل فسأله فاخبره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بما قال وهو اعلم فقال الله: يا جبريل اذهب الى محمد فقال انا سنرضيك فى امتك ولا نسوءك (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন যেখানে ইবরাহিম (আঃ) এর এই বাণী রয়েছে" হে পালনকর্তা এরা (এই মূর্তিসমূহ)অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে,অতএব যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু" ।(সূরা ইবরাহিম-৩৬)
এরপর এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন যেখানে ঈসা (আঃ) বলেছেনঃ যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত মহা বিজ্ঞ। (সূরা মায়েদাহ্-১১৮)।
এর পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উভয় হাত তুলে বললেনঃ হে আল্লাহ্ আমার উম্মত আমার উম্মত এবং কাঁদতে লাগলেন, আল্লাহ্ তা'লা জিবরীল (আঃ) কে নিদের্শ দিলেন হে জিবরীল মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট যাও এবং জিজ্ঞেস কর যে সে কেন কাঁদছেন? অথচ তোমার রব ভাল করেই জানে যে সে কেন কাঁদছে , জিবরীল (আঃ) আসল এবং জিজ্ঞেস করল আপনি কেন কাঁদছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে সব বললেন অথচ আল্লাহ্ তা আগে থেকেই জানেন, এরপর জিবরীল (আঃ) আল্লাহ্র নিকট ফিরে গিয়ে সংবাদ দিল তখন আল্লাহ্ বললেনঃ হে জিবরীল তুমি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট যাও এবং বল যে আমি তোমাকে তোমার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করে দিব এবং তোমাকে অসন্তুষ্ট করব না"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-১৩৭ঃ ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার মাকবুল দুয়া সংরক্ষণ করে রেখেছেনঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى دعوته وانى اختبات دعوتى شفاعة لامتى يوم القيامة فهى نائلة انشاء الله من مات من امتى لايشرك بالله شيئا (رواه مسلم)

১ -কিতাবুল ঈমান, বাব দুয়াউ ন্ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লিউম্মাতিহি ওয়া বুকাইহি শাফাকাতান আলাই হিম।

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ প্রত্যেক নবীর জন্য একটি মাকবুল দোয়া আছে আর প্রত্যেক নবীই তাড়াহুড়া করে ঐ দোয়াটি দুনিয়াতে করে নিয়েছে, আর আমি ঐ দোয়াটি সংরক্ষণ করে রেখে দিয়েছি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের সাফাআতের জন্য । আর আমার ঐ দোয়ার সুফল ইনশাআল্লাহ্ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি পাবে যে ব্যক্তি তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্র সাথে কাউকে(শিরক) অংশীদার করে নাই" । (মুসলিম)[১]

মাসআলা-১৩৮ঃ কিয়ামতের দিনও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতের মাগফিরাতের জন্য কখনো মিযানে কখনো পুলসিরাতে আবার কখনো হাউজে কাউসারের নিকট যাবেনঃ

عن انس (رضی الله عنه) قال:سألت رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ان يشفع لی يوم القيامـــة، فقال(انا فاعل) قال: قلت:يارسول الله (صلی الله عليه وسلم) فاين اطلبك؟قال اطلبنی اول مـــا تطلبنی علی الصراط فان لم القك علی الصراط، قال(فاطلبنی عند الميزان) قلت فان لم القك عـنـــد الميزان؟ قال(فاطلبنی عند الحوض فانی لا اخطی هذه الثلاث المواطن،(رواه الترمذی)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আবেদন করলাম তিনি যেন আমার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করেন, তিনি বললেনঃ আমি তা করব, বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের দিন আমি আপনাকে কোথায় খুঁজে পাব? তিনি বললেনঃ সর্বপ্রথম তুমি আমাকে পুলসিরাতে খুঁজবে, বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি বললামঃ যদি আমি আপনাকে ওখানে নাপাই? তিনি বললেনঃতাহলে তুমি আমাকে মিযানের নিকট খুঁজবে, আমি বললামঃ যদি আমি আপনাকে মিযানের নিকট খুঁজে নাপাই? তিনি বললেনঃ তাহলে তুমি আমাকে হাউজে কাউসারের নিকট খুঁজবে, কেননা আমি এই তিন স্থানের বাহিরে অন্য কোথাও থাকব না" ।(তিরমিযী)[২]

মাসআলা-১৩৯ঃ পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতের মুক্তির জন্য দোয়া করবেনঃ

عن حذيفة وابی هريرة (رضی الله عنهما) قالا قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ترسل الامانة والرحم فتقومان جنبتی الصراط يمينا وشمالا، فيمر اولكم كالبرق قال: قلت بابی انت وامی ای شئ كمر البرق؟ قال الم تروا الی البرق كيف يمر ويرجع فی طرفة عين؟ ثم كمر الريح، ثم كمر الطـــير، وشد الرجال تجری بهم اعمالهم، ونبيكم قائم علی الصراط يقول (رب سلم سلم) (رواه مسلم)

১ -কিতাবুল ঈমান,বাব ইসবাত শাফায়া ওয়া ইখরাজুল মোয়াহহেদীন মিনান্নার ।
২ -আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা, বাব মাযায়া ফি শানি সিরাত(২/১৯৮১) ।

অর্থঃ"হুযাইফা এবং আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তারা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমানত এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককে পাঠনো হবে আর তারা পুলসিরাতের ডান এবং বাম পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যাবে, তোমাদের প্রথম ব্যক্তি বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাত অতিক্রম করবে, হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক কোন জিনিস বিদ্যুতের গতির চেয়ে দ্রুত অতিক্রম করতে পারবে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি কি চিন্তা করে দেখ নাই যে বিদ্যুত কিভাবে চোখের পলকে যাতায়াত করে? এরপর কিছু লোক বাতাসের গতিতে পুলসিরাত অতিক্রম করবে, এরপর কিছু লোক পাখির গতিতে পুল সিরাত অতিক্রম করবে, এরপর কিছু লোক মানুষের দৌড়ের গতিতে পুলসিরাত অতিক্রম করবে, এরপর অন্যান্য লোকেরা নিজ নিজ আমল অনুসারে পুল সিরাত অতিক্রম করবে আর তোমাদের নবী পুলসিরাতে দাঁড়িয়ে তাঁর উম্মতের জন্য দোয়া করতে থাকবে হে আল্লাহ্ তুমি আমার উম্মতকে মুক্তি দাও, হে আল্লাহ্ তুমি আমার উম্মতকে মুক্তি দাও" । (মুসলিম)[১]

মাসআলা-১৪০ঃ কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তিকে সর্তক করতে হলে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নাম না নিয়ে সম্মিলিত ভাবে সকলকে সম্বোধন করতেনঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوما باصحابه فلما قضى الصلاة اقبل على القوم بوجهه، فقال(ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء (رواه ابـــن ماجة)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণকে নিয়ে নামায আদায় করলেন, নামায শেষে লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন এবং বললেনঃ লোকদের কি হয়েছে যে তারা (নামাযের সময়)আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে " ।(ইবনু মাযা)[২]

মাসআলা-১৪১ঃ এক ব্যক্তি রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করেছিল, সে গরীব লোক হওয়ায় তার এই অন্যায়ের কাফ্ফারা হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য শুধু খেজুরের ব্যবস্থাই করলেন না বরং সে গরীব হওয়ার কারণে তাকে নিজেকেই ঐ খেজুর ভোগ করার নিদের্শ দিলেন।

عن ابي هريرة(رضى الله عنه) قال: بينما نحن جلوس عند النبي (صلى الله عليه وســـلم) اذ جائـــه رجل فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هلكت قال مالك؟ قال: وقعت على امراتى وانا صائم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا قال فهل تســـتطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، قال اجلس فمكث عند

১ - কিতাবুল ঈমান,বাব আদনা আহলুল জান্নাতি মানযিলাতান ফিহা।

২ - আবওয়াব ইকামাতুস্‌সালা ,বাব আল খুশুউ ফিস্‌ষালা (১/৮৫৬)

النبي(صلى الله عليه وسلم) فبينا نحن على ذالك اتى النبي(صلى الله عليه وسلم) بعرق فيها تمسر والعرق المكتل الضخم قال: اين السائل؟ فقال: انا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل اعلى افقر مني يارسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهـــل بيتي فضحك النبي (صلى الله عليه وسلم)حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك(متفق عليه)

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বসেছিলাম, এমতাবস্থায় একজন সাহাবী এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলাম, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন ঘটনাটা কি? সে বললঃ আমি রোযা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি একজন ক্রীতদাস আযাদ করে দিতে পারবে? সে বললঃ না, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি একাধারে দুইমাস রোযা রাখতে পারবে? সে বললঃ না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি ৬০ জন মিসকীনকে এক বেলা খাবার দিতে পারবে? সে বললঃ না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাহলে তুমি অপেক্ষা কর, সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, আমরা ঐ অবস্থায়ই বসে ছিলাম এমতাবস্থায় তাঁর নিকট কিছু খেজুর নিয়ে আসা হল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন মাসআলা জিজ্ঞেসকারী কোথায়? সে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি এখানে উপস্থিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এই খেজুরগুলো নিয়ে গিয়ে তোমার পক্ষ থেকে দান করে দাও। সে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি কি আমার চেয়ে অভাবী লোকদেরকে তা দান করব? আল্লাহ্র কসম! মদীনাবাসীদের মধ্যে আমার চেয়ে অভাবী আর কেউ নেই, একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসলেন এতে আমরা তাঁর থুতনী হেলতে দেখলাম, এরপর তিনি বললেনঃ আচ্ছা তাহলে তোমার পরিবারের লোকদেরকে তা আহার করাও"। (বোখারী ও মুসলিম)[১]

মাসআলা-১৪২ঃ নামায চলাকালে যারা কথা বলেছিল তাদেরকে তিনি নামায শেষে অত্যন্ত নম্রতার সাথে বুঝালেন যে নামায তাসবীহ এবং তাকবীর বিশিষ্ট ইবাদত এখানে কথা বলা উচিত নয়ঃ

عن معاوية ابن الحكم السلمي (رضي الله عنه) قال بينا انا اصلي مع رسول الله (صلى الله عليـــه وسلم) اذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت واثكل امياه مـــا شأنكم تنظرون الى فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما

১ -আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখিত মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং-২০০৪।

صلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فبابي هو وامي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقرأة القرآن (رواه مسلم)

অর্থঃ" মোয়াবিয়া বিন হাকাম সুলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে নামায আদায় করছিলাম এমতাবস্থায় আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হাঁচি দিল, আমি বললামঃ ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্, তখন লোকেরা আমার দিকে অন্য দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল, আমি বললামঃ হায় আমাকে যদি আমার মা প্রসব না করত, তোমরা কেন এভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছ? একথা শুনে তারা তাদের হাত রানের উপর মারতে লাগল যখন আমি লক্ষ্য করলাম যে তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে তখন আমি চুপ করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নামায শেষ করলেন, তাঁর প্রতি আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক, আমি তাঁর পূর্বে এবং তাঁর পরে তাঁর চেয়ে উত্তম কোন শিক্ষক দেখি নাই, আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাকে ধমক দেন নাই, প্রহার করেন নাই, গালিও দেন নাই বরং বললেনঃ নামাযে মানুষের কোন কথাবার্তা বলা বৈধ নয় বরং তা তাসবীহ, তাকবীর এবং কোরআ'ন তেলওয়াতের স্থান"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-১৪৩ঃ এক বেদুইন মসজিদে পেসাব করতে লাগল তখন সাহাবাগণ তাকে বাধা দিতে চাইল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণকে নিষেধ করলেন যেন তারা তাকে বাধা নাদেয় এবং পেসাব শেষ করার পর তাকে অত্যন্ত সোহাগের সাথে বুঝালেন যে,মসজিদসমূহ আল্লাহ্র ইবাদতের জন্যঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) قال بينما نحن فى المسجد مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اذ جاء اعرابي فقام يبول فى المسجد فقال اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)مه مه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لاتزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دعاه فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول والقذر انما هى لذكر الله والصلاة وقرأة القرآن او كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে মসজিদে ছিলাম, এমতাবস্থায় এক বেদুইন এসে মসজিদে পেসাব করতে লাগল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবাগণ বলতে লাগল থাম থাম, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

১ -কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াজিউস্সালা, বাব তাহরীমুল কালাম ফিস্সালা ওয়া নাসখু মা কানা মিন ইবাহাতিহি।

বললেনঃ তাকে বাধা দিওনা পেসাব করতে দাও, লোকেরা তাকে এভাবেই থাকতে দিল যখন তার পেসাব শেষ হল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেনঃ মসজিদে পেসাব বা ময়লা নিক্ষপ করা উচিত নয়, এটা আল্লাহ্র স্মরণ এবং নামায আদায় ও কোরআ'ন তেলওয়াতের জন্য নিমার্ণ করা হয়েছে। বা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এধরণের কিছু কথা বলেছেন এরপর এক ব্যক্তিকে নিদের্শ দিলেন সেযেন এক বালতি পানি এনে তার পেসাবের উপর প্রবাহিত করে দেয়"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-১৪৪ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যভিচারের অনুমতি প্রার্থনাকারী যুবককে অত্যন্ত ধৈর্য এবং কোমলভাবে বিষয়টি বুঝালেনঃ

عن ابى امامة (رضى الله عنه) ان فتى من قريش اتى النبى(صلى الله عليه وسلم)فقال: يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) ائذن لى فى الزنا، فاقبل القوم عليه وزجروه، وقالوا: مه مه، فقال ادنه فدنا منه قريبا، فقال اتحبه لامك؟ قال: لا والله جعلنى الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لامهاتهم قال افتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جعلنى الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال افتحبه لاختك؟ قال: لا والله يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جعلنى الله فداك قال ولا الناس يحبونه لاخواتهم قال اتحبه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)جعلنى الله فداك، قال ولا الناس يحبونهم لعماتهم قال اتحبه لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جعلنى الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال: فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه قال: فلم يكن بعد ذالك الفتى يلتفت الى شئ(رواه احمد)

অর্থঃ"আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, কোরাইশদের এক যুবক এসে একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হল এবং বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন, লোকেরা তাকে ধমকাল এবং বললঃ এখান থেকে দূর হও, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ না তাকে আমার নিকট আসতে দাও, যুবক রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে আসল, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার মায়ের জন্য এই ব্যভিচার পছন্দ করবে? যুবক বললঃ আল্লাহ্র কসম! না। আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাহলে এভাবে অন্য লোকেরাও তাদের মায়ের জন্য ব্যভিচার পছন্দ করে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ যুবককে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য ব্যভিচার পছন্দ কর? সে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আল্লাহ্র কসম! আমি তা পছন্দ করি না। আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুক, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এমনিভাবে অন্য লোকেরাও তাদের মেয়ের

---

১ -সহীহ মুসলিম, কিতাবুত্বাহারা, বাবুনাহি আনিল ইগতেছাল ফিল মায়ি রাকেদ।

জন্য ব্যভিচার পছন্দ করে না। এরপর আবার তিনি ঐ যুবককে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি তোমার বোনের জন্য ব্যভিচার পছন্দ কর? সে বললঃ আল্লাহ্র কসম! না আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এমনিভাবে অন্য লোকেরাও তাদের বোনের জন্য ব্যভিচার পছন্দ করে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ যুবককে জিজ্ঞেস করলেন তুমিকি তোমার ফুফুদের জন্য ব্যভিচার পছন্দ কর? যুবক বললঃ আল্লাহ্র কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ্ না। তিনি বললেনঃ এমনিভাবে অন্য লোকেরাও তাদের ফুফুদের জন্য ব্যভিচার পছন্দ করে না। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ যুবককে আবার জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কি তোমার খালার সাথে ব্যভিচার করতে পছন্দ কর? সে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আল্লাহ্র কসম! মোটেও আমি তা পছন্দ করি না, তিনি বললেনঃ তাহলে অন্যলোকেরাও পছন্দ করে না যে তাদের খালার সাথে কেউ ব্যভিচার করুক, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় হাত তার মাথার উপর রেখে দোয়া করলেন হে আল্লাহ্ তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও, তার অন্তর পবিত্র করে দাও, তার লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ কর, বর্ণনাকারী বলেনঃ এরপর ঐ যুবক আর কখনো ব্যভিচারের প্রতি আগ্রহী হয় নাই"। (আহমদ)[১]

মাসআলা-১৪৫ঃ মিকদাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ক্ষুধার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুধের অংশ পান করে নিল পরে সে এজন্য লজ্জাবোধ করল এবং ভয় করতে লাগল যে নাজানি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য বদ দোয়া করেন, কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসলেন এবং দুধ না পেয়ে বললেনঃ হে আল্লাহ্ যে আমাকে আহার করায় তুমি তাকে আহার করাও আর যে আমাকে পান করায় তুমি তাকে পান করাওঃ

عن المقداد (رضى الله عنه) قال كنا نحتلب فيشرب كل انسان منا نصيبه ونرفع للنبى (صلى الله عليه وسلم) فيجئ من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان ثم ياتى المسجد فيصلى ثم ياتى شرابه فيشرب فاتانى الشيطان ذات ليلة وقد شربتُ نصيبى فقال محمد (صلى الله عليه وسلم) ياتى الانصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة الى هذه الجرعة فاتيتها فشربتها فلما ان وغلت فى بطنى وعلمتُ انه ليس اليها سبيل قال ندمنى الشيطان فقال ويحك ما صنعت؟ اشربت شراب محمد (صلى الله عليه وسلم) فيجئ فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك قال فجاء النبى (صلى الله عليه وسلم) كما يسلم ثم اتى المسجد فصلى ثم اتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه

১ -মাযমাউযাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ,তাহকীক আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ আদরবেস, খঃ১, হাদীস নং ৫৪৩।

شيئا فرفع رأسه الى السماء فقلت الآن يدعو عليّ فاهلك فقال اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني (رواه مسلم)

অর্থঃ" মিকদাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ(রাতে শোয়ার আগে আমরা বকরীর) দুধ দোহন করে আমাদের প্রত্যেকে তার অংশের দুধ পান করে নিত, আর আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অংশ রেখে দিতাম, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে আগমন করতেন, আর এত আস্তে সালাম দিতেন যে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হত না, তবে জাগ্রতরা তা শুনতে পেত, এরপর তিনি মসজিদে চলে যেতেন, নামায আদায় করতেন এরপর ফিরে আসতেন এবং তাঁর অংশের দুধ তিনি পান করতেন, এক রাতে আমি আমার অংশের দুধ পান করে নিয়েছি তখন শয়তান আমাকে কুপ্রবঞ্চনা দিয়ে বলতে লাগল, যে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনসারদের নিকট যায় আর তারা তাঁকে উপহার সামগ্রী দিয়ে থাকে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যাকিছুর প্রয়োজন হয় তা ওখান থেকে তিনি পেয়ে যান, এই এক ঢোক দুধের তাঁর এমন কি প্রয়োজন আছে, এই ভেবে আমি তাঁর অংশের দুধ পান করে নিলাম, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুধ আমি পান করে নিলাম তখন অনুভব করলাম যে এটাতো ঠিক হয় নাই, তখন আবার শয়তান আমাকে লজ্জায় ফেলে দিল যে, তোমার ধ্বংস হোক তুমি এই কাজ করেছ? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অংশের দুধ পান করে নিয়েছ? এখন তিনি আসবেন এরপর যখন তিনি তাঁর দুধ না পাবেন তখন তোমার জন্য বদ দোয়া করবে আর তুমি ক্ষতি গ্রস্ত হবে। তোমার দুনিয়াও গেল পরকালও গেল, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসলেন তখন তিনি তাঁর অভ্যাস মোতাবেক সালাম দিলেন এরপর মসজিদে চলে গেলেন, নামায আদায় করলেন এরপর দুধের নিকট আসলেন, দুধের পাত্র খুলে তাতে দুধ পেলেন না, তখন তিনি তাঁর মাথা আকাশের দিকে উঠালেন, তখন আমি চিন্তা করলাম এখনই তিনি আমার জন্য বদ দোয়া করবেন, আর আমি ক্ষতি গ্রস্ত হয়ে যাব, কিন্তু তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্ যে আমাকে আহার করায় তুমি তাকে আহার করাও, আর যে আমাকে পান করায় তুমি তাকে পান করাও" । (মুসলিম)[১]

নোটঃ ঘটনার বাকী অংশ এইঃ মিকদাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি চুপ করে উঠে বকরীর নিকট গেলাম এবং দেখতে পেলাম যে, তিনটি বকরীই দুধে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, তখন আমি দুধ দোহন করে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মিকদাদ তুমি কি রাতে দুধ পান কর নাই? আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি দুধ পান করুন, তিনি পান করলেন এপর আমাকে দিলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি পান করুন, এর পর তিনি আবার পান করলেন এবং আমাকে দিলেন, এরপর যখন আমি সুদৃঢ় হলাম যে আমি তাঁর দোয়ার

১ -কিতাবুল আশরিবা, বাব একরামু জাইফ।

অধিকারী হয়ে গেছি তখন আমি হাসতে লাগলাম এমন কি আমি হাসতে হাসতে মাটিতে পড়ে গেলাম, তিনি জানতে চাইলে আমি পূর্ণ ঘটনা তাকে শোনালাম, তিনি বললেনঃ এই দুধ যা বেতিক্রম ভাবে বকরী দিয়েছে তা আল্লাহ্র রহমতে হয়েছে, তুমি যদি আগে বলতে তাহলে আমি অন্য সাথীদেরকেও জাগ্রত করে দিতাম যেন তারাও আল্লাহ্র রহমতের অংশ পেতে পারে"।

মাসআলা-১৪৬ঃ বেদুইনদের বেআদবীর প্রতি উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে শুধু ক্ষমা সুন্দর আচরণই করেন নাই বরং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদেরকে অনুদানও দিয়েছেনঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) قال: كنت امشى مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم)وعليـــه رداء غليظ الحاشية فادركه اعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت الى صفحة عنق رســول الله (صلى الله عليه وسلم) وقد اثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال: يا محمد مرلى من مـــال الله الذى عندك فالتفت اليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فضحك ثم امر له بعطاء(رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে যাচ্ছিলাম, আর তিনি একটি নাজরানের (একটি স্থানের নাম) চাদর পরিধান করে ছিলেন, যার আচল মোটা ছিল, পথিমধ্যে একজন বেদুইনের সাথে সাক্ষাত হল আর সে তাঁর চাদর ধরে জোরে টান দিল ফলে তাঁর কাঁধের মোহরে নবুয়তের স্থনে দাগ পড়ে গেল, আর চাদরের আচলটি শরীর থেকে পড়ে গেল, এরপর তিনি বললেনঃ হে মোহাম্মদ যা আল্লাহ্ আপনাকে দিয়েছেন তার মধ্য থেকে আমাকে কিছু দেয়ার জন্য নির্দেশ দিন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিলেন"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-১৪৭ঃ দু'টি মোস্তাহাব বিষয়ের মধ্যে সহজ বিষয়টি চয়ন করে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলমানদের উপর দয়া করেছেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت ما خير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين امرين احدهما ايسر من الاخر الا اختار ايسرهما مالم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه (رواه مسلم)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দু'টি কাজের মধ্যে কোন একটি করার জন্য এখতেয়ার দেয়া হত তখন তিনি সহজ কাজটি বেছে নিতেন যদি তার মধ্যে কোন গোনাহ্ না থাকত, যদি তাতে কোন গোনাহ্ থাকত তাহলে তাথেকে তিনি সবচেয়ে দূরে থাকতেন"। (মুসলিম)[২]

***

১ -কিতাবুয যাকা, বাব ইতাউল মোয়াল্লেফা ওয়ামান ইয়াখাফু আলা ইমানিহি ইন লাম ইয়ুতা।

২ -কিতাবুল ফাযায়েল, বাব মোবাআদাতুহু লিল ইসম ওয়া ইখতিয়ারুহু মিনাল মোবাহ আসহালুহু ওয়া ইন্তে কামুহু লিল্লাহহি তা'লা ইন্দা ইন্তেহাকি হুরমাতিহি।

رحمته (صلى الله عليه وسلم) بأهل بيته

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবারের লোকদের প্রতি তাঁর দয়া

মাসআলা-১৪৮ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় পরিবারের লোকদের প্রতি অন্য সমস্ত লোকদের তুলনায় উত্তম আচরণ করতেনঃ

عن عائشة(رضى الله عنها) قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي واذا مات صاحبكم فدعوه (رواه الترمذى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবারের নিকট সবোর্ত্তম, আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। আর যখন তোমাদের সাথী মারা যাবে তখন তোমরা তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকবে"। (তিরমিযী)[১]

মাসআলা-১৪৯ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ঘরে থাকতেন তখন ঘরের কাজে স্বীয় স্ত্রীগণকে সহযোগীতা করতেনঃ

عن الاسود (رضى الله عنه) قال سأل عائشة (رضى الله عنها) ما كان النبى(صلى الله عليه وسلم) يصنع فى اهله قالت كان فى مهنة اهله فاذا حضرت الصلاة قام الى الصلاة (رواه البخارى)

অর্থঃ" আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জিজ্ঞেস করেছি যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে কি কাজ করতেন? তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন আর যখন নামাযের সময় হত তখন তিনি নামাযে চলে যেতেন"। (বোখারী)[২]

মাসআলা-১৫০ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় স্ত্রীগণের দুর্বল দিকগুলোর প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখতেনঃ

عن انس (رضى الله عنه) ان النبى(صلى الله عليه وسلم) اتى على ازواجه و سوّاق يسوق بهن يقال له انجشة فقال ويحك يا انجشة رويدا سوقك بالقوارير (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, (সফরের অবস্থায়) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীগণের নিকট আসলেন, উট চালক উট গুলোকে দ্রুত চালাচ্ছিল, তার নাম ছিল আনজাসা, তিনি বললেনঃ আনজাসা তোমার ক্ষতি হোক তুমি

১ -সহীহ সুনান তিরমিযী, লিল আলবানী, খঃ৩, হাদীস নং-৩০৫৭।

২ -কিতাবুল আদাব, বাব কাইফা ইয়াকুনুর রাজুলু ফি আহলিহি।

উটগুলোকে আস্তে আস্তে চালাও। স্ফটিক পাত্র তুল্য (সামান্যতেই ভেঙ্গে যাওয়ার মত) নারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে উট চালাও"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-১৫১ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে আদর করে "আয়েশ" বলে ডাকতেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يا عائش! هذا جبرائيل يقرئك السلام قالت وعليه السلام ورحمت الله (رواه مسلم)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হে আয়েশ এইযে জিবরীল তোমাকে সালাম দিয়েছে, সে বললঃ ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ "। (মুসলিম)[২]

মাসআলা-১৫২ঃ মনে আনন্দ দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করতেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت كان الجيش يلعبون بحرابهم فسترني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وانا انظر فما زلت انظر حتى كنت انصرف (رواه البخارى)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হাবশী লোকেরা তাদের হাতিয়ার নিয়ে খেলা-ধূলা করত, আর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার সামনে দাঁড়িয়ে যেতেন আর আমি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে তাদের খেলা-ধূলা দেখতাম, যতক্ষণ আমার তৃপ্তি না হত ততক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর যখন আমি নিজেই দেখা বাদ দিতাম তখন তিনি চলে যেতেন"। (বোখারী)[৩]

عن عائشة (رضى الله عنها) كانت تلعب بالبنات عند رسول الله(صلى الله عليه وسلم)قالت: و كانت تاتيني صواحبي فَكُنَّ يَنْقَمِعْنَ من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قالت: فكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يُسَرِّبُهُنَّ اِلَيَّ(رواه مسلم)

অর্থঃ "আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলা-ধূলা করত, আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ আমার সাথীরা আমার নিকট আসত আর তারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখে দূরে চলে যেত এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে তাদেরকে আবার আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট পাঠিয়ে দিতেন"। (মুসলিম)[৪]

---

১ -কিতাবুল ফাযায়েল, বাব রহমাতুহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া আমরুহু বিররিফক বিহিন্না ওয়ানিসা।

২ -কিতাবুল ফাযালেুসসাহাবা,বাব ফাযায়েল আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা উম্মুল মুমেনীন।

৩ - কিতাবুন নিকাহ,বাব হুসনিল মোয়াশারা মায়াল আহল।

৪ - কিতাব ফাযায়েলুসসাহাবা,বাব ফাযায়েল আয়শা উম্মুল মুমেনীন (রাযিয়াল্লাহু আনহা)।

মাসআলা-১৫৩ঃ খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর স্মরণঃ

عن عائشة (رضی الله عنها) قالت: استأذنت هالة بنت خويلد اخت خديجة (رضی الله عنها) على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فعرف استئذان خديجة (رضى الله عنها)فارتاع لـــذالك فقـــال اللهم هالة! (رواه البخارى)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহার) বোন হালা বিনতু খুআইলেদ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসার জন্য অনুমতি চাইলেন, (তার অনুমতি চাওয়ার পদ্ধতি দেখে তাঁর খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহার) কথা স্মরণ হয়ে গেল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্য মনস্ক হয়ে বললেনঃ অহ! এতো হালা" । (বোখারী)[১]

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: ما غرت على احد من نساء النبى(صلى الله عليه وسلم) مـــا غرت على خديجة (رضى الله عنها) وما رأيتها ولكن كان النبى(صلى الله عليه وسلم) يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء ثم يبعثها فى صدائق خديجة (رضى الله عنها) (رواه البخارى)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রীগণের মধ্যে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহার) ব্যাপারে আমি যতটা আত্ম মর্যাদা বোধ করেছি তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর ব্যাপারে আমি ততটা আত্ম মর্যাদাবোধ করি নাই। অথচ আমি খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে দেখিও নাই, তার কারণ ছিল এই, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কথা বেশি বেশি স্মরণ করতেন, আর যখন কোন বকরী যবেহ করতেন তখন মাংস ভাগ ভাগ করে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহার) বান্ধবীদের নিকট উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিতেন" । (বোখারী)[২]

মাসআলা-১৫৪ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সন্তানের মৃত্যুতে অশ্রুসজল হলেন এবং অত্যন্ত মন খারাপ করলেনঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) قال: دخلنا مع رسول الله(صلى الله عليه وسلم) على ابى سيف القين و كان ظئرا لابراهيم فاخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ابراهيم فقبله وشمه ثم دخلنـــا عليه بعد ذالك وابراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تذرفان فقال له عبد الرحمان بن عوف(رضى الله عنه)وانت يا رسول الله(صلى الله عليه وسلم) فقال يا ابـــن عوف انها رحمة ثم اتبعها باخرى فقال (صلى الله عليه وسلم)ان العين تدمع والقلب يحزن ولا تقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون (رواه البخارى)

---

১ - কিতাব মানাকেবুল আনসার, বাব তাযবিযু ননাবিয়ি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ওয়া ফযলুহা।

২ - কিতাব মানাকিবুল আনসার, বাব তাযভিজুন্নাবি খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ওয়াফযলুহা।

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে আবু সাইফ (সে কামারের কাজ করত) তার নিকট গেলাম সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছেলে ইবরাহিমের দুধ পানকারিনীর স্বামী ছিল, তিনি ইবরাহিমকে কোলে নিলেন, বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আদর করলেন, এরপর দ্বিতীয় বার আমরা আবু সাইফের নিকট গেলাম তখন ইবরাহিম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল, এদৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নয়নাশ্রু ঝরছিল, এদেখে আবদুর রহমান বিন আউফ আশ্চার্য হয়ে বললঃ আপনিও কি কাঁদছেন? তিনি বললেনঃ কাঁদা মমতা, এরপর তিনি আবার কাঁদতে লাগলেন, এরপর বললেনঃ চোখ অশ্রুসজল হয়, অন্তর ব্যথীত হয়, কিন্তু আমি মুখ দিয়ে তাই বলব যাতে আমার রব আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন, আর হে ইবরাহিম তোমার বিরহে আমরা ব্যথীত"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-১৫৫ঃ ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যখন সাক্ষাৎ করার জন্য আসত তখন রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগতম জানাতেন, তাকে চুমু দিতেন তার বসার ব্যবস্থা করতেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: ما رايت احدا اشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله (صلى الله عليه وسلم) قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم): قالت وكانت اذا دخلت على النبى (صلى الله عليه وسلم) قام اليها فقبلها واجلسها فى مجلسه وكان النبى (صلى الله عليه وسلم) اذا دخل اليها قامت من مجلسها فقبلته واجلسته فى مجلسها (رواه الترمذى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ উঠা-বসা চাল চলনে আচার অভ্যাসে আমি ফাতেমা বিনতু মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ পেয়েছি। যখন ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উপস্থিত হতেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে যেতেন, তাকে চুমু দিতেন এবং নিজের বসার স্থানে তাকে বসতে দিতেন, এমনি ভাবে যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহার) নিকট যেতেন তখন সে দাঁড়িয়ে যেত এবং তাঁকে চুমু দিত, তাঁকে নিজের বসার স্থানে বসাত"। (তিরমিযী)[২]

মাসআলা-১৫৬ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কন্যা যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহার) সাথে তাঁর মায়া ও ভালবাসাঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت لما بعث اهل مكة فى فداء اسراهم بعث زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى فداء ابى العاص بمال وبعث فيه بقلادة لها كانت ادخلتها بها على ابى

---

১ -কিতাবুল জানায়েয, বাব কাউলিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্না বিকা লামাহযুনুন।

২ - আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মাযায়া ফি ফাযলি ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা (৩/৩০৩৯)।

العاص حين بنى عليها، قالت فلما رآها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رق لها رقة شديدة وقال ان رايتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا عليها الذى لها فافعلوا قالوا: نعم يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاطلقوه وردوا عليها الذى لها (ذكره فى البداية والنهاية)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন মক্কা বাসীরা বদরের যুদ্ধে তাদের বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ পাঠিয়েছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মেয়ে যায়নাবও তার স্বামী আবুল আসের মুক্তির জন্য টাকা পাঠিয়েছিল যার মধ্যে ঐ হারও ছিল যা খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার মেয়ে যায়নাবকে স্বামীর ঘরে তুলে দেয়ার সময় উপহার হিসেবে দিয়েছিল, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ হারটি দেখলেন তখন তিনি অত্যন্ত আবেগ আপ্লুত হয়েগেলেন এবং সাহাবা কেরামগণকে সম্বোধন করে বললেনঃ যে যদি তোমরা ভাল মনে কর তাহলে আমি যায়নাবের বন্দীকে বিনা মুক্তিপণে মুক্ত করে দিতে চাই, এবং তার হারও তাকে ফেরত দিতে চাই, সাহাবাগণ আরয করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি আবুল আসকে মুক্ত করে দিন এবং যায়নাবের হারও তাকে ফেরত দিন। (এই ঘটনাটি ইমাম ইবনু কাসীর তাঁর বেদায়া ওয়ান নেহায় নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন)"।[১]

মাসআলা-১৫৭ঃ স্বীয় জামাতা এবং কন্যার প্রতি ভালবাসা ও তাদের উভয়কে দ্বিনী শিক্ষাদানের এক অনুপম দৃষ্টান্তঃ

عن على (رضى الله عنه)ان فاطمة(رضى الله عنها) شكت ما تلقى من اثر الرحى فاتى النبى (صلى الله عليه وسلم) سبى فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة (رضى الله عنها) فاخبرتها فلما جاء النبى (صلى الله عليه وسلم) اخبرته عائشة (رضى الله عنها) بمجى فاطمة فجاء النبى (صلى الله عليه وسلم) الينا وقد اخذنا مضاجعنا فذهبت لاقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدرى وقال الا اعلمكما خيرا مما سالتمانى ؟ اذا اخذتما مضاجعكما تكبران اربعا وثلاثين وتسبحا ثلثا وثلثين وتحمدا ثلثا وثلثين فهو خير لكما من خادم (رواه البخارى)

অর্থঃ"আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহার) চাক্কি চালাতে কষ্ট হত, হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিল, ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অভিযোগ করল, ঐসময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট কিছু বন্দী ছিল, ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঐ বন্দীদের মধ্য থেকে একজনকে খাদেম হিসেবে চাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হল, কিন্তু তখন তিনি ঘরে ছিলেন

১ -সানা সানিয়া লিল হিজরা, বাব বা'সু কুরাইশ ইলা রাসূলিল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফিদাআ আসরাহুম,খঃ৩,পৃঃ৩২৮।

না, ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বিষয়টি জানিয়ে চলে গেল, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসল তখন আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহার) আসা এবং তার অভিযোগের কথা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জানাল, তিনি শুনে রাতে আমাদের ঘরে আসলেন,আমরা স্বামী স্ত্রী শুয়ে ছিলাম, আমরা উঠতে চাইলাম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ না তোমরা তোমাদের অবস্থানে থাক, আর তিনি এসে আমাদের মাঝে বসলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পায়ের ঠান্ডা আমার বুকে অনুভব করলাম, তিনি বললেনঃ আমি তোমাদেরকে খাদেমের চেয়ে উত্তম একটি বিষয় বর্ণনা করব কি? যখন তোমরা তোমাদের বিছানায় যাবে তখন ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্ ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ্ বলবে, আর এটা তোমাদের জন্য খাদেমের চেয়ে উত্তম"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-১৫৮ঃ স্বীয় নাতির আদরে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযে সেজদা লম্বা করেছেনঃ

عن شداد (رضی الله عنه)قال خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى احدى صلاتى العشاء وهو حامل حسنا او حسينا فتقدم النبى (صلى الله عليه وسلم) فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهرانى صلاته سجدة اطالها، قال شداد : فرفعت رأسى واذا الصبى على ظهر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو ساجد فرجعت الى سجودى فلما قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الصلاة قال الناس يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انك سجدت بين ظهرانى صلاتك سجدة اطلتها حتى ظننا انه قد حدث امر او انه يوحى اليك قال كل ذالك لم يكن ولكن ابنى ارتحلنى فكرهت ان اعجله حتى يقضى حاجته (رواه النسائى)

অর্থঃ"সাদ্দাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এশার নামায পড়ানোর জন্য আসলেন, হাসান বা হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মধ্যে কোন একজন তাঁর কোলে ছিল, তিনি নামায পড়ানোর জন্য সামনে গেলেন, আর হাসান বা হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে নিচে বসিয়ে দিলেন, নামাযের জন্য তাকবীর দিলেন এবং নামায শুরু করলেন, নামায অবস্থায় তিনি একটি সিজদা লম্বা করে দিলেন, সাদ্দাদ বলেনঃ আমি আমার মাথা উঠালাম এবং দেখতে পেলাম যে, বাচ্চা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিঠে চড়ে আছে, আর তিনি সেজদারত আছেন, তাই আমিও আবার সেজদায় চলে গেলাম, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায শেষ করলেন তখন সাহাবাগণ আরয করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায অবস্থায় আপনি একটি সেজদা অনেক লম্বা করেছেন এতে

১ - কিতাব ফাযায়েল আসহাবু ন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), বাব মানাকেব আলী বিন আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল কোরাশী।

আমরা ধারণা করছিলাম যে হয়ত কোন কিছু ঘটে গেছে, বা আপনার উপর অহী নাযিল হতে শুরু করেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ না এরকম কিছু হয় নাই, আমার নাতি আমার উপর চড়ে গিয়ে ছিল তাই দ্রুত উঠে যাওয়া আমি পছন্দ করি নাই যতক্ষণ না সে নিজে তার ইচ্ছামত নেমেছে" । (নাসায়ী)[১]

মাসআলা-১৫৯ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নাতির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন এবং নয়নাশ্রু ঝরিয়েছেনঃ

عن اسامة بن زيد(رضى الله عنه) قال ارسلت بنت النبى (صلى الله عليه وسلم) اليه ان ابنا لى قبض فاتنا فقام ومعه سعد بن عبادة (رضى الله عنه) ومعاذ بن جبل (رضى الله عنه) وابى بن كعب (رضى الله عنه) وزيد بن ثابت (رضى الله عنه) ورجال فرفع الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الصبى ونفسه تتقعقع قال: حسبت انه قال كانها شن ففاضت عيناه، فقال سعد (رضى الله عنه) يا رسول الله(صلى الله عليه وسلم)ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء (رواه البخارى)

অর্থঃ" উসামা বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এক মেয়ে যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সংবাদ পাঠাল যে আমার ছেলে মৃত্যু শয্যায় শায়িত আপনি আসুন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উঠলেন, তাঁর সাথে সা'দ বিন উবাদা, মোয়ায বিন জাবাল, উবাই বিন কা'ব, যায়েদ বিন সাবেত (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং আরো অন্য লোকেরাও ছিল, বাচ্চাটাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতে দেয়া হল, আর সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল, বর্ণনাকারী বলেনঃ আমার মনে হচ্ছে উসামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একথা বলছিলেন যে, এর অবস্থাতো এখন পুরানো কলসীর মত, বাচ্চার অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চোখ অশ্রুসজল হল, সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা কি? তিনি বললেনঃ এই নয়নাশ্রু আল্লাহ্র রহমত যা তিনি তাঁর বান্দাদের অন্তরে দিয়ে রেখেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে তাদের প্রতি দয়া করেন যারা অপরের প্রতি দয়া করে" । (বোখারী)[২]

মাসআলা-১৬০ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উভয় নাতি হাসান এবং হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে অনেক ভাল বাসতেনঃ

عن اسامة بن زيد (رضى الله عنه) قال قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم)هذان ابنى وابنا ابنتى اللهم انى احبهما فاحبهما واحب من يحبهما (رواه الترمذى)

---

১ -কিতাবুত্তত্যাতবীক, বাব হাল ইয়াজুয়ু আন তাকুনা সাজদা আতওয়াল মিন সাজদা।

২ - কিতাবুল জানায়েয, বাব কাউলিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়ু আয্যাবুল মায়িত বিবাজি বুকায়ি আহলিহি আলাইহি।

অর্থঃ"উসামা বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ এরা উভয়ে আমার এবং আমার মেয়ের ছেলে, ইয়া আল্লাহ্ আমি তাদের উভয়কে ভালবাসি, তুমিও তাদের উভয়কে ভাল বাস, আর যে তাদের উভয়কে ভাল বাসে তুমি তাকেও ভাল বাস"। (তিরমিযী)[১]

মাসআলা-১৬১ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নাতনী উমামা বিনতু যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে এত ভালবাসতেন যে, নামাযের মধ্যে তাকে তাঁর কাধে উঠিয়ে নিতেনঃ

عن ابي قتادة (رضى الله عنه) قال خرج علينا النبي (صلى الله عليه وسلم) وامامة بنت العاص على عاتقه فصلى فاذا رفع رفعها (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবুকাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে আসলেন আর উমামা বিনতু আস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর কাঁধে ছিল, তিনি নামায পড়তে শুরু করলেন, যখন তিনি রুকু করতেন তখন উমামাকে মাটিতে বসিয়ে দিতেন, আর যখন দাঁড়াতেন তখন কাঁধে তুলে নিতেন"। (বোখারী)[২]

***

১ - আবুওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবু মোহাম্মদ আল হাসান বিন আলী ওয়াল হুসাইন বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) (৩/২৯৬৬)

২ -কিতাবুল আদাব, বাব রহমাতুল ওয়ালাদ ওয়া তাকবিলিহি।

رحمته (صلى الله عليه وسلم) بالنساء

নারীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর করুনাঃ

মাসআলা-১৬২ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতী নারীদেরকে পৃথিবীর সবোর্ত্তম সম্পদ বলে আখ্যায়িত করেছেনঃ

عن عبد الله بن عمرو (رضى الله عنهما) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال الــدنيا متـاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পৃথিবী একটি সম্পদ, আর পৃথিবীর সবোর্ত্তম সম্পদ হল আল্লাহ্ ভিরু নারী"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-১৬৩ঃ স্ত্রীর প্রতি খরচ করাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্য সমস্ত খরচের চেয়ে উত্তম খরচ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেনঃ

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دينار انفقته فى سبيل الله و دينار انفقته فى رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمهــا اجــرا الذى انفقته على اهلك (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ এক দিনার তুমি আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছ, আরেক দিনার তুমি কোন ক্রীতদাসকে মুক্তির জন্য খরচ করেছ, এক দিনার কোন মিসকীকে দান করেছ, আর এক দিনার তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করেছ, এর মধ্যে সোয়াবের দিক থেকে সব চেয়ে উত্তম হল যা তুমি তোমরা পরিবারের জন্য ব্যয় করেছ"। [২]

মাসআলা-১৬৪ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, তাদের সাথে ভাল আচরণ করতে এবং তাদের সাথে কোমল আচরণ করার নিদের্শ দিয়েছেনঃ

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) عن النبي(صلى الله عليه وسلم) قال من كان يؤمن بـــالله واليـــوم الاخر فاذا شهد امرا فليتكلم بخير او ليسكت واستوصوا بالنساء خيرا فان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شئ فى الضلع اعلاه ان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج استوصوا بالنساء خيرا (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি ঈমান

---

১ -কিতাবুর রেযয়া, বাব খাইরু মাতায়িদ্দুনইয়া আল মারআ আস্‌সালেহা।
২ -কিতাবুয যাকা, বাব ফযলিনাফাকা আলাল ইয়াল ওয়াল মামলুক।

রাখে তার সামনে যখন কোন বিষয় আসবে তখন সেযেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে। এরপর তিনি বললেনঃ হে লোকেরা নারীদের ব্যাপারে ভাল এবং কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ কর, স্মরণ রাখ নারীদেরকে পাজরের হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর পাজরের হাড্ডির মধ্যে সবচেয়ে বাকা উপরের হাড্ডি, যদি তুমি তা সোজা করতে চাও তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে আর যদি ঐভাবেই থাকতে দাও তাহলে বাকাই থেকে যাবে, তাই তাদের ব্যাপারে ভাল কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ কর"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-১৬৫ঃ সন্তানের জান্নাত মায়ের পদতলে করে দিয়ে নরীর মর্যাদা অপরিসীম বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ

عن جاهمة(رضى الله عنه) انه جاء على النبى (صلى الله عليه وسلم) فقال يا رسول الله(صلى الله عليه وسلم) اردت ان اغزوَ وقد جئت استشيرك فقال هل لك من ام؟ قال نعم قال فالزمها فـــان الجنة تحت رجليها (رواه النسائى)

অর্থঃ"জাহেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং আবেদন করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি যুদ্ধে যেতে চাই, এবং এব্যাপারে আপনার নিকট পরামর্শ চাইতে এসেছি, তিনি বললেনঃ তোমার মা বেঁচে আছে কি? সে বললঃ হা, তিনি বললেনঃ তুমি তার সেবা কর কেননা জান্নাত তার পদতলে"।(নাসায়ী)[২]

নোটঃ "মায়ের পদতলে জান্নাত" এটি হাদীসের শাব্দিক অর্থ, এর বাস্তবতা এনয় যে মানুষ ঘর থেকে বের হওয়া এবং ঘরে প্রবেশ করার সময় মায়ের কদমবুচি করবে আর সে জান্নাত লাভ করে নিবে, বরং তার অর্থ হল মায়ের সেবা করে তার মন জয় করা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের আশা নিয়ে মায়ের সেবা করা, সর্বোপরি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালনকরা এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকা, আর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রেখে যাওয়া বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করা। তাহলেই একজন মানুষ জান্নাতের আশা করতে পারে, শুধু মায়ের কদমবুচির মাধ্যমে নয় আর কদমবুচি কোন ইসলামী পদ্ধতিও নয় বরং মুসলিম সমাজে এটি একটি অমুসলিম কৃষ্টি যার কোন ভিত্তি ইসলামে নেই। (অনুবাদক)

মাসআলা-১৬৬ঃ নারীকে মানুষ হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষের সমমান দিয়েছেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان النساء شقائق الرجال (رواه الترمذى)

---

১ -কিতাবুর রিযায়া, বাব আল অসিয়্যাতু বিন নিসা।

২ -সহীহ সুনান নাসায়ী লিল আলবানী, খঃ ২,হাদীস নং-২৯০৮।

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ (মানুষ হিসেবে) নারীরা পুরুষের মত" । (তিরমিযী)[১]
নোটঃ উক্ত হাদীসে বর্ণিত, "নারীরা পুরুষের সমমানের" ।
এর অর্থ এই নয় যে সকল বিষয়ে নারীরা পুরুষদের সমঅধিকারিণী, কারণ উক্ত হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ হাদীস নয় বরং এটা একটি হাদীসের অংশ বিশেষ, পূর্ণ হাদীসটির অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হল যে কোন পুরুষ ঘুম থেকে উঠে তার কাপড় ভিজা পেল কিন্তু সে স্বপ্ন দোষের কথা স্মরণ করতে পারছে না (এমাতবস্থায় সে কি করবে?) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সে গোসল করবে, আর এমন ব্যক্তি যার স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ আছে কিন্তু তার কাপড় ভিজে নেই(এমতাবস্থায় সে কি করবে?) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সে গোসল করবে না। উম্মু সালামা জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারী যদি এরূপ দেখে তাহলে সেকি গোসল করবে? তিনি বললেনঃ হা। কেননা নারীরা পূরুষের মত।" অতএব এই বিধানের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের মত, কিন্তু কোনভাবেই সকল বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের মত নয়, বরং অন্য কোন মাসআলার ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে নারীর বিধান পুরষের বিধান থেকে ভিন্ন। যেমন একজন পুরুষ একা যেকোন স্থানে সফর করতে পারবে কিন্তু একজন নারী মাহরাম ব্যতীত সফর করতে পারবে না। এভাবে অসংখ্য মাসায়েলে দেখা যাবে যে নারীর বিধান পুরুষের চেয়ে ভিন্ন। আর সার্বিক ভাবে আল্লাহ্ বলেছেন "পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল"(সূরা নিসা-৩৪) অতএবং মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বাণী মোতাবেক নারীর উপর পূরুষের কর্তৃত্ব রয়েছে তাই তারা উভয়ে সমঅধিকারী নয়। (অনুবাদক)

মাসআলা-১৬৭ঃ নারীর প্রতি ভালবাসার কথা প্রকাশ করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত ঈমানদারদের অন্তরে নারীর জন্য সম্মান জনক স্থান করে দিয়েছেনঃ

عن انس (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حبب الى من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عينى فى الصلاة (رواه النسائى)

অর্থঃ"আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পৃথিবীর মধ্যে আমার অন্তরে তিনিটি বিষয়ের প্রতি ভালবাসা রয়েছে, নারী, সুগন্ধি, আর নামাযের মধ্যে আমার নয়ন তৃপ্তি" । (নাসায়ী)[২]

মাসআলা-১৬৮ঃ আত্ম তৃপ্তি নিয়ে স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিদের্শ দিয়েছেনঃ

---

১ -আবওয়াবুত ত্বাহারা, বাব ফিমান ইয়াসতাইকিয ফারায়া বালালান(১-৯৮)
২ -কিতাবু ইশরাতুন নিসা, বাব হুব্বুন নিসা। (৩/৩৬৮০)

عن حكيم بن معاوية عن ابيه (رضى الله عنه) ان رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج؟ قال ان يطعمها اذا طعم وان يكسوها اذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر الا فى البيت (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" হাকীম বিন মোয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করল যে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কি হক রয়েছে? তিনি বললেনঃ যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাবার দিবে, আর যখন তুমি পান করবে তখন তাকেও পান করাবে,তার চেহারায় আঘাত করবে না এবং তাকে গালি দিবে না। নিজের ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও তাকে পৃথকভাবে রাখবে না"। (ইবনু মাযা)[১]

মাসআলা-১৬৯ঃ স্ত্রীর হক আদায় নাকরাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হারাম করেছেনঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه)قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اللهم انى أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হে আল্লাহ্ আমি দু'প্রকার দুর্বলের হক নষ্ট করাকে হারাম করছি, এতীম এবং নারী"। (ইবনু মাযা)[২]

মাসআলা-১৭০ঃ দ্বিনী জ্ঞান অর্জনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদেরকে উৎসাহিত করেছেনঃ

عن ابى سعيد الخدرى (رضى الله عنه) قال قال النساء للنبى (صلى الله عليه وسلم)غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وامرهن (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নারীরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আবেদন করল যে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষরা আপনার নিকট উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী রয়েছে, তাই আপনি আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একটি দিন নির্ধারণ করে দিন, তাই তিনি তাদের নিকট একদিন উপস্থিত হয়ে তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিবেন বলে ওয়াদা করলেন"। (বোখারী)[৩]

মাসআলা-১৭১ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীদের গোপন কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেনঃ

---

১ - সহীহ সুনান ইবনু মাযা লিল আল বানী,খঃ১, হাদীস নং-১৫০০।

২ - সহীহ সুনান ইবনু মাযা লিল আল বানী,খঃ১, হাদীস নং-২৯৬৮।

৩ -কিতাবুল ইলম, বাব হাল ইয়াজআল লিননিসা ইয়াওমান আলাহিদা ফিল ইলম।

عن ابي سعيد الخدري(رضي الله عنه) قال قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ان مسن اشسر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها(رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক সেই হবে যে তার স্ত্রীর নিকট যায় এবং তার স্ত্রী তার নিকট আসে আর তার স্ত্রীর গোপনকথাসমূহ মানুষকে বলে দেয়" ।(মুসলিম)[১]

মাসআলা-১৭২ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীদের দোষসমূহ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং তাদের গুণসমূহ সামনে রাখার নিদের্শ দিয়েছেনঃ

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لايفرك مؤمن مؤمنسة ان كره منها خلقا رضي منها آخر(رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন মুমেন ব্যক্তি কোন মুমেন নারীর ব্যাপারে খারপ ধারণা করবে না, যদি নারীর কোন একটি অভ্যাস অপছন্দ হয় তাহলে অপর অভ্যাসটি পছন্দনীয় হবে" । (মুসলিম)[২]

মাসআলা-১৭৩ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীকে ঘরের রাণী এবং ঘর দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেনঃ

عن عبد الله بن عمر(رضي الله عنهما)عن النبي (صلى الله عليه وسلم) انه قال الا كلكسم راع وكلكم مسؤل عن رعيته فالامير الذى على الناس راع وهو مسؤل عن رعيته والرجل راع علسى اهل بيته وهو مسؤل عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤلة عنهم والعبسد راع على مال سيده وهومسؤل عنه الا فكلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর তোমাদের প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, অতএব যে ব্যক্তি গণ প্রতিনিধি সে তার প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, আর ব্যক্তি তার পরিবারের উপর দায়িত্বশীল, সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে, নারী তার স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানদের দায়িত্বশীল, সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে, কর্মচারী তার মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল সে ঐ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে, সাবধান তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল আর তোমাদের প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে" । (মুসলিম)[৩]

১ -কিতাবুন নিকাহ, বাব তাহরিম ইফসাউ সিরিল মারআ ।
২ -কিতাবুর রিযায়া, বাবুল ওসিয়া বিননিসা ।
৩ -কিতাবুল ইমারাত, বাব ফযিলাতু ইমামুল আদেল ।

মাসআলা-১৭৪ঃ পিতার তুলনায় মাকে সন্তানের সদাচরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে তিনগুণ অধিক হকদার করে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীর মর্যাদা এবং সম্মানকে যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছেনঃ

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) قال جاء رجل الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال يا رسول الله(صلى الله عليه وسلم) من احق بحسن صحابتي؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال ابوك (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট উত্তম আচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল এরপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল এরপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে আবার জিজ্ঞেস করল এরপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার পিতা"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-১৭৫ঃ দু'জন কন্যাসন্তানকে লালন পালন করে তাদেরকে বিয়েদাতা জান্নাতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে এত নিকটে থাকবে যেমন হাতের দু'টি আঙ্গুল একটি অপরটির সাথে মিলিত হয় ঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) قال قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو وضم اصابعه (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা সন্তানকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন পালন করল কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এভাবে থাকব একথা বলে তিনি তাঁর হাতের দু'টি আঙ্গুলকে মিলালেন"। (মুসলিম)[২]

মাসআলা-১৭৬ ঃ দুই বা তিন জন বোনকে লালন পালনকারীও জান্নাতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ঐভাবে থাকবে যেভাবে হাতের দু'টি আঙ্গুল মিলিত থাকেঃ

عن انس (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من عال ابنتين او ثلاث بنات او اختين او ثلاث اخوات حتى يمتن او يموت عنهن كنت انا وهو كهاتين واشار باصبعيه السبابة والوسطى (رواه احمد)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দু'জন বা তিন জন কন্যা লালন পালন করেছে,

১ - কিতাবুল আদাব, বাব মান আহাক্কুন্নাসি বিহুসনিস্ সাহাবাতি।

২ - কিতাবুল বির ওয়াসসিলা ওয়াল আদাব,বাব ফাযলুল ইহসানি ইলাল বানাত।

বা দুই বা তিন জন বোনকে লালন পালন করেছে, তাদের মৃত্যু পর্যন্ত বা তার মৃত্যু পর্যন্ত, (কিয়ামতের দিন) আমি এবং সে এভাবে থাকব একথা বলে তিনি তাঁর শাহাদাত এবং মধ্যম আঙ্গুলি একত্রিত করে ইঙ্গিত করলেন" ।(আহমদ)[১]

মাসআলা-১৭৭ঃ একাধিক স্ত্রী থাকলে সকলের প্রতি ইনসাফপূর্ণ আচরণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেনঃ

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال من كانت له امراتان فمال الى احداى هما جاء يوم القيامة وشقه مائل (رواه ابوداود)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যার দু'জন স্ত্রী আছে আর সে তাদের কোন একজনের প্রতি অধিক ঝুকে যায় (তাদের প্রতি ইনসাফ করে না) তাহলে কিয়ামতের দিন সে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়ে উপস্থিত হবে" । (আবুদাউদ)[২]

মাসআলা-১৭৮ঃ যথাযথভাবে নামায রোযা আদায় কারী, লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণকারী, স্বীয় স্বামীর অনুগত্যকারী নারীকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেনঃ

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلى الجنة من اى ابواب الجنة شئت (رواه ابن حبان)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযানের রোযা রাখে, নিজের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে, স্বীয় স্বামীর অনুগত থাকে, কিয়ামতের দিন তাকে বলা হবে যে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি ঐ দরজা দিয়ে তুমি সেখানে প্রবেশ কর" । (ইবনু হিব্বান)[৩]

মাসআলা-১৭৯ঃ জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুসংবাদ দিয়েছেন যে সে জান্নাতে যাবেঃ

عن حسناء بنت معاوية قالت حدثنا عمى قال قلت للنبى (صلى الله عليه وسلم) من فى الجنة؟ قال النبى فى الجنة والشهيد فى الجنة والمولود فى الجنة والوئيد فى الجنة (رواه ابوداود)

অর্থঃ" হাসনা বিনতু মোয়াবিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার চাচা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যে আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করেছি, যে কোন ধরণের লোকেরা জান্নাতে যাবে? তিনি বলেছেনঃ নবী জান্নাতে

---

১ -সিলসিলা আহাদীস আসসহীহা লিল আলবানী,খঃ১,হাদীস নং-২৯৬ ।

২ -সহীহ সুনানে আবুদাউদ লিল আলবানী । খঃ২, হাদীস নং-১৮৬৭ ।

৩ -সহীহ জামেউসসাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু লিল আলবানী,খঃ১,হাদীস নং-৬৭৩ ।

যাবে, শহিদ জান্নাতে যাবে, নবজাতক শিশু যদি মারা যায় সে জান্নাতে যাবে, আর জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তান জান্নাতে যাবে"। (আবুদাউদ)[১]

মাসআলা-১৮০ঃ উম্মু সুলাইমের ভাই শহিদ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)উম্মুসুলাইমের মনজয় করার জন্য বেশি বেশি করে তাদের ঘরে যেতেনঃ

عن انس (رضى الله عنه) قال كان النبي(صلى الله عليه وسلم) لا يدخل على احد من النساء الا على ازواجه الا ام سليم (رضى الله عنها) فانه كان يدخل عليها فقيل له فى ذالك فقال انى ارحمها قتل اخوها معى (رواه مسليم)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্য কোন নারীদের কাছে যেতেন না, তবে শুধু উম্মুসুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহার) ঘরে যেতেন, এব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ আমার সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে তার ভাই মারা গেছে তাই আমি তার প্রতি দয়া পরবস হয়ে তাকে দেখতে যাই" ।(মুসলিম)[২]

নোটিঃউল্লেখ্যঃ উম্মুসুলাইম আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) মা ছিলেন, এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খালা ছিলেন।

মাসআলা-১৮১ঃ একজন পাগল মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে চাইল, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে দাঁড়িয়ে কথা বললেন যতক্ষণ না ঐমহিলা কথা শেষ করলঃ

عن انس (رضى الله عنه) ان امراة كان فى عقلها شئ فقالت يا رسول الله (صلى الله عليه وسـلم) ان لى اليك حاجة فقال يا ام فلان انظرى اى السكك شئت حتى اقضى لك حاجتك فخلا معها فى بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها (رواه مسلم)

অর্থঃ"আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একজন পাগল মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আবেদন করল যে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি একান্তে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই, তিনি বললেনঃ হে অমুকের মা তুমি একটি উপযুক্ত স্থান দেখ আমি ওখানে গিয়ে তোমার সাথে কথা বলব, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সাথে রাস্তার পার্শ্বে কোন দূরবর্তীস্থানে দাঁড়িয়ে তার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত তার কথা শুনলেন"। (মুসলিম)[৩]

***

---

১ -কিতাবুল জিহাদ,বাব ফি ফাযলি শাহাদা (২/২২০০)

২ -কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ফাযায়েল উম্মুসুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)

৩ -কিতাব ফাযায়েলুন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), বাব কুরবি ন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিনা ন্নাস।

رحمته (صلى الله عليه وسلم) بالاطفال

বাচ্চাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দয়াঃ

মাসআলা-১৮২ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত লোকদের তুলনায় বাচ্চাদের প্রতি অধিক ভালবাসা এবং কোমলমতি ছিলেনঃ

عن انس(رضى الله عنه) قال كان رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ارحم الناس بالصبيان والعيال (رواه ابن عساكر)

অর্থঃ"আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত লোকদের মধ্যে বাচ্চা এবং পরিবারের প্রতি অধিক মমতাময়ী ছিলেন"। (ইবনু আসাকের)[১]

মাসআলা-১৮৩ঃ বাচ্চাদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে চুমু দিতেনঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال: قبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الحسن بن على (رضى الله عنه) وعنده الاقرع بن حابس التميمى (رضى الله عنه) جالسا فقال الاقراع ان لى عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر اليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم قال من لا يرحم لا يرحم(رواه البخارى)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে চুমু দিলেন, তাঁর পার্শ্বে আকরা বিন হাবেস তামিমী বসেছিল, সে বললঃ আমার দশজন সন্তান আছে আমি তাদের কাউকে চুমু দেই নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ যে ব্যক্তি দয়া করে না তার প্রতি দয়া করা হয় না"। (বোখারী)[২]

মাসআলা-১৮৪ঃ নবজাতক শিশুদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদর করে কোলে তুলে নিতেন, তাদেরকে তাহনীক (কিছু চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন) কোন কোন সময় বাচ্চারা তাঁর শরীরে পেশাব করে দিত তিনি কখনো তাতে মনে কিছু নিতেন নাঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) ان النبى(صلى الله عليه وسلم)وضع صبيا فى حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فاتبعه (رواه البخارى)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি নবজাতক শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে তাকে তাহনিক করালেন (কিছু

১ -সহীহুল জামে আসসাগীর ওয়া যিয়াদাতুহু লিল আলবানী, খঃ৪, হাদীস নং-৪৬৭৩।

২ -কিতাবুল আদাব, বাব রাহমাতুল ওলাদে ওয়া তাকবিলুহু।

চিবিয়ে তা তার মুখে তুলে দিল) আর শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল, তিনি পানি আনতে বললেন এবং পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করে নিলেন"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-১৮৫ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাচ্চাদেরকে পরিষ্কার করাকে অপছন্দ করতেন নাঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) ام المؤمنين قالت: اراد النبى (صلى الله عليه وسلم) ان ينحى مخاط اسامة(رضى الله عنه)قالت عائشة (رضى الله عنها) دعنى حتى اكون انا الذى افعل قال يا عائشة احبيه فانى احبه (رواه الترمذى)

অর্থঃ" উম্মুল মুমেনীন আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উসামার নাক পরিষ্কার করতে চাইলেন, তখন আমি বললামঃ আমি করে দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে আয়শা আমি তাকে ভালবাসী অতএব তুমি তাকে ভাল বাস"। (তিরমিযী)[২]

মাসআলা-১৮৬ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাচ্চাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে সালাম দিতেন এবং আদর করে তাদের মাথায় হাত বুলাতেনঃ

عن انس (رضى الله عنه) قال كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يزور الانصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رءوسهم (رواه ابن حبان).

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনসারদেরকে যিয়ারত করতে যেতেন, তখন তিনি তাদের বাচ্চাদেরকে সালাম দিতেন, আর আদর করে তাদের মাথায় হাত বুলাতেন"। (ইবনু হিব্বান)[৩]

মাসআলা-১৮৭ঃ নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শুনলে নামায সংক্ষিপ্ত করতেনঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) قال انى لادخل فى الصلاة وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبى فاتجوز فى صلاتى مما اعلم من شدة وجد امه من بكائه (رواه البخارى)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন কোন সময় নামায শুরু করে মনে করি যে, নামায

---

১ -কিতাবুল আদাব, বাব ওযয়ি সাবিয়ি ফিল হিজরি।

২ - আবওয়াবুল মানাকেব,বাব মানাকেব উসামা বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

৩ -সিলসিলাতুল আহাদিস আসসাহীহা লিল আলবানী,খঃ৫, হাদীস নং-২১১২।

লম্বা করব, কিন্তু হঠাৎ কোন বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনে নামায সংক্ষেপ করে দেই, কেননা আমি জানি বাচ্চার কান্নার কারণে মায়ের অন্তর ব্যথীত হয়" । (বোখারী)[১]

মাসআলা-১৮৮ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বাচ্চাদেও প্রতি আদর করা দেখে এক বেদুইনের তায়াজ্জব হওয়াঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت جاء اعرابى الى(النبى صلى الله عليه وسـلم) فقـال تقبلـون الصبيان؟ فما نقبلهم فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة (رواه البخارى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা এক বেদুইন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললঃ আপনিও বাচ্চাদেরকে চুমু দেন? আমরা তো বাচ্চাদেরকে চুমু দেই না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যদি আল্লাহ্ তা'লা তোমার অন্তর থেকে দয়া ছিনিয়ে নেন তাহলে আমি কি করতে পারব" । (বোখারী)[২]

মাসআলা-১৮৯ঃ অল্প বয়স্ক আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুকে) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দোয়া করলেন যেন আল্লাহ্ তার সন্তান ও সম্পদে বরকত দেন,আল্লাহ্ তা'লা আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে যথেষ্ট সম্পদ দিলেন এবং তার নাতি পতি ছিল শতাধিকঃ

عن انس (رضى الله عنه) قال جائت بى امى الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالت يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذا انيس ابنى اتيتك به يخدمك فادع الله له فقال اللهم اكثر ماله وولده قال انس (رضى الله عنه) فوالله ان مالى كثير وان ولدى وولد ولدى يتعادّون على نحو المائة اليوم (رواه مسلم)

অর্থঃ"আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার মা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা উনাইস(আনাস কে সংক্ষেপ করে আদরের স্বরে) আমি তাকে নিয়ে এসেছি আপনার নিকট আপনার সেবা করার জন্য, অতএব আপনি তার জন্য দোয়া করুন, তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ্ তুমি তার সন্তান এবং সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আল্লাহ্‌র কসম! এখন আমার সম্পদ অনেক, আর আমার সন্তান, সন্তানের সন্তান, প্রায় একশত" । (মুসলিম)[৩]

মাসআলা-১৯০ঃ কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাচ্চাদের সাথে নির্দিধায় হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করতেনঃ

---

১ - কিতাবুল আযান,বাব আল ইযায ফিসসালা ওয়া ইকমালিহা ।

২ -কিতাবুল আদাব,বাব রাহমাতুল ওলাদ ওয়া তাকবিলুহু।

৩ -কিতাবুল ফাযায়েল বাব ফাযায়েল আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

عن انس (رضى الله عنه) قال: كان النبى (صلى الله عليه وسلم) ليخالطنا حتى يقول لاخ لى صغير يا ابا عمير ما فعل النغير؟ كان له نغير يلعب به فمات (متفق عليه)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সাথে নির্দিধায় মিশে যেতেন, এমনকি আমার এক ছোট ভাইকে তিনি বললেনঃ হে আবু ওমাইর তোমার নোগাইর কি করছে? (নোগাইর একটি পাখি যা নিয়ে সে খেলা-ধূলা করত) পরে পাখিটি মারা গিয়েছে"। (মোত্তাফাকুন আলাইহি)[১]

মাসআলা-১৯১ঃ উসামা বিন যায়েদ এবং হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদর ও ভালবেসে স্বীয় রানে বসাতেন বুকে জড়িয়ে ধরতেন এবং তাদের উভয়ের জন্য দোয়া করতেনঃ

عن اسامة بن زيد (رضى الله عنه) كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يأخذنى فيقعدنى على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فانى ارحمهما (رواه البخارى)

অর্থঃ" ওসামা বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ধরে তাঁর রানে বসাতেন আর হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তাঁর অপর রানে বসাতেন, এরপর তাদেরকে চেপে ধরতেন অতঃপর বলতেনঃ হে আল্লাহ্ তুমি তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর নিশ্চয় আমি তাদের প্রতি রহম করি" ।(বোখারী)[২]

মাসআলা-১৯২ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যায়নাব বিনতু উম্মুসালামা(রাযিয়াল্লাহু আনহার) সাথে খেলতেন এবং আদর করে তাকে 'যুআইনেব' 'যুআইনেব' বলে ডাকতেনঃ

عن انس(رضى الله عنه) قال كان (صلى الله عليه وسلم) يلاعب زينب بنت ام سلمة (رضى الله عنها) ويقول يا زوينب يا زوينب

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যায়নাব বিনতু আবু সালামার সাথে খেলা-ধূলা করতেন, আর তাকে এই বলে ডাকতেন হে যুআইনেব হে যুআইনেব" ।[৩]

মাসআলা-১৯৩ঃ এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদর এবং সুন্দর আচরণ ও তার জন্য দোয়াঃ

---

১ -মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল আদাব,বাব আলমাযাহ,আলফাসলুল আওয়াল।

২ -কিতাবুল আদাব, বাব ওজয়িসসাবি আলাল ফাখয।

৩ -সহীহ আল জামে আসসাগীর ওয় যিয়াদাতুহু, খঃ৪, হাদীস নং-৪৯০১।

عن ام خالد (رضى الله عنها) قالت: اتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) معــى او ابى وعلــى قميص اصفر، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سنه سنه وقال عبد الله (رضى الله عنه) وهى بالحبشية حسنة قالت : فذهبت العب بخاتم النبوة فزبرنى ابى ، قال رسول الله (صــلى الله عليــه وسلم) دعها ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ابلى واخلقى ثم ابلــى واخلقــى ثم ابلــى واخلقى (رواه البخارى)

অর্থঃ" উম্মু খালেদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আমার পিতার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসলাম আমার পরনে তখন হলুদ রংয়ের জামা ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেখে বললেনঃ'সানা' সানা' বর্ণনাকারী বলেনঃ এটা হাবসী ভাষার শব্দ, এর অর্থ হল সুন্দর, সুন্দর। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খাতামুন নবুয়া ধরে খেলতেছিলাম, আমার পিতা আমাকে বাধা দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাকে খেলতে দাও, এরপর বললেনঃ তুমি একাপড় পরিধান কর যতক্ষণ না তা পুরানো এবং জীর্ণহয়, তারপর আবার পরিধান কর যতক্ষণ না তা পুরানো এবং জীর্ণ হয়, বর্ণনাকারী বলেনঃ ঐ কাপড় অনেকদিন পযর্ন্ত ব্যবহারপোযোগী ছিল"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-১৯৪ঃ অল্পবয়স্ক সায়েব বিন ইয়াযিদের মাথায় হাত রেখে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য বরকত কামনা করে দোয়া করলেন যার ফলে তার মাথার চুল বার্ধক্যেও কাল ছিলঃ

عن عطاء مولى السائب بن يزيد قال رايت مولاى السائب بن يزيد لحيته بيضاء وراســه اســود، فقلت يامولاى ما لرأسك لا يبيض؟ فقال لا يبيض راسى ابدا، ذالك ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مضى وانا غلام العب مع الغلمان فسلم وانا فيهم فرددت عليه السلام من بين الغلمــان فدعانى فقال لى ما اسمك؟ فقلت السائب بن يزيد ابن اخت النمر، فوضع يده على راسى فقــال بارك الله فيك، فلا يبيض موضع يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ابدا (رواه الطبرانى)

অর্থঃ" সায়েব বিন ইয়াযিদের আযাদকৃত গোলাম আত্বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আমার মনিব সায়েব বিন ইয়াযিদের দাড়ি সাদা এবং চুল কাল দেখতে পেলাম, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনার মাথার চুল কাল কেন? সায়েব বললঃ । আমার মাথার চুল কখনো সাদা হবে না, তার কারণ হল আমি অল্প বয়সে বাচ্চাদের সাথে খেলছিলাম, আর ঐদিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাচ্ছিলেন, তিনি বাচ্চাদেরকে সালাম দিলেন, বাচ্চাদের মধ্যে শুধু আমি তাঁর সালামের উত্তর দিলাম, তিনি আমাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন তোমার নাম কি?

১ -কিতাবুল আদাব, বাব মান তারাকা ছবিয়াতা গাইরিহি হাত্বা তালআবা বিহি।

আমি বললামঃ সায়েব বিন ইয়াযিদ, ইবনু উখতুন নামের(এটা তার উপাধি ছিল)। তিনি আমার মাথার উপর হাত রেখে বললেনঃ আল্লাহ্ তোমায় বরকতময় করুন, অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতের স্পর্শকরা স্থান কখনো সাদা হবে না"। (ত্বাবারানী)[১]

মাসআলা-১৯৫ঃ এক বাচ্চার মাথায় হাত রেখে আদর করে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দোয়া করলেন যে, আল্লাহ্ তোমাকে একশতবছর জিবীত রাখেনঃ

عن عبد الله بن يسر (رضى الله عنه) وضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يده على رأسى فقال يعيش هذا الغلام قرنا فعاش مائة سنة (رواه البزار)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন ইয়ুসর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাত আমার মাথায় রাখলেন অতপর বললেনঃ এই বাচ্চাটি এক শতাব্দী বেঁচে থাকবে, সে একশত বছর বেঁচে ছিল"। (বাযযার)[২]

মাসআলা-১৯৬ঃ আবদুল্লাহ্ বিন সালাম(রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ছেলে ইউসুফ (রাযিয়াল্লাহুআনহুর) সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মহাব্বত এবং দয়াঃ

عن يوسف بن عبد الله بن سلام (رضى الله عنه) قال اجلسنى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)فى حجره ومسح على رأسى وسمانى يوسف ودعا لى بالبركة (رواه الطبرانى)

অর্থঃ" ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তাঁর কোলে বসিয়ে আমার মাথায় হাত রেখে আমার নাম ইউসুফ রাখল এবং আমার জন্য বরকত কামনা করে দোয়া করলেন"। (ত্বাবারানী)[৩]

মাসআলা-১৯৭ঃ এক বাচ্চা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট দোয়া চাওয়ার জন্য উপস্থিত হল তখন তিনি একটি শীষ নিয়ে তা হাতে নিয়ে পরিষ্কার করলেন এবং বাচ্চাটিকে তা খাওয়ার জন্য দিলেন ঃ

عن عبد الملك بن عمير (رضى الله عنه) قال كان غلام بالمدينة يكنى ابا مصعب (رضى الله عنـــه) فاتى النبى (صلى الله عليه وسلم) وبين يديه سنبل ففرك سنبلة ثم نفخها ثم دفعها اليه فاكلها فكانت الانصار تعير من يأكل فريكة السنبل فلما دفعها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اليه لم يردهـــا عليه قال ابو مصعب (رضى الله عنه) ثم قمت من عنده غير بعيد ثم رجعت اليه فقلت يا رسول الله

---

১ -মাযমাউয যাওয়ায়েদ,কিতাবুল মানাকেব,বাব মাযায়া ফিসসায়েব বিন ইয়াযিদ (৯/৬৮১)

২ -মাজমাউযযাওয়ায়েদ, কিতাবুল মানাকেব, বাব মাযায়া ফি আবদুল্লাহ্ বিন ইয়ুছর(৯/৬৭৩)

৩ -মাজমাউযযাওয়ায়েদ, কিতাবুল মানাকেব, বাব মাযায়া ফি আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (৯/৫৪২)

(صلى الله عليه وسلم) ادع الله لى ان يجعلنى معك فى الجنة قال من علمك هذا؟ قلت لاحد قال افعل فلما وليت دعانى قال اعنّى على نفسك بكثرة السجود فاتيت امى فسالتنى فقلت كنت عند النبى (صلى الله عليه وسلم) فاتى بسنبل ففرك ستة سنبلة بيديه المباركتين ثم نفخه بريقة المبارك ثم دفعها الى فكرهت ان ارده فقالت احسنت ثم اتيته فدعالى (رواه البزار)

অর্থঃ"আবদুল মালেক বিন ওমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মদীনায় এক বাচ্চার উপাধিছিল আবু মোসআব, সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসল, তাঁর হাতে একটি শীষ ছিল, তিনি তা তাঁর হাতে ঘষে চামড়া ছিলে তাতে ফুঁ দিলেন এবং দানাটি বাচ্চাকে দিলেন, আর বাচ্চাটি তা নিয়ে খেয়ে ফেলল। মদীনার আনসারগণ এটাকে ভাল জানত না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আবু মোসআবকে দানাটি দিল সে তখন তা ফেরত দেয় নাই, আবু মোসআব বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছ থেকে উঠে সামান্য দুরে এসেছিলাম এরপর আবার তাঁর নিকট ফিরে গিয়ে বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ আমাকে জান্নাতে আপনার সাথে থাকার সুযোগ দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন তোমাকে একথা কে শিখিয়ে দিয়েছে? আমি বললামঃ কেউ না। তিনি বললেনঃ আমি দোয়া করব, যখন আমি ফিরে আসছিলাম তখন তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেনঃ (আল্লাহ্ কে) বেশি বেশি সেজদা করার মধ্যমে আমাকে সাহায্য করবে। এরপর আমি যখন আমার মায়ের নিকট ফিরে আসলাম তখন আমার মা জিজ্ঞেস করল যে, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি বললামঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ছিলাম, তিনি একটি শীষ নিয়ে তাঁর হাতে ঘষে তার দানা বের করে তা আমাকে দিলেন আর আমি তা তাঁকে ফেরত দেয়া পছন্দ করলাম না বরং তা নিয়ে নিলাম, আবু মোসআবের মা বললঃ তুমি খুব ভাল করেছ।এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলাম আর তিনি তখন আমার জন্য দোয়া করলেন" ।(বাযযার)[১]

মাসআলা-১৯৮ঃ ডান দিকে বসে থাকা একটি বাচ্চা নিজের আগে অন্যকে পান করার অনুমতি দিচ্ছিল না তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ বাচ্চাটিকেই প্রথমে পান করার সুযোগ দিলেনঃ

عن سهل بن سعد (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الاشياخ فقال للغلام اتأذن ان اعطى هؤلاء؟ فقال الغلام و الله يا

১ -মাজমাউয যাওয়ায়েদ, কিতাবুল মানাকেব, বাব মাযায়া ফি আবু মোসআব,(৯/৬৬৫)

رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا اوثر بنصيبي منك احد، فقال: فتلّه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)فى يده (رواه البخارى)

অর্থঃ" সাহাল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, পান করার কোন জিনিস রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে পেশ করা হল, তাঁর ডান পার্শে একজন বাচ্চা বসেছিল আর বাম পার্শে বয়স্ক লোক বসেছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাচ্চাটিকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কি অনুমতি দিচ্ছ যে, আমি প্রথমে এই বয়স্ক লোকদেরকে পান করাব? বাচ্চাটি বললঃআল্লাহ্র কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনার পক্ষ থেকে আমার ভাগে আসা জিনিস আমার ওপর আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিব না, বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুধের পাত্রটি বাচ্চার হাতে প্রথমে অর্পণ করলেন"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-১৯৯ঃ যারা তাদের পরিবার এবং বাচ্চা রেখে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট (জ্ঞান অর্জনের) জন্য এসেছে তাদের প্রতি দয়া পরবস হয়ে তাদেরকে তিনি ২০ দিন পর তাদের বাচ্চা এবং পরিবারের নিকট ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেনঃ

عن مالك بن حويرث (رضى الله عنه) قال اتينا النبى (صلى الله عليه وسلم) ونحن شببة متقـــاربون فاقمنا عنده عشرين ليلة فظن انا اشتقنا اهلنا وسألنا عمن تركنا فى اهلنا فاخبرناه وكـــان رقيقـــا رحيما فقال ارجعوا الى اهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رايتمونى اصـــلى واذا حضـــرت الصلاة فليوذن لكم احدكم ثم ليؤمكم اكبركم (رواه البخارى)

অর্থঃ" মালেক বিন হুআইরেস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলাম আর আমরা তখন কাছাকাছি বয়সের যুবক ছিলাম, বিশ দিন পর্যন্ত আমরা তাঁর নিকট থাকলাম এরপর তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিবার ও বাচ্চাদের সাথে সাক্ষাতে আগ্রহী, তখন তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা তোমাদের বাড়িতে কাদেরকে ছেড়ে এসেছ? আমরা তাঁকে(আমাদের পরিবারের কথা) বললাম, তখন তিনি বললেনঃ তাহলে তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরে যাও, তাদেরকে দ্বীন শিখাও, সৎ কাজের আদেশ দাও, নামায ঐভাবে আদায় কর যেভাবে আমাকে নামায আদায় করতে দেখেছ। আর যখন নামাযের সময় হবে তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজন আযান দিবে আর তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে তোমাদের ইমামতি করবে"। (বোখারী)[২]

মাসআলা-২০০ঃ বাচ্চাদেরকে আদর যত্ন না করাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দোষনীয় মনে করেছেনঃ

১ -কিতাবুল আশরিবা, বাব হাল ইয়াস্তাযিন আররাজুল মান আন ইয়ামিনিহি।
২ -কিতাবুল আদাব, বাবুর রহমাতিন্নাসি ওয়াল বাহায়েম।

عن انس بن مالك(رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দেরকে শ্রদ্ধা করেনা"। (তিরমিযী)[১]

১ -আবওয়াবুল বির ওয়াসসিলা, বাব মাযায়া ফি রহমাতি সিবইয়ান(২/১৫৬৫)

رحمته (صلى الله عليه وسلم) بالمرضى والضعفاء

দুর্বল এবং অসুস্থদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দয়াঃ

মাসআলা-২০১ঃ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেনঃ

عن علي (رضي الله عنه) قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول من اتى اخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فاذا جلس غمرته الرحمة فان كان غدوة صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسى وان كان مساء صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح (رواه احمد وابن ماجة)

অর্থঃ" আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ যখন কোন লোক তার মুসলমান অসুস্থ ভাইকে দেখতে যায় তখন সে তার কাছে গিয়ে বসা পর্যন্ত সে জান্নাতের পথে চলতে থাকে, এরপর যখন তার নিকট বসে তখন রহমত তাকে বেষ্টন করে নেয়, যদি সকালে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে আসে তাহলে সন্ধা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশ্তা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আর যদি সন্ধার সময় হয় তাহলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশ্তা তার জন্য দোয়া করতে থাকে"। (আহমদ,ইবনু মাযা, তিরমিযী)[১]

মাসআলা-২০২ঃদুর্বল এবং অসুস্থ লোকদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য এবং রোগীদেরকে দেখার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে যেতেনঃ

عن سهل بن حنيف (رضي الله عنه) عن ابيه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ياتى ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم (رواه الحاكم)

অর্থঃ" সাহাল বিন হানীফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, সে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছে তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুর্বল মুসলমানদের নিকট আসতেন, তাদের সাথে দেখা করতেন, অসুস্থদেরকে দেখতে যেতেন, তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন"। (হাকেম)[২]

মাসআলা-২০৩ঃ মক্কা বিজয়ের সময় আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)তার বৃদ্ধ পিতা আবু কুহাফা কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত করল তখন তিনি বললেনঃ আবুবকর তাকে ঘরেই থাকতে দিতে, আমি নিজে তার নিকট যেতামঃ

১ -সহীহ্ সুনান ইবনু মাযা লিল আলবানী ,খঃ ১, হাদীস নং-১১৮৩।
২ -সিলসিলা আহাদীস সাহীহা লিল আলবানী,খঃ ৫, হাদীস নং-২১১২।

عن اسماء بنت ابو بكر (رضى الله عنها) قالت: فلما دخل رسول الله(صلى الله عليه وسلم)مكة و دخل المسجد اتى ابوبكر (رضى الله عنه) بابيه يقوده فلما رآه رسول الله(صلى الله عليه وسلم) قال هلا تركت الشيخ فى بيته حتى اكون انا آتيه فيه قال (ابوبكر رضى الله عنه): يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هو احق ان يمشى اليك من ان تمشى اليه انت، قالت: قال فاجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له اسلم فاسلم (رواه ابن هشام)

অর্থঃ" আসমা বিনতু আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং মসজিদে আসলেন, তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতাকে সাথে নিয়ে আসল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাকে দেখল তখন বললঃ তুমি এই বৃদ্ধ লোকটিকে ঘরেই থাকতে দিতে, আমি নিজেই তার নিকট উপস্থিত হতাম। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি তার নিকট উপস্থিত হওয়ার চেয়ে সেই আপনার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার বেশি হকদার। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে (আমার দাদাকে) সামনে বসাল, তার বুকে হাত রেখে বললেনঃ ইসলাম গ্রহণ কর, তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন"। (ইবনু হিশাম)[১]

মাসআলা-২০৪ঃ বৃদ্ধ লোকদেরকে লোকেরা রাস্তা দিতে দেরি করায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যে ব্যক্তি বড়দেরকে সম্মান করেনা সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়ঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) يقول جاء شيخ يريد النبى(صلى الله عليه وسلم) فابطا القوم عنه ان يوسعوا له فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا (رواه الترمذى)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একজন বৃদ্ধ লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য আসল কিন্তু লোকেরা তাকে রাস্তা দিতে দেরী করল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ না করে এবং বড়দেরকে সম্মান না করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়"। (তিরমিযী)[২]

মাসআলা-২০৫ঃ কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে ঝারফুঁক করতেন এবং তার সুস্থতার জন্য দোয়া করতেনঃ

---

১ - (৪/২৫৩)
২ - আবওয়াবুল বির ওয়াস সিলা ,বাব মাযায়া ফি রাহমাতিসসিবইয়ান (২/১৫৬৫)

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اذا اشتكى منا انســان مسحه بيمينه ثم قال (اذهب البأس رب الناس واشف انت الشاف لا شفاء الا شفاؤك شفاء لايغادر سقما (رواه مسلم)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদের মধ্যে কারো যখন কোন অসুখ হত তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে তাঁর ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন অতঃপর বলতেনঃ হে মানুষের প্রভু, অসুস্থতা দূর করুন, শুস্থতা দান করুন, আপনিই শুস্থতা দানকারী, শুস্থতা একমাত্র আপনার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, আপনি এমন শুস্থতা দান করুন যেন মোটেও অসুস্থতা না থাকে"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-২০৬ঃ অসুস্থ ব্যক্তিকে তার সুবিধামত দাঁড়িয়ে বসে বা শুয়ে নামায আদায় করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিদের্শ দিয়েছেনঃ

عن عمران بن حصين (رضى الله عنه) قال كانت بي بواسير فســألت الــنبي (صــلى الله عليــه وسلم)عن الصلاة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب (رواه البخارى)

অর্থঃ" ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার অর্শ্বরোগ ছিল, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নামায আদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম তখন তিনি বললেনঃ দাঁড়িয়ে নামায আদায় কর, আর তা সম্ভব নাহলে বসে আদায় কর, আর তা সম্ভব নাহলে শুয়ে নামায আদায় কর। (বোখারী)[২]

মাসআলা-২০৭ঃ অসুস্থ এবং বৃদ্ধদের প্রতি লাক্ষ্য রেখে নামায সংক্ষেপ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিদের্শ দিয়েছেনঃ

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان في الناس الضعيف والسقيم وذاالحاجة (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন তেমাদের কেউ নামায পড়াবে তখন যেন সে নামায সংক্ষেপ করে কেননা নামায আদায়কারীদের মধ্যে বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং ব্যস্ত লোকেরা রয়েছে"। (মুসলিম)[৩]

মাসআলা-২০৮ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুস্থ ব্যক্তিকে জুমার নামাযে উপস্থিত না থাকার অনুমতি দিয়েছেনঃ

---

১ -কিতাবুত তিব ওয়াল মারায, বাব ইস্তেহবাব রুকইয়াতুল মারিয।

২ -আবওয়াব তাকসীরুস্‌সালা,বাব ইযা লাম ইয়ুতিক কায়েদান সাল্লি আলা জানব।

৩ -কিতাবুস সালা,বাব তাখফীফ ফির কেরাআ ওয়াসসালা।

عن طارق بن شهاب (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الجمعة حق واجب على كل مسلم فى الجماعة الا على اربعة عبد مملوك او امراة او صبى او مريض (رواه ابو داؤد)

অর্থঃ"ত্বারেক বিন শিহাব (রযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জুমার নামায জামায়াতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব, তবে চার জন ব্যতীত, ক্রীতদাস, মহিলা, শিশু, অসুস্থ ব্যক্তি" ।(আবুদাউদ)[১]

মাসআলা-২০৯ঃ অসুস্থতার কষ্টে ধৈর্যধারণকারী রোগীকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেনঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) قال سمعت النبى (صلى الله عليه وسلم) يقول ان الله تعالى قال اذا ابتليت عبدى بحبيبتيه فصبر عوضته منهم الجنة (رواه البخارى)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'লা বলেছেনঃ যখন আমি আমার কোন বান্দাকে তার দু'টি প্রিয় জিনিস (চোখের) পরীক্ষায় ফেলি (তার দৃষ্টিশক্তিকে নিয়ে নেই) আর সে তখন তাতে ধৈর্য ধারণ করে আমি তখন তাকে এর বিনিময়ে জান্নাত দেই" । (বোখারী)[২]

মাসআলা-২১০ঃ মিরগী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থতার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট দোয়া চাইলে তিনি বললেনঃ তুমি যদি এতে ধৈর্য ধারণ কর তাহলে তুমি জান্নাত পাবেঃ

عن عطاء بن ابى رباح رحمه الله قال لى ابن عباس (رضى الله عنهما) الا اريك امرأة من اهل الجنة؟ قلت بلى، قال هذه المرأة السوداء اتت النبى (صلى الله عليه وسلم) قالت انى اصرع وانى اتكشف فادع الله لى قال ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله ان يعافيك فقالت اصبر فقالت انى اتكشف فادع الله لى ان لا اتكشف فدعالها (رواه مسلم)

অর্থঃ" আত্বা বিন আবু রাবাহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাকে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললঃ আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী রমণী দেখাব না? আমি বললামঃ কেন নয়? সে বললঃ সে একজন মহিলার প্রতি ইঙ্গিত করে বললঃ এই কাল মহিলাটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললঃ আমি মিরগী রোগে আক্রান্ত, আর ঐ অবস্থায় আমার সতর খুলে যায়, আপনি আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে সুস্থ করে দেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললঃ যদি তুমি চাও তাহলে আমি আল্লাহ্র নিকট দোয়া করব

১ -আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ খঃ১, হাদীস নং-৯৪২।

২ -কিতাবুল মারযা,বাব ফাযলু মান যাহাবা বাসারুহু।

যেন তিনি তোমাকে সুস্থ করে দেন, আর যদি (এই অসুস্থতাকে) ধৈর্যের সাথে মেনে নাও তাহলে তোমার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, সে বললঃ আমি ধৈর্য ধারণ করব, কিন্তু আপনি আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন যেন ঐ রোগে আক্রান্ত অবস্থায় আমার সতর না খুলে"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-২১১ঃ স্বাভাবিকভাবে গর্বপাত হলে ঐ কষ্টে ধৈর্যধারণকারী মহিলাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেনঃ

عن معاذ بن جبل (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال والذى نفسى بيده ان السقط ليجر امه بسرره الى الجنة اذا احتسبته (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"মোয়ায বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ ঐ সত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! স্বাভাবিক ভাবে গর্বপাত হয়ে গেল ঐ বাচ্চা তার মায়ের আঙ্গুল ধরে তাকে নিয়ে জান্নাতে যাবে, তবে এই শর্তে যে গর্বপাতের পর মা সোয়াবের নিয়তে ধৈর্যধারণ করবে"।(ইবনু মাযা)[২]

মাসআলা-২১২ঃ অসুস্থ বাচ্চাকে দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিলেন যেন তাকে ঝাড়ফুঁক করা হয়ঃ

عن ا م سلمة (رضى الله عنها) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لجارية فى بيت ا م سلمة (رضى الله عنها) زوج النبى (صلى الله عليه وسلم) راى بوجهها سفعة فقال لها (نظرة فاسترقوا لها)(رواه مسلم)

অর্থঃ" উম্মুসালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু সালামার ঘরে একজন ছোট মেয়ে দেখতে পেলেন যার চেহারা ঝলসে গিয়েছিল তখন তিনি বললেনঃ তাকে ঝাড় ফুঁক কর তার উপর চোখ লেগেছে। (মুসলিম)[৩]

মাসআলা-২১৩ঃ উম্মতের গরীব এবং বে-ওয়ারিস লোকদের লালন পালনের দায়িত্ব সরকারেরঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال فايما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فان ترك دينا او ضياعا فليأتنى وانا مولاه (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যেকোন মুমেন ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে গেলে তার ওয়ারিশরা সে সম্পদের মালিক হবে, আর যদি কোন মুমেন ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা যায় বা

---

১ -কিতাবুল মারযা,বাব ফযল মান ইয়াসরা' মিনাররিহ।

২ -কিতাবুল জানায়েয,বাব মাযায়া ফিমান উসীবা বিসাকত (১/১৩০৫)

৩ -কিতুবুত ত্বিব ওয়াল মারায,বাব ইস্তেহবাব রুকইয়া মিনাল আইন।

ছোট ছেলে মেয়ে রেখে মারা যায় তাহলে ঐ ঋণ দাতারা বা বাচ্চারা আমার নিকট আসবে আমি তাদের লালন পালন করব"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-২১৪ঃ কোন দুর্বল ব্যক্তির উপর যবরদস্তি করা তার হক নষ্ট করা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হারাম করেছেনঃ

নোটঃ এই সংক্রান্ত হাদীসটি ১৬৯ নং মাসআলা দ্রঃ।

১ -কিতাবুত তাফসীর ,বাব তাফসীর সূরাতুল আহযাব।

رحمته بالفقراء والمساكين

গরীব মিসকীনদের প্রতি তাঁর দয়া

মাসআলা-২১৫ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন গরীব বা ভিক্ষুককে খালি হাতে ফেরত দেন নাইঃ

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنه) قال ماسئل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قط فقال (لا) (رواه مسلم)

অর্থঃ" জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি নাই বলতেন না"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-২১৬ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে কিছু বকরী চাইল সে যতগুলু বকরী চাইল তিনি তাকে ততগুলু বকরীই দিলেনঃ

عن انس (رضى الله عنه) ان رجلا سأل النبى (صلى الله عليه وسلم) غنما بين جبلين فاعطاه اياه فاتي قومه فقال: اى قوم اسلموا فو الله ان محمدا ليعطى عطاء ما يخاف الفقر (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান ভরে দেয়ার সমান বকরী চাইল, তিনি তাকে তা দিলেন, তখন ঐ লোকটি তার স্বজাতির নিকট গিয়ে বলতে লাগল হে মানব মন্ডলি মুসলমান হও, আল্লাহ্র কসম! মোহাম্মদ এত দান করে যে সে ফকীর হয়ে যাওয়ার ভয় করে না"। (মুসলিম)[২]

মাসআলা-২১৭ঃ গরীব মিসকীনদের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা তাদের ভরণ পোষণ করা উত্তম কর্মঃ

عن عبد الله بن عمرو (رضى الله عنه) ان رجلا سأل النبى (صلى الله عليه وسلم) اى الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرء السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করল যে কোন কাজটি উত্তম ? তিনি বললেনঃ অপরকে খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত লোকদেরকে সালাম দেয়া"। (বোখারী)[৩]

মাসআলা-২১৮ঃ আল্লাহ্র নাম নিয়ে কেউ কোন কিছু চাইলে তাকে খালি হাতে ফেরত দিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেনঃ

---

১ -কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ফি সাখায়িহি (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)

২ -কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ফি সাখায়িহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

৩ -কিতাবুল ইস্তে'জান, বাবুস্সালাম লিলমা'রেফা ওয়া গাইরিল মা'রেফা।

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال من استعاذ بالله فاعيذوه ومن سألكم بوجه الله فاعطوه (رواه ابوداؤد)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে আশ্রয় চায় তাকে আশ্রয় দিবে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে কোন কিছু চাইবে তাকে দান করবে"। (আবুদাউদ)[১]

মাসআলা-২১৯ঃ গরীব মিসকীনদেরকে ভালবাসা সোয়াব পাওয়ার কারণঃ

عن ابي سعيد الخدرى (رضى الله عنه) قال احبوا المساكين فانى سمعت رسول الله (صلى الله عليه) وسلم يقول فى دعائه اللهم احينى مسكينا وامتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين (رواه ابـــن ماجة)

অর্থঃ" আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তোমরা গরীব মিসকীনদেরকে ভাল বাস, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি তাঁর দোয়ায় বলতেনঃ হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে মিসকীন করে জিবীত রাখ, তুমি আমাকে মিসকীন করে মৃত্যু দাও, আর মিসকীনদের সাথে আমাকে হাশরের মাঠে সমবেত কর"। (ইবনু মাযা)[২]

মাসআলা-২২০ঃ কোমল হৃদয় অর্জন করতে যারা আগ্রহী তাদের উচিত তারা যেন মিসকীনদেরকে খাবার দেয়ঃ

নোটঃ এই সংক্রান্ত হাদীসটি ২৩০ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২২১ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন গরীব মিসকীনের প্রয়োজনীয় অভাব পুরণের জন্য সুপারিস করার জন্য উৎসাহিত করতেনঃ

عن ابي موسى (رضى الله عنه) قال كان النبى(صلى الله عليه وسلم) جالسا اذ جاء رجل يسأل او طالب حاجة اقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتوجروا وليقض الله على لسان نبيـــه ماشـــاء (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসেছিলেন এমতাবস্থায় এক ভিক্ষুক কিছু চাওয়ার জন্য আসল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দিকে ফিরে বললেনঃ তার ব্যাপারে সুপারিস কর তোমরাও সোয়াবের ভাগি হবে, আর আল্লাহ্ যা চান তা তিনি তাঁর নবীর যবানের মাধ্যমে পূর্ণ করেন"। (বোখারী)[৩]

---

১ -আলবানী লিখিত সুনান আবুদাউদ,১৬৭২।

২ -আবওয়াবুয্যুহদ, বাব মোজালাসাতুল ফুকারা (২/৩৩২৮)

৩ -কিতাবুল আদাব, বাব তায়াউনুল মুমেনীন বা'জুহুম বা'জা।

মাসআলা-২২২ঃ দু'ব্যক্তির জন্য খাবারের ব্যবস্থাকারী তাদের সাথে একজন গরীব মানুষ আর চার জনের জন্য খাবার প্রস্তুতকারী তাদের সাথে দু'জন মিসকীনকে খাবার দিবে এবং এই হিসেবের ভিত্তিতে যত জনের খাবারের আয়োজন করা হবে তাদের সাথে সেই পরিমাণে মিসকিন খাওয়াবেঃ

عن عبد الرحمن بن ابي بكر (رضي الله عنه) ان اصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء وان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة ومن كان عنده طعام اربعة فليذهب بخامس بسادس اوكما قال (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবদুর রহমান বিন আবুবকর (রযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ সুফ্ফাবাসীরা ছিল অভাবী লোক, আর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যার নিকট দু'জনের খাবার আছে সে তৃতীয় জনকে নিবে, আর যার নিকট চার জনের খাবার আছে সে পঞ্চম বা ৬ষ্ঠ জনকে এখান থেকে নিয়ে যাবে"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-২২৩ঃ অভাবী গরীব মিসকীনদেরকে তাদের বিপদের সময় তাদেরকে সাহায্য করা তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেনঃ

عن ابي هريرة (رضي الله عنه)عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال من نفس عن مسلم كربة مــن كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والاخرة ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والاخرة والله في عون العبد ماكان العبد في عون اخيه (رواه الترمذي)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব কোন কষ্ট দূর করবে আল্লাহ্ তার কিয়ামতের দিনের কষ্টসমূহের মধ্য থেকে কোন কষ্ট দূর করে দিবেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন ব্যক্তির অভাবের সময় তাকে সাহায্য করবে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য পৃথিবী এবং পরকাল সহজ করে দিবেন, আর যেব্যক্তি পৃথিবীতে কোন মুমেনের কোন দোষ গোপন রাখল আল্লাহ্ তা'লা পরকালে তার দোষকে গোপন রাখবেন, আর আল্লাহ্ ততক্ষণ বান্দার সহযোগীতা করেন যতক্ষণ বান্দা অন্য কোন মানুষকে সহযোগীতা করে"। (তিরমিযী)[২]

মাসআলা-২২৪ঃ অভাব গ্রস্তদের প্রতি সদয় এবং তাদের দেখাশুনা কারীদের জন্য অসংখ্য সোয়াব এবং সুসংবাদঃ

---

১ -কিতাবুল আশরিবা,বাব ইকরামুযাইফ।

২ -আবওয়াবুল বির ওয়াসসিলা,বাব মাযায়া ফিসসিতরি আলাল মুসলিমীন (২/১৫৭৪)

عن صفوان ابن سليم (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الساعى على الارملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله او كالذى يصوم النهار ويقوم الليل (رواه البخارى)

অর্থঃ" সাফওয়ান বিন সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বিধাব এবং মিসকীনদের জন্য সাহায্য সহযোগীতাকারী আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী এবং দিনে নফল রোযা আদায়কারী ও রাতে নফল নামায আদায়কারীর ন্যায়"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-২২৫ঃ মুমেন ফকীর মিসকীনদের জন্য দু'টি বড় সুসংবাদঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل اغنيائهم بنصف يوم وهو خمس مائة عام (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মুসলিম ফকীররা তাদের মধ্যে ধনীদের অর্ধদিন আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর কিয়ামতের দিনের অর্ধ দিন পৃথিবীর দিনের তুলনায় ৫০০ বছরের সমান হবে"। (তিরমিযী)[২]

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اطلعت فى الجنة فرأيت اكثر اهليها الفقراء وا طلعت فى النار فرأيت اكثر اهلها النساء (رواه مسلم)

অর্থঃ"ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি (মে'রাজের রাতে) জান্নাতে গিয়ে দেখলাম সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ফকীর, আর জাহান্নামে গিয়ে দেখলাম ওখানের অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা"। (মুসলিম)[৩]

***

১ -কিতাবুল আদাব, বাবুস্‌সায়ী আলাল আরমালা।

২ -আবওয়াবুয্‌যুহদ, বাব মাযায়া আন্ন ফুকারায়াল মোহাজেরীন ইয়াদখুলুনাল জান্না কাবলা আগনিয়ায়িহিম।

৩ -কিতাবুর রিকাক,বাব আকসারু আহলিল জান্না আলফুকারা।

(رحمته باليتامى)

এতীমদের[১] প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দয়াঃ

মাসআলা-২২৬ঃ এতীম মহিলাদেরকে শুধু ঐসমস্ত পুরষদের বিয়ে করা উচিৎ যারা তাদের হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারবেঃ

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾

অর্থঃ"আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদেরকে ভাল লাগে তাদেরকে বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশন্কা কর যে, তাদের মাঝে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না তবে একটিই, অথবা তোমাদের অধিকার ভুক্ত দাসীদেরকে, এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত নাহওয়ার অধিকতর সম্ভবনা"। (সূরা নিসা-৩)

মাসআলা-২২৭ঃ এতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারী স্বীয় পেটে আগুন ভরতেছেঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾

অর্থঃ"যারা এতীমের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করছে এবং সত্ত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে"। (সূরা নিসা-১০)

মাসআলা-২২৮ঃ এতীমের সাথে সদাচারণকারী জান্নাতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে এমনভাবে কাছা কাছি থাকবে যেমন পাশাপাশি দু'টি আঙ্গুল মিলিত হয়ে থাকেঃ

عن سهل بن سعيد (رضى الله عنه)عن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال انا و كافل اليتيم فى الجنة هكذا وقال باصبعيه السبابة والوسطى (رواه البخارى)

অর্থঃ"সাহাল বিন সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেনঃ আমি এবং এতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে থাকব, একথা বলে তিনি তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল এবং তর্জনী আঙ্গুল একত্রে মিলালেন"। (বোখারী)[২]

মাসআলা-২২৯ঃ যে বিধবা নারী নিজের এতীম সন্তানদেরকে লালন পালন করার স্বার্থে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকল সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে জান্নাতে যাবেঃ

---

১ -এতীম বলতে বুঝায় যে সন্তানের পিতা সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করেছে।

২ -কিতাবুল আদাব,বাব ফযল মান ইয়াউলু ইয়াতিমা।

عن ابي هريرة (رضى الله عنه)قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انا اول من يفتح له باب الجنة الا انه تأتي امرأة تبادرني فاقول لها مالك؟ ومن انت فتقول: انا امرأة قعدت على ايتـــام لي (رواه ابو يعلى)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি ঐ ব্যক্তি যার জন্য সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করা হবে, তবে একজন মহিলা আমার আগেই সেখানে চলে যাবে, আমি তাকে জিজ্ঞেস করব যে তোমার কি হয়েছে? কে তুমি? সে বলবেঃ আমি ঐ মহিলা যে তার এতীম সন্তানদেরকে লালন পালন করার জন্য দ্বিতীয় বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত ছিল"। (আবু ইয়ালা)[১]

মাসআলা-২৩০ঃ যারা কোমল হৃদয়ের অধিকারী হতে চায় তাদের উচিৎ এতীমদের মাথায় হাত রাখাঃ

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) ان رجلا شكا الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قسوة قلبه فقال امسح رأس اليتيم واطعم المسكين (رواه احمد)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট তার কঠোর হৃদয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল, তখন তিনি বললেনঃ এতীমের মাথায় হাত রাখ এবং মিসকীনকে খাবার দাও"। (আহমদ)[২]

মাসআলা-২৩১ঃ কোন এতীমের উপর অন্যায় করা এবং তার হক নষ্ট করাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হারাম করে দিয়েছেনঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১৬৯ নং মাসআলা দ্রঃ।

১ - হুসাইন সেলিম আযাদ বিশ্লেষণ কৃত মাতবুআত দারুস্সাকাফা আল আরাবিয়া,দিমাশক বাইরুত।১২/৬৬৫
২ -আত্তারগীব ওয়াত্তারহিব (৩/৩৭৪৫)

رحمته بالخدم والعبيد

অধিনস্ত এবং খাদেমদের প্রতি তাঁর দয়াঃ

মাসআলা-২৩২ঃ খাদেম এবং অধিনস্ত লোকদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিম্নোক্ত নির্দেশনা দিয়েছেনঃ

১-তাদেরকে নিজের ভাই বলে মনে কর
২- তাদেরকে গালিগালাজ করবে না
৩ - নিজেরা যা খাবে তাদেরকেও তা খাওয়াবে
৪- নিজেরা যা পরিধান করবে তাদেরকেও তা পরিধান করাবে
৫- তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ তাদের উপর চাপিয়ে দিবে না
৬- যদি কোন কাজ তাদের সাধ্যের বাহিরে হয় তাহলে তাদেরকে নিজে সহযোগীতা করঃ

عن معرور بن سويد (رضى الله عنه) قال رأيت اباذر الغفارى (رضى الله عنه) وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذالك فقال انى سابيت رجلا فشكانى الى النبى (صلى الله عليه وسلم) فقال لى النبى (صلى الله عليه وسلم) اعيرته بامه؟ ثم قال ان اخوانك خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل واليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم ما يغلبهم فاعينوهم (رواه البخارى)

অর্থঃ" মা'রুর বিন সুআইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আবুযার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার খাদেমকে একেই চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখিছি, আমরা তাকে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, সে বললঃ আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছি আর সে আমার ব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অভিযোগ করল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তার মাকে গালি দিয়েছ? অতঃপর তিনি বললেনঃ এরা তোমাদের ভাই-বোন, যারা তোমাদের সেবা করছে, তাদেরকে আল্লাহ্ তোমাদের অধিনস্ত করেছেন, অতএব যার ভাই তার অধিনস্ত হয়েছে তার উচিৎ তার ভাইকে তাই খাওয়ানো যা সে নিজে খায়, তাকে তাই পরিধান করানো যা সে নিজে পরিধান করে, আর তাদেরকে এমন কাজের নির্দেশ দিবে না যা তাদের সাধ্যের বাহিরে, আর যদি কখনো এধরণের কাজের নির্দেশ দেয় তাহলে নিজে তাকে সহযোগীতা করবে" । (বোখারী)[১]

মাসআলা-২২৩ঃ স্ত্রীদেরকে প্রহার না করার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت ما ضرب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خادما ولا امرأة قط (رواه ابوداؤد)

১ -কিতাবুল ইতকে বাব কাউলিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল আ'বিদু ইখওয়ানুকুম।

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোন খাদেম বা তাঁর স্ত্রীকে প্রহার করেন নাই"। (আবুদাউদ)[১]

মাসআলা-২৩৪ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো তাঁর কোন খাদেমের জবাবদেহিতা করেননি, কোন কঠোরতা আরোপ করেননি, কোন খারাপ কথা বলেননিঃ

عن انس (رضى الله عنه) كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من احسن الناس خلقا فارسلنى يوما لحاجة فقلت: والله لا اذهب وفى نفسى ان اذهب لما امرنى به نبى الله (صلى الله عليه وسلم) فخرجت حتى امر على الصبيان وهم يلعبون فى السوق فاذا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد قبض بقفاى من ورائى قال فنظرت اليه وهو يضحك فقال يا انيس اذهبت حيث امرتك؟ قال قلت: نعم انا اذهب يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال انس والله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشئ تركته هلا فعلت كذا وكذا (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন সর্বত্তোম চরিত্রের একজন মানুষ, তিনি একদিন আমাকে কোন এক কাজে পাঠালেন, আমি চিন্তা করলাম যে আল্লাহ্র কসম আমি যাব না, আর মনে মনে আমার চিন্তা আছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে যেকাজের নিদের্শ দিয়েছেন সেকাজে আমি যাব, আমি বেরহলাম পথিমধ্যে আমি কয়েকজন বালকের পাশদিয়ে অতিক্রম করছিলাম যারা বাজারে খেলতেছিল, (তখন আমিও তাদের সাথে খেলতে শুরু করলাম) । হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে আমার কাঁধে হাত দিলেন আমি তাকিয়ে দেখি তিনি হাসছেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন হে উনাইস (আনাসকে আদর করে) আমি তোমাকে যেখানে পাঠিয়েছিলাম তুমি কি সেখানে গিয়েছেলে? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললামঃ হাঁ আমি যাব ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আল্লাহ্র কসম! আমি ৯ বছর তাঁর সেবা করেছি অথচ আমার জানানেই যে আমি তাঁর নির্দেশিত কোন কাজ না করলে তিনি আমাকে বলেছেন যে তুমি কেন করলে না, এরকম এরকম"। (মুসলিম)[২]

মাসআলা-২৩৫ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা তাঁর গোলাম এবং অধিনস্তদের মন জয় করে চলতেন কখনো তাদের কারো মনে ব্যাথা দিতেন নাঃ

---

১ -আলবানী লিখিত সহীহ সুনান আবুদাউদ,খঃ৩, হাদীস নং-৪০০৩।

২ -কিতাবুল ফাযায়েল বাব হুসনু খুলুকিহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

عن انس بن مالك (رضي الله عنه) قال ان كانت الامة من اهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شائت من المدينة فى حاجتها (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আনসা বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যদি মদীনার কোন কৃতদাসী রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাত ধরে নিত তাহলে তিনি তার কাছ থেকে স্বীয় হাত ছাড়াতেন না বরং ঐ ক্রীতদাসী তার কাজের জন্য মদীনার যেদিকেই নিয়ে যেত তিনি সেদিকেই যেতেন" ।(ইবনু মাযা)[১]

মাসআলা-২৩৬ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর খাদেমদের সাথে কৌতুকও করতেনঃ

عن انس (رضى الله عنه) قال قال لى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (ياذا الاذنين) (رواه ابوداؤد)

অর্থঃ"আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)আমাকে কৌতুক করে এই বলে ডাকলেন যে হে দু'কান ওয়ালা" । (আবুদাউদ)[২]

মাসআলা-২৩৭ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর অসুস্থ খাদেমকে শুধু দেখতেই গেলেন না বরং তার মৃত্যুর মুহূর্তে তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াতও দিলেন যখন সে মুসলমান হয়েগেল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেনঃ

عن انس (رضى الله عنه) ان غلاما ليهود كان يخدم النبي (صلى الله عليه وسلم) فمرض فاتاه النبى (صلى الله عليه وسلم) يعوده فقعد عند رأسه فقال له اسلم فنظر الى ابيه وهو عنده فقال له اطع ابا القاسم فاسلم، فخرج النبى (صلى الله عليه وسلم) وهو يقول (الحمد لله الذى انقذه من النار) (رواه البخارى)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একজন ইহুদী খাদেম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমত করত, একদা সে অসুস্থ হল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে দেখতে গেলেন, অতঃপর তিনি তার মাথার নিকট বসলেন, এরপর তাকে বললেনঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, তখন সে তার পিতার দিকে তাকাল সেও তার পাশেই ছিল, তার পিতা তাকে বললঃ তুমি মোহাম্মদের কথা মান। তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

১ -কিতাবুযুহদ,বাবুল বারাআ মিনাল কিবারি ওয়া তাওয়াজু ।(২/৩৩৬৭)

২ -কিতাবুল আদাব,বাব মাযায়া ফিল মাযাহ (৩/৪১৮২)

এই বলে বের হলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্বার জন্য যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচালেন"। (বোখারী)[1]

মাসআলা-২৩৮ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন যেন খাদেমদের পারিশ্রমিক দ্রুত আদায় করা হয়ঃ

عن خيثمة (رضى الله عنه) قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو (رضى الله عنهما) اذ جائه قهرمان له فدخل فقال: اعطيت الرقيق قوتهم؟ قال :لا، قال فانطلق فاعطهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته (رواه مسلم)

অর্থঃ"খাইসামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমার) সাথে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় তাঁর এক কেরানী আসল, আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করল তোমরা কি শ্রমিকদের পারিশ্রমিক পরিশোধ করেছ? হিসাব রক্ষক বললঃ না, আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ তাদের পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দাও, কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মানুষের পাপের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, অধিনস্ত লোকদের পারিশ্রমিক আটকিয়ে রাখা"। (মুসলিম)[2]

মাসআলা-২৩৯ঃ খাদেমদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই লক্ষ্য রাখতেনঃ

عن رجل من اصحاب النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: كان مما يقول للخادم الك حاجة؟(رواه مسلم)

অর্থঃ" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর খাদেমদেরকে জিজ্ঞেস করতেন যে তোমার কি কোন সমস্যা আছে?" (আহমদ)[3]

মাসআলা-২৪০ঃ যদি কোন খাদেম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দাওয়াত দিত তখন তিনি তা গ্রহণ করতেনঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم)يجلس علـى الارض ويأكل على الارض ويعتقل الشاه ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير (رواه الطبرانى)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাটিতে বসতেন, মাটিতে বসে খাবার খেতেন, বকরী

১ - কিতাবুল জানায়েয,বাব ইযা আসলামাস সাবি ফামাতা হাল ইয়ুসাল্লা আলাইহি।

২ - কিতাবু যাকা,বাব ফাযলিন নাফাকা আলাল ইয়াল ওয়াল মামলুক।

৩ - আলবানী লিখিত সহীহ্ আল জামে আসগীর ওয়াযিয়াদাতিহি,খঃ৪, হাদীস নং-৪৭১২।

নিজে লালন পালন করতেন, অধিনস্ত লোকেরা যবের রুটি খাওয়ার দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করতেন" । (ত্বাবারানী)[১]

মাসআলা-২৪১ঃ স্বীয় কাজের লোকের সাথে উত্তম আচরণের উজ্জল দৃষ্টান্তঃ

قال ابن هشام وكان حكيم بن حزام (رضى الله عنه) قدم من الشام بيزيد بن حارثة (رضى الله عنه) وصيفا فاستو هبته منه عمته خديجة (رضى الله عنها) وهى يومئذ عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فوهبه لها فوهبته لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاعتقه وتبناه وذالك قبل ان يوحى اليه وقدم ابوه و هو عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان شئت فانطلق مع ابيك قال: لا بل اقيم عندك ، فلم يزل عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى بعثه الله فصدقه واسلم وصلى معه فلما انزل الله عزوجل (ادعوهم لابائهم) قال: انا زيد بن حارثة (رواه الطبرانى)

অর্থঃ"ইবনু হিশাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হাকীম বিন হিযাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সিরিয়া থেকে একজন যুবক খাদেম ইয়াযিদ বিন হারেসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ক্রয় করে নিয়ে আসলেন, হাকীম বিন হিযাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) ফুফু খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার কাছ থেকে ঐ খাদেমকে নিতে চাইলেন, ঐ সময় খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ছিলেন, হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন ঐ খাদেমকে তার ফুফু খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে দান করে দিলেন, এরপর খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঐ খাদেমকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দান করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আযাদ করে তাকে নিজের সন্তানের মত করে নিলেন, এটা ছিল ওহী অবতীর্ণ হওয়ার আগের ঘটনা, এরপর যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) পিতা হারেসা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের ছেলেকে ফেরত নিতে চাইলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললঃ যদি তোমার ভাল লাগে তাহলে আমার সাথে থাক আর যদি চাও যে তোমার পিতার সাথে চলে যাবে তাহলে যেতে পার, যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরে বললঃআমি আপনার সাথে থাকব, এরপর থেকে যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথেই থেকে গেল, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুয়ত লাভ করলেন, যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে সত্যবাদী বলে জানত তাই সে তাঁর প্রতি ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করল, তাঁর সাথে নামায আদায় করল, এরপর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলঃ

১ - আলবানী লিখিত সহীহ আল জামে আসগীর ওয়াযিয়াদাতিহি,খঃ৪, হাদীস নং-৪৭৯১ ।

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾

অর্থঃ"এবং তোমারা তাদেরকে তাদের পিতার নামে ডাক। তখন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ আমি যায়েদ বিন হারেসা"। (ত্বাবারানী)[১]

মাসআলা-২৪২ঃ যে ব্যক্তি নিজের ক্রীতদাসদেরকে প্রহার করে তার উচিৎ এই অপরাধের কাফ্ফারা হিসেবে ঐ ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেয়াঃ

عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من لطم مملوكا او ضربه فكفارته ان يعتقه (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার কৃতদাসকে থাপ্পড় মেরেছে বা পিটিয়েছে তার কাফ্ফারা হল এই যে, তাকে আযাদ করে দেয়া"। (মুসলিম)[২]

মাসআলা-২৪৩ঃ মুসলিম ক্রীতদাসদেরকে আযাদ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)যথেষ্ট উৎসাহিত করেছেনঃ

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) قال قال النبي (صلى الله عليه وسلم) ايما رجل اعتق امـــرا مســـلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুসলমান ক্রীতদাসকে আযাদ করবে, আল্লাহ্ তা'লা ঐ ক্রীতদাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার মনিবের প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন"। (বোখারী)[৩]

মাসআলা-২৪৪ ঃ ক্রীতদাসীকে আযাদ করে তাকে বিবাহকারী দ্বিগুণ সোয়াব পাবে ঃ

عن ابي موسى (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من كانت لـــه جاريـــة فعلمها فاحسن اليها ثم اعتقها وتزوجها كان له اجران (رواه البخارى)

অর্থঃ "আবুমূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যার নিকট কোন ক্রীতদাসী আছে, আর সে তাকে সুশিক্ষা দিল, তার সাথে ভাল আচরণ করল, এরপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করল, সে দ্বিগুণ সোয়াব পাবে"। (বোখারী)[৪]

মাসআলা-২৪৫ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সতর্ক করার পর সাহাবাগণ কোন ক্রীতদাসকে প্রহার না করার অঙ্গীকার করেন আর যে ক্রীতদাসকে মারা হয়েছে তাকে আযাদ করে দিয়েছে ঃ

---

১ -মাজমাউযযাওয়ায়েদ,কিতাবুল মানাকেব,বাব ফযল যায়েদ বিন হারেসা (৯/৪৪৬)

২ -কিতাবুল ঈমান,বাব সুহবাতুল মামালিক।

৩ -কিতাবুল ইতকে,বাব কাওলিহি তা'লা ফাক্কু রাকাবা।

৪ কিতাবুল ইতকে,বাব ফাযলু মান আদ্দাবা জারিয়াতাহু।

মাসআলা-২৪৬ ঃ ক্রীতদাসকে অমানুষিক নির্যাতন করলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে ঃ

عن ابی مسعود الانصاری (رضی الله عنه) قال:كنت اضرب غلاما لی بالسوط فسمعت صوتا من خلفی اعلم ابا مسعود فلم افهم الصوت من الغضب ، قال فلما دنی منی اذا هو رسول الله (صلی الله علیه وسلم) فاذا هو یقول اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود قال فالقیت السوط من یدی فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر علیك منك علی هذا الغلام قال: فقلت لا اضرب مملوكا بعده ابدا، وفی روایة قلت : یا رسول الله هو حر لوجه الله تعالی فقال اما لو لم تفعل للفحتك النار او لمستك النار(رواه مسلم)

অর্থঃ"আবু মাসউদ আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি চাবুক দিয়ে আমার এক ক্রীতদাসকে প্রহার করছিলাম, হঠাৎ আমার পিছন থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম, হে আবু মাসউদ সাবধান! কিন্তু রাগের কারণে আমি আওয়াজটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারছিলাম না। যখন আওয়াজটি আমার নিকটবর্তী হল তখন আমি দেখতে পেলাম যে (ঐ আওয়াজকারী ছিলেন) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি বলছিলেন যে, হে আবু মাসউদ সাবধান! হে আবু মাসউদ সাবধান! আমি এই আওয়াজ শুনে নিজের চাবুক নিচে ফেলে দিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে আবু মাসউদ স্মরণ রাখ তুমি এই কৃতদাসের উপর যতটা ক্ষমতাবান আল্লাহ্ তোমার উপর এরচেয়ে অধিক ক্ষমতাবান, আমি বললাম আজকের পর আমি আর কোন কৃতদাসকে প্রহার করব না, অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, আবু মাসউদ বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাকে আযাদ করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যদি তুমি এরূপ না করতে তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে জ্বালিয়ে দিত। বা আগুন তোমাকে স্পর্শ করত"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-২৪৭ঃ সাহাবীর ছেলে এক ক্রীতদাসকে প্রহার করল তখন সাহাবী ক্রীতদাসকে বললঃ তুমি তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করঃ

عن معاویة بن سوید (رضی الله عنه) قال لطمت مولی لنا فهربت ثم جئت قبیل الظهر فصلیت خلف ابی فدعاه ودعانی ثم قال امتثل منه فعفی (رواه مسلم)

অর্থঃ"মোয়াবিয়া বিন সুআইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আমাদের এক ক্রীতদাসকে থাপ্পর মেরেছিলাম, এর পর আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম, এরপর জোহারের সামান্য আগে ফিরে এসে মসজিদে আমার পিতার পিছনে নামায আদায় করলাম, নামাযের পর আমার পিতা আমাকে এবং ক্রীতদাসকে ডাকল, এরপর

১ -কিতাবুল ঈমান,বাব সোহবাতুল মামালিক।

ক্রীতদাসকে বললঃ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তখন ক্রীতদাস আমাকে ক্ষমা করে দিল" ।(মুসলিম)[১]

মাসআলা-২৪৮ঃ আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে এক সাহাবী তার সমস্ত ক্রীতদাসদেরকে আযাদ করে দিয়েছেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) ان رجلا من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جلس بين يديه فقال:يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان لى مملوكين يكذبوننى ويخونوننى ويعصوننى واضربهم واشتمهم فكيف انا منهم ؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وان كان عقابك اياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لالك ولا عليك، وان كان عقابك اياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذى بقى قبلك، فجعل الرجل يبكى بين يدى رسول الله ويهتف، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)ما لك؟ ما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينابها وكفى بنا حاسبين(الانبياء-٤٧) فقال الرجل: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)ما اجد شيئا خيرا من فراق هاولاء، يعنى عبيده اشهدك انهم كلهم احرار (رواه احمد والترمذى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবাগণের মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কিছু ক্রীতদাস আছে যারা আমার সাথে মিথ্যা কথা বলে, খিয়ানত করে, আমার কথা শুনেনা, তাই আমি তাদেরকে গালিগালাজ করি এবং প্রহার করি? কিয়ামতের দিন তাদের ব্যাপারে আমার কি অবস্থা হবে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমার অধিনস্তদের খিয়ানত, অবাধ্যতা এবং মিথ্যা বলা ওজন করা হবে এবং তুমি তাদেরকে যে শাস্তি দিয়েছ তাও ওজন করা হবে, যদি তোমার দেয়া শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয় তাহলে তুমি সোয়াব পাবে, আর যদি তোমার দেয়া শাস্তি তাদের অপরাধের সমান সমান হয় তাহলে তোমার কোন শাস্তিও নেই আবার কোন সোয়াবও নেই, আর তোমার দেয়া শাস্তি যদি তাদের অপরাধের তুলনায় বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত শাস্তি দেয়ার কারণে তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে, তখন ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে কাঁদতে লাগল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি কেন কাঁদছ, তুমি কি কোরআ'ন মাজীদের এই আয়াত তেলাওয়াত কর না? আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব, সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না, যদি কোন আমল সরিষা দানা পরিমাণও হয় , আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট । (সূরা আম্বীয়া-৪৭)

---

১ -কিতাবুল ঈমান,বাব সোহবাতুল মামালিক ।

একথা শুনে ঐ ব্যক্তি বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি আমার ব্যাপারে এরচেয়ে আর ভাল কিছু দেখছি না যে, আমি তাদেরকে আযাদ করে দিব, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে তারা সবাই আযাদ"। (আহমদ, তিরমিযী)[১]

মাসআলা-২৪৯ ঃ এক সাহাবী রাগ করে একজন ক্রীতদাসীকে থাপ্পড় দিল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষয়টিকে অপছন্দ করলেন তখন ঐ সাহাবী ঐ ক্রীতদাসীকে আযাদ করে দিলঃ

عن معاوية بن الحكم السلمي (رضى الله عنه) قال كانت لى جارية ترعى غنما لى قبل احد والجوانية فاطلعت ذات يوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وانا رجل من بنى آدم اسف كما ياسفون لكن صككتها صكة فاتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فعظم ذالك على قلت: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) افلا اعتقها؟ قال ائتنى بها فاتيت بها، فقال لها اين الله ؟ قالت فى السماء قال من انا ؟ قالت انت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال اعتقها فانها مؤمنة (رواه مسلم)

অর্থঃ "মোয়াবীয়া বিন হাকাম আস্‌সুলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার এক ক্রীতদাস ছিল সে উহুদ এবং জুয়ানিয়া নামক স্থানে বকরী চড়াত, একদিন আমি তা দেখার জন্য আসলাম তখন দেখলাম যে, একটি বাঘ একটি বকরী ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছে, আমিও মানুষ অন্যরা যেমন রাগ করে আমিও তেমনি রেগে গেলাম, আর আমি তাকে একটি থাপ্পড় মারলাম, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললামঃ তিনি আমার এই কথা শুনে বিষয়টিকে খুবই অন্যায় বলে আখ্যায়িত করলেন, আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি কি এই ক্রীতদাসীকে আযাদ করে দিব? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাকে আমার নিকট নিয়ে আস, আমি তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নিয়ে আসলাম, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ্ কোথায়? সে বললঃ আকাশে, তিনি তাকে আরো জিজ্ঞেস করলেন আমি কে? সে বললঃ আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি তাকে আযাদ করে দাও কেননা সে মুসলমান"।(মুসলিম)[২]

মাসআলা-২৫০ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নাকে রশি লাগিয়ে তাকে কা'বা ঘরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করাচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা দেখে দ্রুত রশি কেটে দিলেন এবং বললেনঃ তার হাত ধরে তাকে তাওয়াফ করাওঃ

১ -আততারগীব ওয়াত্তারহিব, মহিউদ্দীন আদিব লিখিত, কিতাবুল বা'স, বাব ফিল হিসাব।(৪/৫২৮০)
২ -কিতাবুল মাসাজিদ, বাব তাহরিমুল কালাম ফিস্‌সালা।

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) مر وهو يطوف بالكعبة بانسـان يقود انسانا بخزامة فى انفه فقطعها النبى (صلى الله عليه وسلم) بيده ثم امره ان يقوده بيـده (رواه البخارى)

অর্থঃ"ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বা ঘরের তাওয়াফ করছিলেন, তিনি দেখতে পেলেন যে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে তার নাকে রশি বেধে তাওয়াফ করাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ রশি কেটে দিলেন এবং বললেনঃ হাত ধরে তাকে তাওয়াফ করাও"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-২৫১ঃ নিজের অধিনস্ত লোকদের অপবাদ দেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কঠোর ভাবে নিদের্শ দিয়েছেনঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال قال ابو القاسم نبى التوبة من قذف مملوكه بريًا مما قال له اقـام الله عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তাওবার নবী আবুল কাসেম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার নিরপরাধ ক্রীতদাসকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তার উপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ মিথ্যা অপবাদের শাস্তি কায়েম করবেন, তবে ঐ ক্রীতদাস যদি ঐরকমই হয় যেমন তার মনিব বলেছে তাহলে তার উপর শাস্তি কায়েম করা হবে না"। (তিরমিযী)[২]

মাসআলা-২৫২ঃ প্রতি দিন সত্তর বার নিজের অধিনস্ত ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেনঃ

عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما) قال: جاء رجل الى النبى (صلى الله عليه وسـلم) فقـال يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) كم اعفو عن الخادم؟ قال كل يوم سبعين مرة(رواه الترمذى)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে আবেদন করল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি আমার খাদেমকে কত ক্ষমা করব? তিনি বললেনঃ প্রতি দিন সত্তর বার ।(তিরমিযী)[৩]

মাসআলা-২৫৩ ঃ কোন খাদেম কোন কারণে যদি পছন্দ নাহয় তাহলে তাকে শাস্তি নাদিয়ে বা তার প্রতি কঠোরতা আরোপ না করে তাকে ক্ষমা করে দেয়া উচিৎ ঃ

---

১ -কিতাবুল ঈমান, বাবুল কাদরি ফিমা লাইয়ামলিকু ।

২ -আবওয়াবুল বির ওয়াসসিলা, বাব নাহি আনি জরবিল খুদ্দাম ওয়া সাতমিহিম । (২/১৫৮৮)

৩ -আবওয়াবুল বির ওয়াসসিলা, বাব মাযায়া ফিল আফবি আনিল খাদেম ।(২/১৫৯০)

عن ابي ذر (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من لاءمكم من مملوكيكم فاطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلـــق الله (رواه ابوداؤد)

অর্থঃ" আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃ তোমাদের খাদেমদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয় তাদেরকে রাখ, আর তাদেরকে তাই খাওয়াবে যা তোমরা খাও এবং তাদেরকে তাই পরিধান করাবে যা তোমরা পরিধান কর। আর যেই খাদেম তোমাদের পছন্দ হবে না তাকে বিক্রি করে দাও এবং আল্লাহ্র সৃষ্টিকে শাস্তি দিবে না"। (আবুদাউদ)[১]

মাসআলা-২৫৪ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় অসিয়তে যথাযথভাবে নামায আদায় করতে এবং নিজের খাদেমদের সাথে ভাল আচরণ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন।

নোটঃ এই সংক্রান্ত হাদীসটি ৩৯৫ নং মাসআলা দ্রঃ।

***

১ -কিতাবুল আদাব, বাব ফি হাক্কিল মামলুক।(৩/৪৩০০)

رحمته (صلى الله عليه وسلم) بالاسارى
বন্দীদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সদয় আচরণ

মাসআলা-২৫৫ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বন্দীদের সাথে সদাচরণ করার কথা শিক্ষা দিয়েছেনঃ

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال لما كان يوم بدر اتى باسارى واتى بالعباس (رضى الله عنه) ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي (صلى الله عليه وسلم) له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن ابى يقدر عليه فكساه النبى (صلى الله عليه وسلم) اياه فلذالك نزاع النبى (صلى الله عليه وسلم) قميصه الذى البسه (رواه البخارى)

অর্থঃ"জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ বদরের যুদ্ধের দিন বন্দীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত করা হল, তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চাচা আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও ছিল, তাদের শরীরে কাপড় ছিল না, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জন্য কাপড় সংগ্রহ করলেন, আবদুল্লাহ্ বিন উবাই এর জামাটি আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) শরীরে ফিট হল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ জামাটিই আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে পরিধান করিয়ে দিলেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের মৃত্যুর পর স্বীয় জামা খুলে আবদুল্লাহ্ বিন উবায়ের ছেলেকে দিয়ে দিল, যেন তা দিয়ে আবদুল্লাহ্ বিন উবাইকে কাফন দেয়া হয়"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-২৫৬ ঃ বদরের যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাকেরামগণকে নিদের্শ দিলেন যেন তারা বন্দীদের সাথে সদাচরণ করে, যার ফলে সাহাবাগণ নিজেরা খেজুর খেত এবং বন্দীদেরকেও খেজুর দিতঃ

عن ابى عزير بن عمير (رضى الله عنه) اخى مصعب بن عمير (رضى الله عنه) قال: كنت فى الاسارى يوم بدر، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) استوصوا بالاسارى خيرا وكنت فى نفر من الانصار فكانوا اذا قدموا غدائهم و عشاءهم اكلوا التمر واطعمونى البر لوصية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (رواه الطبرانى)

অর্থঃ" মুসআব বিন ওমাইরের ভাই আবু ওযাইর বিন ওমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি বদরের যুদ্ধে বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণকে নির্দেশ দিলেন যে তারা যেন বন্দীদের সাথে ভাল

১ -কিতাবুল জিহাদ,বাবআল কাসওয়া লিল উসারা।

আচরণ করে, আমি আনসারদের একটি দলের পরিচর্যায় ছিলাম, যখন তারা তাদের সকাল-সন্ধার খাবার নিয়ে আসত তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিদের্শ মোতাবেক তাদের সাথে খেজুর নিয়ে আসত যা তারা নিজেরা খেত আবার আমকেও খাওয়াত"। (ত্বাবারানী)[১]

মাসআলা-২৫৭ঃ বন্দী হয়ে আসা মাকে তার সন্তান থেকে পৃথক রাখতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেনঃ

عن ابي ايوب (رضى الله عنه) قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول من فـــرق بـــين والدة و ولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة (رواه الترمذى)

অর্থঃ"আবু আইউব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বন্দী মাকে তার সন্তানের কাছ থেকে দূরে রাখবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার এবং তার প্রিয় লোকদের মাঝে দূরত্ব করে দিবেন"।(তিরমিযী)[২]

মাসআলা-২৫৮ঃ বন্দীদেরকে নিরাপত্তা দেয়ার পর তাদেরকে হত্যা করতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেনঃ

عن عمرو بن الحمق الخزاعى (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من امن رجلا على دمه فقتله فانه يحمل لواء غدر يوم القيامة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আমর বিন হামিক আল খুজায়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যেব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে তার রক্তের নিরাপত্তা দিল এরপর তাকে হত্যা করল কিয়ামতের দিন সে গাদ্দারের পতাকা নিয়ে উঠবে"।(ইবনু মাযা)[৩]

মাসআলা-২৫৯ঃ মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত শত্রুদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে মানব ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১১০, ১১২, ১১৪ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২৬০ঃ হুনাইনের যুদ্ধের সমস্ত বন্দীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুগ্রহ পরায়ন হয়ে মুক্ত করে দিয়েছিলেন তাদের কারো কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ নেন নাই আবার কাউকে হত্যাও করেন নাইঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ১২৬ নং মাসআলা দ্রঃ।

১-মাজমাউযযাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ,আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ আদ্দরুবেস কতৃক বিশ্লেষণ কৃত, কিতাবুল মাগাযী, বাব মাযায়া ফিল আসরা (৬/১১৫) হাদীস নং-১০০০৭)

২ -আলবানী লিখিত সহীহ সুনান তিরমিযী, খঃ২, হাদীস নং-১২৭১।

৩ -আলবানী লিখিত সহীহ সুনান ইবনু মাযা, খঃ২, হাদীস নং-২১৭৭।

মাসআলা-২৬১ঃ বন্দী হয়ে আসা দুধবোনের খাতিরে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ যা চাইবে তা দিব এবং যেবিষয়ে সুপারিস কামনা করবে সে বিষয়ে সুপারিস করা হবে ঃ

عن قتادة (رضى الله عنه) قال: لما كان يوم فتح هوازن جائت جارية الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انا اختك انا شيماء بنت الحارث فقال لها ان تكوني صادقة فان بك مني اثر لايبلى قال فكشفت عن عضدها فقالت: نعم يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وانت صغير فعضضتني هذه العضة قال فبسط لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ردائه ثم قال سلي تعطى واشفعي تشفعي (رواه البيهقى)

অর্থঃ"কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হাওয়াযেন বিজয়ের দিন এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি সীমা বিনতু হারেস আপনার দুধ বোন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে প্রমাণ সরূপ আমার সাথে তোমার কোন স্মৃতি দেখাও? এহিলা তখন তার বাহু বের করে দেখাল এবং বলল যে হাঁ হে আল্লাহ্র রাসূল এই দেখুন আপনি শৈশবে আমার বাহুতে দাঁত দিয়ে কামড় দিয়ে ছিলেন, বর্ণনাকারী বলেনঃ ঐ চিহ্ন দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় চাদর বিছিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ যা খুশী তা চাও আমি তোমাকে দিব, আর যে বিষয়ে সুপারিস করতে চাও কর তা গ্রহণ করা হবে"। (বাইহাকী)[১]

মাসআলা-২৬২ঃ বন্দী হয়ে আসা আদী বিন হাতেমের ফুফুর আবেদনের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)সদয় হয়ে শুধু তাকে আযাদই করলেন না বরং তাকে তার বংশে নিরাপদে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিলেনঃ

عن عدى بن حاتم (رضى الله عنه)قال جائت خيل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) او قال رسل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وانا بِعَقْرَبَ فاخذوا عمتى وناسا قال: فلما اتوا بهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال فصفوا له قالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نأى الوافد وانقطع الولد وانا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمُنَّ عَلَيَّ مَنَّ الله عليك، قال من وافدك؟ قال عدى بن حاتم قال الذى فر من الله ورسوله قالت:فمن على، قالت:فلما رجع ورجل الى جنبه نرى انه عَلِيٌّ قال (سليه حِمْلاَنًا) قال فسألته حملانا فامرلها (رواه احمد)

অর্থঃ"আদী বিন হাতেম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একটি সেনাদল আসল বা তাঁর কোন দূত আসল,

[১] -ইবনু কাসীর লিখিত আল বেদায়া ওয়াননেহায়া,খঃ৪,পৃঃ৭৬৪।

আর তখন আমি আকরাব নামক স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেনাদল আমার ফুফু এবং আরো কিছু লোককে বন্দী করে নিয়ে গেল, বন্দীদেরকে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত করা হল তখন তাদেরকে সাড়ি বদ্ধ করে দাড় করানো হল, আমার ফুফু বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার তত্বাবধানকারী চলে গেছে, এবং সন্তানরা ক্ষতি গ্রস্ত হচ্ছে, আমি একজন বয়স্কা মহিলা, যার সেবা করার মত কেউ নেই অতএব আমার প্রতি রহম করুন এবং আমাকে মুক্ত করে দিন। আল্লাহ্ আপনার প্রতি করুনা করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমার তত্বাবধানকারী কে? মহিলা উত্তরে বললঃ আদী বিন হাতেম, তিনি বললেনঃ ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে? মহিলা আবার বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে মুক্ত করে দেয়ার নিদের্শ দিলেন সে তখন চলে গেল, সে যখন চলে গেল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পাশে বসে থাকা ব্যক্তি আমার মনে হয় (বর্ণনাকারী) সে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হবে, আমার ফুফুকে জিজ্ঞেস করল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট যানবাহন এবং পাথেয় চাও, আমার ফুফু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট যানবাহন এবং পাথেয়ও চাইল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)তার ব্যবস্থা করার জন্যও নিদের্শ দিলেন"।(বাইহাকী)[১]

***

১ -মাজমাউযযাওয়ায়েদ, ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ, কিতাবুল মাগাযী, বাব ফি সারিয়্যাতি ইলা বিলাদ ওতি। (৬/৩০৬)

رحمته بالمعاهدين

জিম্মিদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দয়াঃ

মাসআলা-২৬৩ঃ যে ব্যক্তি কোন জিম্মিকে অন্যায় ভাবে হত্যা করল সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে নাঃ

عن ابي بكرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من قتل معاهدا فى غير كنهه حرم الله عليه الجنة (رواه ابوداؤد)

অর্থঃ" আবু বাকরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন জিম্মিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে তার জন্য আল্লাহ্ জান্নাত হারাম করবেন"। (আবুদাউদ)[১]

عن رجل من اصحاب النبى (صلى الله عليه وسلم) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال من قتل رجلا من اهل الذمة لم يجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما (رواه النسائى)

অর্থঃ" রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জিম্মিদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করল সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ সত্তর বছরের দূরত্বের রাস্তা থেকে পাওয়া যাবে"। (নাসায়ী)[২]

**

১ -আলবানী লিখিত সহীহ্ সুনান আবুদাউদ,খঃ৩, হাদীস নং-২৩৯৮।
২ -তিবুল কাসামা, বাব তা'জিম কাতলুল মায়াহেদ (৩/৪৪২৪)।

رحمته بالحيوان والجماد

চতুষ্পদ জন্তু এবং জড় পদার্থের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দয়াঃ

মাসআলা-২৬৪ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চতুশ্পদ জন্তুর চেহারায় দাগ দেয়া এবং তাদের চেহারায় প্রহার করা থেকে নিষেধ করেছেনঃ

عن جابر (رضى الله عنه) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) مر بحمار قد وسم فى وجهه فقال اما ابلغكم انى لعنت من وسم البهيمة فى وجهها او ضربها فى وجهها فنهى عن ذالك (رواه ابوداؤد)

অর্থঃ" জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি গাধা দেখতে পেলেন যার চেহারায় দাগ কাটা ছিল, তিনি বললেনঃ তোমরাকি জাননা যে, আমি চতুশ্পদ জন্তুর চেহারায় দাগ দাতা এবং চতুশ্পদ জন্তুর চেহারায় প্রহারকারীর উপর অভিসম্পাত করেছি? তখন তিনি আবারো এথেকে নিষেধ করলেন" । (আবুদাউদ)[১]

মাসআলা-২৬৫ঃ জীবিত চতুশ্পদ জন্তুর অঙ্গ কর্তনকারীর উপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিসম্পাত করেছেনঃ

عن ابن عمر (رضى الله عنهما)قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول لعن الله من مثل بالحيوان (رواه النسائى)

অর্থঃ"ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি চতুশ্পদ জন্তুকে মোসলা (নাক,কান) কাটে তার প্রতি অভিসম্পাত করেছেন" । (নাসায়ী)[২]

মাসআলা-২৬৬ঃ কোন চতুশ্পদ জন্তুকে বেধে তার উপর তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নিতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেনঃ

عن ابى ثعلبة(رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لاتحل المجثمة (رواه النسائى)

অর্থঃ"আবু সা'লাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা চতুশ্পদ জন্তুকে বেধে তার উপর তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নিবে না" । (নাসায়ী)[৩]

মাসআলা-২৬৭ঃ বিনা প্রয়োজনে কোন প্রাণীর উপর বসতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেনঃ

---

১ -কিতাবুল জিহাদ বাবুননাহি আনিল ওসমি ফিল ওজহি ওয়াজারব ফিল ওজহ ।(২/২২৩৫) ।

২ -কিতাবুযাহায়া,বাববুন নাহি আনিল মোজাস্সামা (৩/৪১৩৫) ।

৩ -কিতাবুয্‌যহয়া বাবুন নাহি আনিল মোজাস্সামা(৩/৪১৩৯) ।

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال اياكم ان تتخذوا ظهور دوابكم منابر فان الله انما سخرها لكم لتبلغكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس (رواه ابوداؤد)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের চতুশ্পদ জন্তুর পিঠকে আরোহণের স্থান বানানো থেকে সতর্ক থাকবে, কেননা আল্লাহ্ চতুশ্পদ জন্তুকে তোমাদের অধিনস্ত করেছেন এজন্য যেন তোমরা ঐসমস্ত স্থান পর্যন্ত আরামে পৌঁছতে পার যেখানে তোমরা বিনা কষ্টে পৌঁছতে পার না"। (আবুদাউদ)[১]

মাসআলা-২৬৮ঃ ভ্রমণকালে চতুশ্পদ জন্তুর খাবার দাবারের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিদের্শ দিয়েছেনঃ

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال اذا سافرتم في الخصب فاعطوا الابل حقها واذا سافرتم في الجدب فاسرعوا السير (رواه ابوداؤد)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃ যখন তোমরা উর্বর জমির উপর দিয়ে সফর কর তখন তোমাদের উটকে সুযোগ দিবে যেন সে তার খাবার গ্রহণ করতে পারে। আর যখন অনউর্বর জমির উপর দিয়ে ভ্রমণ করবে তখন তোমরা দ্রুত চলবে যেন উট ক্ষুধায় কষ্ট নাপায়"। (আবুদাউদ)[২]

মাসআলা-২৬৯ঃ চতুশ্পদ জন্তুকে যবেহ করার সময় তার প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিদের্শ দিয়েছেনঃ

عن شداد بن اوس (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان الله كتب الاحسان على كل شئ فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وَلْيُرِحْ ذبيحته (رواه النسائي)

অর্থঃ"সাদ্দাদ বিন আউস (রযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'লা সবকিছুর উপর অনুগ্রহ করার জন্য নিদের্শ দিয়েছেন, তাই যখন তোমরা কোন কিছু হত্যা করবে তখন ভাল ভাবে তা হত্যা করবে, আবার যখন কোন কিছু যবাই করবে তখন তা ভালভাবে যবাই করবে, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন ছুরি ভাল করে ধারাল করে রাখে, আর যখন যবেহ করবে তখন চতুশ্পদ জন্তুকে আরাম দায়কভাবে যবেহ করবে"। (নাসায়ী)[৩]

মাসআলা-২৭০ঃ সমস্ত চতুশ্পদ জন্তুর প্রতি দয়া করার মধ্যে সোয়াব রয়েছেঃ

---

১ -কিতাবুল জিহাদ, বব ফিল ওকুফ আলাদ্দাবা (২/২২৩৮)

২ -কিতাবুল জিহাদ,বাব ফিসুরআতিস্‌সাইর।(২/২২৩৯)।

৩ -কিতাবুয্‌যাহায়া,বাব হুসনিয্‌যাবহি।(৩/৪১০৯)।

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم قال) بينما رجل يمشي بطريـــق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ منى فنزل البئر فملاء خفه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقى فسقى القلب فشكر الله له فغفر له قالوا يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) وان لنا فى هذه البهائم لاجرا؟ فقال فى كل كبد رطبة اجر (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ এক ব্যক্তির সফররত অবস্থায় পানির পিপাসা হল, সে একটি কুপ দেখতে পেল, সে ওখানে গিয়ে পানি পান করল, আসার সময় দেখতে পেল একটি কুকুর পানি পান করার জন্য পিপাসার্ত হয়ে ঘুরছে আর কাদামাটি চাটছে, লোকটি চিন্তা করল যে, পিপাসায় এই কুকুরটিরও ঐ অবস্থাই হয়েছে যা আমার হয়েছিল, তাই সে কুপ থেকে পানি উঠিয়ে কুকুরের জন্য পানি পানের ব্যবস্থা করল, আল্লাহ্ তার এই ভাল কাজের প্রতিদান হিসেবে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসমস্ত চতুশ্‌পদ জন্তুদেরকে পানাহার করালেও কি আমরা সোয়াবের অধিকারী হব? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ প্রতিটি প্রাণীকে পানাহার করানোর বিনিময়ে সোয়াব পাবে" । (মুসলিম)[১]

মাসআলা-২৭১ঃ একটি উট তার মালিক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট অভিযোগ করল তখন তিনি উটের মালিককে উপদেশ দিলেন যেন সে উটের সাথে ভাল আচরণ করেঃ

عن يعلى بن مرة (رضى الله عنه) عن ابيه قال: سافرت مع رسول الله (صلى الله عليـــه وســـلم) فرأيت منه شيئا عجيبا نزلنا منزلا اتاه بعيرا فقام بين يديه فرأى عينيه تدمعان فبعث الى اصــــحابه، فقال ما لبعير كم هذا يشكوكم؟ فقالوا كنا نعمل عليه فلما كبر وذهب عمله تواعدنا عليه لننحره غدا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)لاتنحروه وجعلوه فى الابل يكون معها (رواه الحاكم)

অর্থঃ"ইয়ালা বিন মুররা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সফর করেছি এবং একটি আশ্চার্য বিষয় লক্ষ্য করেছি, আমরা এক জায়গায় অবস্থান করছিলাম, হঠাৎ একটি উট এসে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হল, তিনি দেখতে পেলেন যে তার উভয় চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে, তিনি ঐ উটের মালিককে ডাকলেন, তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এই উট তোমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ করছে? সে বললঃ আমরা এই উট দিয়ে উপকৃত হচ্ছিলাম, কিন্তু এখন এই উট বৃদ্ধ হয়ে গেছে, কাজ করতে পারে না, তাই আমারা তা আগামী দিন যবেহ করার চিন্তা করেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু

---

১ -কিতাবুস্‌সালাম,বাব ফযল সাকিয়িল বাহায়েম।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন না জবেহ করবে না, বরং এটাকে অন্যান্য উটের সাথে থাকতে দাও"। (হাকেম)[১]

মাসআলা-২৭২ঃ ক্রন্দনরত উটকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্নেহ করলেন তখন উটের কান্না থেমে গেলঃ

عن عبد الله بن جعفر (رضى الله عنه) قال: اردفنى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خلفه ذات يوم ... فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا جمل، فلما راى النبى (صلى الله عليه وسلم) حنَّ وذرفت عيناه فاتاه النبى (صلى الله عليه وسلم) فسمع ذفراه فسكت، فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الانصار، فقال: لى يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)! فقال افلا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملكك الله اياها فانه شكى الى انك تجيعه وتدئبه (رواه ابوداؤد)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তাঁর পিছনে উটের উপর আরোহণ করালেন, তিনি আনসারদের একটি বাগানে প্রবেশ করলেন, ওখানে একটি উট নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখে কাঁদতে শুরু করল এবং উটের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উটের নিকট গেলেন এবং উটের মাথায় হাত রাখলেন, তখন উটটি কান্না থামাল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই উটের মালিক কে? এই উটটি কার? একজন আনসারী যুবক এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি আমার উট, তিনি বললেনঃ তুমিকি এই প্রাণীটির ব্যাপারে আল্লাহ্ কে ভয় কর না যিনি তোমাকে এর মালিক বানিয়েছেন? এই উটটি আমার নিকট তোমার ব্যাপারে অভিযোগ করেছে যে তুমি এটাকে ক্ষুধার্ত রাখ, আর কাজ বেশি করাও"। (আবুদাউদ)[২]

মাসআলা-২৭৩ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উটের মালিককে নিষেধ করলেন যে উটকে প্রহার করবে না এরপর তিনি নিজে উটকে চলতে বললেনঃ তখন সেটি চলতে শুরু করলঃ

عن الحكم بن الحارث السلمى (رضى الله عنه) قال بعثنى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى السلب فمر بى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)وقد خَلَأتْ ناقتى وانا اضربها فقال لاتضربها وقال النبى (صلى الله عليه وسلم) حل فقامت وسائت مع الناس (رواه الطبرانى)

অর্থঃ"হাকীম বিন হারেস সুলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে একটি গাছের ছাল আনার জন্য পাঠালেন, ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম

১ -কিতাব আয়াতু রাসূলিল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাতি ফি দালায়েল নবুয়া,বাব শাকওয়াতুল বায়ির ইন্দাহু।

২ -কিতাবুল জিহাদ, বাব মাইয়ুমারা বিহি মিনাল কিয়াম আলাদ্দাওয়াব ওয়াল বাহায়েম।(২/২২২২)।

করছিলেন, আমার উটটি স্ব স্থানে দাঁড়িয়েছিল, চলতেছিল না, আমি উটটিকে চলার জন্য প্রহার করলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ উটটিকে মারবে না, তিনি উটকে নির্দেশ দিলেন "চল" তখন উটটি উঠে দাঁড়াল এবং লোকদের সাথে চলতে শুরু করল"। (ত্বাবারানী)[১]

মাসআলা-২৭৪ঃ বানী ইসরাঈলের একজন পতিতা একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করাল তখন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেনঃ

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ان امرأة بغيا رأت كلبا فى يوم حار يطيف ببئر قد ادلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها، فغفر لها (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, একজন পতিতা গরমের দিনে একটি কুকুরকে দেখতে পেল যা একটি কুপের পাশে ঘুরছিল, আর পানির পিপাসায় জিহ্বা বের করে রেখেছিল, ঐ মহিলা জুতা দিয়ে কুপ থেকে পানি উঠিয়ে এনে কুকুরকে পান করাল, তখন আল্লাহ্ ঐ মহিলাকে ক্ষমা করে দিলেন"। (মুসলিম)[২]

মাসআলা-২৭৫ঃ বিড়ালের প্রতি জুলুম করার কারণে আল্লাহ্ তা'লা এক নারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছেনঃ

عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال عذبت امـــرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لاهى طعمتها وسقتها اذ حبستها ولا هى تركتها تاكل من خشاش الارض

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ একজন নারীকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে, সে বিড়ালকে বন্দী করে রেখেছিল, বিড়ালটিকে পানাহার করতে দেয় নাই এবং ছেড়েও দেয় নাই যাতে সে নিজে নিজে মাটি থেকে খাবার খেতে পারে"। (মুসলিম)[৩]

মাসআলা-২৭৬ঃ বিনা কারণে পিপীলিকা মারাও বৈধ নয়ঃ

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان نملة قرصت نبيا من الانبياء فامر بقرية النمل فاحرقت فاوحى الله اليه افى ان قرصتك نملة اهلكت امة من الامم تسبح (رواه مسلم)

১ -মাজমাউয্যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ, খঃ৮,কিতাব আলামাতুন নাবুয়া, বাব ফি মোয়জিজাতিহি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফিল হাইওয়ানাত।

২ -কিতাব কাতলুল হায়াত,বাব ফযল সাকিয়িল বাহায়েম।

৩ -কিতাব কতলুল হায়াত,বাব তাহরীম কাতলুল হিররা।

অর্থঃ"আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ একটি পিপিলিকা কোন একজন নবীকে কামড় দিয়েছিল তখন ঐ নবী নিদের্শ দিলেন যেন পিপিলিকার বাড়ি-ঘর নষ্ট করে দেয়া হয়, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ওহী পাঠালেন যে, হেনবী একটি পিপিলিকার কামড়ের কারণে তুমি সমস্ত পিপিলিকার বাড়ি-ঘর নষ্ট করে দিলে যারা আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করত"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-২৭৭ঃ কম্পমান উহুদ পাহাড়কে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বোধন করলেন তখন তা থেমে গিয়েছিলঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) ان النبي(صلى الله عليه وسلم) صعد احدا وابـــابكر وعمـــر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت يا احد فانما عليك نبي وصديق وشهيد (رواه البخارى)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবুবকর, ওমার ও উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন , উহুদ পাহাড় কাপতে শুরু করল, তখন তিনি বললেনঃ হে উহুদ থাম, তোমার উপর আরোহণ করে আছে নবী, সিদ্দীক এবং শহীদ, তখন পাহাড় থেমে গেল"। (বোখারী)[২]

মাসআলা-২৭৮ঃ হেরা পাহাড়ের একটি পাথর কাপছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাথরটিকে থামার জন্য নিদের্শ দিলেন তখন পাথরটি থেমে গেলঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ৩০৩ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-২৭৯ঃ ক্রন্দনরত খেজুর গাছের উপর তিনি তাঁর হাত রাখলেন গাছটি তখন আস্তে আস্তে তার কান্না থামালঃ

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنه) ان النبي (صلى الله عليه وسلم)كان يقوم يـــوم الجمعـــة الى شجرة او نخلة فقالت امرأة من الانصار او رجل يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الا نجعل لك منبرا؟ قال ان شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع الى المنبر فصاحت النخلـــة صـــياح الصبي ثم نزل النبي (صلى الله عليه وسلم) فضمه اليه يئن انين الصبي الذى يسكن قال كانت تبكى على ماكانت تسمع من الذكر عندها (رواه البخارى)

অর্থঃ" জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমার দিন একটি বৃক্ষের উপর বা খেজুর গাছের উপর হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন, আনসারদের এক মহিলা বা একজন পুরুষ বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার জন্য কি একটি মিম্বর বানিয়ে দিব? তিনি বললেনঃ যদি

---

১ -কিতাব তাতল হায়াত, বাব নাহি আন কাতলিন নামল।

২ -কিতাব ফাযায়েল আসহাবুন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), বাব কাউলিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লাউ কন্ত মুত্তখিজান খালীলান।

তোমরা চাও তাহলে কর। তারা তাঁর জন্য একটি মিম্বর বানাল, যখন জুমার দিন আসল তখন তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন, তখন খেজুর গাছটি এমন ভাবে ক্রন্দন করতে লাগল যেমন বাচ্চা চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে ক্রন্দন করে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)মিম্বর থেকে অবতরণ করে গাছটিকে জড়িয়ে ধরলেন, তখন গাছটি বাচ্চার ন্যায় আওয়াজ করছিল যেমন ক্রন্দনরত বাচ্চাকে স্নেহ করলে আওয়াজ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ গাছটি এজন্য কাঁদছে যে আগে আমি তার উপর হেলান দেয়ার ফলে সে আল্লাহ্র যিকির শুনত আর এখন শুনতে পাচ্ছে না তাই কাঁদছে"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-২৮০ঃ জিহাদে অংশগ্রহণকারী ঘোড়াকে গনীমতের মালের ভাগ দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিদের্শ দিয়েছেনঃ

عن ابن عمر (رضى الله عنهما) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جعل للفراس سهمين ولصاحبه سهما (رواه البخارى)

অর্থঃ" ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গনীমতের মাল থেকে ঘোড়ার জন্য দুইভাগ এবং ঘোড়ার মালিকের জন্য একভাগ নির্ধারণ করেছেন"। (বোখারী)[২]

১ -কিতাবুল মানাকেব, বাব আলামাতুন্নাবুয়া ফিল ইসলাম।
২ -কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্‌সাইর,বাব সিহামুল ফারাস।

معيشته صلى الله عليه وسلم

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবন যাপন[১]

মাসআলা-২৮১ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)মাক্কী জীবনে অভাবের কারণে বাবলা গাছের ফল এবং পাতা খেতেনঃ

عن سعد بن ابي وقاص (رضى الله عنه) قال رايتني سابع سبعة مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما لنا طعام الا ورق الحيلة او الحلبة حتى يضع احدنا ما تضع الشاة (رواه البخارى)

অর্থঃ" সা'দ বিন আবু ওক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি ঐ যুগ দেখিছি যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী আমরা সাত জন ছিলাম, ঐ সময়ে বাবলা গাছের ফল এবং পাতা ব্যতীত আমাদের আর কোন খাবার ছিল না, এমনকি আমরা বকরীর বিষ্ঠার ন্যায় বিষ্ঠা পায়খানা করতাম" । (বোখারী)[২]

নোটঃ ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী সাত ব্যক্তি ছিলঃ

১- আবুবকর সিদ্দীক(রাযিয়াল্লাহু আনহু), ২-ওসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ৩-আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ৪-যায়েদ বিন হারেসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ৫-যায়েদ বিন আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ৬-আবদুর রহমান বিন আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ৭-সা'দ বিন আবু ওক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ।

মাসআলা-২৮২ঃ নবুয়ত লাভের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চালুনি দিয়ে চালা যবের রুটি খান নাইঃ

عن سهل بن سعد (رضى الله عنه) قال: ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله، قال: قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه فاكلناه (رواه البخارى)

অর্থঃ"সাহাল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নবুয়ত লাভের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত চালুনি দিয়ে চালা আটা দেখেন নাই, বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা চালুনিতে না চেলে যব কিভাবে ভক্ষণ করতে? সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমারা যব পিষে

---

১ -উল্লেখ্যঃ রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই সাধারণ জীবন যাপন ছিল তাঁর নিজস্ব পছন্দের অন্তর্ভুক্ত এই জীবন যাপনে তিনি বাদ্ধ ছিলেন না, এই জীবন যাপনে তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রীগণও শরীক ছিলেন, নিঃসন্দেহে ইসলমের বিজয়ের পরে রাসূলুল্লাহু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রীগণের বছর ব্যাপী খাবার-দাবারের ব্যবস্থা থাকত, কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে দান-খয়রাত করার কারণে বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তা শেষ হয়ে যেত।

২ -কিতাবুল আতয়েমা, বাব মাকানা নবীয়ু ওয়া আসহাবিহি ইয়কুলুন।

তাতে ফুঁ দিতাম, এভাবে যা উড়ে যাবার তা উড়ে যেত এর পর যা অবশিষ্ট থাকত, তাতে পানি মিশিয়ে খামির তৈরী করে খেতাম" । (বোখারী)[১]

মাসআলা-২৮৩ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একাধারে ত্রিশ দিন অতিক্রম করেছেন যখন তাদের নিকট উল্লেখ করার মত কোন খাবার ছিল নাঃ

عن انس (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لقد اُخِفْتُ فى الله وما يخـاف احد ولقد اوذيت فى الله ولم يؤذ احد ولقد اتت على ثلاثون من بين يوم وليلة ومالى ولبلال طعام ياكله ذوكبد الا شئ يواريه ابط بلال (رواه الترمذى)

অর্থঃ"আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্র ব্যাপারে আমি এত ভয় করেছি যা অন্য কেউ করে নাই, আল্লাহ্র পথে আমি এত কষ্ট করেছি যা অন্য কেউ করে নাই, আমি ৩০ রাত এবং দিন এমনভাবে অতিক্রম করেছি যে, আমার এবং বেলালের নিকট খাওয়ার মত এমন কোন কিছুর ব্যবস্থা ছিল না যা কোন মানুষ খেতে পারে, শুধু এতটুকু পরিমণ যা বেলালের বগলে রক্ষিত থাকত" । (তিরিমিযী)[২]

মাসআলা-২৮৪ঃ কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চুলায় মাস ব্যাপী আগুন জ্বলত নাঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت كان يأتى علينا الشهر ما نوقد فيه نارا انما هو التمر والماء الا ان نوتى باللحم (رواه البخارى)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এমনো সময় আমাদের আসত যে মাস ব্যাপী আমরা চুলায় আগুন পর্যন্ত জ্বালাতে পারতাম না, শুধু খেজুর আর পানি দিয়ে আমরা সময় কাটাতাম। তবে কখনো কোথাও থেকে উপহার হিসেবে মাংস এসে যেত তখন আমরা তা ভক্ষণ করতাম" । (বোখারী)[৩]

মাসআলা-২৮৫ঃ ঘরে খাওয়ার মত কিছুই ছিল না ক্ষুধায় কাতর হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এনিয়তে বের হতেন যে হতে পারে কেউ মেহমানদারী করবেঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) قال خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذات يوم او ليلة فـاذا هو بابى بكر وعمر (رضى الله عنهما) فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يـا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال وانا والذى نفسى بيده لاخرجنى الذى اخرجكما قومـوا

---

১ -কিতাবুল আতয়িমা, বাব মাকানা নাবিয়্যু ওয়া আসাহাবুহু ইয়াকুলুন।

২ -আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা, বাব ১৫(২/২০১২)।

৩ -কিতাবুর রিকাক, বাব কাইফা কানা আইসুন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

فقاموا معه فاتى رجلا من الانصار فاذا هو ليس فى بيته فلما رأته المرأة قالت: مرحبا واهلا فقال لها رسول الله (صلى الله عليه و سلم) اين فلان ؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء اذ جآء الانصارى (رضى الله عنه) فنظر الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصاحبيه، ثم قال الحمد لله ما احد اليوم اكرم اضيافا منى قال: فانطلق فجائهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا من هذه واخذ المدية فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اياك والحلوب فذبح لهم فاكلوا من الشاة ومن ذالــــك العذق وشربوا فلما ان شبعوا ورووا قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لابى بكر وعمر (رضى الله عنهما) والذى نفسى بيده لتسئلن عن هذا النعيم يوم القيامة اخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাতে বা দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘর থেকে বের হয়ে আবুবকর এবং ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে দেখতে পেলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন এসময়ে কে তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করল? তারা উভয়ে বললঃ ক্ষুধার কারণে ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তিনি বললেনঃ ঐ সত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ আমিও ঐ কারণেই বের হয়েছি যেকারণে তোমরা বের হয়েছ। উঠ, তারা তাঁর সাথে উঠে দাঁড়াল, তাঁরা এক আনসারীর বাড়িতে আসল, আনসারী তখন বাড়িতে ছিল না, আনসারীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখতে পেয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন বাড়ির মালিক কোথায়? মহিলা উত্তরে বললঃ সে আমাদের জন্য মিষ্টি পানি আনতে গেছে, আনসারী যখন ফিরে আসছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবাগণের প্রতি তার চোখ পড়ল, আর সে বলে উঠল আলহামদু লিল্লাহ্, আজকের মত সম্মানিত মেহমান আমার এখানে আর কখনো আসে নাই, আনসারী গিয়ে খেজুরের একটি থোকা নিয়ে আসল যেখানে কাঁচা পাকা সবধরণের খেজুর ছিল এবং বললঃ গ্রহণ করুন। এরপর বকরী জবাই করার জন্য হাতে ছুরি নিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন দুধাল বকরী জবাই করবে না, আনসারী বকরী জবাই করল, তিনজনে মিলে মাংস এবং খেজুর খেল এবং পানিও পান করল, যখন তারা তৃপ্তি লাভ করল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবুবকর এবং ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে সম্বোধন করে বললঃ ঐ সত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে এসমস্ত নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, ক্ষুদা নিয়ে তোমরা ঘর থেকে বের হয়েছিলে আর ঘরে ফিরলে বহু নে'মত নিয়ে"। (মুসলিম)[১]

সহীহ

১ -কিতাবুল আসরিবা,বাব জাওয়জ ইস্তেতবায়ে গাইরিহি ইলা দারি মান ইয়াসিকু বিরিযাহু বিজারিক।

মাসআলা-২৮৬ঃ কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্ষুধার কারণে স্বীয় পেটে পাথর বেধে রাখতেন যেন ক্ষুধায় কষ্ট নাহয়ঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) يقول جئت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوما فوجدته جالسا مع اصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة قال اسامة وانا اشك على حجر فقلت لبعض اصحابه لم عصب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بطنه فقالوا من الجوع (رواه مسلم)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি তাঁর সাহাবাগণের সাথে বসে ছিলেন, তাঁর পেটে একটি বাধন ছিল, উসামা বলেনঃ আমার সন্দেহ হচ্ছিল যে, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাধনের সাথে পাথরের কথা উল্লেখ করেছিল না করে নাই, আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পেটে কেন বাধন বেধে রেখেছেন? তারা বললঃ ক্ষুধার কারণে"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-২৮৭ঃ নবুয়তের বালাখানার সম্পদ ছিল একটি চাটাই, একটি বালিশ, কিছু পাতা, কয়েক মুষ্টি যব, একটি কাঁচা চামড়াঃ

عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) قال دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو مضطجع على حصير و تحت رأسه وسادة من ادم حشوها ليف فجلست فادنى عليه ازاره وليس عليه غيره واذا الحصير قد اثر فى جنبه فنظرت ببصرى فى خزانة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاذا انا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظا فى ناحية الغرفة فاذا افيق معلق قال فابتدرت عيناى قال ما يبكيك يابن الخطاب؟ قلت يا نبى الله (صلى الله عليه وسلم) ومالى لاابكى وهذا الحصير قد اثر فى جنبك وهذه خزانتك لا ارى فيها الا ما ارى وذاك قيصر و كسرى فى الثمار والانهار وانت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصفوته وهذه خزانتك فقال يا بن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الاخرة ولهم الدنيا قلت بلى (رواه مسلم)

অর্থঃ"ওমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তিনি একটি চাটায়ের উপর শুয়ে ছিলেন, তাঁর মাথার নিচে চামড়ার একটি বালিশ ছিল যার ভিতরে খেজুরের ছাল ভরা ছিল, আমি বসলাম তিনি তাঁর বস্ত্র খানা টেনে উপরে উঠালেন, তার নিকট এই বস্ত্র ব্যতীত আর কোন বস্ত্র ছিল না, চাটায়ের উপর শোয়ার কারণে তাঁর শরীরে চাটায়ের দাগ পড়ে গিয়েছিল, আমি নবুয়তের বালাখানায় চোখ ফিরালাম তখন দেখতে পেলাম কয়েক মুষ্টি জব, যা পোনে তিন কিলোর মত, কিছু পাতা আর একটি চামড়ার টুকরা

১ -কিতাবুল আশরিবা,বাব জাওয়াজ ইস্তেতবাউ গাইরিহি ইলা দারি মান ইয়াসিকু বিরেজাহু বিজালিক।

ঝুলানোছিল, এই দেখে আমার চোখে পানি চলে আসল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে খাত্বাবের বেটা কেন কাঁদছ? আমি বললামঃ আমি কেন কাঁদব না এই একটি চাটাই যার দাগ আপনার শরীরকে পেরেশান করে দিয়েছে, আর আপনার ঘরের সমস্ত সম্পদ এই যা আমি দেখতে পাচ্ছি, অথচ কিসরা এবং কায়সার ধন-সম্পদ নিয়ে আরাম আয়েস করছে? অথচ আপনি আল্লাহ্র রাসূল তাঁর বাছাই কৃত বান্দা, আপনার নিকট মাত্র এই কয়েকটি জিনিস? তিনি বললেনঃহে খাত্বাবের বেটা তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে আমাদের জন্য পরকালের সমস্ত নে'মত আর কাফেরদের জন্য দুনিয়ার সমস্ত নে'মত। আমি বললামঃ কেন নয় ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি সন্তুষ্ট" । (মুসলিম)[১]

মাসআলা-২৮৮ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিছানা ছিল চামড়ার যার ভিতরে খেজুরের ছাল ভরা ছিলঃ

عن عائشة (رضى الله عنها)قالت: كان فراش رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من ادم وحشوة من ليف (رواه البخارى)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিছানা ছিল চামড়ার তার ভিতরে ছিল খেজুর গাছের ছাল" ।(বোখারী)[২]

মাসআলা-২৮৯ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিনে মাত্র একবার খাবার খেতেন, যদি খেজুর পাওয়া যেত তাহলে অপর বেলা খেজুর খেতেন আর নাহলে নাখেয়েই থাকতেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت ما اكل آل محمد صلى الله عليه وسلم اكلتين فى يوم الا احداهما تمر (رواه البخارى)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবার, যেদিন দু'বেলা খাবার খেত সেদিন একবেলার খাবার হত খেজুর" । (বোখারী)[৩]

মাসআলা-২৯০ঃ মদীনায় আসার পর কখনো কখনো একাধারে তিন দিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গমের রুটি খেতে পেতেন নাঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت ما شبع آل محمد (صلى الله عليه وسلم) منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض (رواه البخارى)

---

১ -কিতাবুত্ত্বালাক,বাব বায়ান আন্না তাখির ইমরাআতাহু লাইয়াকুনু ত্বালাকান ইল্লা বিননিয়া।

২ -কিতাবুর রিকাক,বাব কাইফা কানা আইসু ন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

৩ -কিতাবুররিকাক,বাব কাইফা কানা আইসুন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মদীনায় আসার পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবার একাধারে তিন দিন পর্যন্ত তৃপ্তিসহ খাবার খায় নাই " ।(বোখারী)[১]

মাসআলা-২৯১ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনে কখনো ময়দার রুটি খান নাইঃ

عن انس (رضى الله عنه) وعنده خباز له قال: ما اكل النبى (صلى الله عليه وسلم) خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقى الله (رواه البخارى)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট তার বাবুর্চি ছিল, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত (মৃত্যু) কখনো ময়দার রুটি এবং ভূনা বকরীর মাংস খান নাই" ।(বোখারী)[২]

মাসআলা-২৯২ঃ জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবের রুটিও পেট ভরে খেতে পারেন নাইঃ

عن ابى هريرة (رضى الله عنه) انه مر بقوم بين ايديهم شاة مصلية فدعوه فابى ان يأكل قال خـرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি কিছু লোকদের পাশদিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তাদের সামনে রাখা ছিল ভুনা বকরী, তারা আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে দাওয়াত দিল, তখন তিনি তা খেতে অস্বীকার করলেন, আর বললেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পৃথিবী থেকে এমনভাবে বিদায় নিয়েছেন যে তিনি পেট ভরে যবের রুটি খেতে পাননি" ।(বোখারী)[৩]

মাসআলা-২৯৩ঃ মৃত্যুর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খাবার ছিল খেজুর এবং পানিঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) توفى النبى (صلى الله عليه وسلم) حين شبعنا من الاسودين التمر والماء (رواه البخارى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন আমরা দু'টি কাল জিনিস দিয়ে আমাদের খাবারের চাহিদা পুরণ করতাম, আর তাছিল খেজুর এবং পানি" । (বোখারী)[৪]

১ -কিতাবুররিকাক,বাব কাইফা কানা আইসু ন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ।
২ -কিতাবুল আতয়েমা,বাব আলখুবযুল মোরাক্কাক ।
৩ -কিতাবুল আতয়েমা,বাব মাকানানাবীয়ু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া আসহাবিহি ইয়াকুলুন ।
৪ -কিতাবুল আতয়েমা,বাব মান আকালা হাত্যা সাবিয়া ।

মাসআলা-২৯৪ঃ মৃত্যুর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট একটি খচ্চর, কিছু অস্ত্র, খাইবার এবং ফিদাকের কিছু জমি ছিল যা তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই ওকফ করে দিয়ে ছিলনেঃ

عن عمرو بن الحارث (رضى الله عنه) قال: ما ترك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دينـــارا ولا درهما ولا عبدا ولا امة الا بغلته البيضاء التى كان يركبها وسلاحه او ارضا جعلها لابن الســـبيل صدقة (رواه البخارى)

অর্থঃ" আমর বিন হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), কোন দীনার, দিরহাম, কাজের ছেলে মেয়ে রেখে যাননি, তবে একটি সাদা খচ্চর ব্যতীত যার উপর তিনি আরোহণ করতেন এবং তাঁর অস্ত্র ও কিছু জমি যা তিনি পথিকদের জন্য ওকফ করে দিয়ে গেছেন"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-২৯৫ঃ মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট না কোন দিরহাম ছিল না দীনার, আর না কোন বকরী না কোন উট আর না কোন ওসিয়ত করার মত জিনিসঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت ما ترك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دينارا ولا درهمـــا ولا شاة ولا بعيرا ولا اوصى بشئ (رواه مسلم)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মৃত্যুর সময় কোন দীনার বা দিরহাম, বকরী, উট এবং ওসিয়াত করার মত কোন কিছু রেখে যান নাই"।(মুসলিম)[২]

মাসআলা-২৯৬ঃ মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বর্ম এক ইহুদীর নিকট ৭৫ কিঃগ্রাঃ জবের বিনিময়ে বন্ধক ছিলঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: توفى النبى (صلى الله عليه وسلم) ودرعه مرهونة عند يهـــودى بثلاثين يعنى صاعا من شعير (رواه البخارى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর সময় তাঁর বর্মটি বন্ধক ছিল একজন ইহুদীর নিকট ৩০ সায়ের বিনিময়ে"। (বোখারী)[৩]

মাসআলা-২৯৭ঃ মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পোশাক ছিল মোটা কাপড়ের একটি লুঙ্গি আর তালি লাগানো একটি কম্বলঃ

---

১ কিতাবুল মাগাযী,বাব মারাযু ন্নাবী ওয়া ওফাতুহু।

২ -কিতাবুল ওসিয়া, বাব তারকুল ওসিয়া লিমান লাইসা লাহু সাইউন ইয়ুসা ফিহি।

৩ -কিতাবুল মাগাযী বাব ওফাতিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

عن ابي بردة (رضى الله عنه) قال: اخرجت الينا عائشة (رضى الله عنها) ازارا غليظا وكساء ملبدا، فقالت: فى هذا قبض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবু বুরদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আমাদের নিকট একটি মোটা লুঙ্গি এবং তালি লাগনো একটি কম্বল নিয়ে বের হলেন এবং বললেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর সময় এই ছিল তাঁর পোশাক"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-২৯৮ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবনটা কোন বৃক্ষের নীচে কিছুক্ষণ আরাম করে আবার চলতে শুরু করা মুসাফিরের ন্যায় অতিক্রম করেছেনঃ

عن عبد الله (رضى الله عنه) قال اضطجع النبى (صلى الله عليه وسلم)على حصير فاثر على جلده فقالت: بابى وامى يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) لو كنت اذنتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيك منه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما انا والدنيا ! انما انا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح و تاركها (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি চাটায়ের উপর শুয়ে ছিলেন, ফলে তাঁর শরীরে চাটায়ের দাগ পড়ে গেল, আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, যদি আপনি আমাদেরকে নিদের্শ দিতেন তাহলে আমরা আপনার জন্য বিছানার ব্যবস্থা করতাম যা আপনাকে এই অবস্থা থেকে রক্ষা করত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি এবং পৃথিবীর উদাহরণ হল এমন যেন কোন মুসাফির কোন বৃক্ষের নীচে বসে কিছুক্ষণ আরাম করল এর পর আবার তা রেখে দিয়ে চলতে শুরু করল"। (ইবনু মাযা)[২]

১ -কিতাবুর লিবাস ওয়াযযিনা, বাব তাওয়াযু ফিললিবাস।

২ -কিতাবুযযুহদ, বাব মিসলুদ্দুনইয়া (২/৩৩১৭)।

معجزاته (صلى الله عليه وسلم)

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মো'জেজা

মাসআলা-২৯৯ঃ নবুয়ত লাভের পূর্বে মক্কায় একটি পাথর তাঁকে সালাম দিয়েছিলঃ

عن جابر بن سمرة (رضى الله عنه) قال قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) انى لاعرف حجـــرا بمكة كان يسلم علىّ قبل ان ابعث انى لاعرفه الآن (رواه مسلم)

অর্থঃ"জাবের বিন সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি মক্কার ঐ পাথরটি এখনো চিনি যা আমাকে নবুয়ত লাভের পূর্বে সালাম দিয়েছিল"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-৩০০ঃ নবুয়ত লাভের পূর্বে এক উপত্যকার পাথর এবং বৃক্ষ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মানে তাঁর প্রতি ঝুকে ছিলঃ

নোটঃ

১-এসংক্রান্ত হাদীসটি ৩৪ নং মাসআলা দ্রঃ।

২-উল্লেখঃ উল্লেখিত দু'টি মো'জেজা প্রকাশের সময় নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুয়ত লাভের কথা জানা ছিল না, কিন্তু আল্লাহ্র ফায়সালায় তিনি তখন নবী হিসেবে পরিগণিত ছিলেন যখন আদম (আঃ) মাটি এবং পানি (কাদা)অবস্থায় ছিলেন। এসংক্রান্ত মাসআলাটি ৫১ মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৩০১ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষকে চাঁদ দু'টুকরা করে দেখিয়েছেনঃ

عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) قال بينما نحن مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بمنى اذا انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رســـول الله (صـــلى الله عليـــه وسلم)اشهدوا (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে মিনায় ছিলাম, চাঁদ ফেটে দু'টুকরা হয়েগেল, তার একটুকরা হেরা পাহাড়ের এক প্রান্তে আর অপর টুকরা ঐ পাহাড়ের অপর প্রান্তে গিয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমরা সাক্ষী থাক"। (মুসলিম)[২]

নোটঃ মক্কার কোরাইশরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট তাঁর নবুয়তের স্বপক্ষে কোন দলীল পেশ করার জন্য বলত, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ওহীর মাধ্যমে চাঁদ দু'টুকরা হওয়ার কথা জানিয়ে

---

১ -কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ফযলু নাসাবিননাবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাসলিমুল হাজারি আলান্নাবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাবলা ন্নাবুয়া।

২ -কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন,বাব ইনশিকাকুল কামার।

দিলেন, যা শুনে তিনি উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি চাঁদের দিকে ফেরাতে বললেন, ওখানে উপস্থিত সমস্ত লোকেরা চাঁদকে দু'টুকরা অবস্থায় দেখতে পেল"।

মাসআলা-৩০২ঃ দুর্বল অল্প বয়সী বকরী রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতের স্পর্শে দুধ দিল এবং দুধ দেয়ার পর আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলঃ

عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) قال كنت غلاما يافعا ارعى غنما لعقبة بن ابى معيط فجاء النبى (صلى الله عليه وسلم) وابوبكر (رضى الله عنه) وقد فرا من المشركين فقالا يا غلام هل عندك من لبن تسقينا؟ فقلت انى مؤتمن ولست ساقيكما، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل؟ قلت نعم، فاتيتهما بها فاعتقلها النبى (صلى الله عليه وسلم) ومسح الضرع ودعا فحل الضرع ثم اتاه ابوبكر (رضى الله عنه)بصخرة منقعرة فاحتلب فيها فشرب ابوبكر (رضى الله عنه) ثم شربت ثم قال للضرع اقلص فقلص قال فاتيته بعد ذالك فقلت علمنى من هذا القول قال انك غلام معلم فاخذت من فيه سبعين سورة لاينازعنى فيها احد (رواه احمد)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি যৌবনে উপনিত হওয়ার কাছকাছি সময়ে ওকবা বিন আমেরের বকরীর রাখাল ছিলাম, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আগমন করল, তারা উভয়েই মোশরেকদের কাছ থেকে ভেগে এসেছে, তারা উভয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল যে, হে বৎস পান করার মত কোন দুধ আছে কি? আমি বললামঃ বকরীসমূহ আমার নিকট আমানত, তাই আমি দুধ পানকরাতে পারব না, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করল তোমার নিকট এমন বকরী আছে কি যা এখনো বাচ্চা নেয়ার জন্য পাল নেয় নাই? আমি বললাম হাঁ। আমি এমন একটি বকরী তাঁর নিকট নিয়ে গেলাম, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বকরীটিকে বেঁধে তার স্তনে হাত বুলালেন এবং দোয়া করলেন, বকরীর স্তন দুধে ভরে গেল, ইতিমধ্যে আবুবকর একটি পাথরের পেয়ালা নিয়ে আসল, আর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাতে দুধ দোহন করলেন এবং তৃপ্তিসহকারে পান করলেন, আমিও পান করলাম, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্তনকে সম্বোধন করে বললেনঃ দুধ শূণ্য হয়ে যাও তখন, স্তন পূর্বের ন্যায় হয়েগেল, এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উপস্থিত হল এবং বললঃআমাকেও এই দোয়া শিখিয়ে দিন, তিনি বললেনঃ তুমি বুদ্ধিমান ছেলে তোমার শিখা দরকার, আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখ থেকে সত্তরটি সূরা শিখেছি যেগুলোর ব্যাপারে আমার সাথে কেউ প্রতিদন্দিতা করতে পারবে না"। (আহমদ)[১]

---

১ -সাফওয়াতুস্সাফওয়া,খঃ১,পৃঃ১৮১।

মাসআলা-৩০৩ঃ হেরা পাহাড়ের একটি পাথর নরাচড়া করছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে থামতে বললেনঃ পাথরটি থেমে গেলঃ

عن ابي هريرة (رضى الله عنه)ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان على حراء هو وابـــوبكر (رضى الله عنه) وعمر (رضى الله عنه) وعلي وعثمان (رضى الله عنهما) وطلحة (رضى الله عنـــه) والزبير (رضى الله عنه) فتحركت الصخرة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اهدا فما عليك الا نبي او صديق او شهيد (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ওসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু), যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু), হেরা পাহাড়ের উপর ছিলেন, তখন একটি পাথর নরাচড়া করল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ থাম তোমার উপর রয়েছে নবী, সিদ্দীক এবং শহীদ, তখন পাথরটি থেমে গেল"। (মুসলিম)[১]

নোটঃএই হাদীসে বর্ণিত সাহাবাগণের মধ্যে আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত সাহাবীগণ শাহাদাত বরণ করেছেন।

মাসআলা-৩০৪ঃ কাফেররা মে'রাজের ঘটনাকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পরীক্ষা করতে চাইল, আল্লাহ্ তা'লা বাইতুল মাকদেসের চিত্র রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সমনে তুলে ধরলেন, যা দেখে দেখে তিনি মক্কার কাফেরদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেনঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ৩৪৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৩০৫ঃ উম্মু মা'বাদের অসুস্থ দুধহীন বকরী এত দুধ দিল যে ঘরের উপস্থিত সমস্ত লোকদের জন্য তা যথেষ্ট হয়েছিলঃ

عن حبيش بن خالد هو ا خ ام معبد (رضى الله عنها) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حـــين خرج من مكة خرج مهاجرا الى المدينة، ومولى ابي بكر عامر بن فهيرة (رضى الله عنه) ودليلـــهما عبد الله الليثي (رضى الله عنه) مروا على خيمتي ام معبد (رضى الله عنها)، فسألوها لحمـــا وتمـــرا ليشتروا منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذالك وكان القوم مرملين ... مسنتين فنظر رســـول الله (صلى الله عليه وسلم) الى شاة فى كسر الخيمة فقال وما هذه الشاة يا ام معبد؟ قالت:شاة خلفها الجهد عن الغنم قال هل بها من لبن قالت: هي اجهد من ذالك، قال اتأذنين لى ان احلبها؟ قالـــت: بابي وانت و امي ان رأيت بها حلبا فاحلبها، فدعا بها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى، ودعالها فى شاتها، فتفاجت عليه، وردت واجترت، فدعا بانـــاء يــربض

১ -কিতাবুল ফাযায়েল,বাব মিন ফাযায়েল ত্বালহা ওয়ায্যুবাআয়ের।

الرهط، فحلب فيه ثجا، حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى اصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرهم، ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء، حتى ملا الاناء،ثم غادره عندها، وبايعها وارتحلوا عنها (رواه الحاكم)

অর্থঃ"হুবাইশ বিন খালেদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যিনি উম্মু মা'বাদের ভাই তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনায় হিযরত করছিলেন তখন তাঁর সাথে আবুবকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার কৃতদাস আমের বিন ফুহাইরা, তাদের পথ নিদের্শক আবদুল্লাহ্ আল লাইসীও ছিল, যখন তারা উম্মু মা'বাদের খীমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল তখন তারা উম্মু মা'বাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞেস করল যে তার নিকট মাংস এবং খেজুর আছে কিনা যা তাঁরা তার কাছ থেকে ক্রয় করতে পারে, কিন্তু তারা উম্মু মা'বাদের নিকট কিছুই পেল না, এমনিতেই তারা অভাব অনটনের মধ্যে ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খীমার এক পার্শ্বে একটি বকরী দেখতে পেল এবং জিজ্ঞেস করল যে হে উম্মু মা'বাদ এই বকরীটি কেমন? উম্মু মা'বাদ বললঃ দুর্বলতার কারণে এই বকরীটি তার ঘরের অন্যান্য বকরী থেকে আলাদা হয়ে আছে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই বকরীটি কি দুধ দেয়? উম্মু মা'বাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললঃ দুধ দেয়ার তো প্রশ্নই আসে না, তিনি বললেনঃ তুমি কি আমাকে অনুমতি দিবে তার দুধ দোহন করতে? উম্মু মা'বাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললঃ আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, যদি আপনি তার স্তনে দুধ দেখে থাকেন তাহলে আল্লাহ্র নামে দোহন করতে শুরু করুন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বকরীটি কাছে আনালেন, বকরীর স্তনে হাত বুলালেন এবং বিসমিল্লাহ্ বলে বকরীর জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া করলেন, বকরীটি তার উভয় পা ফাঁক করে দিল, তার স্তনে দুধ আসল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি বড় পাত্র চাইলেন যেন ঘরের সমস্ত লোকের জন্য দুধ যথেষ্ট হয়, ঐ পাত্রে তিনি এত দুধ দোহন করলেন যে, পাত্রের বাহিরে দুধের ফেনা দেখা যাচ্ছিল, এর পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু মা'বাদকে দুধ পান করালেন, সে পরিতৃপ্ত হল, এরপর তিনি তাঁর সাথীদেরকে দুধ পান করালেন তারাও পরিতৃপ্ত হল, শেষে তিনি নিজে দুধ পান করলেন, এরপর তিনি দ্বিতীয় বার ঐ পাত্রে দুধ দোহন করলেন আবারো পাত্রটি পরিপূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি ঐ দুধ উম্মু মা'বাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে দিয়ে দিলেন, বিদায় নেয়ার আগে উম্মু মা'বাদ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) নিকট বাইয়াত করল এবং তিনি মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন"। (হাকেম)[১]

মাসআলা-৩০৬ঃ অশ্রুসজল উটকে তিনি আদর করলেন তখন উটের কান্না থেমে গেলঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ২৭২ নং মাসআলা দ্রঃ।

১ -মেশকাতুল মাসাবীহ,আলবানী লিখিত, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ফিল মো'জেজাত, খঃ৩, হাদীস নং-৫৯৪৩।

মাসআলা-৩০৭ঃ হিযরত করার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছু নেয়া সুরাকা বিন মালেকের জন্য বদ দোয়া করলে তার ঘোড়ার পা মাটিতে ধ্বসে গিয়েছিলঃ

মাসআলা-৩০৮ঃ সুরাকা বিন মালেক ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য আবার নেক দোয়া করলেন তখন তার ঘোড়া সুস্থভাবে উঠে দাঁড়ালঃ

عن البراء بن عازب (رضى الله عنه) قال لما اقبل النبى (صلى الله عليه وسلم)الى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم فدعا عليه النبى (صلى الله عليه وسلم) فساخت به فرسه، قال: ادع الله لى ولا اضركم فدعا له (رواه البخارى)

অর্থঃ"বারা বিন আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মদীনায় হিযরত করছিলেন তখন সুরাকা বিন মালেক তাঁর পিছু নিয়েছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য বদ দোয়া করলেন তখন তার ঘোড়া মাটিতে ধ্বসে গেল, সুরাকা আবেদন করল যে আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য নেক দোয়া করলেন" ।(বোখারী)[১]

মাসআলা-৩০৯ঃ বদরের যুদ্ধে ওক্কাসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর তরবারী ভেঙ্গে গেল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওক্কাসাকে একটি লাকড়ি দিলেন যা সাথে সাথে তালওয়ার হয়ে গেলঃ

عن عمر بن عثمان الخشنى عن ابيه عن عمته قالت : قال عكاشة بن محصن (رضى الله عنه) انقطع سيفى يوم بدر فاعطانى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عودا فاذا هو سيف ابيض طويل فقاتلتُ به حتى هزم الله المشركين ولم يزل عنده حتى هلك (رواه الحاكم)

অর্থঃ"ওমার বিন ওসমান আল খাসনা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার চাচা থেকে তিনি বলেছেনঃ ওক্কাসা বিন মিহসান বলেনঃ বদরের যুদ্ধের দিন আমার তরবারী ভেঙ্গে গিয়েছিল, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলাম তিনি আমাকে একটি কাঠের লাকড়ি দিলেন, সেই লাকড়িটি সাথে সাথে একটি লম্বা তরবারীতে পরিণত হয়ে গেল, এই তরবারী দিয়ে আমি যুদ্ধ করলাম আল্লাহ্ মুশরেকদেরকে পরাজিত করা পর্যন্ত। তার মৃত্যু পর্যন্ত এই তরবারী তার নিকট ছিল। (হাকেম)[২]

মাসআলা-৩১০ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পায়খানা পেসাবের প্রয়োজন দেখাদিলে দু'টি বৃক্ষ এগিয়ে আসল এবং তাঁকে ছায়া করে থাকল যেন তিনি

১ -কিতাব মানাকেবুল আনসার, বাব হিযরাতুন নাবী ওয়া আসহাবিহি ইলাল মাদীনা।

২ -আল বেদায়া ওয়াননেহায়া,ইবনু কাসীর লিখিত,কিতাবুল মাগাযী,বাব কতলু আবি জাহাল, খঃ ৩, পৃঃ৩০৮।

আবরিত স্থানে পায়খানা পেসাব করতে পারেন এবং তাঁর পায়খানা পেসাব শেষ হলে বৃক্ষ দু'টি যথাস্থানে চলে গেলঃ

عن جابر (رضى الله عنه) قال سرنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى نزلنا واديا افسيح فذهب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقضى حاجته فاتبعته باداوة من ماء فنظر رسول الله (صلى الله عليه وسلم)فلم ير شيئا يستتر به واذا شجرتان بشاطى الوادى فانطلق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الى احداهما فاخذ بغصن من اغصانها فقال انقادى على باذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذى يصانع قائده حتى اتى الشجرة الاخرى فاخذ بغصن من اغصانها فقال انقدى على باذن الله فانقدت معه كذالك حتى اذا كان بالمنصف مما بينهما لام بينهما يعنى جمعهما فقال اِلْتَئِمَا عَلَيَّ باذن الله فالتامتا قال جابر (رضى الله عنه) فخرجت احضر مخافة ان يحس رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقربى فيبتعد قال ابن عباد (رضى الله عنه) فيبتعد فجلست احدث نفسى فحانت منى لفتة فاذا انا برسول الله (صلى الله عليه وسلم) مقبلا واذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق (رواه مسلم)

অর্থঃ"জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম, একটি উন্মুক্ত ময়দানে আমরা তাবু টানালাম, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পায়খানা পেসাব করার জন্য বের হলেন আমি তাঁর পেছনে তাঁর জন্য পানির পাত্র নিয়ে যাচ্ছিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন, কিন্তু পর্দা করার মত কোন কিছু দেখতে পেলেন না, ঐ ময়দানের পাশে দু'টি বৃক্ষ ছিল, তিনি একটি বৃক্ষের নিকটে গেলেন এবং তার একটি ডাল টেনে বললেনঃ আল্লাহ্র নির্দেশে আমার অনুসরণ কর, অপর বৃক্ষটিও তাঁর নির্দেশ মানতে শুরু করল, যখন উভয় বৃক্ষ ময়দানের মাঝখানে আসল তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যে উভয় বৃক্ষ একত্রিত হও, ফলে উভয় বৃক্ষ মিলে গেল, জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে বের হচ্ছিলাম তখন আমার মনে এই আশংকা ছিল যে হয়তবা আমার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পায়খানা পেসাবের জন্য দূরে চলে যাবেন, যখন তিনি চলে গেলেন তখন আমি বসে বসে মনে মনে কথা বলছিলাম, ইতিমধ্যে আমার পাশ দিয়ে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন, আর আমি দেখতে পেলাম যে উভয় বৃক্ষ নিজে নিজে তাদের স্ব স্ব স্থানে ফিরে যাচ্ছে"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-৩১১ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশ ক্রমে বৃক্ষ তার স্থান থেকে তাঁর নিকট চলে আসল আবার তাঁর নির্দেশ ক্রমে যথাস্থানে ফিরে গেলঃ

১ -কিতাবুয্যুহদ, বাবা হাদীস জাবের আত্বাভীল, যা আবুর ইয়ুসর বর্ণনা করেছেন।

عن انس (رضى الله عنه) قال: جاء جبريل الى النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو جالس حزين قـــد تخضب بالدم من فعل اهل مكة من قريش فقال جبريل:يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) هل تحب ان اريك آية ؟ قال نعم فنظر الى الشجرة من ورائه فقال ادع بها فدعا بها فجائت فقامت بين يديه فقال مرها فلترجع فامرها فرجعت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)حسبي حســـبي (رواه الدارمى)

অর্থঃ"আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ জিবরীল (আঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট উপস্থিত হল তখন তিনি চিন্তিত অবস্থায় বসে ছিলেন, মক্কাবাসীদের জুলুমের কারণে তিনি রক্তে রঞ্জিত ছিলেন, জিবরীল (আঃ) এসে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনিকি পছন্দ করেন যে আপনাকে কোন মো'জেজা দেখানো হোক? তিনি বললেনঃ হাঁ, জিবরীল (আঃ) তার পিছনে একটি বৃক্ষ দেখতে পেলেন এবং বললেনঃ আপনি এই বৃক্ষটিকে ডাকুন, তিনি ডাকলেন, বৃক্ষটি এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল, এরপর জিবরীল বললঃ আপনি কি বৃক্ষটিকে নির্দেশ দিবেন যেন সে ফিরে চলে যায়? তিনি বৃক্ষটিকে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন, বৃক্ষটি চলে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমার শান্তনার জন্য এটাই যথেষ্ট"। (দারেমী)[১]

মাসাআলা-৩১২ঃ খন্দকের যুদ্ধের ময়দানে দশজনের খাবার হাজার জনে খেলঃ

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنه) قال: لما حفر الخندق فقال انا نازل ثم قام و بطنه مغصـــوب بحجر، ولبثنا ثلاثة ايام لانذوق ذوقا فاخذ النبي (صلى الله عليه وسلم) المِعْوَلَ فضرب فى الكديـــة فعاد كثيبا اهيل فاتكفأت الى امراتي فقلت: هل عندك شيء؟ فاني رأيت بالنبي (صـــلى الله عليـــه وسلم) خمصا شديدا فاخرجت جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها، وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم فى البرمة،ثم جئت النبي (صلى الله عليه وسلم) فساررته، فقلت:يـــا رســـول الله (صلى الله عليه وسلم) ذبحنا بهيمة لنا، وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال انت ونفر معك، فصاح النبي (صلى الله عليه وسلم) يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع سورا، فحى هلا بكم فقـــال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لاتنزلن بر منكم ولاتخبزن عجينكم حتى اجئ وجاء، فاخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد الى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال ادعى خابزة فلتخبـــز معـــك، واقدحى من برمتكم ولاتنزلوها وهم الف فاقسم بالله لاكلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتغط كما هى، وان عجيننا ليخبز كما هو (رواه البخارى)

১ -মেশকাতুল মাসাবীহ,আলবানী লিখিত,কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ফিল মোজেজাত,খঃ৩,হাদীস নং-৫৯২৪।

অর্থঃ"জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন খন্দক খনন করা হচ্ছিল তখন আমি দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পেটের ক্ষুধায় তাঁর পেট পিঠের সাথে লেগে গেছে, আমি আমার স্ত্রীর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম যে, তোমার নিকট কি কোন খাবার জিনিস আছে? আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখেছি, সে একটি পুটলি বের করল যেখানে মাত্র পোনে তিন কেজি যব ছিল, আর আমাদের ঘরে পালিত একটি বকরীর বাচ্চা ছিল, আমি তা জবাই করলাম আর আমার স্ত্রী যবের আটা তৈরী করল, আমি যখন মাংস প্রস্তুত করে পাতিলে রাখছিলাম তখন সে যব পিষা শেষ করেছে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট যাচ্ছিলাম তখন আমার স্ত্রী বললঃ দেখ আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীগণের সামনে লজ্জিত করবে না, (অর্থাৎ বেশি লোক ডাকবে না) আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং কানে কানে বললামঃ আমি একটি বকরীর বাচ্চা জবাই করেছি আর পোনে তিন কেজি যব পিষেছি, আপনি কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে বললেনঃ হে খন্দকের লোকেরা যাবেরের ঘরে খাবারের আয়োজন করা হয়েছে তোমরা সবাই আস। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে নিদের্শ দিলেন যে আমি আসার আগে চুলা থেকে পাতিল নামাবেনা আর রুটিও বানানো শুরু করবে না, আমি ঘরে ফিরে আসলাম, তিনিও সাহাবীদেরকে নিয়ে আসলেন, আমি ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীকে সবকিছু জানালাম, সে বলতে লাগল আল্লাহ্ তোমাকে বুদ্ধি দিক এটা তুমি কি করলে? আমি বললামঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ঐ কথাই বলেছি যা তুমি বলতে বলেছিলে, এরপর তার স্ত্রী আটা বের করল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাতে নিজের থুথু দিলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন, এরপর পাতিলের দিকে গেলেন এবং তাতে নিজের থুথু ফেললেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন, আর আমার স্ত্রীকে নিদের্শ দিলেন যে রুটি বানানোর জন্য একজন মহিলা ডেকে নিয়ে আস যে তোমার সাথে রুটি বানাবে, তিনি নিদের্শ দিলেন যে পাতিল থেকে মাংস বের করতে থাক কিন্তু পাতিল চুলা থেকে নামাবে না, ঐ দিন খাবার গ্রহণকারীদের সংখ্যাছিল এক হাজার, আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, প্রত্যেকে তৃপ্তিসহকারে খেল এবং পেট ভরে খাওয়ার পর নিজের ইচ্ছায় খাওয়ার প্লেট থেকে হাত উঠাল এবং তারা ফিরে গেল, এরপরও আমাদের পাতিল মাংসে ভরপুর ছিল এমনিভাবে আটাও ছিল তাদিয়ে আমরা আরো রুটি বানিয়ে ছিলাম" ।(বোখারী)[১]

মাসআলা- ৩১৩ঃ হুদায় বিয়ার সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাতের আঙ্গুলসমূহ দিয়ে ঝর্ণার ন্যায় পানি বের হচ্ছিল এতে পনের শত লোক উপকৃত হয়েছিলঃ

---

১ -কিতাবুল মাগাযী বাব গাযওয়াতুল খন্দক।

عن جابر (رضى الله عنه) قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين يديه رَكْوَةٌ فتوضا منها ثم اقبل الناس نحوه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب الا ما فى الركوتك،فوضع النبى (صلى الله عليه وسلم) يده فى الركوة فجعل الماء يفور من بين اصابعيه كامثال العيون، قال: فشربنا وتوضأنا، قيل لجابر (رضى الله عنه): كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة الف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة (رواه البخارى)

অর্থঃ"জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হুদায়বিয়ার দিন লোকদের পিপাসা লাগল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট একটি পানির পাত্র ছিল তা থেকে তিনি ওজু করলেন, ইতিমধ্যে অনেক লোক সমবেত হয়েগেল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে? সাহাবাগণ বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট পান করার পানি নেই আবার ওজু করার পানিও নেই, শুধু আপনার এই পাত্রের পানিটুকুই আছে। তিনি তাঁর হাত ঐ পাত্রে রাখলেন তখন তাঁর আঙ্গুল দিয়ে ঝর্ণার ন্যায় পানি বের হতে লাগল, জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ এথেকে আমরা পানি পান করলাম আবার ওজুও করলাম। হাদীসের বর্ণনাকারী সালেম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আমি জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করলাম যে সেদিন তোমরা কতজন লোক ছিলা, জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ যদি সেদিন আমরা এক লক্ষ লোকও থাকতাম তবুও ঐ পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হত, তবে আমরা পনেরশত লোক ছিলাম"।(বোখারী)[১]

মাসআলা-৩১৪ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির সফরে এক জায়গায় কুপের পানি শেষ হয়ে গেল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুপের পানিতে কুলির পানি ফেললেন তখন কুপ পানিতে ভরে গেলঃ

عن البراء بن عازب (رضى الله عنه) انهم كانوا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم)عشرة مائة يوم الحديبية والحديبية بئر، فنزحناها، فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذالك النبى (صلى الله عليه وسلم) فاتاها، فجلس على شفيرها، ثم دعا باناء من ماء فتوضاء، ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، ثم قال: دعوها ساعة فارووا انفسهم وركابهم حتى ارتحلوا (رواه البخارى)

অর্থঃ"বারা বিন আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে এক হাজার লোক ছিল, হুদায়বিয়া একটি কুপের নাম আমরা ঐ কুপের সমস্ত পানি শেষ করে দিলাম, একফোটা পানিও অবশিষ্ট রাখি নাই, এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পৌঁছল, তিনি ওখানে উপস্থিত হলেন, তিনি তার কিনারে বসে বললেনঃ এক পাত্র পানি নিয়ে আস, পানি পূর্ণ একটি পাত্র আনা হল, তিনি ওজু করলেন, কুলি করলেন এবং

১ -কিতাবুল মাগাযী,বাব গাযওয়াতুল হুদায়বিয়া।

আল্লাহ্র নিকট বরকতের জন্য দোয়া করলেন, এবং কুলির পানি কূপে ফেলে দিলেন, আর বললেনঃ কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, এরপর সমস্ত লোক কূপের পানি দিয়ে তাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটাল এমনকি চতুশ্পদ জন্তুদেরকেও পরিতৃপ্ত করে পানি পান করাল। এরপর আমরা ওখান থেকে বের হয়ে গেলাম"। (বোখারী)[1]

মাসআলা-৩১৫ঃ বাবলা গাছ তিন বার কালিমা শাহাদাত পাঠ করেছে ঃ

عن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال: كنا مع النبى (صلى الله عليه وسلم) فى سفر فاقبل اعرابى فلما دنا قال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وان محمدا عبده ورسوله؟ قال ومن يشهد على ما تقول؟ قال هذه السلمة فدعاها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهى بشاطى الوادى، فاقبلت تخدُّ الارض خدا، حتى قامت بين يديه فاستشـــهدها ثلاثـــا، فشهدت ثلاثا، انه كما قال، ثم رجعت الى منبتها (رواه الدارمى)

অর্থঃ" ইবনু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা এক সফরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম, একজন বেদুইন আসল, যখন সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটবর্তী হল তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কি এই সাক্ষ্য প্রদান কর যে আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই, আর মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র রাসূল? বেদুইন বললঃ আপনি যা বলছেন এর সাক্ষী আর কে দেয়? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এই বাবলা গাছ, তিনি ময়দানের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বাবলা গাছকে ডাকলেন, গাছটি মাটি চিরে তাঁর নিকটে এসে উপস্থিত হল, তিনি গাছকে তিন বার কালেমা শাহাদাত পাঠ করার নিদের্শ দিলেন, বাবলা গাছ তিন বার কালিমা শাহাদাত পাঠ করল, অর্থাৎঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা পাঠ করার জন্য বললেন তাই গাছ পাঠ করল, এরপর গাছটি তার যথাস্থানে চলে গেল"। (দারেমী)[2]

মাসআলা-৩১৬ঃ উহুদ পাহাড় কাঁপতে থাকলে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পা দিয়ে আঘাত করলে তা থেমে গেলঃ

এসংক্রান্ত হাদীসটি ২৭৭নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৩১৭ঃ একটি বৃক্ষ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সংবাদ দিল যে জ্বিনেরা তাঁর কোরআ'ন তেলওয়াত শ্রবণ করেঃ

১ -কিতাবুল মাগাযী বাব গাযওয়াতুল হুদায়বিয়া।

২ -মেশকাতুল মাসাবীহ,আলবানী লিখিত, কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ফি মো'জেজাতি,খঃ৩, হাদীস নং-৫৯২৫।

عن معن بن عبد الرحمن (رضى الله عنه) قال سمعت ابى، قال: سألت مسروقا من آذان النبى (صلى الله عليه وسلم) بالجن ليلة استمعوا القرآن؟فقال حدثنى ابوك يعنى عبد الله (رضى الله عنه) انه آذنت بهم شجرة (رواه البخارى)

অর্থঃ"মায়ান বিন আবদুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি, তিনি বলেনঃ আমি মাসরুককে জিজ্ঞেস করেছি যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে, কে বলেছে যে, তাঁর কোরআ'ন তেলওয়াত জ্বিনেরা শুনেছে? মাসরুক উত্তরে বললঃ তোমাদের পিতা আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ আমাকে বলেছে যে, তাঁকে এক বৃক্ষ বলেছে" । (বোখারী)[১]

মাসআলা-৩১৮ঃ খেজুরের স্তুপে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ বরকত দিলেনঃ

عن جابر (رضى الله عنه) قال: توفى عبد الله بن عمرو بن حرام (رضى الله عنه) وعليه دَيْنٌ فاستنعت النبى (صلى الله عليه وسلم) غرمائه ان يضعوا من دَيْنِهِ فطلب النبى (صلى الله عليه وسلم) اليهم فلم يفعلوا، فقال لى النبى (صلى الله عليه وسلم) اذهب فصنف تمرك اصنافا العجوة على حدة وعذق زيد على حدة ثم ارسل الى ففعلت ثم ارسلت الى النبى (صلى الله عليه وسلم) فجاء فجلس على اعلاه ا وفى وسطه ثم قال كل للقوم فكلتهم حتى اوفيتهم الذى لهم بقى تمرى كانه لم ينقص منه شئ (رواه البخارى)

অর্থঃ"জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যুবরণ করল, তখন তার কিছু ঋণ ছিল, জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঋণ দাতাদেরকে বললঃ আমার নিকট যত খেজুর আছে তা নিয়ে নাও, কিন্তু ঋণদাতারা এত কম খেজুর নিতে চাইল না, তখন জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললঃ আপনি জানেন যে উহুদের যুদ্ধের দিন আমার পিতা শাহাদাত বরণ করেছে, তার অনেক ঋণ ছিল, আমি চাচ্ছি যে, আপনি ঋণ দাতাদেরকে বলুন যেন তারা তাকে ক্ষমা করে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেনঃ তুমি যাও এবং তোমার বাগানের সর্বপ্রকার খেজুর পৃথক পৃথকভাবে স্তুপ করে রাখ, এরপর আমাকে ডাকবে, আমি তা করে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ডাকলাম, তিনি আসলেন এবং স্তুপের উপর বা মাঝে বসলেন এবং বললেনঃ যে ঋণ দাতাদেরকে তুমি মেপে মেপে দাও, আমি খেজুর উঠাতে লাগলাম এভাবে সমস্ত ঋণ দাতাদের ঋণ পরিশোধ হল, পরিশেষে আমার খেজুর ঐ পরিমাণেই থাকল যতটুকু শুরুতে ছিল" । (বোখারী)[২]

---

১ -কিতাবুল মানাকেব, বাব জিকরুল জ্বিন ওয়া কাউলিল্লাহি তা'লা কুলওহিয়া।

২ -কিতাবুল বুয়ু,বাবুল কাইল আলাল বায়ে ওয়াল মো'তি।

মাসআলা-৩১৯ঃ খেজুর বৃক্ষ তাঁর পরশ না পেয়ে কাঁদতে লাগল এবং যখন তিনি সেস্নহ দিলেন তখন থেমে গেলঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ২৭৯ নং মাসআলা দ্রঃ

মাসআলা-৩২০ঃ মদীনার যাওরা এলাকায় ওজুর পানি ছিলনা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি পেয়ালায় তাঁর হাত রাখলেন তখন তাঁর আঙ্গুল দিয়ে ঝর্ণার ন্যায় পানি বের হতে লাগলঃ

عن انس (رضى الله عنه) ان النبى (صلى الله عليه وسلم) كان بالزوراء فاتى باناء مـاء لايغمـر اصابعه فوضع كفيه فيه فجعل ينبع من بين اصابعه فتوضا جميع اصحابه قال: قلت كم كانوا يا ابا حمزة؟ قال: كانوا زهاء ثلاث مائة (رواه مسلم)

অর্থঃ"আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনার যাওরা নামক স্থানে ছিলেন, পানি শেষ হয়ে গেলে তাঁর নিকট পানির একটি পাত্র আনা হল যার মধ্যে এত অল্প পানি ছিল যে তাঁর আঙ্গুলও তাতে ডুবত না, তিনি তাঁর হাত সেখানে রাখলেন তখন তাঁর আঙ্গুল দিয়ে পানি পড়তে শুরু করল এবং সমস্ত সাহাবাগণ ঐ পানি দিয়ে ওজু করল"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-৩২১ঃ একজনের খাবার সত্তর বা আশি জনে খেলঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) قال: قال ابو طلحة (رضى الله عنه) لام سليم (رضى الله عنها) قد سمعت صوت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ضعيفا اعرف فيه الجوع فهل عندك من شـئ فقالت: نعم! فاخرجت اقراصا من شعير ثم اخذت خمارا لها فَلَفَّتِ الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبى وردتنى ببعضه ثم ارسلتنى الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قال: فذهبت به فوجدت رسـول الله (صلى الله عليه وسلم) جالسا فى المسجد ومعه الناس فقمت عليهم، فقال: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ارسلك ابو طلحة؟ فقلت نعم! فقال الطعام؟ فقلت: نعم! فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمن معه قوموا قال: فانطلق وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحة (رضى الله عنه) فاخبرته، فقال ابو طلحة:يا ام سليم (رضى الله عنها)! قد جاء رسول الله (صلى الله عليه وسـلم) والناس وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت: الله ورسوله اعلم، قال:فانطلق ابو طلحة حتى لقى رسول الله(صلى الله عليه وسلم)، فاقبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) معه حتى دخلا، فقال رسـول الله (صلى الله عليه وسلم)هلمى ما عندك يا ام سليم فاتت بذالك الخبز فامربه رسول الله (صـلى الله عليه وسلم) فَفُتَّ وعصرت عليه ام سليم عكة لها فادمته ثم قال فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما شاء الله، ان يقول ثم قال ائذن لعشرة فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن

১ -কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ফি মোজেজাতিন নাবী।

لعشرة فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة حتى اكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا او ثمانون (رواه مسلم)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমার পিতা আবুতালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমার মা উম্মু সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বললঃ ক্ষুধার কারণে আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কণ্ঠের আওয়াজ খুব আস্তে শুনতে পেলাম, তিনি বললেনঃ ঘরে কি কোন খাবার আছে? উম্মু সুলাইম বললঃ হাঁ, এরপর সে যবের কিছু রুটি নিয়ে তার উড়নার ভাজে ফেলে আমার চাদরের এক অংশের নিচে ঢেকে দিল, আর অপর অংশ আমার শরীরের উপর রাখল এরপর আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পাঠাল, আমি গেলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে লোকদের মাঝে বসেছিলেন, আমি গিয়ে তাঁর নিকট দাঁড়ালাম, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আবু তালহা তোমাকে পাঠিয়েছে? আমি বললামঃ হাঁ, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সমস্ত সাহাবাগণকে সম্বোধন করে বললেনঃ চল খাবার খাব, তারা সবাই উঠে আসতে লাগল, আর আমি সবার সামনে ছিলাম, এরপর আমরা আমার পিতা আবুতালহার সামনে আসলাম এবং তাকে সব কিছু খুলে বললাম, আবু তালহা উম্মু সুলাইমকে বললঃ হে উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবাগণ আসছেন, কিন্তু তাদেরকে খাওয়ানোর মত কোন কিছু তো আমাদের নিকট নেই, উম্মু সুলাইম উত্তরে বললঃ চিন্তা কর না, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাল জানেন, আবু তালহা এগিয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে স্বাগতম জানাল, এরপর তারা উভয়ে ঘরে প্রবেশ করল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হে উম্মু সুলাইম তোমার নিকট যা কিছু আছে তা নিয়ে আস, উম্মু সুলাইম ঐ রুটিগুলোই নিয়ে আসল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা ছেড়ার নির্দেশ দিলেন, এরপর উম্মু সুলাইম এর উপর একটু ঘি ঢেলে দিল ফলে তা তরকারিতে পরিণত হল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র নিকট তাওফিক কামনা করে দোয়া করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে দশজন লোক এসে খাবার খাও, দশ জন লোক এসে খাবার খেল এমনকি তারা তৃপ্তি সহকারে খেল, এর পর আরো অধিক লোককে খাবারের জন্য ডাকা হল তারা এসে খাবার খেল এবং তৃপ্তি সহকারে খেল এবং চলে গেল, এরপর আরো দশজনকে ডাকা হল তারাও তৃপ্তি সহকারে খেল, উপস্থিত লোকদের সংখ্যা সত্তর থেকে আশি জনের মধ্যে ছিল" ।(মুসলিম)[১]

মাসআলা-৩২২ঃ উট রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বীয় মলিকের ব্যাপারে অভিযোগ করল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মালিককে ভাল ব্যবহার করার জন্য উপদেশ দিলেনঃ

১ -কিতাবুল আশরিবা,বাব জাওয়াজু ইসতেবায়িহি গাইরিহি ইলা দারি মান ইয়াসিকু বিরিযাহু যারিক।

নোটঃএসংক্রান্ত হাদীসটি ২৭১ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা-৩২৩ঃ মদীনায় এক বাঘ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নবুয়তের সাক্ষ্য দিলঃ

عن ابی هریرة (رضی الله عنه) قال جاء ذئب الی راعی غنم فاخذ منها شاة، فطلبه الراعـــی حـــتی انتزعها منه، قال: فصعد الذئب علی تل فاقعی واستذفر، وقال: قد عمدت الی رزق رزقنیـــه الله اخذته، ثم انتزعته منی؟ فقال الرجل: تا الله ان رایت کالیوم ذئبا یتکلم! فقال الذئب: اعجب من هذا رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مضی وبما هو کائن بعدکم، قال: فکـــان الرجـــل یهودیا، فجاء الی النبی (صلی الله علیه وسلم) فاخبره، و اسلم، فصدقه النبی (صلی الله علیه وسلم) ثم قال النبی (صلی الله علیه وسلم) انها امارة من امارات بین یدی الساعة، قد اوشك الرجـــل ان یخرج فلا یرجع حتی یحدثه نعلاه وسوطه بما احدث اهله بعده (رواه احمد)

অর্থঃ"আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একটি বাঘ এক রাখলের বকরী নিয়ে চলে গিয়েছিল, রাখল বাঘের পিছু ধরে বকরী ছাড়িয়ে আনল, বাঘ উঁচু টিলার উপর লেজ নিচু করে বসে বলতে লাগল, আমি আমার আহাড় গ্রহণ করতে চাইলাম আর আল্লাহ্ আমার আহাড়ের ব্যবস্থাও করে দিলেন, কিন্তু তুমি তা কেড়ে নিলে? রাখাল বললঃ আল্লাহ্র কসম! আজকের মত কোন ঘটনা আমি আর কখনো দেখি নাই, যে বাঘ কথা বলছে, বাঘ বললঃ এর চেয়েও আশ্চার্য কথা হল এই যে, এক ব্যক্তি অর্থাৎঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে খেজুর গাছ বিশিষ্ট অঞ্চলে অবস্থান করছে, যে অতীত এবং ভবিষ্যতের কথা জানে, ঐ রাখাল ইহুদী ছিল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ঐ ঘটনা সম্পর্কে অবগত করাল এবং ইসলাম গ্রহণ করল, তিনি ঐ ঘটনাকে সত্য বলে ঘোষণা দিলেন এবং বললেনঃ এটা কিয়ামতের আলামত, আর কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, কোন ব্যক্তি ঘর থেকে বাহিরে বের হবে আর তার অনপুস্থিতিতে তার স্ত্রী যেসমস্ত কথা বলেছে তা তার জুতা এবং লাঠি বর্ণনা করবে"। (আহমদ)[১]

মাসআলা-৩২৪ঃ এক বার সফররত অবস্থায় পানি শেষ হয়েগেল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানি বিশিষ্ট পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন তখন ঐ পাত্রে এত পানি হল যে প্রায় সত্তর জন লোক ঐ পানি দিয়ে অজু করলঃ

عن انس بن مالك (رضی الله عنه) قال: خرج النبی (صلی الله علیه وسلم) فی بعض مخارجه ومعه ناس من اصحابه فانطلقوا یسیرون فحضرت الصلواة فلم یجدوا ماء یتوضئون فانطلق رجـــل مـــن القوم فجاء بقدح من ماء یسیر فاخذه النبی (صلی الله علیه وسلم) فتوضأ ثم مد اصابعه الاربع علی

---

১ -আলবানী লিখিত মেশকাতুল মাসাবীহ,কিতাবুল ফাযায়েল,বাব ফিল মোজেজাত,খঃ৩,হাদীস নং-৫৯২৭।

القدح ثم قال قوموا فتوضئو فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضؤ وكانوا سبعين او نحوه (رواه البخارى)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন এক সফরে লোকদের সাথে বাহিরে বের হলেন, নামাযের সময় হয়েগেল কিন্তু ওখানে ওজুর পানি ছিল না, লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি একটি পাত্রে সামন্য পানি নিয়ে আসল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ পানি নিয়ে তাদিয়ে ওজু করলেন, এরপর তাঁর চার আঙ্গুল ঐ পাত্রে রাখলেন এবং সাহাবাগণকে ওজু করার নিদের্শ দিলেন, সমস্ত লোকেরা ওজু করল, তখন ওখানে প্রায় সত্তর জন লোক ছিল" । (বোখারী)[১]

মাসআলা-৩২৫ঃ মসজিদে নবুবীতে নামাযের সময় পানি শেষ হয়ে গেল, পাথরের তৈরী একটি ছোট পাত্রে কেউ সামান্য পানি নিয়ে আসল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় আঙ্গুলসমূহ একত্রিত করে পাত্রে রাখল, তখন তাঁর আঙ্গুল থেকে পানি বের হতে লাগল যা থেকে প্রায় ৮০ জন লোক অজু করলঃ

عن انس (رضى الله عنه) قال: حضرت الصلواة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقى قوم فاتى النبى (صلى الله عليه وسلم) بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المخضب ان يبسط فيه كفه فضم اصابعه فوضعها فى المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا، قلت: كم كانوا؟ قال: ثمانون رجلا.(رواه البخارى)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নামাযের সময় হয়ে গেল যাদের ঘর মসজিদে নবুবীর নিকটে ছিল তারা তাদের ঘর থেকে অজু করে আসল, আর অন্যরা মসজিদেই রয়েগেল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট পাথরের তৈরী একটি ছোট পাত্রে পানি নিয়ে আসা হল যার মধ্যে পানি সামান্য ছিল, তিনি স্বীয় হাত পানিতে রাখলেন, কিন্তু পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাত তাতে ভাল করে রাখতে পারলেন না, তিনি তাঁর আঙ্গুলসমূহ একত্রিত করে পাত্রে রাখলেন আর তা দিয়ে পানি বের হতে লাগল, সমস্ত লোকেরা তা দিয়ে অজু করল, বর্ণনাকারী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে জিজ্ঞেস করল যে সেদিন তারা কতজন লোক ছিল? আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরে বললেনঃ আশি জন লোক ছিল" ।(বোখারী)[২]

মাসআলা-৩২৬ঃ একটি বকরীর ভুনা করা কলিজা একশত ত্রিশজনে তৃপ্তিসহকারে খেল, এরপরও মাংস বেঁচে গেলঃ

১ -কিতাবুল মানাকেব,বাব আলামাতুন নাবুয়া ফিল ইসলাম ।
২ -কিতাবুল মানাকেব,বাব আলামাতুন নাবুয়া ফিল ইসলাম ।

عن عبد الرحمن بن ابي بكر (رضي الله عنه) قال: كنا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) ثلاثين ومائة، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) هل مع احد منكم طعام؟ فاذا مع رجل من طعام او نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) ابيع ام عطية ؟ او قال هبة قال: لا بل بيع قال فاشترى منه شاة فصنعت فامر نبي الله (صلى الله عليه وسلم) بسواد البطن يشوى و الله ما من ثلاثين و مائة الا قد حزله حزة من سواد بطنها، ان كان شاهد اعطاها اياه وان كان غائبا خباها له ثم جعل فيها قصعتين فاكلنا اجمعون وشبعنا وفضل فى القصعتين فحملته على البعير (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবদুর রহমান বিন আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেক বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ১৩০ জন লোক ছিলাম, খাওয়ার সময় হলে তিনি সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করলেন কার নিকট খাবার আছে? এক ব্যক্তির নিকট এক সা (পোনে তিন কেজির) মত আটা ছিল, তা গোলানো হল,এমতাবস্থায় লম্বা চৌড়া এক মোশরেক তার বকরী নিয়ে যাচ্ছিল, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করল বকরী বিক্রি করবে, না উপহার দিবে, না দান করবে? সে বলল বিক্রি করব, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কাছ থেকে একটি বকরী ক্রয় করলেন, তা যবাই করা হল, তিনি ঐ বকরীর কলিজা ভুনা করার নিদের্শ দিলেন, আল্লাহ্র কসম! ১৩০ জন লোকের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যাকে কলিজার একটুকরা দেয়া হয় নাই, যে ওখানে উপস্থিত ছিল তাকে ওখানেই দেয়া হল আর যে ঐ মূহর্তে অনপুস্থিত ছিল তার জন্য রেখে দেয়া হল, ঐ বকরীর মাংস দু'টি পাত্রে রাখা হল, যা আমরা সবাই তৃপ্তি সহকারে খেলাম, এরপরও মাংস অতিরিক্ত হল, যা আমি উটের উপর উঠিয়ে নিলাম"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-৩২৭ঃ তাবুকে খাবারের সল্পতা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দোয়ার বরকতঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان يوم غزوة تبوك اصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)! لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاكلنا وادهنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) افعلوا قال: فجاء عمر (رضي الله عنه) فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)! ان فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل ازوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله ان يجعل فى ذالك، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نعم! قال: فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل ازوادهم قال فجعل الرجل يجئ بكف ذرة قال وجعل يجئ الآخر بكف تمر قال ويجئ الاخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذالك شئ يسير قال: فدعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالبركة ثم قال

১ -কিতাবুল আতয়েমা,বাব মান আকালা হাত্তা সাবিয়া।

لهم خذوا فى اوعيتكم قال: فاخذوا فى اوعيتهم حتى ما تركوا فى العسكر وعاء الا ملوه قال:فاكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اشهدوا ان لا اله الا الله وانى رسول الله لايلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তাবুক যুদ্ধের সময় লোকদের প্রচন্ড খাবারের অভাব দেখাদিল, সাহাবাগণ বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আমরা আমাদের উট খাবারের জন্য যবাই করব, তিনি বললেনঃ আচ্ছা যবাই কর, ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে আবেদন করল যে, যদি উট যবাই করা হয় তাহলে আরোহণের উট কমে যাবে, বরং আমার পরামর্শহল এই যে, আপনি লোকদেরকে ডাকেন এবং বলেন যে, প্রত্যেকের নিকট যে অতিরিক্ত খাবার আছে তা নিয়ে আসুক এবং তা একত্রিত করে আপনি বরকতের জন্য দোয়া করুন, আশা করাযায় যে এভাবে আল্লাহ্ কোন রাস্তা খুলে দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ঠিক আছে, তিনি তখন একটি দস্তরখানা বিছিয়ে দিলেন, আর লোকদেরকে নিদের্শ দিলেন যে তোমাদের অতিরিক্ত হওয়া খাবার সমূহ নিয়ে আস, কেউ মুষ্টি ভরে ভুট্রা নিয়ে আসল, আবার কেউ মুষ্টি ভরে খেজুর নিয়ে আসল, কেউ রুটির একটি টুকরা নিয়ে আসল, এভাবে দস্তর খানার উপর কিছু জিনিস জমা হল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দোয়া করলেন এবং লোকদেরকে নিদের্শ দিলেন যে তোমরা নিজ নিজ পাত্র খাবার দিয়ে পূর্ণ করে নাও, উপস্থিত সমস্ত লোকেরা নিজ নিজ পাত্র খাবার দিয়ে পূর্ণ করে নিল, এমন কোন পাত্র ছিল না যা খাবার দিয়ে পূর্ণ হয়নি, এরপর সবই খাবার খেতে শুরু করল এবং তৃপ্তি লাভ করল এবং খাবার অতিরিক্তও হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, আর আমি আল্লাহ্র রাসূল, যে ব্যক্তি এদু'টি কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন না"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-৩২৮ঃ সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে খাবার খাওয়ার সময় খাবারের তাসবিহ্ পাঠের আওয়াজ শুনতঃ

عن عبد الله بن مسعود (رضى اله عنه) قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাবার খাওয়ার সময় আমরা খাবারের তাসবিহ্ পাঠের আওয়াজ শুনতে পেতাম"।(বোখারী)[২]

মাসআলা-৩২৯ঃ কোরআ'ন মাজীদ কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকাও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একটি মোজেজাঃ

১ -কিতাবুল ঈমান, বাব দালীল আলা আন্না মান মাতা আলা তাওহীদ দাখালাল জান্না কাতআন।
২ -কিতাবুল মানাকেব,বাব আলামাতুন নাবুয়া ফিল ইসলাম।

عن ابي هريرة (رضى الله عنه) قال قال النبي (صلى الله عليه وسلم)ما من الانبياء نبي الا اعطى من الايات ما مثله آمن عليه البشر وانما كان الذى اتيت وحيا اوحاه الله الى فارجوا ان اكون ا كثرهم تابعا يوم القيامة (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সমস্ত নবীগণকে এমন মোজেজা দেয়া হয়েছে যা দেখে ঐ যুগের লোকেরা ঈমান এনেছে, কিন্তু আমাকে যে মো'জেজা দেয়া হয়েছে তাহল কোরআ'ন, যা ওহীর মাধ্যমে দেয়া হয়েছে, যার দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত লোকেরা উপকৃত হবে, তাই আমি আশা করি যে, কিয়ামতের দিন আমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা অধিক হবে"। (বোখারী)[১]

নোটঃকোরআ'ন মাজীদ সাহিত্যিকতার দিক থেকেও মো'জেজা, পূর্ববর্তী জাতিদের ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রেও মো'জেজা যা আজও কেউ ভুল বলে প্রমাণ করতে পারে নাই, এমনি ভাবে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ বর্ণনার ক্ষেত্রেও মো'জেজা যেমনঃ কবরের জীবন হাশরের মাঠ ইত্যাদি।

***

১ -কিতাব ফযায়েলুল কোরআ'ন, বাব কাইফা নাযালাল ওহী ওয়া আউয়্যালু মানাযার।

معراجه (صلى الله عليه وسلم)

মে'রাজের ঘটনা

মাসআলা-৩৩০ঃ আকাশে আরোহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেনঃ

মাসআলা-৩৩১ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের মধ্যেই মসজিদ হারাম থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত স্বশরীরে সফর করেছিলেনঃ

মাসআলা-৩৩২ঃ মে'রাজের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উর্ধ্ব জগতের কিছু দৃশ্য দেখানোঃ

سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير

অর্থঃ"পরম পবিত্র মহিমাময় সত্ত্বা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদ হারাম থেকে মসজিদ আকসা পর্যন্ত, যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি, যেন আমি তাঁকে আমার নিদর্শন সমূহ দেখিয়ে দেই, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা" । (সূরা বানী ইসরাঈল-১)

নোটঃ উল্লেখ্যঃ বাইতুল মাকদেস, আলকুদস, ইরোশিলম, ইলিয়া এই চারটি নাম একটি শহরের। ঐ শহরে এক বর্গ কিঃ মিঃ স্থানে অবস্থিত অঞ্চল যাকে হারাম আকসা বলা হয়, ঐ হারাম আকসায় ঐ মসজিদ অবস্থিত যাকে মসজিদ আকসা বলা হয়, এরই কথা কোরআ'ন মাজীদের উল্লেখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, মে'রাজের সময় এই মসজিদেই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত নবীগণের ইমমতি করেছেন, মসজিদ আকসাও ঐ তিন মসজিদের অন্তর্ভুক্ত যেখানে সোয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, অপর দু'টি মসজিদ হল মসজিদ হারাম এবং মসজিদ নবুবী। হারাম আকসায় মসজিদ আকসা ব্যতীত আরো একটি মসজিদ আছে যাকে মসজিদ কুব্বাতুস সাখরা বলা হয়, ঐ মসজিদে রয়েছে ঐ পাথর যেখান থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উর্ধ্বাগমন শুরু হয়েছিল, ঐ পাথরটি লম্বায় ১৭.৭মিঃ, দৈর্ঘে১৩.৫মিঃ, উচু ১০৫মিঃ, ঐ পাথরের উপর একটি গুম্বুজ তৈরী করা হয়েছে, যার প্রায় ২০বর্গ মিঃ, আর মাটি থেকে তার উচ্চতা ৩৫মিঃ, মসজিদ কুব্বাতুসসাখরের গুম্বুজ মসজিদ আকসার গুম্বুজ থেকে অনেক উঁচু, যার কারণে মানুষ সাধারণত কুব্বাতুস সাখরকেই মসজিদ আকসা মনে করে, অথচ এটা ঠিক নয়।

মাসআলা-৩৩৩ঃ বাইতুল মাকদেসে রওয়ানা হওয়ার আগে মসজিদ হারামে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সিনা চেক করা হয়েছে, সিনা এবং অন্তর জমজমের পানি দিয়ে ধৌত করা হয়েছে, এরপর অন্তরকে তার যথাস্থানে রাখা হয়েছে, আর সিনা ঈমান এবং হিকমত দিয়ে ভরপুর করে দেয়া হয়েছেঃ

عن قتادة (رضى الله عنه) عن انس بن مالك (رضى الله عنه) عن مالك بن صعصعة (رضى الله عنه) ان نبى الله (صلى الله عليه وسلم)حدثهم عن ليلة اسرى به بينما انا فى الحطيم وربما قال فى الحجر مضطجعا اذ اتانى آت فشق ما بين هذه يعنى من ثغرة نحره الى شعرته فاستخرج قلبى ثم اتيت بطست من ذهب مملوءة ايمانا فغسل قلبى ثم حشى ثم اعيد و فى رواية ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملى ايمانا وحكمة (متفق عليه)

অর্থঃ"কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তিনি মালেক বিন সা'সা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মে'রাজের রাতের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ আমি কা'বা ঘরের হাতীমে বা হিজরে শুয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় একজন ফেরেশ্‌তা আমার নিকট আসল, সে আমার বুক থেকে নিয়ে নাভী পর্যন্ত কাটল এবং আমার অন্তর বের করল, এরপর আমার নিকট একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হল, যা ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, আমার অন্তর জমজমের পানি দিয়ে ধৌত করা হল, এরপর তা যথাস্থানে রাখা হল, অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আমার পেট জমজমের পানি দিয়ে ধৌত করা হল, এরপর ঈমান ও হিকমত দিয়ে তা পরিপূর্ণ করে দেয়া হল"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-৩৩৪ঃ মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বোরাকে বহন করে নেয়া হয়েছে যা সাদা রংয়ের ছিল, আর আকৃতিতে তা ছিল গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট, তা ছিল দ্রুত গতি সম্পন্ন একটি প্রাণীঃ

মাসআলা-৩৩৫ঃ মাসজিদে আকসায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'রাকাত নামায আদায় করেছেনঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال اتيت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار دون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته حتى اتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة حتى تربط بها الانبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءنى جبرائيل باناء من خمر واناء من لبن فخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة (رواه مسلم)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমার নিকট বোরাক নিয়ে আসা হল,আর তা ছিল লম্বা সাদা গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট একটি প্রাণী, যতদূর দৃষ্টি পড়ে ততদূর তার পা পড়ত,আমি তার উপর আরোহণ করে বাইতুল মাকদেস পর্যন্ত পৌঁছলাম, ওখানে গিয়ে আমি বোরাককে ঐ খুঁটির সাথে বাঁধলাম যার সাথে অন্যান্য নবীগণ তাদের প্রাণীটিকে বেঁধে রেখেছিল, এরপর আমি মসজিদ আকসায় গিয়ে দু'রাকাত নামায আদায়

১ -মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ফিল মে'রাজ, আল ফাসলুল আউয়্যাল।

করলাম এরপর বাহিরে বের হলে জিবরীল আমার জন্য দু'টি পাত্র নিয়ে আসল, তার একটিতে ছিল মদ আর অপরটিতে ছিল দুধ, আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম, জিবরীল বললঃ আপনি ফিতরাত (ইসলাম) কে গ্রহণ করলেন"। (মুসলিম)[1]

নোটঃ অন্যান্য হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, তখন ওখানে সমস্ত নবীগণ উপস্থিত ছিলেন আর তিনি সমস্ত নবীগণকে ইমামতি করে দু'রাকাত নামায আদায় করেছেন।

মাসআলা-৩৩৬ঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীল (আঃ) এর সাথে মসজিদ আকসা থেকে আকাশ পর্যন্ত গেলেন, প্রথম আকাশে আদম(আঃ), দ্বিতীয় আকাশে ঈসা (আঃ) এবং ইয়াহইয়া (আঃ), তৃতীয় আকাশে ইউসুফ (আঃ)চতুর্থ আকাশে ইদরীস (আঃ) পঞ্চম আকাশে হারুন (আঃ), ৬ষ্ঠ আকাশে মূসা (আঃ), সপ্তম আকাশে ইবরাহীম (আঃ) এর সাথে সাক্ষাত হলঃ

মাসআলা-৩৩৭ঃ সমস্ত আকাশের দরজা রয়েছে যেখানে তার পাহাড়াদারও রয়েছেঃ

মাসআলা-৩৩৮ঃ মে'রাজের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাইতুল মা'মুরও দেখেছেনঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من انت؟ قال جبريل، قال: ومن معك؟ قال:محمد (صلى الله عليه وسلم)، قيل وقد بعث اليه، قال:قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بادم (صلى الله عليه وسلم)فرحب بي و دعا لى بخير ثم عرج بنا الى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من انت؟قال: جبريل، قيل ومن معك ؟ قال محمد (صلى الله عليه وسلم)، قيل وقد بعث اليه؟ قال:قد بعث اليه، ففتح لنا فاذا انا بابنى الخالة عيسى بن مريم ويحي بن زكريا صلوات الله وسلامه عليهما فرحباني ودعيا لى بخير ثم عرج بنا الى السماء الثالثة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل:من انت؟ قال: جبريل، قيل ومن معك؟ قال: محمد (صلى الله عليه وسلم) قيل وقد بعث اليه؟ قال: قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بيوسف (صلى الله عليه وسلم) واذا هو قد اعطى شطر الحسن، قال فرحب بي ودعا لى بخير ثم عرج بنا الى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل:من هذا قال: جبريل، قيل ومن معك؟ قال :محمد (صلى الله عليه وسلم)، قيل وقد بعث اليه قال: قد بعث اليه، ففتح لنا فاذا انا بادريس عليه السلام فرحب بي ودعا لى بخير قال الله عزوجل ورفعناه مكانا عليا، ثم عرج بنا الى السماء الخامسة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال محمد (صلى الله عليه وسلم) قيل وقد بعث اليه؟ قيل وقد بعث اليه، قال: قد بعث اليه، ففتح لنا فاذا انا بهارون عليه السلام فرحب بي ودعا لى بخير ثم عرج بنا الى السماء السادسة فاستفتح

১ -কিতাবুল ঈমান বাবুল ইসরা বি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

جبريل عليه السلام فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل ومن معك؟ قال: محمد (صلى الله عليه وسلم)، وقيل وقد بعث اليه، قال: قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بموسى عليه السلام فرحب و دعا لى بخير ثم عرج بنا الى السماء السابعة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل ومن معك؟ قال: محمد (صلى الله عليه وسلم)، قيل وقد بعث اليه، قال: قد بعث اليه، ففتح لنا فاذا انا بابراهيم عليه السلام مسندا ظهره الى البيت المعمور واذا هو يدخله كل يوم سبعون الف ملك لايعودون اليه (رواه مسلم)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ (মসজিদ আকসায় পৌঁছার পর জিবরীল (আঃ) আমাদের সাথে আকাশের দিকে আরোহণ করল, জিবরীল (আঃ) দরজা খোলার জন্য বললঃ তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল কে? জিবরীল উত্তরে বললঃ আমি জিবরীল, এরপর আবার জিজ্ঞেস করা হল তোমার সাথে কে? জিবরীল বললঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার জিজ্ঞেস করা হল তাঁর নিকট কি কাউকে পাঠানো হয়েছিল? জিবরীল বললঃ হাঁ পাঠানো হয়েছিল, এরপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হল, প্রথম আকাশে আদম (আঃ) কে পেলাম, তিনি আমাকে স্বাগতম জানালেন এবং আমার জন্য দোয়া করলেন, এরপর জিবরীল আমাদের সাথে দ্বিতীয় আকাশে আরোহণ করল জিবরীল দরজা খোলার জন্য বললঃ তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল কে? জিবরীল উত্তরে বললঃ আমি জিবরীল, এরপর আবার জিজ্ঞেস করা হল তোমার সাথে কে? জিবরীল বললঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার জিজ্ঞেস করা হল তাঁর নিকট কি কাউকে পাঠানো হয়েছিল? জিবরীল বললঃ হাঁ পাঠানো হয়েছিল, এরপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হল সেখানে দুই খালাত ভাই ঈসা বিন মারইয়াম এবং ইয়াহইয়া (আঃ) এর সাথে সাক্ষাত হল, তারা উভয়ে আমাকে স্বাগতম জানাল এবং আমার জন্য দোয়া করল, এরপর আমরা তৃতীয় আকাশে আরোহণ করলাম, জিবরীল দরজা খোলার জন্য বললঃ তখন তাকে জিজ্ঞেস করাহল কে? জিবরীল উত্তরে বললঃ আমি জিবরীল, এরপর আবার জিজ্ঞেস করা হল তোমার সাথে কে? জিবরীল বললঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার জিজ্ঞেস করা হল তাঁর নিকট কি কাউকে পাঠানো হয়েছিল? জিবরীল বললঃ হাঁ পাঠানো হয়েছিল, এরপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হল, সেখানে ইউসুফ (আঃ) কে পেলাম, যাকে আল্লাহ্ পৃথিবীর অর্ধেক সৌন্দর্য দান করেছেন, তিনি আমাকে স্বাগতম জানালেন এবং আমার জন্য দোয়া করলেন, এরপর আমরা চতুর্থ আকাশে আরোহণ করলাম, জিবরীল দরজা খোলার জন্য বললঃ তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল কে? জিবরীল উত্তরে বললঃ আমি জিবরীল, এরপর আবার জিজ্ঞেস করা হল তোমার সাথে কে? জিবরীল বললঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার জিজ্ঞেস করা হল তাঁর নিকট কি কাউকে পাঠানো হয়েছিল? জিবরীল বললঃ হাঁ পাঠানো হয়েছিল, এরপর আমাদের জন্য

দরজা খোলা হল, আমি সেখানে ইদরীস (আঃ) কে পেলাম, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেনঃ"আমি তাকে উচ্চে উন্নিত করেছিলাম।(সূরা মারইয়াম-৫৭)
তিনি আমাকে স্বাগতম জানালেন এবং আমার জন্য দোয়া করলেন, এরপর আমরা পঞ্চম আকাশের দিকে আরোহণ করলাম, জিবরীল দরজা খোলার জন্য বললঃ তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল কে? জিবরীল উত্তরে বললঃ আমি জিবরীল, এরপর আবার জিজ্ঞেস করা হল তোমার সাথে কে? জিবরীল বললঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার জিজ্ঞেস করা হল তাঁর নিকট কি কাউকে পাঠানো হয়েছিল? জিবরীল বললঃ হাঁ পাঠানো হয়েছিল, এরপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হল, ওখানে আমার সাথে হারুন (আঃ) এর সাক্ষাত হল, তিনি আমাকে স্বাগতম জানালেন এবং আমার জন্য দোয়া করলেন, এরপর আমরা ৬ষ্ঠ আকাশের দিকে আরোহণ করলাম জিবরীল দরজা খোলার জন্য বললঃ তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল কে? জিবরীল উত্তরে বললঃ আমি জিবরীল, এরপর আবার জিজ্ঞেস করা হল তোমার সাথে কে? জিবরীল বললঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার জিজ্ঞেস করা হল তাঁর নিকট কি কাউকে পাঠানো হয়েছিল? জিবরীল বললঃ হাঁ পাঠানো হয়েছিল, এরপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হল, সেখানে আমি মূসা (আঃ) কে পেলাম, তিনি আমাকে স্বাগতম জানালেন এবং আমার জন্য দোয়া করলেন, এরপর আমরা সপ্তম আকাশের দিকে আরোহণ করলাম, জিবরীল দরজা খোলার জন্য বললঃ তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল কে? জিবরীল উত্তরে বললঃ আমি জিবরীল, এরপর আবার জিজ্ঞেস করা হল তোমার সাথে কে? জিবরীল বললঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার জিজ্ঞেস করা হল তাঁর নিকট কি কাউকে পাঠানো হয়েছিল? জিবরীল বললঃ হাঁ পাঠানো হয়েছিল, এরপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হল, সপ্তম আকাশে আমি ইবরাহীম (আঃ) কে পেলাম, যিনি বাইতুল মা'মুরের দিকে পিঠ ঠেকিয়ে বসে ছিলেন, বাইতুল মা'মুর ঐ স্থান যেখানে প্রতি দিন সত্তর হাজার ফেরেশ্তা ইবাদত করার জন্য প্রবেশ করে, এরপর কেয়ামত পর্যন্ত ওখানে আর দ্বিতীয় বার প্রবেশ করার সুযোগ পায় না" ।(মুসলিম)[১]
নোটঃ কা'বা ঘরের সরাসরি উপরে সপ্তম আকাশে কা'বা ঘরের ন্যায় একটি মসজিদ রয়েছে যার নাম বাইতুল মা'মুর, ফেরেশ্তাগণ ওখানে ইবাদত করেন, ফেরেশ্তাগণের সংখ্যা এত অধিক যে, যেফেরেশ্তা একবার ওখানে প্রবেশ করেছে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয় বার আর সে ওখানে প্রবেশ করতে পারবে না, একই সাথে সত্তর হাজার ফেরেশ্তা ওখানে ইবাদত করতে পারে।

মাসআলা-৩৩৯ঃ সপ্তম আকাশের পর জিবরীল (আঃ) মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সিদরাতুল মোন্তাহা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেঃ

---

১ -কিতাবুল ঈমান,বাব আল ইসরা বিরাসুলিল্লাহহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

মাসআলা-৩৪০ঃ সিদরাতুল মোন্তাহার পার্শ্বে আল্লাহ্ তা'লা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কথা বলেছেন, ঐ সময়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল যা পরে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়েছেঃ

মাসআলা-৩৪১ঃআল্লাহ্ তা'লা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতের প্রতি দয়া করে এই সিদ্ধান্তও নিয়েছেন যে, নেক কাজের নিয়তের কারণে একটি সোয়াব হবে আর তা বাস্তবায়ন করলে দশটি সোয়াব দেয়া হবে, খারাপ কাজের নিয়ত করলে কোন শাস্তি নেই আর তা বাস্তবায়ন করলে পাপ পরিমাণে শাস্তি হবেঃ

মাসআলা-৩৪২ঃ আল্লাহ্ তা'লা সপ্তম আকাশের উপরে তাঁর আরশে সমুন্নত আছেনঃ

عن انس بن مالك ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال ثم ذهب الى السدرة المنتهى واذا ورقها كآذان الفيلة واذا اثمرها كالقلال، قال: فلما غشيها من امر الله ما غشي تغيرت فما احد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها فاوحى ففرض على خمسين صلاة فى كل يوم وليلة فنزلت الى موسى عليه السلام، فقال: ما فرض ربك على امتك؟ قلت خمسين صلوة فى كل يوم وليلة قال: فارجع الى ربك فاسأله التخفيف فان امتك لا يطيقون ذالك فانى قد بلوت بنى اسرائيل وخبرتهم قال فرجعت الى ربى فقلت يا رب! خفف على امتى فحط عنى خمسا فرجعت الى موسى عليه السلام فقلت حط عنى خمسا قال: ان امتك لايطيقون ذالك فارجع الى ربك فاسئله التخفيف، قال فلم ازل ارجع بين ربى تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال يا محمد انهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلواة عشر فذالك خمسون صلواة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فان عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت الى موسى عليه السلام فاخبرته قال: ارجع الى ربك فسألته التخفيف، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقلت قد رجعت الى ربى حتى استحييت منه (رواه مسلم)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ এর পর জিবরীল আমাকে সিদরাতুল মোন্ত াহায় নিয়েগেল, (ওখানে একটি বৃক্ষ রয়েছে) যার পাতা হাতির কানের মত, আর তার বড়ই বড় মাটির মটকার মত, ঐ বৃক্ষকে আল্লাহ্র নির্দেশে নূরে ঢেকে দিয়েছে, আর তখন ঐ বৃক্ষ এত সুন্দর হল যে তার বর্ণনা দেয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সেখানে আমার নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, আমার উপর প্রতি দিন ও রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হল, আমি মূসা (আঃ) এর নিকট আসলাম তখন মূসা (আঃ) জিজ্ঞেস করল আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ্ তা'লা কি ফরয করেছেন? আমি বললামঃ রাতে দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে, মূসা (আঃ) বলল আপনার রবের নিকট আবার যান এবং নামায কমিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করুন, আপনার উম্মত এই ভারি দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, আমি বানী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করেছি এব্যাপারে আমার বিরাট

অভিজ্ঞতা আছে। তাই আমি আমার রবের নিকট ফেরত গেলাম এবং আবেদন করলাম যে, হে আমার রব আমার উম্মতের উপর দেয়া এই দায়িত্ব হালকা করুন, আল্লাহ্ তা'লা পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন, আমি মূসা (আঃ) এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে বললামঃ যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দেয়া হয়েছে, মূসা(আঃ) বললেনঃ আপনার উম্মত এটাও পালন করতে পারবে না, আপনি আপনার রবের নিকট যান এবং নামায কমিয়ে দেয়ার আবেদন করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ এভাবে আমি আল্লাহ্ এবং মূসা (আঃ) এর মাঝে আসা যাওয়া করতে থাকলাম, শেষে আল্লাহ্ তা'লা বললেনঃ হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হল আর প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের সোয়াব দশ ওয়াক্ত নামাযের সোয়াবের সামান হবে এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান সোয়াব হবে। এরপর বললেনঃ যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজের নিয়ত করবে কিন্তু সে আমল করে নাই তার আমল নামায় একটি সোয়াব লিখা হবে, আর যদি সে ঐ ভাল কাজটি করে তাহলে তার আমল নামায় দশগুণ সোয়াব লিখা হবে, আর এর বিপরীতে যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজের নিয়ত করল কিন্তু তা বাস্তবায়ন করে নাই, তখন তার আমল নামায় কোন পাপ লিখা হবে না, আর যদি সে ঐ পাপটি করে তাহলে তার আমল নামায় একটি পাপই লিখা হবে। এরপর আমি সিদরাতুল মোন্তাহা থেকে নিচে নেমে মূসা (আঃ) এর নিকট পৌঁছলাম এবং তাঁকে বললামঃ তিনি বললেনঃ হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার রবের নিকট আবার যান এবং নামায কমিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন করুন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি আমার রবের নিকট অনেক বার গিয়েছি এখন তাঁর নিকট যেতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে"।(মুসলিম)[১]

নোটঃ সিদরাতুল মোন্তাহাঃ সপ্তম আকাশে একটি বড়ই গাছ আছে, তাকে মোন্তাহা এজন্য বলা হয় যে, ফেরেশ্তাগণ এরপরে আর যেতে পারে না, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সিদরা পর্যন্ত গিয়েছেন,কেউ কেউ এ স্থানকে মোন্তাহা এই জন্য বলেছেনঃ যে, নবী এবং ফেরেশ্তাগণ সহ সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানের সীমা এই সিদরা পর্যন্তই, এর পরে কি আছে তা একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন। হতে পারে এথেকে উপরোক্ত দুটো অর্থই বাস্তব সম্মত (আল্লাহ্ই এব্যাপারে ভাল জানেন)।

মাসআলা-৩৪৩ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপস্থিতিতে সিদরাতুল মোন্তাহায় আল্লাহ্র নূরের ঝলক পড়ে ছিল যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেনঃ

﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾

অর্থঃ"যখন বৃক্ষটি যার দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার তদ্বারা আচ্ছন্ন হচ্ছিল,তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি"।(সূরা নাজম-১৬,১৭)

১ -কিতাবুর ঈমান,বাব আল ইসরা বি রাসূলিল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

মাসআলা-৩৪৪ঃ সিদরাতুর মোন্তাহার পার্শ্বে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মানে তিনটি পান পাত্র রাখা ছিল, তার একটি দুধের আরেকটি মধুর আর তৃতীয়টি মদের, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুধের পাত্রটি গ্রহণ করেছিলেনঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رفعت الى السدرة فاتيت بثلاثة اقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فاخذت الذى فيه اللبن فشربت فقيل لى اصبت الفطرة انت وامتك (رواه البخارى)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন আমি সিদরাতুল মোন্তাহায় গেলাম, তখন আমার সামনে তিনটি পান পাত্র আনা হল, তার একটিতে ছিল দুধ, আরেকটিতে মধু আর অপরটিতে ছিল মদ, আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম এবং তা পান করলাম, তখন আমাকে বলা হল যে, আপনি এবং আপনার উম্মত ফিতরাতের (ইসলামের) রাস্তা গ্রহণ করলেন" । (বোখারী)[১]

মাসআলা-৩৪৫ঃ মেরাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র সাথে সরাসরি কথা বলেছেন কিন্তু আল্লাহকে তিনে দেখেন নাইঃ

عن ابى ذر (رضى الله عنه) قال سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هل رأيت ربك؟ قال نور انى اراه (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? তিনি বললেনঃ তিনি নূর দ্বারা বেষ্টিত আমি তাঁকে কিভাবে দেখব"? (মুসলিম)[২]

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾

অর্থঃ"নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, সিদরাতুল মোন্তাহার নিকটে, যার নিকট অবস্থিত বসবাসের জান্নাত" ।(সূরা নাজম-১৩,১৫)

নোটঃউল্লেখ্যঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীল (আঃ) কে দু'বার তার প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন, সর্বপ্রথম নবুয়ত লাভের সময় যার বর্ণনা সূরা নাজামের ৭, ৯ নং আয়াতে রয়েছে, দ্বিতীয়বার মে'রাজের সময় যার বর্ণনা উল্লেখিত আয়াতে এসেছে।

عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) قال لقد راى من ايات ربه الكبرى، قال راى جبريل عليه السلام فى صورته له ست مائة جناح (رواه مسلم)

---

১ -কিতাবুল ঈমান বাব মা'না কাউলিল্লাহি আয্যা ওয়া জাল্লা (ওলাকাদ রাআহু নাযলাতান ওখরা।

২ -কিতাবুল ঈমান বাবা মা'না কাউলিল্লাহি আয্যা ওয়াজাল্লা ওলাকাদ রাআহু নাযলাতান ওখরা।

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তিনি তাঁর রবের বড় বড় নিদর্শনসমূহ দেখেছেন, বর্ণনাকারী বলেন, তিনি জিবরীল (আঃ) কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন, তখন তার ছিল ছয়শত পাখা"। (মুসলিম)[১]

মাসআলা-৩৪৬ঃ মে'রাজের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাত দেখেছেনঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم انطلق بي جبريل حتى ناتى سدرة المنتهى فغشيها الوان لا ادرى ما هي قال ثم دخلت الجنة فاذا فيها جنابذ اللولوء واذا ترابها المسك (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ এরপর জিবরীল আমাকে নিয়ে চলতে শুরু করল আমরা সিদরাতুল মুন্তাহায় এসে পৌঁছলাম, তখন সিদরা (বড়ইগাছকে) এমন এক রং ঢেকে ফেলল যা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না যে তা কি ছিল? এরপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে মতির গুম্বুজ ছিল, যার মাটি ছিল মেশকের" (মুসলিম)[২]

মাসআলা-৩৪৭ঃ মে'রাজের সময় আল্লাহ্ তা'লা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর উম্মতের জন্য নিম্নোক্ত তিনটি উপহার দিয়েছেনঃ

১-পাঁচ ওয়াক্ত নামায, ২-সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত, ৩-যারা শিরক করেনা তাদেরকে ক্ষমা করার ওয়াদাঃ

عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) قال اعطى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثلاثا اعطى الصلوات الخمس واعطى خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا المقحمات (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ (মে'রাজের সময়) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ৩টি বিষয় দেয়া হয়েছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত, শিরক নাকারীদের জন্য তাদের কবীরা গোনাহসমূহ ক্ষমা করার ওয়াদা"। (মুসলিম)[৩]

মাসআলা-৩৪৮ঃ কাফেররা মে'রাজের ঘটনাকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করেছিল, যখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পরীক্ষা করতে চাইল তখন আল্লাহ্ তা'লা বাইতুল মাকদেসের দৃশ্য তাঁর সামনে তুলে ধরলেন যা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কার কাফেরদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলঃ

---

১ -কিতাবুল ঈমান,বাবমা'না কাউলিল্লাহি আয্যা ওয়া জাল্লা ওলাকাদ রাআহু নাযলাতান উখরা।

২ -কিতাবুল ঈমান ,বাবুল ইসরা বিরাসূলিল্লাহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

৩ - কিতাবুল ঈমান ,বাবুল ইসরা বিরাসূলিল্লাহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنه) قال: سمعت النبى (صلى الله عليه وسلم) يقول لما كذبتنى قريش قمت فى الحجر فجلى الله لى بيت المقدس فطفقت اخبرهم عن آياته وانا انظر اليه (رواه البخارى)

অর্থঃ"জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেনঃ যখন কোরাইশরা আমাকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করল তখন আমি হাতিমে উপস্থিত ছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা বাইতুল মাকদেসের দৃশ্য আমার সামনে তুলে ধরলেন, আমি ঐ দিকে তাকিয়ে তাদের উত্তরে আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের বর্ণনা দিচ্ছিলাম" । (বোখারী)[১]

১ - কিতাবুত্তাফসীর, বাব কাউলিহি সুবহানাল্লাযি আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ।

وفاته صلى الله عليه وسلم

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুঃ

মাসআলা-৩৪৯ঃ মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মধ্য রাতে মদীনার বাকী নামক কবরস্থানে যান, কবর যিয়ারত করেন এবং মৃত্যদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেনঃ

মাসআলা-৩৫০ঃবাকী থেকে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অসুস্থতা শুরু হয় এবং এঅসুস্থতা থেকেই তিনি মৃত্যু বরণ করেনঃ

عن ابى مويهبة (رضى الله عنه) مولى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال بعثنى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من جوف الليل فقال يا ابا مويهبة انى قد امرت ان استغفر الله لاهل البقيع فانطلق معى فانطلقت معه، فلما وقف بين اظهرهم قال السلام عليكم يا اهل المقابر لِيَهْنِ لكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه، لو تعلمون ما نجاكم الله منه، اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها اولها الاخرة شر من الاولى ثم اقبل على فقال يا ابا مويهبة! انى قد اتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وخيرات بين ذالك وبين لقاء ربى عزوجل والجنة قال: كنت بابى وامى فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، قال لا والله! يا ابا مويهبة لقد اخترت لقاء ربى ثم الجنة ثم استغفر لاهل البقيع ثم انصرف فبدى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى وجعه الذى قبضه الله عزوجل حين اصبح (رواه احمد والطبرانى)

অর্থঃ" রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আযাদকৃত গোলাম আবু মোআইহিবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা মধ্যরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেনঃ আবু মোআইহিবা ! আমাকে বাকীবাসীদের মাগফিরাত কামনা করার জন্য নিদের্শ দেয়া হয়েছে, আমার সাথে চল, আমি তাঁর সাথে চলতে লাগলাম, যখন তিনি ওখানে পৌঁছলেন তখন বললেনঃ হে কবর বাসী তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক, যে অবস্থায় মানুষ প্রভাত করছে এথেকে তোমাদের অবস্থা অনেক ভাল, হায়! তোমরা যদি জানতে যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে কি কি ফেতনা থেকে মুক্তি দিয়েছেন, ফিতনা অন্ধকার রাতের আধারের ন্যায় একের পর এক আসছে, আর পরে আসা ফেতনা পূর্বের ফেতনার তুলনায় কয়েকগুণ বড়, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার দিকে ফিরে বললেনঃ হে আবু মোআইহিবা আমাকে পৃথিবীর ধনভান্ডারসমূহের চাবি দেয়া হয়েছে, এরপর চিরস্থায়ী জীবন এবং এর পরে জান্নাতে যাওয়ার এখতেয়ার আমাকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ এবং জান্নাতে যাওয়া বেছে নিয়েছি, আমি বললামঃ আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আপনি পৃথিবীর বাদশাহী, চিরস্থায়ী জীবন এর পর জান্নাত বাছাই করতেন? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্র কসম! কখনো না, আমি আমার

রবের সাথে সাক্ষাৎ, এরপর জান্নাতে যাওয়া বাছাই করে নিয়েছি, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বাকী বাসীদের জন্য মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করলেন এবং ফিরে গেলেন, পরের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীরের অসুস্থতা শুরু হল যেই অসুস্থতায় তিনি মারা যান"। (আহমদ,তাবারানী)[১]

মাসআলা-৩৫১ঃ অসুস্থতা বৃদ্ধির কারণে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চলা ফিরা করতে কষ্ট অনুভব করছিলেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের অনুমতি নিয়ে আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে চলে গেলেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: ان كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليتعذر فى مرضه اين انا اليوم؟ اين انا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة فلما كان يومى قبضه الله بين سحرى ونحرى ودفن فى بيتى (رواه البخارى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুস্থতার শুরুতে তাঁর স্ত্রীগণকে জিজ্ঞেস করতেন যে, আজ আমার থাকার পালা কোথায়, আগামী দিন আমার থাকার পালা কোথায়? মুলত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একথা এই জন্য জিজ্ঞেস করতেন যে তিনি জানতে চাইতেন আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে তাঁর থাকার পালা কখন তা জানার জন্য, অতপর যখন আমার ঘরে থাকার পালা আসল তখন তিনি আমার বাহু এবং বুকের মাঝে ছিলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রূহ কবজ করেন"। (বোখারী)[২]

নোটঃআয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে যাওয়ার ঘটনা ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে।

মাসআলা-৩৫২ঃ মৃত্যুর ৬ দিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণকে তাঁর ঘরে ডাকলেন, সকলের উপস্থিতি দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হল আর তাঁর মুখ দিয়ে তাদের জন্য দোয়া করতে লাগলেনঃ

عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) قال نعى الينا حبيبنا ونبينا بابى هو ونفسى له الفداء قبل موته بست فلما دنا الفراق جمعنا فى بيت امنا عائشة (رضى الله عنها) فنظر الينا فدمعت عيناه ثم قال مرحبابكم وحياكم الله وحفظكم الله، اوكم الله ونصركم الله،هداكم الله، رزقكم الله،وفقكم الله، سلمكم الله وقبلكم الله اوصيكم بتقوى الله واوصى الله بكم واستخلفه عليكم انى لكم نذير مبين ان لا تعلوا على الله فى عباده وبلاده فان الله قال لى ولكم (تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) وقال (اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين) ثم

১ -মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ,কিতাব আলামাতুন নাবুয়া, বাব তাখিরিহি বাইনা দুনিয়া ওয়াল আখেরা(৮/১৪২৪৭)
২ -কিতাবুল জানায়েয,বাব মাযায়া ফি কাবরিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

قال (قد دنا الاجل والمنقلب الى الله والى سدرة المنتهى والى الجنة المأوى والكأس الاوفى والرفيق الاعلى(رواه البزار)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমাদের প্রিয় নবী তাঁর জন্য আমার জান এবং আমার পিতা কোরবান হোক, তিনি তাঁর মৃত্যুর ছয় দিন পূর্বে আমাদেরকে তাঁর অসুস্থতার কথা জানালেন, যখন তাঁর মৃত্যুর সময় কাছিয়ে আসল তখন তিনি আমাদেরকে আমাদের মা আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে সমবেত করলেন, আমাদেরকে দেখে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়েগেল, তিনি বলতে লাগলেন, স্বাগতম, আল্লাহ্ তোমাদের হায়াত দারাজ করুন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে হেফাজত করুন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর আশ্রয়ে রাখুন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করুন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে হেদায়েতের আলোকে আলোকিত করুন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সর্বপ্রকার নে'মত দান করুন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৎ আমলের তাউফিক দান করুন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিরাপদে রাখুন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে কবুল করুন, আমি তোমাদেরকে গুরুত্ব আরোপ করছি আল্লাহ্ ভিতির ব্যাপারে, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া করছি, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র হেফাজতে রাখছি, নিঃসন্দেহে আমি পরিষ্কার একজন ভয় প্রদর্শনকারী, আল্লাহ্র বান্দাদের ব্যাপারে এবং তাঁর পৃথিবীতে অবাধ্য হবে না, আল্লাহ্ আমার এবং তোমাদের জন্য এরশাদ করেছেনঃ

এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না, আল্লাহ্ভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম" । (সূরা কাসাস-৮৩)

তিনি আরো বলেনঃ

অহংকারকারীদের আবাস স্থল জাহান্নাম নয় কি"?(সূরা যুমার-৬০)

এরপর তিনি বললেনঃ মৃত্যু অতি সন্নিকটে এখন আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন, সিদরাতুল মোন্তাহার নিকটে, জান্নাতুল মা'ওয়ার নিকটে, উত্তম প্রতিদান নিয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর নিকটে" । (বাযযার)

মাসআলা-৩৫৩ঃ মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে রোজ বুধবারে তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল, তিনি বললেনঃ আমার শরীরে সাত কলশী পানি ঢাল, যেন জ্বরের তাপ কমেঃ

মাসআলা-৩৫৪ঃ তাঁর পবিত্র শরীরে পানি ঢালার পর তাঁর মাঝে শান্তি অনুভব হল, সাহাবাগণকে জোহারের নামায পড়ালেন, এরপর মিম্বরে উঠলেন এবং বক্তব্য প্রদান করলেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما دخل بيتى واشتد به وجعه قال هريقوا على من سبع قرب لم تحلل اوكيتهن لعلى اعهد الى الناس فاجلسناه فى مخضب لحفصة (رضى الله عنها) زوج النبى (صلى الله عليه وسلم) ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب

১ -মাজমাউয্যওয়ায়েদ,কিতাব আলামুননাবুয়া,বাব ফি ওদায়িহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ।(৮/১৪২৫১)

حتى طفق يشير الينا بيده ان قد فعلتن قالت: ثم خرج الى الناس فصلى بهم وخطبهم (رواه البخارى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার ঘরে আসলেন, তখন তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল, তিনি বললেনঃ আমার শরীরে সাত কলশী পানি ঢাল, এমন কলশি যার মুখ খোলা হয় নাই (অর্থাৎ যে কলশী থেকে পানি নেয়া হয় নাই) যেন অসুস্থতা একটু কমলে আমি লোকদেরকে উপদেশ দিতে পারি, তাই আমরা তাঁকে উম্মুল মুমেনীন হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বাড়ির একটু উচু স্থানে তাঁকে বসালাম এবং তাঁর শরীরে পানি ঢালতে লাগলাম, শেষে তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করলেন 'বাস বাস', এরপর তিনি ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদের দিকে বের হলেন, লোকদেরকে নামায পড়ালেন এবং মিম্বরে বসে বক্তব্য দিলেন" ।(বোখারী)[১]

মাসআলা-৩৫৫ঃ বক্তব্যের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণকে ইঙ্গিতে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করালেন, যা শুধু আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুই) বুঝতে পেরেছিলেন ঃ

মাসআলা-৩৫৬ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবুবকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জান এবং মালদিয়ে সেবা করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন, এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরও মসজিদে যাতায়াতের জন্য আবুকরের ঘরের দরজা খোলা রাখার জন্য অনুমতি স্থায়ী করলেনঃ

عن ابى سعيد الخدرى (رضى الله عنه) قال: خطب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبينما عنده فاختار ذالك العبد ما عند الله قال:فبكى ابوبكر الصديق (رضى الله عنه) فعجبنا لبكائه ان يخبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن عبد خير فكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هو المخير وكان ابوبكر (رضى الله عنه) اعلمنا فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان امن الناس على فى صحبته وماله ابو بكر (رضى الله عنه) ولو كنت متخذا خليلا غير ربى لاتخذن ابابكر خليلا ولكن اخوة الاسلام ومودته لايبقين فى المسجد باب الا سد الا باب ابى بكر (رضى الله عنه) (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদের মাঝে বক্তব্য পেশ করলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এক বান্দাকে এখতেয়ার দিয়েছেন যে যদি সে চায় তাহলে আল্লাহ্র নিকট যে নে'মত আছে তা গ্রহণ করবে আর চাইলে পৃথিবীতে থাকবে, তখন ঐ বান্দা আল্লাহ্র নিকট যে নে'মত রয়েছে তা গ্রহণ করেছে, একথা শুনে আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কাঁদতে

১ -কিতাবুল মাগাযী,বাব মারায়ুন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া ওফাতিহি।

শুরু করলেন, আমরা আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কান্না দেখে আশ্চার্য হলাম, যে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো কোন একজন ব্যক্তির কথা বলেছেন, অথচ ঐ এখতিয়ার প্রাপ্ত লোকটি ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাস্তবেই আমাদের চেয়ে ভাল জ্ঞানী ছিল, তিনি ঐ বক্তব্যে একথাও বলেছেন যে, লোকদের মধ্যে নিজের জান এবং মাল দিয়ে সবচেয়ে বেশি যে ব্যক্তি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে সে হল আবুবকর, যদি আমি আমার রবকে ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে সে হত আবুবকর, কিন্তু এখন তার সাথে রয়েছে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং ভালবাসার সম্পর্ক, এখন থেকে ঘর থেকে মসজিদে আসার সমস্ত দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হবে একমাত্র আবুবকরের ঘর থেকে মসজিদে আসার দরজা খোলা থাকবে"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-৩৫৭ঃ তিনি বক্তব্যে একথাও বললেনঃ আমাকে আল্লাহ্ তাঁর বন্ধু করেছেন, তাই আমি এখন আর অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা পছন্দ করছি না এরপর মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন যে সাবধান কোন কবরকে মসজিদ বানাবে নাঃ

عد جندب (رضى الله عنه) قال: سمعت النبى (صلى الله عليه وسلم) قبل ان يموت بخمس وهو يقول انى ابرء الى الله ان يكون لى منكم خليل فان الله قد اتخذنى خليلا كما اتخذ الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا ولوكنت متخذا من امتى خليلا لاتخذت ابابكر خليلا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مسجد انى انهاكم عن ذالك (رواه مسلم)

অর্থঃ"জুন্দুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে একথা বলতে শুনেছি, আমি আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করতে চাইনা, কেননা আল্লাহ্ আমাকে এমনভাবে তাঁর বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন যেমন ইবরাহীম (আঃ) কে তাঁর বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যদি আমি আমার উম্মতের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করতাম তাহলে আবুবকরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করতাম, আর সাবধান হও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীদের এবং সৎ লোকদের কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে, তোমরা কবরকে মসজিদ বানাবে না, আমি তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করছি"। (মুসলিম)[২]

মাসআলা-৩৫৮ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিদায় বেদনায় মদীনার আনসারগণের বিরহের কথা যখন তিনি জানতে পারলেন তখন তিনি আনসারদের

---

১ -কিতাব ফাযায়েল আসহাবিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), বাব কাউলি ন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাদ্দু আবওয়াব ইল্লা বাব আবি বাকর।

২ -কিতাবুল মাসাজিদ, বাবুননাহি আনি বিনায়িল মাসজিদ আলাল কুবুর।

প্রতি তাঁর ভালবাসার নিদর্শন সরূপ লোকদেরকে আনসারদের সাথে ভাল আচরণ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলেনঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) يقول: مر ابوبكر (رضى الله عنه) والعباس (رضى الله عنه) بمجلس من مجالس الانصار وهويبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبى (صلى الله عليه وسلم) منا فدخل على النبى (صلى الله عليه وسلم) فاخبره بذالك قال: فخرج النبى(صلى الله عليه وسلم) وقد عصب على رأسه حاشية برد فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذالك اليوم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اوصيكم بالانصار فانهم كرشى وعيبتى وقد قضوا الذى عليهم وبقى الذى لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم (رواه البخارى)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবুবকর এবং আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আনসারদের এক বৈঠকের পাশদিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তারা উভয়ে দেখতে পেল যে আনসারগণ কান্নাকাটি করছে, তারা জিজ্ঞেস করল যে তোমরা কেন কান্না কাটি করছ, আনসারগণ বললঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সংস্পর্শের কথা আমাদের স্মরণ হচ্ছে, তারা উভয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে আনসারদের বৈঠকের কথা জানাল, তিনি তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে আসলেন, তখন তিনি তাঁর কপালে মাথা ব্যাথার কারণে মোটা কাপড় বেধে রেখেছিলেন, তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন এরপরে তিনি আর কখনো মিম্বরে আরোহণ করেন নাই, তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করার পর বললেনঃ আনসারগণ আমার কলিজার টুকরা, আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করার জন্য তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে এখন তাদের পাওনা বাকী (জান্নাত)। তাদের মধ্যে যারা ভাল লোক তাদের সাথে ভাল আচরণ করা এবং যারা খারাপ লোক তাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-৩৫৭ঃ বক্তব্য দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেকে মুসলমানদের সামনে জবাবদিহিতার জন্য পেশ করলেন, এবং বললেনঃ স্মরণ রাখ পৃথিবীর লাঞ্ছনা পরকালের লাঞ্ছনার চেয়ে অনেক সহজঃ

عن الفضل بن عباس (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يا ايها الناس انى قد دنا منى حقوق من بين اظهركم فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهرى فليستقدٌ منه الا ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضى فليستقدٌ منه ثم نزل فصلى الظهر ثم عاد الى المنبر فعاد لمقالته فى الشحناء او غيرها ثم قال يا ايها الناس من كان عنده شئ فليرده ولايقبل فضوح الدنيا الا وان فضوح الدنيا ايسر من فضوح الاخرة (رواه الطبرانى)

---

১ -কিতাবুল মানাকেব, বাব কাউলিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আকবিলু মিন মাহাসিনিহিম ওয়া তাযাওযু আন মাসিয়িহিম।

অর্থঃ" ফযল বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হে মানব মন্ডলী তোমাদের মাঝে থাকা অবস্থায় আমার কিছু কিছু মানুষের অধিকারের কথা স্মরণে আসছে, অতএব যার পিঠে আমি আঘাত করেছি তার জন্য আমার পিঠ প্রস্তুত করেদিলাম সে আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিক, আর আমি যদি কাউকে অপমান করে থাকি তাহলে সেওযেন আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেয়, এরপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বিনয় প্রদর্শন পূর্বক ঐ কথাগুলোই বললেন এছাড়া আরো কিছু কথা বললেন এরপর বললেনঃ যার নিকট অপরের কোন হক রয়েছে, সেযেন তা ফিরিয়ে দেয় এবং একথা যেন না বলে যে এতে তো লাঞ্ছনা রয়েছে, স্মরণ রাখ পরকালের লাঞ্ছনার তুলনায় পৃথিবীর লাঞ্ছনা অনেক কম"। (ত্বাবারানী এবং আবু ইয়ালা)[১]

মাসআলা-৩৬০ঃ মৃত্যুর চার দিন পূর্বে রোগ বৃদ্ধি পেল তিনি ওসিয়তনামা লিখতে চাইলেন, কিন্তু মারাত্বক অসুস্থতার কারণে লিখতে পারলেন নাঃ

মাসআলা-৩৬১ঃ মারাত্তক অসুস্থতা নিয়ে মৌখীকভাবে তিনটি উপদেশ দিলেনঃ (১) মোশরেকদেরকে আরব ভূমি থেকে বের করে দেয়া।(২) ভিনদেশী দূতদেরকে ঐভাবে সম্মান করা যেভাবে আমি করতাম (৩) তৃতীয় উপদেশটি বর্ণনাকারী ভুলে গেছেনঃ

عن سعيد ابن جبير (رضى الله عنه) قال عن ابن عباس (رضى الله عنهما): يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وجعه فقال ائتونى اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغى عند نبى تنازع، فقالوا: ماشأنه اهجر؟ استهمواه فذهبوا يردون عليه فقال دعونى فالذى انا فيه خير مما تدعوننى اليه واوصاهم بثلاث، فقال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب واجيزوا لوفد بنحو ما كنت اجيزهم وسكت عن الثالثة او قال فنسيتها (رواه البخارى)

অর্থঃ" সাঈদ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেনঃ বৃহস্প্রতি বার দিন, বৃহস্প্রতি বার দিন কি ? কতইনা বেদনাদায়ক দিন ছিল বৃহস্প্রতি বার, সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তিনি বললেনঃ আমার নিকট কাগজ কলম নিয়ে আস, আমি তোমাদের জন্য উপদেশনামা লিখে দিব, যার পরে তোমরা আর কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, সাহাবাগণ নিজেদের মধ্যে মতভেদ করতে লাগল, (যে কাগজ কলম আনা যাবে না, আনা যাবে না) অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে মতভেদ করা উচিত ছিল না, কোন কোন সাহাবী বললঃ কি হয়েছে তিনি কি চলে গেছেন? দ্বিতীয় বার তাঁর কাছ থেকে জেনে নাও, তখন তারা তাঁর নিকট গেল, তখন তিনি বললেনঃ আমাকে এভাবেই থাকতে দাও, আমি যেভাবে আছি তা অনেক ভাল ঐ অবস্থা থেকে যেদিকে তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছ। এরপর তিনি মৌখিকভাবে তিনটি

---

১ -মাজমাউযযাওয়ায়েদ,কিতাব আলামাতুননাবুয়া,বাব ফি ওদায়িহি -২(৮/১৪২৫২)

ওসিয়ত করলেন, মোশরেকদেরকে আরব ভূমি থেকে বের করে দেয়া, বিদেশী দূতদেরকে আমি যেভাবে সম্মান করেছি সেভাবে তোমরাও তাদেরকে সম্মান করবে। তৃতীয়টি আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন নাই অথবা বর্ণনাকারী বলেছেনঃ যে তৃতীয়টি আমি ভুলে গেছি" ।(বোখারী)[১]

মাসআলা-৩৬৩ঃ তৃতীয় উপদেশটি ছিল কোরআ'ন মাজীদ অনুযায়ী আমল করা (এব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন)ঃ

عن طلحة (رضى الله عنه) قال: سألت عبد الله بن ابى اوف: اوصى النبى؟ فقال: لا، فقلت: كيف كتب على الناس الوصية امروابها ولم يوص؟ قال: اوصى بكتاب الله (رواه البخارى)

অর্থঃ" ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আবদুল্লাহ্ বিন আবু আওফা কে জিজ্ঞেস করলাম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি কোন উপদেশ দিয়েছেন? আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরে বললঃ না, আমি বললাম এটা কিভাবে হয় কোরআ'ন মাজীদে তো উপদেশ দেয়ার জন্য নিদের্শ দেয়া হয়েছে অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওসিয়ত করেন নাই? আবদুল্লাহ্ উত্তরে বললঃ হাঁ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোরআ'ন মাজীদ অনুযায়ী আমল করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন" । (বোখারী)[২]

মাসআলা-৩৬৪ঃ মৃত্যুর চার দিন পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ বৃহস্পতিবার মাগরীব পর্যন্ত সমস্ত নামাযে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে ইমামতি করেছেনঃ

عن ام الفضل بنت الحارث (رضى الله عنها) قالت: سمعت النبى (صلى الله عليه وسلم) يقرأ فى المغرب(بالمرسلات عرفا) ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله (رواه البخارى)

অর্থঃ" উম্মুল ফযল বিনতুল হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মাগরীবের নামাযে সূরা মুরসালত তেলাওয়াত করতে শুনেছি, এরপর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে আর কোন নামায পড়ান নাই" । (বোখারী)[৩]

মাসআলা-৩৬৫ঃ এশার নামাযের সময় হওয়া পর্যন্ত অসুস্থতা এত বৃদ্ধি পেল যে তিনি বার বার বেহুশ হয়ে যেতে লাগলেন, তখন তিনি আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে এশার নামায পড়ানোর জন্য নিদের্শ দিলেনঃ

عن سالم بن عبيد (رضى الله عنه) قال: اغمى على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى مرضه ثم افاق، فقال: (احضر الصلوة؟) قالوا:نعم! قال(مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر فليصل بالناس) ثم اغمى عليه فافاق، فقال (احضر الصلوة؟) فقالوا نعم! قال مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر فليصل

১ -কিতাবুল মাগাযী,বাব মারাযুন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া ওফাতিহি।
২ -কিতাব ফাযায়েলুল কোরআ'ন, বাব আলওসাতু বিকিতাবিল্লাহি আযযা ওয়া জাল্লা।
৩ -কিতাবুল মাগাযী, বাব মারাযুন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ওয়া ওফাতিহি।

بالناس ثم اغمى عليه فافاق، فقال (احضر الصلوة؟) فقالوا :نعم ! قال مروا بلالا فليؤذن ومروا ابابكر فليصل بالناس قال عائشة (رضى الله عنها): ان ابى رجل اسيف فاذا قام ذالك المقام يبكى لا يستطيع فلو امرت غيره، ثم اغمى عليه فافاق، فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر فليصل بالناس، فانكن صواحب يوسف او صواحبات يوسف، قال: فأُمِرَ بلال فاذن وأُمِرَ ابو بكر فصلى بالناس (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"সালেম বিন উবাইদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুস্থ অবস্থায় বেহুশ হয়ে গেলেন যখন হুশ ফিরে আসল তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন এশার নামাযের সময় হয়ে গেছে? সাহাবাগণ বললঃ হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)তিনি বললেনঃ বেলালকে বল সেযেন আযান দেয় আর আবুবকরকে বল সেযেন লোকদেরকে নামায পাড়ায়, এরপর তিনি রোগ বৃদ্ধির কারণে আবার বেহুশ হয়ে গেলেন, হুশ ফিরে আসলে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন নামাযের সময় হয়েছে কি? সাহাবাগণ বললঃ হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তিনি বললেনঃ বেলালকে বল সেযেন আযান দেয় আর আবুবকরকে বল সেযেন লোকদেরকে নামায পাড়ায়, এরপর তিনি রোগ বৃদ্ধির কারণে আবার বেহুশ হয়ে গেলেন, হুশ ফিরে আসলে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন নামাযের সময় হয়েছে কি? সাহাবাগণ বললঃ হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তিনি বললেনঃ বেলালকে বল সেযেন আযান দেয় আর আবুবকরকে বল সেযেন লোকদেরকে নামায পাড়ায়, এরপর তিনি রোগ বৃদ্ধির কারণে আবার বেহুশ হয়ে গেলেন, হুশ ফিরে আসলে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন নামাযের সময় হয়েছে কি? সাহাবাগণ বললঃ হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তিনি বললেনঃবেলালকে বল সেযেন আযান দেয় আর আবুবকরকে বল সেযেন লোকদেরকে নামায পাড়ায় তোমরা তো ইউসুফ (আঃ) এর সাথীদের ন্যায় আচরণ করছ, তখন বেলালকে বলা হল তখন তিনি আযান দিলেন এবং আবুবকরকে বলা হল তখন তিনি নামায পড়ালেন" । (ইবনু মাযা)[১]

নোটঃ মিসরীয় নারীরা বাহ্যিকভাবে আযীয মিসরের স্ত্রীকে ইউসুফ (আঃ) কে ভালবাসার কারণে দোষারোপ করছিল কিন্তু তারা যখন ইউসুফ (আঃ) কে দেখল তখন নিজেরাও ইউসুফ (আঃ) এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ নাহয়ে পারছিল না, অর্থাৎ ঐ নারীদের মুখে তার প্রতি দোষারোপ ছিল বটে কিন্তু অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসাও ছিল, যেন যবান এবং অন্তরের ভাষার মধ্যে পাথর্ক্য ছিল। এখানেও বাহ্যিকভাবে আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) দেখাচ্ছিলেন যে, আবুবকরের অন্তর নরম তাই সে ক্বেরাত করে নামায আদায় করতে পারবে না, কিন্তু মনে মনে ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরে

---

১ - আবওয়াব একামাতুস্‌সালা,বাব মাযায়া ফিসালাতি রাসুলিল্লাহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফি মারাযিহি ।(১/১০১৯)

যেব্যক্তি ঐ মোসল্লায় দাঁড়াবে লোকেরা তাকে অসুভ মনে করবে, 'ইউসুফ (আঃ) এর মত ঘটনা' একথা বলার পিছনে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই উদ্দেশ্য ছিল।(আল্লাহই এ সম্পর্কে ভাল জানেন)

- রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় তাঁর নিদের্শ ক্রমে আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সতের ওয়াক্ত নামাযে ইমামতি করেছেন।

মাসআলা-৩৬৬ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুর এক বা দু'দিন পূর্বে আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জোহরের নামায পড়াচ্ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছুটা আরাম অনুভব করলেন তখন দু'জনে ধরে তাঁকে মসজিদে নিয়ে গেল এবং তিনি আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বাম পার্শ্বে এসে বসে গেলেনঃ

মাসআলা-৩৬৭ঃ বাকী নামায আবুবকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইমামতিতে আদায় করলেন আর অন্যরা আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ইমামতিতে নামায আদায় করলঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: فلما دخل فى الصلوة وجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان فى الارض حتى دخل المسجد فلما سمع ابوبكر (رضى الله عنه) حسه ذهب ابوبكر (رضى الله عنه) يتأخر فاوما اليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فجاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى جلس عن يسار ابى بكر (رضى الله عنه) فكان ابوبكر (رضى الله عنه) يصلى قائما وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يصلى قاعدا يقتدى ابوبكر (رضى الله عنه) بصلواة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والناس يقتدون بصلوة ابى بكر رضى الله عنه (رواه البخارى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জোহরের নামায পড়াতে শুরু করল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলেন, তাই তিনি দু'জন ব্যক্তির কাঁধে ভর করে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের কাঁধে ভর করে পা ছেচরিয়ে মসজিদে গেলেন, আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমন অনুভব করে পিছনে সরে আসতে চাইল, তিনি তাকে তার স্থনে থাকার জন্য ইঙ্গিত করলেন, তিনি আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বাম পার্শ্বে এসে বসলেন, আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসে বসে নামায আদায় করছিলেন, আবুবকর রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইমামতে নামায আদায় করছিলেন আর অন্যরা আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) ইমামতে নামায আদায় করছিল। (বোখারী)[১]

১ -কিতাবুল আযান,বাব আররাজুলুইয়াতাম্মু বিল ইমাম ওয়াতাম্মুন্নাছ বিল মা'মুম।

মাসআলা-৩৬৮ঃ মৃত্যুর একদিন পূর্বে তাঁর সেবাকারীরা তাঁকে ঔষধ পান করাতে চাইলে তিনি নিষেধ করলেন, সেবা কারীরা তাঁর বেহুশ অবস্থায় তাঁকে ঔষধ পান করাল হুশ ফিরে আসার পর তিনি বললেন এই ঔষধ সবাইকে পান করাওঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: لددناه فى مرضه فجعل يشير الينا ان لا تلدونى فقلنا كراية المريض للدواء فلما آفاق قال الم انهكم ان تلدونى:قلنا: كراهية المريض للدواء،فقال لايبقى احد فى البيت الا لد وانا انظر الا العباس فانه لم يشهدكم (رواه البخارى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অসুস্থতার সময় আমরা তাঁকে ঔষধ পান করাতে চাইলাম, তখন তিনি নিষেধ করলেন, যে, আমার মুখে ঔষধ দিবে না, আমরা মনে করলাম যে রোগীরা ঔষধ পছন্দ করে না তাই তিনি নিষেধ করছেন, তাই আমরা তাঁকে ঔষধ পান করালাম, এরপর যখন তাঁর হুশ ফিরে আসল তখন তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে ঔষধ পান করাতে নিষেধ করি নাই? আমরা বললাম ঃ আমরা মনে করেছিলাম যে রোগীরা ঔষধ পছন্দ করেনা তাই আপনি তা থেকে নিষেধ করেছেন, তখন তিনি বললেনঃ এখন ঘরের সবাইকে এই ঔষধ পানকরাও একমাত্র আব্বাসকে ব্যতীত কেননা সে তখন ঘরে ছিল না"। (বোখারী)[১]

মাসআলা-৩৬৯ঃ মৃত্যুর দিন অর্থাৎ সোম বার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্থ ছিলেন, ফযরের নামাযের সময় মসজিদ এবং তাঁর ঘরের মাঝে ঝুলানো পর্দা সরালেন, আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লোকদেরকে নামায পড়াচ্ছিলেন,জামাত বদ্ধ নামাযের দৃশ্য দেখে মনে আনন্দ উপভোগ করছিলেন তাই আবারো পর্দা সরালেনঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) ان المسلمين بيناهم فى صلاة الفجر من يوم الاثنين و ابوبكر (رضى الله عنه) يصلى لهم لم يفجاهم الا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد كشف ستر حجرة عائشة (رضى الله عنها) فنظر اليهم وهم فى صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنكص ابوبكر (رضى الله عنه) على عقبيه ليصل الصف وظن ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يريد ان يخرج الى الصلاة فقال انس (رضى الله عنه) وهم المسلمون ان يفتتنوا فى صلاقم فرحا برسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاشار اليهم بيده رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ان اتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وارخى الستر (رواه البخارى)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, সোমবার দিন মুসলমানগণ আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) এর পিছনে ফযরের নামায আদায় করছিল, এমতাবস্থায় তিনি হঠাৎ আসলেন, তিনি আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরের পর্দা সরালেন এবং মুসলমানদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তখন তারা নামাযে কাতার বন্দী হয়ে নামায আদায়

১ -কিতাবুল মাগাযী, বাব মারাজুন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া ওফাতিহি।

করছিল, নামাযের দৃশ্য দেখে প্রথমে মুচকি হাসলেন, এরপর আনন্দের হাসি হাসলেন, আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মনে করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযের জন্য আসছেন, তাই তিনি পিছনে আসতে চাইলেন, যেন কাতারে শামীল হতে পারেন, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ সাহাবাগণও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখে আনন্দে এতটা আত্মহারা হল যে তারা তাদের নামায ছেড়ে তাঁকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিল, তিনি তাঁর হাতে ইশারা করে বুঝালেন যে, নামায পূর্ণ কর। এরপর তিনি পর্দা নামিয়ে দিলেন এবং ঘরে ফিরে গেলেন" ।(বোখারী)[১]

মাসআলা-৩৭০ঃ মৃত্যুর দিন তাঁর প্রিয় কন্যা ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে নিজেই স্মরণ করলেন এবং তাঁকে নিজের মৃত্যুর পূর্বাভাস দিলেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: دعا النبى (صلى الله عليه وسلم) فاطمة (رضى الله عنها) فى شكواة الذى قبض فيه سارها بشئ فبكت ثم دعاها فسارها بشئ فضحكت فسألنا عن ذالك فقالت: سارنى النبى (صلى الله عليه وسلم) انه يقبض فى وجعه الذى توفى فيه فبكيت ثم سارنى فاخبرنى انى اول اهله يتبعه فضحكت (رواه البخارى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর অসুস্থতার সময় ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে ডাকলেন এবং কানে কানে তাকে কিছু কথা বললেন, তখন সে কাঁদতে লাগল, এরপর আবার তাকে ডেকে তার কানে কানে আরো কিছু কথা বললেন, তখন সে হাসতে লাগল, আমরা ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তখন সে বললঃ প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কানে কানে বললেনঃ তিনি এই অসুস্থতায় মৃত্যু বরণ করবেন, আমি তাতে কাঁদতে শুরু করলাম, এরপর আবার বললেনঃ আমার পরিবারের মধ্যে তুমি সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে তাতে আমি হাসতে লাগলাম" । (বোখারী)[২]

মাসআলা-৩৭১ঃ মৃত্যুর সামান্য আগে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেসওয়াক করেছেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: دخل على عبد الرحمن وبيده السواك وانا مسندة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرأيته ينظر اليه وعرفت انه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فاشار برأسه ان نعم فتناولته فاشتد عليه وقلت، الينه لك؟ فاشار برأسه ان نعم، فلينته فامره (رواه البخارى)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার উপর হেলান দিয়েছিলেন, এমতাবস্থায় আমার ভাই আবদুর

---

১ -কিতাবুল মাগাযী, বাব মারাযুননাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া ওফাতিহি।

২ -কিতাবুল মাগাযী, বাব মারাযু ননাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া ওফাতিহি।

রহমান আসল, তার হাতে মেসওয়াক ছিল, আমি দেখলাম যে তিনি মেসওয়াকের দিকে তাকিয়ে আছেন, আমি জানতাম যে তিনি মেসওয়াক কত পছন্দ করেন, আমি বললামঃ আপনার জন্য মেসওয়াক নিব? তিনি মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেনঃ হ্যাঁ। আমি ঐ মেসওয়াক নিয়ে তাঁকে দিলাম, কিন্তু তিনি অসুস্থতার আধিক্যের কারণে মেসওয়াক চিবাতে পারলেন না, আমি বললামঃ আমি কি মেসওয়াকটি নরম করে দিব, তিনি মাথা দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেনঃ হ্যাঁ কর। আমি তা চিবিয়ে নরম করলাম, তখন তিনি ঐ মেসওয়াক ব্যবহার করলেন।(বোখারী) [১]

মাসআলা-৩৭২ঃ রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকলে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ মনে হচ্ছে বিষ মেশানো বকরীর প্রতিক্রিয়ায় আমার রগ ছিড়ে যাচ্ছেঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: كان النبى (صلى الله عليه وسلم) يقول فى مرضه الذى مات فيه يا عائشة! ما ازال اجد الم الطعام الذى اكلت بخيبر فهذا او ان وجدت انقطاع ابهرى من ذالك السم (رواه البخارى)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন ঐ রোগের সময় তিনি বলতেন, হে আয়শা! এখনো আমি বিষ মেশানো বকরীর মাংস খাওয়ার কষ্ট অনুভব করছি, যা আমি খায়বারে খেয়েছিলাম, এখন আমার মনে হচ্ছে যে ঐ বিষের প্রতিক্রিয়ায় আমার রগ ছিড়ে যাচ্ছে"। (বোখারী)[২]

মাসআলা-৩৭৩ঃ ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রোগের আধিক্য দেখে পেরেশান হয়েগেলেন আর মনের অজান্তেই মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল যে হায় আমার পিতার কষ্ট!

عن انس (رضى الله عنه) قال لما ثقل النبى (صلى الله عليه وسلم) جعل يتغشاه فقالت فاطمة (رضى الله عنها) واكرب اباه! فقال ليس على ابيك كرب بعد هذا اليوم (رواه البخارى)

অর্থঃ"আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল তখন তিনি বার বার বেহুশ হচ্ছিলেন, ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এই অবস্থা দেখে বলতে লাগল হায় আমার পিতার কষ্ট! রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেনঃ আজকের পরে তোমার পিতার উপর আর কোন কষ্ট হবে না"। (বোখারী)[৩]

মাসআলা-৩৭৪ঃ আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীরে ঝাড় ফুঁক করতে চাইল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)স্বীয় হাত দিয়ে আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাত সরিয়ে দিলেনঃ

---

১ -কিতাবুল মাগাযী বাব মারাযুন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া ওফাতিহি।

২ - কিতাবুল মাগাযী বাব মারাযুন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া ওফাতিহি।

৩ - কিতাবুল মাগাযী বাব মারাযুন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া ওফাতিহি।

عن عائشة (رضى الله عنها) قالت: كان النبى (صلى الله عليه وسلم) يتعوذ بهؤلاء الكلمات اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافى لاشفاء الا شفائك شفاء لايغادر سقما فلما ثقل النبى (صلى الله عليه وسلم) فى مرضه الذى مات فيه اخذت بيده فجعلت امسحه واقولها فنزع يده من ايدى ثم قال اللهم اغفرلى والحقنى بالرفيق الاعلى قالت: فكان هذا اخر ما سمعت من كلامه (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই শব্দগুলোর মাধ্যমে আশ্রয় চাইতেন, হে মানুষের প্রভু, অসুস্থতা দূর করুন, সুস্থতা দান করুন, আপনিই সুস্থতা দানকারী, সুস্থতা একমাত্র আপনার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, আপনি এমন সুস্থতা দান করুন যেন মোটেও অসুস্থতা নাথাকে । যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল যেই অসুস্থতায় তিনি মারা গেলেন, তখন আমি তাঁর হাত ধরে এই দোয়া পাঠ করে তাঁর শরীরে হাত বুলাতে লাগলাম, তখন তিনি আমার হাত থেকে তাঁর হাত সরিয়ে নিলেন এবং বললেনঃ 'হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিত করুন"। (ইবনু মাযা)[১]

মাসআলা-৩৭৫ঃ জীবনের শেষ মূহর্তে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় উম্মতদেরকে শিরক থেকে সতর্ক থাকার জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন এবং মুসলমানদেরকে নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং অধীনস্ত লোকদের সাথে সৎ ব্যবহার করার জন্য গুরুত্বারোপ করেছেনঃ

عن عائشة (رضى الله عنها) وعبد الله بن عباس (رضى الله عنهما) قالا: لما نزل برسول الله (صلى الله عليه وسلم) طفق يطرح خميصة له على وجهه فاذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذالك (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا (رواه البخارى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)থেকে বর্ণিত, তারা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন ঐ রোগের সময় তিনি তাঁর চাদর টেনে মুখে নিয়ে রাখতেন, আর যখন আতনৃক অনুভব করতেন তখন মুখ খুলে ফেলতেন, এমতাবস্থায় তিনি একথা বলতেনঃ ইহুদী এবং নাসারাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত, তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছিল, এর মাধ্যমে তিনি তাঁর উম্মতদেরকে এই পাপ থেকে সতর্ক করেছেন যা ইহুদী এবং নাসারারা করেছিল। (বোখারী)[২]

১ -কিতাবুল জানায়েয,বাব মাযায়া ফি যিকরি মারাযি রাসুলিল্লাহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (১/১৩১২)।
২ -কিতাবুল মাগাযী,বাব মারাযুননবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া ওফতিহি।

عن ا م سلمة (رضى الله عنها) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يقول فى مرضه الذى توفى فيه (الصلاة وماملكت ايمانك) فمازال يقولها حتى مايفيض بها لسانه (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন ঐ রোগের সময় বলতেনঃ নামায, এবং তোমাদের অধীনস্ত লোকদের প্রতি সতর্ক থাক। এই কথাটি তিনি বার বার বলছিলেন এমনকি তাঁর জিহ্বা কম্পিত হচ্ছিল" ।(ইবনু মাযা)[১]

মাসআলা-৩৭৬ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখের সর্বশেষ বাণী ছিলঃ

اللهم اغفرلى وارحمنى والحقنى بالرفيق الاعلى

অর্থঃ" হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দিন" ।

عن عبد الله بن الزبير (رضى الله عنه) ان عائشة (رضى الله عنها)اخبرته انها سمعت النبى (صلى الله عليه وسلم) واصغت اليه قبل ان يموت وهو مسند الى ظهره تقول اللهم اغفرلى وارحمنى والحقنى بالرفيق الاعلى (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে বলেছে, যে সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর সময় তাঁর প্রতি কান পেতে বলতে শুনেছে আর তিনি তার পিঠে হেলান দিয়ে বলেছেনঃ হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দিন"(বোখারী)[২]

মাসআলা-৩৭৭ঃ অহ! মক্কায় জন্ম নেয়া এই ব্যক্তিত্ব ৬৩ বছরে সমগ্র বিশ্বকে তাওহীদের আলো ছড়ানোর পর সোমবার মদীনার পবিত্র ভূমিতে মৃত্যু বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊনঃ

عن انس بن مالك (رضى الله عنه) يقول:آخر نظرة نظرتها الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كشف الستارة يوم الاثنين... ومات من آخر ذالك اليوم (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ সোমবার দিন যখন ফযর নামাযের সময় হল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘরের পর্দা সরালেন, তখনই আমি তাঁকে সর্বশেষ দেখি, ঐ দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন" ।(ইবনু মাযা)[৩]

---

১ -কিতাবুল জানায়েয,বাব মাযায়া ফি যিকরি মারাযি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১/১৩১৭)

২ - কিতাবুল মাগাযী,বাব মারাযুন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া ওফাতিহি।

৩ -আবওয়াব মাযায়া ফিল জানায়েয, বাব মাযায়া ফি জিকরি মারাযি রাসূলিল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)(১/১৩১৬)

عن عائشة (رضى الله عنها) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) توفى وهو ابن ثلاث وستين (رواه البخارى)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন।(বোখারী)[১]

عن انس (رضى الله عنه) قال:لما كان يوم الذى دخل فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المدينة اضاء منها كل شئ فلما كان اليوم الذى مات فيه اظلم منه كل شئ وما نفضنا عن النبى (صلى الله عليه وسلم) الايدى حتى انكرنا قلوبنا (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় হিযরত করেছেন, তখন মদীনার সবকিছু আমাদের জন্য আলোকিত হয়েগিয়েছিল, আর যেদিন তিনি ইন্তেকাল করলেন সেদিন সবকিছুর উপর অন্ধকার নেমে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীর থেকে আমাদের হাত তখনো বিচ্ছিন্ন হয় নাই (দাফন সম্পন্ন হয়নাই) তখনই আমরা আমাদের মনের মধ্যে ভিন্নতা অনুভব করি"। (ইবনু মাযা)[২]

মাসআলা-৩৭৮ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর ব্যাপারে ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) ভ্রান্তি এবং আবুবকর (রাযিয়াল্লাহুআনহু) কর্তৃক অনুপম সমাধানঃ

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) ان ابابكر (رضى الله عنه) خرج وعمر بن الخطاب (رضى الله عنه) يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر (رضى الله عنه) فابى عمر (رضى الله عنه) ان يجلس فاقبل الناس اليه وتركوا عمر (رضى الله عنه) فقال ابوبكر (رضى الله عنه): اما بعد! من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لايموت، قال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين، قال: والله! لكان الناس لم يعلموا ان الله انزل هذه الاية حتى تلاها ابوبكر (رضى الله عنه) فتلقاها الناس منه كلهم فما اسمع بشرا من الناس الا يتلوها (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীরে চুমু দিয়ে বাহিরে বের হয়ে আসলেন, তখন দেখতে পেলেন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লোকদের সাথে কথা বলছে, আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললঃ বস,

---

১ -কিতাবুল মাগাযী, বাব মারাযুন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া ওফতিহি।

২ -আবওয়াব মাযায়া ফিল জানায়েয,বাব যিকরু ওফাতিহি ওয়া দাফনিহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)(১/১৩২২)

কিন্তু ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বসল না, লোকেরা ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে রেখে আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর দিকে আসতে লাগল, আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লোকদেরকে এই বক্তব্য শুনালেন যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইবাদত করত তার জানা উচিত যে নিশ্চয়ই মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মারা গেছেন, আর যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করত তারা যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব তাঁর মৃত্যু নেই। আল্লাহ্ তা'লা বলেনঃ আর মোহাম্মদ একজন রাসূল বৈতো নয়, তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছে,তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে, তবে তাতে আল্লাহ্‌র কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না, আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্ তাদের সোয়াব দান করবেন" ।(সূরা আল ইমরান-১৪৪)

আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃযখন আবুবকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন তখন লোকেরা অনুভব করল যেন তারা এই আয়াত জানতই না যে এই আয়াত পূর্বে নাযিল হয়েছে, এরপর সবাই এই আয়াত আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট থেকে শিখে নিল এরপর যার সাথে দেখা হত তাকে এই আয়াত তেলাওয়াত করে শুনাত" ।(বোখারী) [১]

মাসআলা-৩৭৯ঃ আবুবকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বক্তব্য শুনে ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হলেনঃ

মাসআলা-৩৮০ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি পাচ্ছিলেন না শেষে মাটিতে পড়ে গেলেনঃ

عن سعيد بن مسيب (رحمه الله) ان عمر (رضى الله عنه) قال: والله! ما هو الا ان سمعت ابابكر (رضى الله عنه) تلاها فعقرت حتى ما تقلنى رجلاى وحتى اهويت الى الارض حين سمعته تلاها ان النبى (صلى الله عليه وسلم) قد مات (رواه البخارى)

অর্থঃ"সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব (রাহিমাহুল্লাহ্) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র কসম! (আবুবকরের বক্তব্য শুনে) আমার মনে হচ্ছিল যেন এই আয়াত আজই আমি প্রথম শুনছি। আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই আয়াত তেলাওয়াত করল আর তা শ্রবণে আমি পেরেশান হয়ে গেছি, ভয়ে আমি আমার পা উঠাতে পাচ্ছিলাম না, যখন আমি এই আয়াত আবুবকরের নিকট শুনলাম তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেছেন, আর আমি তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম" । (বোখারী)[২]

১ -কিতাবুল মাগাযী, বাব মারাযুননাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া ওফাতিহি।

২ -কিতাবুল ঈমান,বাব আল ইসরা বি রাসূলিল্লাহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

মাসআলা-৩৮১ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রথম জানাযার নামায মঙ্গল বারে প্রথমে পুরুষরা, এরপর মহিলারা এরপর বাচ্চারা নিজে নিজে বিনা ইমামে আদায় করেঃ

মাসআলা-৩৮২ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাফন বুধবারে মধ্য রাতে সম্পন্ন হয়ঃ

মাসআলা-৩৮৩ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মৃতদেহ কবরে রাখেন আলী, কুসুম, শাকরান এবং আউস বিন খাওলা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)

عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: فلما فرغوا من جهازه يوم الثلثاء وضع على سريره فى بيته ثم دخل الناس على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ارسالا يصلون عليه حتى اذا فرغوا ادخلوا النساء حتى اذا فرغوا ادخلوا الصبيان ولم يؤم على الناس على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) احد لقد اختلف المسلمون فى المكان الذى يحفر له، فقال قائلون: يدفن فى مسجده، وقال قائلون : يدفن مع اصحابه، فقال ابوبكر (رضى الله عنه) انى سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول ما قبض نبى الا دفن حيث يقبض، قال: فرفعوا فراش رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذى توفى عليه فحفروا له، ثم دفن (صلى الله عليه وسلم) وسط الليل من ليلة الاربعاء ونزل فى حفرته على بن ابى طالب والفضل بن عباس وقثم واخوه وشقران مولى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وقال اوس بن خولى هو ابو ليلى لعلى بن ابى طالب: انشدك الله وحظنا من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال له عَلِيٌّ انْزِلْ (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ মঙ্গলবারে সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দাফন শেষ করেছে, এবং তাঁর মৃতদেহ তাঁর ঘরে খাটের উপর রাখা হয়েছিল, লোকেরা একে একে এসে তাঁর জানাযার নামায আদায় করে,পুরুষরা নামায শেষ করার পর মহিলারা প্রবেশ করে নামায আদায় করে, যখন মহিলাদের নামায শেষ হল তখন বাচ্চারা প্রবেশ করতে লাগল, তাঁর জানাযার নামাযে কেউ ইমামতি করে নাই, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর সম্পর্কে সাহাবাগণের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিল যে তাঁকে কোথায় কবর দেয়া হবে, কেউ পরামর্শ দিল যে, তাঁর কবর মসজিদেই দেয়া হোক, কেউ পরামর্শ দিল যে তাঁকে বাকীতে সাহাবাগণের সাথে দাফন করা হোক, আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন যে, নবীগণ যেখানে মৃত্যুবরণ করবেন সেখানেই তাদেরকে দাফন করতে হবে। তাই তাঁর বিছানা উঠানো হল যেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন এবং ওখানেই তাঁর কবর খনন করা হল, বুধবার অর্ধরাতে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল, তাঁকে দাফন করার জন্য তাঁর কবরে আলী বিন আবু তালেব, ফযল বিন আব্বাস, তার ভাই কুসাম এবং রাসূলুল্লাহ্

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আযাদ করা গোলাম সাকরান (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কবরে আবতরণ করেন, আউস বিন খাওলা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করল আমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে আমারও সম্পর্ক রয়েছে তখন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললঃ তাহলে তুমিও অবতরণ কর"। (ইবনু মাযা) [১]

নোটঃআউস বিন খাওলা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খাযরায বংশের লোক ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হিযরতের পরে পরেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল।

মাসআলা-৩৮৪ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর উটের কুঁজের ন্যায় ছিলঃ

عن سفيان التمار (رضى الله عنه) انه حدثه انه رأى قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) مسنما (رواه البخارى)

অর্থঃ"সুফিয়ান আত তামারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর দেখেছেন, যা উটের কুঁজের ন্যায় ছিল"। (বোখারী)[২]

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد

অর্থঃ"হে আল্লাহ্ তুমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পরিবারের উপর রহমত নযিল কর যেমনটি করেছিলে ইবরাহিম (আঃ) এবং তার পরিবারের উপর নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং সম্মানিত।

---

১ -আবওয়াব মাযায়া ফিল জানায়েয,বাব যিকরু ওফাতিহি ওয়া দাফনিহি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

২ -কিতাবুল জানায়েয,বাব কাবরুন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

الاحاديث الموضوعة فى فضله صلى الله عليه وسلم

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ফযিলত সম্পর্কে কিছু জাল হাদীসঃ

لما اقترف آدم الخطيئة، قال: يا رب! اسئلك بحق محمد (صلى الله عليه وسلم) لما غفرت لى، فقال الله: يا آدم! وكيف عرفت محمدا (صلى الله عليه وسلم)، ولم اخلقه؟ قال: يارب! لما خلقتنى بيدك ونفخت فى من روحك، رفعت رأسى، فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا اله الا الله محمد رسول الله، فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك، فقال الله: صدقت يا آدم! انه لأحب الخلق الى، ادعنى، فقد غفرت لك ولولا محمد (صلى الله عليه وسلم) ما خلقتك،

১) অর্থঃ" যখন আদম (আঃ) তাঁর ভুল শিকার করলেন তখন তিনি বললেনঃহে আল্লাহ্ আমি তোমাকে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) অধিকারের মধ্যস্ততা দিয়ে দোয়া করছি যে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও,আল্লাহ্ তা'লা বললেনঃহে আদম তুমি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কিভাবে চিনলে? আমি তো এখনো তাকে সৃষ্টি করি নাই? আদম (আঃ) বললঃ হে আমার রব যখন তুমি আমাকে তোমার হাত দিয়ে তৈরী করেছিলে এবং আমার মাঝে আত্মা দান করেছিলে, তখন আমি আমার মাথা উঠিয়ে আরশের পায়ায় দেখতে পেলাম ওখানে লিখা আছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে তুমি তোমার নামের সাথে তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টির নাম সংযোগ করেছ, আল্লাহ্ বললেনঃ হে আদম! তুমি সত্য বলেছ, নিশ্চয় আমার সৃষ্টির মধ্যে সে আমার নিকট অধিক প্রিয়, তাই তুমি আমার নিকট তার মধ্যস্থতা দিয়ে দোয়া কর নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ক্ষমা করব, যদি মোহাম্মদকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না"।

নোটঃ এটি একটি জাল হাদীস, আলবানী লিখিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা ১ম খঃ হাদীস নং-২৫ দ্রঃ।

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنه) قال: قلت يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)! بابى انت وامى اخبرنى عن اول شئ خلقه الله تعالى قبل الاشياء، قال: يا جابر! ان الله خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذالك النور يدور بالقدره حيث شاء الله ولم يكن فى ذالك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولانار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولاقمر ولا جنى ولا انسى

২) অর্থঃ"জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃআমি বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক ঐ প্রথম জিনিস সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন যা আল্লাহ্ তা'লা সবকিছুর আগে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেনঃ হে জাবের! নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর আগে তোমার নবীর নূর স্বীয় নূর থেকে তৈরী করেছেন, আর ঐ নূরকে এমন শক্তি দিলেন যে তা নিজে নিজে যেখানে

আল্লাহ্ চাইলেন সেখানে গেল, আর তখন লাওহে মাহফুজ ও ছিলনা, কলমও ছিল না, জান্নাত ও ছিল না, জাহান্নামও ছিল না, ফেরেশ্তা ছিল না, আকাশ ও জমিনও ছিল না, চন্দ্র-সূর্যও ছিল না, জ্বিন এবং মানুষ কিছুই ছিল না।
নোটঃ এটি জাল হাদীস দেখুনঃ কাশফুল খিফা ওয়া মুযিলুল ইলবাস আম্মা ইশতাহারা মিনাল আহাদিস আলা আলসিনাতিন নাস। খঃ১ম, হাদীস নং-৮২৭।

انا من نور الله والمؤمنون منى والخير فى وفى امتى الى يوم القيامة

৩-অর্থঃ" আমি আল্লাহ্র নূর থেকে সৃষ্টি হয়েছি, আর মুমিনরা সৃষ্টি হয়েছে আমার নূর থেকে, কিয়ামত পর্যন্ত আমার এবং আমার উম্মতের মধ্যে কল্যাণ বিদ্ধমান থাকবে।
নোটঃ এই হাদীসটি জাল, দেখুন আল ফাওয়ায়েদ আল মাজমুয়া ফিল আহাদীস আল মাওজুয়া, ইমাম মোহাম্মদ বিন আলী আশ্শাওকানী(রাহিমাহুল্লাহ) লিখিত,হাদীস নং-১০৫। পৃঃ২৮৮।

ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يكن يرى له ظل فى شمس ولا قمر

৪-অর্থঃ"সূর্যের আলো বা চন্দ্রের আলোতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) কোন ছায়া দেখা যেতনা।
নোটঃ এটি একটি জাল হাদীস, দেখুন মানাহেলুসসাফা ফি তাখরিজ আহাদীসুস শিফা। পৃঃ৭, রেফারেন্সঃ মাওলানা আবদুল কাদের হাসারী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখিত জিল্লুর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

قال عثمان (رضى الله عنه) ان الله ما اوقع ظلك على الارض لئلا يضع انسان قدمه على ذالك الظل

৫) অর্থঃ" ওসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনার ছায়া পৃথিবীতে দেন নাই যেন কোন মানুষ তাতে পা না ফেলতে পারে।
নোটঃ এই হাদীসটি ভিত্তিহীন, দেখুন মাওলানা আবদুল কাদের হাসারী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখিত জিল্লুর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। পৃঃ৫৪।

تشرق الارض لوجهى والسماء لرؤيتى ورقى بى فى سمائه وشق لى اسما من اسمائه فذو العرش محمود وانا محمد

৬) অর্থঃ"পৃথিবী আমার চেহারার কারণে আলোকিত, আকাশ আমার সাক্ষাতের কারণে আলোকিত, আর আমাকে আকাশের উপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আল্লাহ্ স্বীয় নাম থেকে আমার নাম চয়ন করেছেন, অতএব আরশের অধিপতি প্রশংসিত আর আমি অধিক প্রশংসিত।
নোটঃএই হাদীসটি জাল, দেখুন আল ফাওয়ায়েদ আল মাজমুয়া ফিল আহাদীস আল মাওজুয়া,ইমাম মোহাম্মদ বিন আলী আশ্শাওকানী(রাহিমাহুল্লাহ) লিখিত, হাদীস নং-৯৯৭, ফাযায়েলুননবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধ্যায়।

لو لاك لما خلقت افلاك

৭) অর্থঃ" যদি তুমি না হতে তাহলে আমি আকাশ পৃথিবী সৃষ্টি করতাম না।
নোটঃ এই হাদীসটি জাল, দেখুন আল ফাওয়ায়েদ আল মাজমুয়া ফিল আহাদীস আল মাওজুয়া, ইমাম মোহাম্মদ বিন আলী আশ্‌শাওকানী(রাহিমাহুল্লাহ) লিখিত,হাদীস নং-১০১৩।

من صلى على يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين عاما

৮) অর্থঃ" যেব্যক্তি জুমার দিন-আমার প্রতি আশি বার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ্ তার আশি বছরের গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন"।
নোটঃ এই হাদীসটি জাল, দেখুন শাইখ নাসেরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ্) লিখিত সিলসিলা আল আহাদীস আসসাহীহা ওয়াযয়িফা ওয়াল মাউযুয়া, খঃ১, হাদীস নং-২১৫।

من صلى على فى يوم الجمعة الف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة

৯) অর্থঃ" যেব্যক্তি জুমার দিন আমার প্রতি একহাজার বার দরূদ পাঠ করবে সে জান্নাতে তার ঠিকানা না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না।
নোটঃ এই হাদীসটি জাল, দেখুন শাইখ নাসেরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ্) লিখিত সিলসিলা আল আহাদীস আসসাহীহা ওয়াযয়িফা ওয়াল মাউযুয়া, খঃ১, হাদীস নং-৫১১০।

مسح العينين بباطن انملتى السبابتين بعد تقبيلهما عند قول المؤذن اشهد ان محمد رسول الله وان من فعل ذالك حلت له شفاعته

১০) অর্থঃ" মোয়াজ্জিন আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুলদ্বয়ের ভিতরের দিকটিতি চুমু দিয়ে তা চোখে মাসাহকারীর জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়।
নোটঃ এই হাদীসটি জাল, দেখুন তামিয়ুততায়্যেব মিনাল খাবিস, ইমাম আবদুর রহমান বিন আলী লিখিত, হাদীস নং-১২৯৭, পৃঃ১৭১।

ان الله اعطى موسى الكلام واعطانى الرؤية وفضلنى بالمقام المحمود والحوض المورود

১১) অর্থঃ"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মূসা (আঃ) এর সাথে কথা বলেছেন, আর আমাকে দিয়েছেন তাঁর দীদার, আর আমাকে মর্যাদাবান করেছেন মাকামে মাহমুদ দানকরে এবং হাউজ কাওসার দান করার মাধ্যমে যেখানে মুমেনগণ আসবে।
নোটঃএই হাদীসটি জাল, দেখুন ইমাম ইবনে জাওজী লিখিত আল মাউজুআত, পৃঃ২৯০, বাব ফাযলুহু আলা মূসা।

من حج فزار قبرى بعد موتى كمن زارنى فى حياتى

১২) অর্থঃ" যে ব্যক্তি হজ্ব করল অতঃপর আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করল সেযেন আমার জীবিত অবস্থায় আমার যিয়ারত করল।

নোটঃএই হাদীসটি জাল, দেখুন শাইখ নাসেরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ্) লিখিত সিলসিলা আল আহাদীস আসসাহীহা ওয়াযযয়িফা ওয়াল মাউযুয়া, খঃ১, হাদীস নং-৪৭।

من زار قبری وجبت له شفاعتی

১৩-অর্থঃ" যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যায়।
নোটঃ এই হাদীসটি জাল, ,দেখুন শাইখ নাসেরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ্) লিখিত যয়িফুল জামে ওয়া যিয়াদাতুহু, খঃ৫, হাদীস নং-৫৬১৮।

من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني

অর্থঃ" যে ব্যক্তি হজ্ব করল অথচ আমার কবর যিয়ারত করল না সে আমার প্রতি অবিচার করল।
নোটঃএই হাদীসটি জাল, দেখুন শাইখ নাসেরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ্) লিখিত সিলসিলা আল আহাদীস আসসাহীহা ওয়াযযয়িফা ওয়াল মাউযুয়া, খঃ১, হাদীস নং-৫৬১৯।

সমাপ্ত

!!!!!!

!!!!

!!!

!!

!